রামেসিস

দ্য ব্যাটল অফ কাদেশ

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তরঃ ওয়াসি আহমেদ

মিশরকে বাঁচাতে হলে, দূর্ধর্ষ হিট্টি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে রামেসিসকে। কিন্তু শক্তি আর অস্ত্র- দু'দিক থেকেই এগিয়ে আছে হিট্টিরা। এদিকে যুদ্ধ এড়াবার কোনো উপায়ও নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, কাদেশ, উত্তর সিরিয়ায় হিট্টিদের সব কঠিন ঘাঁটিতে গিয়েই লড়তে হবে ফারাওকে।

আবার মিশর রক্ষায় যে পূর্ণ মনোযোগ দেবেন, সে উপায়ও নেই। ভয়াবহ এক অভিশাপের শিকার হয়ে দিন দিন দূর্বল হয়ে পড়ছেন রাজমহিষী নেফারতারি।

ঘরে-বাইরে, দু'দিক থেকেই রামেসিসের দিকে ধেয়ে আসছে বিপ। রাজমহিষীকে বাঁচাতে হলে দক্ষিণে যেতে হবে তাকে, নিয়ে আসতে হবে ঔষধ। এরপর এগোতে হবে উত্তরে, যেখানে হিট্টিরা অস্ত্র শান দিয়ে তার অপেক্ষায় বসে আছে।

রামেসিস কী পারবেন এমন এক কঠিন সময়ে শক্ত হাতে সব দিক সামাল দিতে?
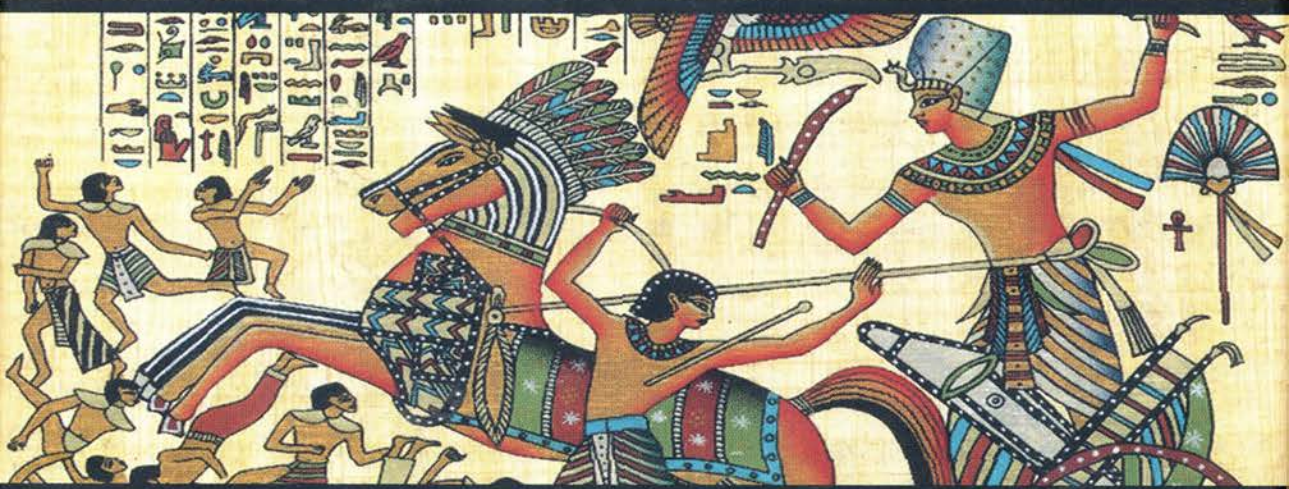
ISBN 978 984 92437 1 7
9 789849 243717

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক একজন ফরাসী লেখক ও
মিশরবেত্তা। প্রাচীণ মিশরকে কেন্দ্র করে
তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন।
এদের মাঝে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো
রামেসিস সিরিজ।

তেরো বছর বয়সে, 'হিস্টোরি অফ
অ্যানশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন'
বইটি দিয়ে তার প্রাচীণ মিশরের রহস্যময়
দুনিয়ার সাথে পরিচয় হয়। সতেরো বছর
বয়সে তিনি প্রথম মিশর ভ্রমণ করেন।
এরপর ইজিপ্টোলজি আর আকিওলজী বিষয়
নিয়ে লেখাপড়া করেন সরবোন
ইউনিভার্সিটিতে।

বয়স যখন তার আঠারো, তখন তিনি
আটটি বইয়ের গর্বিত লেখক! তখন থেকে
এই পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি
উপন্যাস লিখেছেন। সেই সাথে মিশর
সংক্রান্ত নানা তথ্য-মূলক গ্রন্থ তো আছেই।
তার পাঠক নন্দিত সিরিজ রামেসিস-এর
পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সাল থেকে
১৯৯৭ সালের মাঝে। প্রতিটা বই রামেসিস
এর জীবনের এক একটি অংশ নিয়ে লেখা।

রামেসিস # ৩

দ্য ব্যাটল অফ কাদেশ

মূলঃ ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর ওয়াসি আহমেদ

ভূমিকা

মিশরের প্রতি আগ্রহের শুরুর কথা বলি। তখন বোধহয় ক্লাস ফাইভ কী সিক্সে পড়ি, জন্মদিনে এক ভাইয়ার কাছ থেকে সত্যজিৎ রায়ের 'শঙ্কু সমগ্র' বইটা উপহার পেয়েছিলাম। ঈজিপ্সিয় আতঙ্ক, নেফ্রুদেৎ এর সমাধি, মরু রহস্য-এরকম দারুণ কয়েকটি গল্প ছিল মিশরকে কেন্দ্র করে। সত্যজিৎ রায়ের লেখার প্রতি ভালোবাসা আগে থেকেই ছিল, এবার নতুন করে যে আগ্রহ জন্মাল তার নাম হচ্ছে মিশর। এখনকার মতো সহজলভ্য ইন্টারনেট ছিল না তখন। শখ মেটাতে মিশর সম্পর্কে যেখানে যা পেতাম, বুভুক্ষের মতো পড়ে ফেলতাম। ধীরে ধীরে সে আগ্রহ নেশায় পরিণত হলো। আর হবে নাই-বা কেন? পিরামিড, মমি, অলৌকিকতা পুরাণকথা, স্থাপত্য, ইতিহাস-সবদিক থেকেই যে মিশর অতুলনীয়, অনন্য।

আমার মতো মিশরপ্রেমীদের জন্য ক্রিশ্চিয়ান জাঁকের রামেসিস সিরিজ নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। মিশরের শক্তিমান ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের শাসনামল থেকে শুরু করে তার ব্যক্তিগত জীবনকে নিখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মিশরবিদ লেখক। ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের মিশ্রণে রচনা করেছেন অপূর্ব এক শিল্পকর্মের। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, লোভ, প্রেম, দায়িত্ব, পৌরাণিক গল্পের সংমিশ্রণে এমন মন্ত্রমুগ্ধকর উপাখ্যানের জুড়ি মেলা ভার। কাঙ্ক্ষিত বইটা অনুবাদ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। চমৎকার এই উদ্যোগের জন্য আদী প্রকাশনের কর্তধার সাজিদ রহমান ভাইয়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদের তালিকাটা একটু লম্বা।

আমার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ 'দ্য জুডাস স্ট্রেইন' প্রকাশিত হবার পর, আব্বু-আম্মুর উচ্ছ্বাসটা ছিল দেখার মতো। ইচ্ছামতো বই কেনা থেকে শুরু করে লেখালেখি, সবসময় তাদের কাছে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য প্রথম ধন্যবাদ তাদেরই প্রাপ্য।

ধন্যবাদ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাইকে, আমার বইয়ের জন্য যিনি নিজের বইয়ের মতো পরিশ্রম করেন। যাকে ছাড়া লেখালেখির স্বপ্নটা হয়তো অপূর্ণ থেকে যেত। উপদেশ,পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং বকাঝকা দিয়ে যিনি আমাকে ঠিকপথে এগোতে সাহায্য করেন সবসময়।

বিশেষ ধন্যবাদ শুভ, রিজন এবং মারুফকে। যাদের উৎসাহ না পেলে অনুবাদের কাজটা এগোত না।

সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ সেতু, আবিদ এবং রাফসান রেজা রিয়াদ ভাইকে।

সবশেষে ধন্যবাদ পাঠককে, যারা ভালোবেসে বইটি হাতে তুলে নিয়েছেন।

-ওয়াসি আহমেদ রাফি

অক্টোবর, ২০১৬

মিশরের মানচিত্র
ভূমধ্যসাগর
রোসেটা
ড্যামিয়েটা
আলেকজান্দ্রিয়া
পোর্ট সাঈদ
টান্টা
জাগাজিগ
ইসমাইলিয়া
কায়রো
গিজা
মেমফিস
সাক্কারা
সুয়েজ
সিনাই
কারুন হ্রদ
এল ফাইয়ুম
সিওয়া
মরূদ্যান
লিবিয়ান
বাহরিয়া
মরূদ্যান
ফারাফরা মরূদ্যান
মরুভূমি
বনি হাসান
আসিয়ুত
নীল
আরব
মরুভূমি
আখমীন
আবিডোস
নাগ হাম্মাদি
থিবান নেক্রোপোলিস
লুক্সর
এসনা
এদফু
দাখলা
মরূদ্যান
খারগা মরূদ্যান
লোহিত
সাগর
কর্কটক্রান্তি
কোমঅমবো
আসওয়ান
এলেফ্যান্টাইনি
ফিলাই
আবু সিমবেল
১২৫ মাইল
নু বি য়া

নতুন সাম্রাজ্যের আমলে
নিকট প্রাচ্যের প্রাচীন মানচিত্র
এজীয়ান
সাগর
কৃষ্ণ
সাগর
হাট্টি
হাট্টুসা
ট্রয়
ইউবিয়া
আনাতোলিয়া
হিট্টি সাম্রাজ্য
হ্যালিস
কাস্পিয়ান
সাগর
কারকেমিশ
আলেপ
নিনেভে
লাহারিনা
(মিট্যানি)
অ্যাসিরিয়া
টাইগ্রিস
আশুর
ইউফ্রেটিস
ব্যাবিলন
ব্যাবিলনিয়া
ক্রীট
রোডস
ইউগারিট
সাইপ্রাস
ভূমধ্যসাগর
সিমিরা
কাদেশ
বিবলোস
সিরিয়া
সিডন
দামাস্কাস
মেগগাইডো
কানান
বিসান
শেকেম
জেরুজালেম
ব-দ্বীপ
পাই-রামেসিস
গাজা
মুআব
কানতারা
মেমফিস
সিনাই
ইদম
সিনাই
পর্বত
মিশর
পারস্য
উপসাগর
আরব
মরুভূমি
৩১০ মাইল
লোহিত
সাগর
থিবস
কুসাইর

এক

প্রখ্যাত ফারাও সেটি'র স্থাপিত দ্য অ্যাডোব অফ দ্য লায়ন বা সিংহের আবাস নামে খ্যাত বসতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডানিও'র ঘোড়া। উত্তপ্ত পথ ধরে এগোচ্ছে সে। ডানিও'র বাবা মিশরীয়, মা সিরিয়ান। পেশা হিসেবে ডাকবাহকের সম্মানিত পেশাটাকে বেছে নিয়েছে, বিশেষত্ব হচ্ছে জরুরী ভিত্তিতে ডাক আনা-নেওয়া করা। সরকারই এই ঘোড়াটা দিয়েছে ওকে, সেই সাথে খাবার আর পোশাক তো আছেই। এছাড়াও আছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সাইল এলাকায় একটা বাড়ি এবং রাস্তায় ডাক বিভাগের যত সরকারী বাড়ি আছে, সবগুলোতে বিনামূল্যে থাকার সুযোগ। এক কথায়, জীবনে কোনও কিছুর অভাব নেই। প্রতিনিয়ত দেশের নানা জায়গায় যেতে হয়, সিরিয়ান মেয়েরা নিজেদেরকে বলতে গেলে ছুড়েই দেয় ওর দিকে। তবে সম্পর্ক একটু বেশি গভীর হতে শুরু করলেই, আর খুঁজে পাওয়া যায় না ডাক বাহককে।

ওর কপালের লিখনই যে এমন। জন্মের কিছুসময় পরেই, গ্রামের জ্যোতিষিকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করিয়েছিল ডানিও'র বাবা-মা। তিনি জানিয়েছিলেন, ছেলেটার কপালে আছে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো। হয়েছেও তাই! বন্ধন ওকে বিচলিত করে তোলে, হোক না তা সুন্দরী রমণীর প্রলোভন। মুক্ত পথে পাড়ি জমানোর আকর্ষনই বাঁচিয়ে রাখে ওকে।

তবে উপরওয়ালাদের কাছে ডানিও'র পরিচয় দক্ষ আর নির্ভরযোগ্য এক কর্মচারী হিসেবে। এখন পর্যন্ত সবাই ওর কাজের প্রশংসাই করেছে। একটা চিঠিও এদিক ওদিক হয়নি। শুধু তাই না, গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ডানিও যেন বাড়তি প্রচেষ্টা ঢেলে দেয়। মনে হয়, ডাক বিভাগে চাকরী করার জন্যই যেন ওর জন্ম।

রামেসিস যখন তার পিতা, সেটি'র মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন, অন্য সবার মতো সন্দিহান হয়ে উঠেছিল ডানিও। ভেবেছিল, তরুণ রাজকুমার আসলে ফারাও হবার যোগ্য নন। রক্তপিপাসু এক যুদ্ধবাজ তিনি, হয়তো সিংহাসনে বসেই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবেন। কিন্তু না, রাজত্বের প্রথম চারটি বছর রামেসিস যুদ্ধের চাইতে নির্মাণেই মন দিয়েছেন বেশি। লুভরের মন্দিরটা বড় করেছেন, কারনাকের স্তম্ভসারীর কাজ শেষ করে ফেলেছেন, তার নিজের মন্দিরের জন্য জায়গা নির্ধারণ করেছেন এবং ব-দ্বীপে পাই-রামেসিস নামে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক বিন্দুর জন্যও পিতার পররাষ্ট্রনীতি ভঙ্গ করেননি তিনি। মহান ফারাও সেটি'র পররাষ্ট্রনীতির

মূলমন্ত্র ছিল, মিশরের চিরশত্রু, হিট্টিদের সাথে কোনও ধরনের ঝামেলায় না যাওয়া। ফারাও রামেসিসও তাই করেছেন। এদিকে আনাতোলিয়ার মালভূমির অধিবাসী এই হিট্টিদের মাঝেও ঝামেলা করার কোনও ইচ্ছা এই কদিনে দেখা যায়নি। সচরাচর তারা সিরিয়া দখল করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে!

শান্তিতেই কাটছিল দিনকাল। আচমকা ডানিও উপলব্ধি করল, পাই-রামেসিস আর হোরাসের পথে অবস্থিত দুর্গগুলোর মাঝে সামরিক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে! পরিচিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করে দেখেছে সে, কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারেনি। তবে গুজব রটেছে যে উত্তর সিরিয়া আর মিশরের অধীনে থাকা আমুরু প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে!

ডানিও বুঝে নিল, যেসব তথ্য ও আদান-প্রদান করছে, তার মাধ্যমে হোরেসের পথে অবস্থিত দুর্গগুলোর সেনাপতিদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সেটি'র সামরিক সক্ষমতার প্রশংসা করতেই হয়। কেননা তার তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টির কারণেই কানান, আমুরু আর সিরিয়া এখন দুই চিরশত্রুর মাঝে একটা বড় নিষ্ক্রিয় এলাকা তৈরি করে দিয়েছে। অবশ্য স্থানীয় শাসকদের উপর কড়া নজর রাখার প্রয়োজনীয়তা এতে বেড়ে গিয়েছে। নুবিয়ান স্বর্ণ হাত বদল করে সেই প্রয়োজনীয়তাও কমিয়ে আনা যায় অনেকাংশে। বিশেষ করে যখন আনুগত্য একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে শুরু করে, তখন। সেই সাথে মিশরীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাড়তি প্রণোদনা যোগায়।

অতীতে এক সময় এই হোরেসের পথ-এর দুর্গগুলো বন্ধই করে দেয়া হয়েছিল। ওখানকার সৈন্যদের কাজে লাগানো হয়েছিল সীমান্ত রক্ষার্থে। হিট্টিরা এর আগে কখনই এতোটা দক্ষিণে আসেনি।

সঙ্গত কারণেই ডানিও এখনও আশাবাদী। ওর মতে, হিট্টিরা মিশরীয় সেনাবাহিনীকে ভয় পায়। অবশ্য মিশরীয়রাও ভয় পায় শত্রুপক্ষের নৃশংস প্রবৃত্তিকে। সরাসরি যুদ্ধ হলে, দুই পক্ষেরই ক্ষতি হবে। তাই পরিস্থিতি যেমন আছে, তেমনভাবে চলতে দেয়াই উত্তম। ফারাও রামেসিসের নির্মাণ কাজ নিয়ে মাতামাতি দেখে মনে হয় না, যুদ্ধের কোনও ইচ্ছা তার আছে।

সিংহের আবাস-এ ঢুকে পড়েছে, রাস্তার পাশের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারল ডানিও। এই এলাকার কৃষিভূমির বিস্তৃতি এখান থেকেই শুরু। হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে। কোনও একটা ঝামেলা আছে!

পরবর্তী চিহ্নের কাছে এসে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ডাকবাহক।

টের পেল, প্রস্তরফলকটাকে বিকৃত করা হয়েছে। সেই সাথে ওতে লেখা বেশ কিছু অক্ষরও মুছে দেয়া হয়েছে। ঐশ্বরিক লেখাটা অপূর্ণাঙ্গ হয়ে যাওয়ায়, এই এলাকাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না আর। যে দুর্বৃত্তরা এই কাজ করেছে, তাদেরকে কড়া শাস্তি পেতে হবে। এহেন কর্মকাণ্ডের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ডাকবাহক ডানিও টের পেল, সে-ই প্রথম এই দৃশ্যটা দেখছে। স্থানীয় সেনাপতিকে জানিয়ে সময় নষ্ট না করে, সরাসরি ফারাওকে জানাবে বলে সিদ্ধান্ত

নিল সে।

উঁচু ইটের পাঁচিলে ঘেরা সিংহের আবাসখ্যাত এই বিখ্যাত স্থাপত্য। প্রধান দরজার দুই পাশে আছে দুটো স্ফিংসের মূর্তি। কিন্তু সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ডাকবাহক। দুর্গটাকে ঘিরে রাখা বাঁধ তছনছ হয়ে আছে, স্ফিংসের মূর্তি দুটো পড়ে আছে একপাশে। আস্ত নেই ও দুটোও।

সিংহের আবাস–এ আক্রমণ চালানো হয়েছে!

কোনও টু শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না এখন। অথচ সারাদিন বসতিতে কাজ চলে! সেনারা মহড়া দেয়, বৃদ্ধরা আলাপ আলোচনা করে, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, বাচ্চারা ছুটোছুটি করে...বর্তমানের এই পিনপতন নীরবতাটুকু যেন ডানিও'র দম বন্ধ করে দিল। শুকিয়ে আসা গলাটা ভেজাবার জন্য, পানির থলেটা থেকে কয়েক ঢোক পানি খেল ও।

শেষ পর্যন্ত ভয়ের সাথে লড়াইয়ে জয় হলো কৌতুহলের। ডানিও'র উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে সবচেয়ে কাছের গ্যারিসনকে জানানো। কিন্তু কী হয়েছে, তা নিজের চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারল না বেচারা। অবশ্য ওকে দোষও দেয়া যায় না। ওই বসতির প্রায় সবাইকে চেনে সে। বন্ধুই বলা চলে তাদেরকে।

ডানিও'র ঘোড়াটা ডাক ছেড়ে নড়ে উঠল। গলায় হাত বুলিয়ে প্রাণীটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ঘোড়াটা যেন পণ করেছে, এক পা–ও এগোবে না।

অবশেষে হেঁটেই রওনা দিল ডানিও। ভেতরে প্রবেশ করেই যেন থমকে দাঁড়াল।

দোতালা বাড়িগুলোর একটাও আস্ত নেই, আক্রমণকারীদের রোষ থেকে রক্ষা পায়নি কোনওটাই। এমনকি রাজ্যপালের বাড়িটারও একই অবস্থা!

ছোট মন্দিরটারও একই দশা, একটা দেয়ালও অক্ষত নেই। ঐশ্বরিক সব চিত্র আর মূর্তিগুলো হয় মুছে ফেলা হয়েছে, নয়তো ওগুলোর মাথা কেটে ফেলা হয়েছে।

কুপে ভেসে আছে মৃত গাধাদের লাশ, শহরের মাঝখানের ঝর্ণার পাশে আসবাব আর কাগজ পোড়া ছাই–এর স্তুপ।

আর গন্ধ...উফ! আচমকাই যেন অসহ্য একটা গন্ধ এসে ধাক্কা দিল ওর নাকে।

মাংসের বাজার থেকে গন্ধটা আসছে, টের পেয়ে সেদিকেই রওনা দিল ডানিও। কমপ্লেক্সের উত্তর দিকে ওটা। সাধারণত ওখানেই পশু জবাই করে রান্না করা হয়। বেশ ব্যস্ত জায়গা, এখানে এলে দুপুরের খাবারটা এই বাজারেই খায় ডানিও।

দৃশ্যটা নজরে পড়া মাত্র, শ্বাস নিতে যেন ভুলে গেল সে।

সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে–সৈন্য, ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা...সবাইকে। একজনের উপরে আরেকজনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে সবাইকে। গর্ভনরকে আলাদা করে শূলে চড়ানো হয়েছে।

একটা কাঠের থামে হিট্টিদের ভাষায় লেখা–হিট্টিদের শক্তিশালী শাসক মুওয়াত্তালীর বিজয় স্মারক। এভাবেই নিশ্চিহ্ন হবে তার সব শত্রুরা।

হঠাৎ করেই সব পরিষ্কার হয়ে এল ডানিও'র কাছে। দুধর্ষ হিট্টি বাহিনী এখানে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। রক্তপিপাসু এই দানবেরা কাউকে বাঁচিয়ে রাখে না।

তবে এবারের আক্রমণটা ওরা চালিয়েছে মিশরের সীমান্তের ভেতরে এসে!

ভয় গ্রাস করে বসল ওকে। যদি আশেপাশে এখনও হিট্টিরা থেকে থাকে?

পিছিয়ে এল বেচারা, চোখের সামনে এখনও ভয়াবহ দৃশ্যটা ভাসছে। এমন নৃসংশতা...মনুষ্য প্রাণের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ! তাও আবার শেষকৃত্যের কোনও তোয়াক্কা না করেই! ভাবাই যায় না।

টলতে টলতে সদর দরজার দিকে এগোল ডাকবাহক। ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল না, পালিয়েছে ।

উদ্বিগ্নচোখে চারপাশে তাকাল ও, হিট্টিদের খুঁজছে।

রথ...এদিকেই আসছে! টের পেল ডানিও।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল ও, যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে পালাতে শুরু করল।

দুই

পাই–রামেসিস, ফারাও এর নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে অধিবাসীর সংখ্যা এরিমাঝে এক লাখ ছাড়িয়েছে। দুই ভাগে ভাগ হয়ে নীলনদ ঘিরে ধরে রেখেছে জায়গাটাকে। একটার নাম রা আর অন্যটা অ্যাভারিস। এর ফলে লাভ যা হয়েছে তা হলো, গ্রীষ্মের মৌসুমেও এখানকার আবহাওয়া উপভোগ্য। পরস্পর সংযুক্ত কিছু নালা, যাত্রাকে করেছে সুগম। আর কৃত্রিম হ্রদটাতো নৌকা চালাবার জন্য অসাধারণ এক জায়গা। পুকুরগুলোতেও বড় বড় আকারের মাছ খেলা করছে। পাই–রামেসিসের প্রতিটা দালান উজ্জ্বল, নীলকান্তমণি রঙা টালি দিয়ে ঢাকা। আর তাই এর নাম দেয়া হয়েছে 'নীলকান্তমণির শহর'!

আনন্দ উল্লাসের নগরী আর সামরিক কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি–এই দুই-এর দারুণ সমন্বয় ঘটেছে পাই–রামেসিস–এ। শহরকে চারভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগে একটা করে সেনাদল রাখা হয়েছে। অস্ত্র শস্ত্রের ডিপোও কাছেই অবস্থিত। দিন রাত কাজ করে চলছে শ্রমিকেরা, উদ্দেশ্য রথ, বর্ম, তলোয়ার, বর্শা, ঢাল আর তীরের ফলক বানানো। প্রধান কারখানাটায় ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করার আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে। ওখান থেকে প্রায় প্রতিদিনই বেরিয়ে আসছে হালকা অথচ শক্তপোক্ত যুদ্ধ রথ। কারখানাটা অবস্থিত একটা ঢালু পথের শীর্ষে। পথটা শেষ হয়েছে প্রাঙ্গণে গিয়ে। যত রথ বানানো হয়, সেগুলো শেষ পর্যন্ত সেখানেই যায়। এই মুহূর্তে, তেমনি একটি রথ পরীক্ষা করে দেখছে এক কাঠমিস্ত্রী। আচমকা কোত্থেকে যেন পরিদর্শক উদয় হয়ে লোকটার কাঁধে টোকা দিল।

'নিচে দেখ, ওই যে ওখানে! তিনি এসেছেন!'

'কে এসেছেন?' বলতে বলতেই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল কাঠমিস্ত্রি। নিজের চোখেই দেখতে পেল মিশরের ফারাও, উচ্চ আর নিম্ন ভূমির শাসক, আলোর পুত্র, রামেসিস–কে।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স ফারাও–এর, এরিমাঝে দেশের আপামর জনসাধারণের চোখে তিনি সেটি'র সুযোগ্য উত্তরসুরী হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন রামেসিসের মাথা ভরা লালচে-সোনালী চুল। প্রশস্ত আর উঁচু কপালটার সাথে খাপ খাওয়ানো আয়তাকার চোয়াল। গভীর আর উজ্জ্বল চোখজোড়ার উপরে সুন্দরভাবে স্থাপিত ভ্রূ যেন চেহারায় আলাদা আভিজাত্য এনে দিয়েছে। লম্বাটে ঈষৎ বাঁকানো নাক; নিখুঁত গড়নের কান আর ভরাট ঠোঁটের কথাও বাদ দেয়া যায় না। রামেসিসের উপস্থিতি এমন এক শক্তির আভাস দেয়, যাকে অতিপ্রাকৃত না বলে পারা যায় না।

পিতা সেটি তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে, তারপর নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তার সাথে দীর্ঘদিন কাটাবার ফল স্বরুপ, রাজার কী করা উচিত বা অনুচিত, সেই সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান পেয়েছেন রামেসিস। এমনকি রাজকীয় পোশাক ছাড়াও, তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে তিনি বিশেষ কেউ।

ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠে এলেন রাজা, পরীক্ষা করে দেখলেন রথটাকে। পরিদর্শক আর কাঠমিস্ত্রী ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, ফারাও ওদের কাজ দেখে যে কী বলবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। আচমকা এমন পরিদর্শনের অর্থ, ফারাও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন!

রামেসিস অবশ্য চোখের দেখা দেখেই ক্ষান্ত হলেন না। প্রতিটা অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষন করলেন। রথের দেহ, চাকা কিছুই বাদ পড়ল না।

'কাজ ভালো হয়েছে' বললেন তিনি। 'এখন যুদ্ধের ময়দানে জিনিসগুলো টিকলে হয়!'

'সে ব্যাপারেও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, মহামান্য ফারাও।' পরিদর্শক বলে উঠল। 'যুদ্ধক্ষেত্রেই যেন মেরামত করা সম্ভব হয়, সেজন্য রথের বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে পাঠানো হবে। '

'এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে নাকি?'

'জ্বি না, মহামান্য। আমরা প্রতিটা সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ টুকে রাখি। যেন পরবর্তী শুধরে নেয়া যায়।'

'বেশ, চালিয়ে যাও।'

'মহামান্য...আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'আমরা কয়দিন সময় পাব?'

'যুদ্ধকে ভয় পাচ্ছ?'

'আমরা তৈরি হচ্ছি। তবে হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি বললে অত্যুক্তি হবে না। যুদ্ধ বাঁধলে না জানি কত মিশরীয় লোক মারা যাবে, কত মহিলা বিধবা হবে আর কত শিশু পিতৃহারা হবে! ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করুন।'

'আমিও সেই প্রার্থনাই করি। কিন্তু তুমিই বলো, মিশরের উপর যদি আক্রমণ আসে, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?'

পরিদর্শক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'মিশর আমাদের মা, আমাদের অতীত, সেই সাথে আমাদের ভবিষ্যৎও।' রামেসিস লোকটাকে মনে করিয়ে দিলেন। 'যে মা সমস্ত কিছু দিয়ে আমাদের আগলে রেখেছে...তার দুর্দিনে আমরা কী প্রতিদান দেব? অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা আর কাপুরুষত্ব?'

'আমরা বাঁচতে চাই, মহামান্য।'

'দরকার হলে, ফারাও মিশরের জন্য জান দিয়ে দেবেন। এবার যাও, শান্ত মনে কাজ করো।'

বয়সে নবীন হলেও, পাই-রামেসিস যেন প্রাণচাঞ্চল্যে ঝলমল করছে! এই নগরী স্থাপনের মাধ্যমে নিজের একটা ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণ করেছেন ফারাও। এই জায়গাটার আদি নাম ছিল অ্যাভারিস। অনেক অনেক আগে, এশিয়া থেকে আগত অনাহূত আগন্তুকেরা এখানে এসে আস্তানা গেঁড়েছিল। সেই ঘৃণিত জায়গাটাকে রামেসিস বদলে দিয়েছেন এক আকর্ষনীয় শহরে। সেখানে ধনীরা যেমন ডুমুর আর বাবলা গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নিতে পারে, তেমনি পারে গরিবরাও!

ফারাও রামেসিস নগরের পথ ধরে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসেন। দুই পাশে ফুল দিয়ে সাজানো রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। একবার থেমে মিষ্টি আপেলে কামড় বসালেন, আরেকবার একটা মোটাসোটা রসালো পিঁয়াজে। পথে পড়ল লম্বা লম্বা জলপাই গাছের বাগান। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। যে পথ ধরে ফারাও এগোচ্ছেন, সেই পথের শেষ হয়েছে পোতাশ্রয়ে গিয়ে। দিন দিন ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে উঠছে জায়গাটা। সারী বদ্ধভাবে গুদামঘর বানানো হয়েছে, শহরের সবচেয়ে দামী ধাতু, দুষ্প্রাপ্য কাঠ আর ফসল জড়ো করা হয়েছে সেখানে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবশ্য রামেসিস ঘুরে বেড়াবার সময় পাননি! দিনের বেশিরভাগটা তার কেটেছে সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে। রথী আর পদাতিকরা যার যার আবাসন ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট।

সামরিক বাহিনীর স্থায়ী সদস্যদের মাঝে বেশ কিছু ভাড়াটে সৈনিকও আছে। সবাই বেতন আর রেশনের মান নিয়ে খুব খুশী। তবে তাদের সমস্যাও আছে, আর তা হলো প্রতিনিয়ত মহড়া দেয়া। এরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল শান্তির সময়ে। কিন্তু এখন যখন হিট্টিদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, সবাই দোনোমনো করা শুরু করে দিয়েছে। আনাতোলিয়ানরা নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত, সেই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে কেউ তাদেরকে হারাতে পারেনি। তাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ সৈনিকটিও ভয় পাচ্ছে আজ।

রামেসিস টের পাচ্ছিলেন, ধীরে ধীরে ভয়টা অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হচ্ছে। সেনাদলকে শান্ত করার জন্য, চারটা প্রধান সামরিক ঘাঁটির প্রত্যেকটা পরিদর্শন করলেন তিনি, মহড়ায় নেতৃত্ব দিলেন। সবার ভালোর জন্যই, নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। যদিও ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তা মনকে অস্থির করে তুলছে। কারণটা অবশ্য ভিন্ন।

বন্ধু মোজেসের সাহায্য নিয়ে এই নগরীটা গড়ে তুলেছেন। এখন মোজেসকে ছাড়া কীভাবে সেই একই নগরীতে বাস করেন তিনি? সারী, ফারাও-এর বোন জামাইকে খুন করার অপরাধ মাথায় নিয়ে ফেরারি হয়েছে ছেলেটা। অথচ এই অভিযোগ রামেসিস বিশ্বাসই করেন না। কেননা সারী তার একসময়কার শিক্ষক হলেও,

পরবর্তীতে বার বার তারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। মোজেস যদি খুনটা করেও থাকে, তাহলে তা ঠাণ্ডা মাথায় করেনি। সম্ভবত ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে হয়ে গিয়েছে।

বন্ধুর কথা যখন তার মন থেকে বেরিয়ে যায়, তখন ফারাও সময় কাটান তার বড় ভাই এবং রাষ্ট্রসচিব শানার এর সাথে। আর থাকে গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান, বন্ধু আহসা। শানারও একসময় রামেসিসকে ফারাও হতে বাঁধা দিয়েছিল। কিন্তু যখন টের পেল আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভবিতব্যকে এড়াতে পারবে না, তখন মেনে নিল নিজের অবস্থান। আর আহসার সাথে তো রামেসিস বাল্যকাল থেকেই একসাথে লেখাপড়া করেছেন, বিশ্বাসও করেন।

প্রতিদিন সিরিয়া থেকে আগত তথ্য নিয়ে মাথা ঘামান এই তিন জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, পরিস্থিতি কোন দিকে এগোচ্ছে তা আঁচ করার চেষ্টা করেন।

নিকটবর্তী পূর্বাঞ্চল আর এশিয়ার এক বিরাট মানচিত্র অফিসে ঝুলিয়ে রেখেছেন রামেসিস। উত্তরে গেলে পড়বে হাট্টি সাম্রাজ্য। এদের রাজধানী, হাট্টুসা, আনাতোলিয়া মালভূমির ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। আরও দক্ষিণে গেলে সিরিয়া। এই দেশটার প্রধান দুর্গ হচ্ছে কাদেশ, হিট্টিদের অধীনে আছে ওটা। আর দক্ষিণে আমুরু প্রদেশ, বিবলসের পোতাশ্রয়, টায়ার আর সিডন আছে, ওগুলো মিশরের অধীনে। এরপরের কানান প্রদেশও তাই।

হাট্টুসা, রাজা মুওয়াত্তালির দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত পাই-রামেসিস। মিশরের উত্তর পূর্ব দিক থেকে শুরু হওয়া এক দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী, যেটা সিরিয়ার মাঝ দিয়ে চলে গিয়ে দুই সাম্রাজ্যকে আলাদা করে রেখেছে। সরাসরি এক রাজধানী থেকে অন্য রাজধানীতে আক্রমণ করাকে করেছে অসম্ভব।

তবে অস্থির হয়ে উঠছে হিট্টিরা, সেটি আর বেঁচে নেই। দূর্ধর্ষ আনাতোলিয়ানরা নিজেদের সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়ার রাজধানী, দামেস্কাস পর্যন্ত চলে এসেছে!

অন্তত আহসার তাই মত। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেবার আগে নিশ্চিত হতে হবে রামেসিসকে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেনাদল নিয়ে শত্রুপক্ষকে হটিয়ে দিয়ে আসবেন কিনা। শানার বা আহসা, এই বিষয়ে পরামর্শ দেবার অধিকার কারও নেই। এই সিদ্ধান্ত নেবার ভার একান্তই ফারাও-এর উপর।

হিট্টিদের ষড়যন্ত্র শোনার সাথে সাথে রামেসিস ভেবেছিলেন, প্রতি আক্রমণ করবেন। কিন্তু মেমফিস থেকে পাই-রামেসিসে তার সৈন্যদেরকে এনে, তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে করতে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি মাসও লেগে যেতে পারে। তাই অপেক্ষা করাই ভালো হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য বিগত দশ দিনের মাঝে, সিরিয়া থেকে তেমন কোনও বিপদজনক তথ্যও পাননি।

রামেসিস এগোচ্ছেন পক্ষীশালার দিকে। হামিংবার্ড, জে, টিটমাইস, হুপু এবং অন্যান্য অনেক পাখির কলতানে ভরে থাকে ফারাও-এর পক্ষীশালা। তার চাইতে বড় কথা ফারাও জানেন, ওখানে এই মুহূর্তে কে সময় কাটাচ্ছেন।

নেফারতারি, তার রাণি ও রাজমহিষী, তার জীবনের প্রেম আছেন ওখানে।

জন্মগতভাবে সম্ভ্রান্ত বংশীয় না হলেও, পুরো মিশরে তার চাইতে নিখুঁত রমণী আর পাওয়া যাবে না।

ছোটবেলায় ঠিক করেছিলেন নেফারতারি, দূরের কোনও মন্দিরের বাদক হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেবেন। এরপর একদিন তার প্রেমে পাগলপারা হলেন রাজপুত্র রামেসিস। তারা কেউই ভাবেননি যে রামেসিস একদিন ফারাও হবেন বা নেফারতারি হবেন রাজমহিষী!

ঝলসানো কালো চুল, নীলচে-সবুজ চোখ আর ধ্যানের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে সম্ভ্রান্তদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। তাদের কন্যা মেরিটামন দেখতে মা-এর মতোই হয়েছে। যদিও রাণির গর্ভে আর কোনও সন্তান হয়নি রামেসিসের, তবুও তাতে একবিন্দু আফসোস নেই কারও। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে দুজনের প্রতি দুজনের ভালোবাসা কেবল বেড়েই চলেছে, ভাটা পড়েনি এক বিন্দুও।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে স্ত্রীকে দেখছেন রামেসিস। একটা হুপুর সাথে যেন গোপন পরামর্শ চালাচ্ছেন রাজমহিষী। পাখিটা ডানা ঝাপটালো। এরপর একটু গান গেয়ে উড়ে এসে বসল নেফারতারির কব্জিতে।

'হয়েছে, আর লুকাতে হবে না। এবার বেরিয়ে এসো।' বরাবরের মতোই রামেসিসের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছেন তিনি। কথা শুনে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ফারাও।

'পাখিরা আজ অধৈর্য আচরণ করছে,' মন্তব্য করলেন রাজমহিষী। 'ঝড় আসছে।'

'প্রাসাদে কী শুধু এসব গুজব নিয়েই আলোচনা হয়?'

'কেউ কেউ হিট্টিদের উপহাস করে আর আমাদের সেনাদলের আকার নিয়ে গর্ব করে। সেই সাথে সচরাচর ঘটকালি আর উপকার চাওয়া তো আছেই।'

'ফারাও-এর সম্পর্কে কোনও কথা হয় না?'

'হয় তো। সবাই বলে, তিনি দিন দিন তার পিতার মতো হচ্ছেন। শক্ত হাতে বিপদ থেকে দেশকে সামলে রাখবেন।'

'ওদের ধারনা যদি সত্য হতো...'

রামেসিস স্ত্রীকে নিজ আলিঙ্গনে নিলেন। স্বামীর কাঁধে মাথা রাখলেন নেফারতারি। বললেন, 'খারাপ সংবাদ?'

'নাহ, উত্তর একদম ঠাণ্ডা।'

'হিট্টিরা সামনে এগোন থামিয়ে দিয়েছে?'

'আহসা ভয়াবহ কিছু শোনেনি।'

'আমরা কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?'

'এই বিশেষ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চায় না কোনও যোদ্ধাই। অভিজ্ঞদের মতে, আমাদের জেতার কোনও আশাই নেই।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'এত বড় যুদ্ধ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। এমনকি আমার পিতাও হিট্টিদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে চাননি।'

‘ওরা যেহেতু নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে জেতার ব্যাপারে তারা আশাবাদী।’ মন্তব্য করলেন নেফারতারি। ‘মিশরের রাণিরা সবসময় দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। যুদ্ধ বিগ্রহ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু যদি যুদ্ধই একমাত্র উপায় হয়, তাহলে আমি তোমার পাশে আছি।’

হঠাৎ কোলাহলে ভরে উঠল পক্ষীশালা। নেফারতারির হুপু উড়ে গিয়ে একটা ডুমুরগাছের শীর্ষশালে বসল। পাখিরা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে, এদিক সেদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বার্তাবাহী কবুতর দেখতে পেলেন রামেসিস আর নেফারতারি। ফারাও ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই, উড়ে এসে তার সামনে নামল কবুতরটা।

ওটার পায়ে ছোট একটা স্ক্রোল দেখতে পেলেন রামেসিস। বার্তাটা একদম সংক্ষিপ্ত হলেও হায়ারোগ্লিফসে লেখা। পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর এক লিপিকার। পড়তে গিয়ে ফারাও এর মনে হলো, চারপাশটা যেন নড়ে উঠেছে!

‘তোমার কথাই সত্য হলো, নেফারতারি। ঝড় আসছে!’

তিন

পাই-রামেসিসের বিশাল সভাকক্ষটাকে সহজেই মিশরের এক নব-আশ্চর্যের খেতাব দেয়া যায়। কক্ষটা অবস্থিত এক বিশাল লম্বা সিঁড়ির মাথায়। দুপাশে নানা ধরনের চিত্র আঁকা, সবগুলোই পরাজিত শত্রুর। যেন বোঝাতে চাইছে, বিশ্বে এমন অগণিত শয়তানী শক্তি আছে যাদেরকে একমাত্র ফারাও হারাতে পারেন। আর একমাত্র এদেরকে হারাবার মাধ্যমেই সম্ভব মা'তের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

প্রবেশ পথের চারদিকে সাদা পটভূমিতে সম্রাটের রাজকীয় নাম অঙ্কিত করা হয়েছে। সেই নামটা ঘিরে রেখেছে প্রতীক স্বরূপ এক বৃত্তকে। বৃত্তটা মহাবিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে, স্রষ্টার পুত্র আর দুনিয়াবি প্রতিনিধি হিসেবে ফারাও যার শাসক।

তবে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, কক্ষটার সৌন্দর্য। ঝিকমিক করতে থাকা মেঝেতে ঝর্ণা আর বাগানের ছবি টালি ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, নীলচে-সবুজ পুকুরে সাঁতার কাটছে একটা হাঁস। দেয়াল জুড়ে নানা রঙ, এই যেমন হালকা সবুজ, গাঢ় লাল, হালকা নীল, সোনালী হলুদ, ব্যবহার করে আঁকা হয়েছে পদ্ম, পপি, লিলি আর ডেইজির ছবি।

মনুষ্য হাতে প্রকৃতিকে যতটা সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, ততটাই সুন্দর করে আঁকা হয়েছে সবকিছু। তবে সবচাইতে সুন্দর চিত্র হলো, হলিহকের ঝোপের পাশে ধ্যানরত এক মেয়ের ছবি। ছবির মেয়েটার সাথে নেফারতারির চেহারার এতোটাই মিল যে একনজর দেখলেই বোঝা যায়, ফারাও নিজ স্ত্রীকে সম্মান দেবার জন্যই কক্ষে তার ছবি আঁকিয়েছেন।

এই মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে সোনালী সিংহাসনের দিকে এগোচ্ছেন রামেসিস। কিন্তু তার নজর ওটার নিচে খোদিত সিংহের দিকে নয়, বরঞ্চ তার নজর রয়েছে হলিহকের দিকে। সিরিয়া থেকে আনা হয়েছে উদ্ভিদটাকে। আর এখন সিরিয়াই তার সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সভার প্রত্যেক সদস্যই উপস্থিত, অথচ নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে কক্ষে।

ক্যাবিনেটের সদস্য যার যার সহকারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজসভার লিপিকার, জাদুকর আর প্রাচীণ ভাষায় পারদর্শী বিজ্ঞরাও আছেন। আছেন পুরোহিত আর রাজপ্রাসাদ পরিচালনায় সাহায্যকারিণীরাও।

রামেসিস সাধারণত এতো বড় সভার আহ্বান কখনও করেন না। আজ আবার তার বক্তব্যের সারাংশ দেশ জুড়ে যত দ্রুত সম্ভব প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জনতা দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে। ভাবছে, না জানি ফারাও কী বলেন!

দ্বৈত মুকুট পরিধান করে আছেন ফারাও। হাতে ধরে আছেন সেখেম নামের পবিত্র দণ্ড। মুখ খুললেন তিনি, 'হিট্টিদের এক দল আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত 'সিংহের আবাস'–এ আক্রমণ চালিয়েছিল। সেখানকার প্রতিটা মানুষকে হত্যা করেছে এই বর্বর পাষণ্ডরা। নারী আর শিশুরাও মাফ পায়নি।'

অস্ফুট আওয়াজে কথা বলে উঠল সবাই। কোনও সৈন্য, কোনও সেনাদলের এমন করার অধিকার নেই।

'এক ডাকবাহক নিজ চোখে সব দেখেছে,' বলে চললেন ফারাও। 'ঘটনার বীভৎসতায় বোধবুদ্ধি হারিয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন আমাদের এক দল লোকটাকে খুঁজে পায়। সাথে সাথে আমাকে সবকিছু জানায় তারা। হিট্টিরা শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত দেয়নি, সেই সাথে বসতির মন্দির আর সেটি যেসব স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোও ধ্বংস করে দিয়েছে।'

সুদর্শন এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে কুর্নিশ করলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, কতটা ব্যথিত হয়েছেন তিনি! লোকটাকে চিনতে পারলেন রামেসিস, প্রাসাদের দলিল দস্তাবেজ দেখাশোনা করেন।

'মহামান্য, হিট্টিদের দায়ী করার মতো কোনও উপযুক্ত প্রমাণ কি আমাদের হাতে আছে?'

'ওরা নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েই গিয়েছে। লিখেছে-'হিট্টিদের শক্তিশালী শাসক মুওয়াত্তালীর বিজয় স্মারক। এভাবেই নিশ্চিহ্ন হবে তার সব শত্রুরা।' তাছাড়াও, আমুরু আর ফিলিস্তিনের রাজপুত্ররা হিট্টিদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। ওখানকার মিশরীয় অধিবাসীদের দলে দলে হত্যা করা হয়েছে। দুই একজন বেঁচে ফিরতে পারলেও, তাদের সংখ্যা বড় নগণ্য।'

'কিন্তু মহামান্য, এর অর্থ...'

'যুদ্ধ।'

রামেসিসের প্রধান কার্যালয় আকারে বেশ বড়, আলো বাতাসও প্রচুর। নীল আর সাদা সিরামিকের টালি দিয়ে বাঁধানো জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য খুব সহজেই দেখতে পান ফারাও। সেই সাথে অনুভব করেন বাগান থেকে ভেসে আসা ফুলের গন্ধও। কার্যালয়ের ভেতরটা অবশ্য সাদামাটা। বাবলা কাঠের একটা টেবিল আর এককোনায় সেটির মূর্তি.. ভেতরের অলংকরণ বলতে এটুকুই।

রামেসিস তার সবচাইতে কাছের পরামর্শদাতাদের এক করেছেন–আহমেনি, আহসা আর শানার। আহমেনি, রামেসিসের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই তার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। খেলাধুলায় একেবারে অদক্ষ মানুষটা প্রায়ই পিঠে ব্যথায় ভোগে। তাই বলে কাজে ফাঁকি দেয় না। রামেসিসের সেবায় যেন

জীবন উৎসর্গ করেছে সে। গাধার মতো খাটতে পারেন বলে লোকমুখে সুনাম আছে। কর্মস্থলকেই আহমেনি আবাস বানিয়ে নিয়েছেন। বলা হয় সে এক ঘন্টায় যা করতে পারেন, তার অধীনে থাকা প্রশিক্ষিত লিপিকারের দল এক সপ্তাহেও তা করতে পারে না। আহমেনি চাইলে সরকারের যেকোনও পদ নিতে পারত। কিন্তু তা না করে সবার অলক্ষ্যে কাজ করে যায় সে, পদ হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফারাও-এর পাদুকা বহনকারী'র খেতাব।

'জাদুকররা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে,' জানাল ও। 'হিট্টি আর অন্যান্য এশিয়ানদের মোমের মূর্তি বানিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। মাটির তৈজসপত্রে শত্রুদের নাম লিখে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে। আমি বলেছি, সেনাবাহিনী রওনা না দেয়া পর্যন্ত যেন এই কাজই করতে থাকে।'

শানার কাঁধ ঝাঁকাল। 'জাদু বিদ্যার উপর খুব বেশি ভরসা না রাখাই ভালো। আমি বলি কী, সিরিয়ায় আমাদের কূটনীতিককে ডেকে পাঠানো হোক। সেই সাথে আমুরু আর ফিলিস্তিনের কূটনীতিককেও। এইসব বোকাদের অদক্ষতার জন্যই হিট্টিরা আমাদের অলক্ষ্যে এতোদূর আসতে পেরেছে।'

'ওদেরকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না, আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।' বলল আহমেনি।

'আমার সাথে কথা বলে নিতে পারতে।' কিছুটা মনঃক্ষুন্ন স্বরে বলল শানার।

'যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে-ব্যাপারটা নিয়ে আর আমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

আহমেনি আর শানারের হালকা বিতণ্ডায় মন নেই রামেসিসের। তিনি সামনে রাখা ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'উত্তর পশ্চিম দিকের গ্যারিসনকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে?'

'জ্বি, মহামান্য।' উত্তর দিলেন আহসা। 'কোনও লিবিয়ান যেন সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।'

সম্ভ্রান্ত আর ধনী পরিবারের একমাত্র পুত্র আহসাকে দেখলেই বোঝা যায়, উঁচু বংশের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তিনি। নানা ভাষায় কথা বলতে পারঙ্গম লোকটির মাঝে একদম প্রথম থেকেই পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আগ্রহ দেখা গিয়েছে।

'আমাদের টহলকারী দল লিবিয়ান উপকূলবর্তী এলাকা আর ব-দ্বীপের পার্শ্ববর্তী মরুভূমির উপর কড়া নজর রাখছে। সবগুলো দুর্গকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, আক্রমণ হলে যাতে ঠেকাতে পারে। যদিও নিকট ভবিষ্যতে সরাসরি কোনও আক্রমণ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই মুহূর্তে, মরুভূমিতে এমন কোনও নেতা নেই যে বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে এক করতে পারে।'

'অনুমান করছ? নাকি নিশ্চিত হয়ে বলছ?'

'নিশ্চিত হয়ে।'

'অবশেষে একটা সুখবর পাওয়া গেল!'

'দুঃখজনক হলেও সত্যি যে সুখবর এই একটাই। আমার গোয়েন্দারা মেগগাইডো,

দামেস্কাস আর ফিলিস্তিন থেকে খবর পাঠিয়েছে যে ওসব এলাকায় বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। হিট্রিদের আক্রমণের ফলে ব্যবসায় খুব খারাপ প্রভাব পড়েছে। আমরা যদি দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না নেই, তাহলে হয়তো আমাদের ব্যবসায়িক মিত্রদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। এরপর ওদের ভাগ্যে যে কী ঘটবে, তা তো বলাই বাহুল্য। সেটি ও তার উত্তরাধিকারী যে পৃথিবীটা গড়ে তুলেছেন, সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তোমার কি ধারনা, এক মুহূর্তের জন্যও আমি কথাটা ভুলে থাকি, আহসা?'

'এমন ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে যত সর্তকই থাকা হোক না কেন, তা কম হয়ে যায়, মহামান্য।'

'কূটনৈতিক সব পদক্ষেপ কি নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল আহমেনি।

'একটা বসতি ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, খুন করা হয়েছে সব অধিবাসীদের।' বলে উঠলেন রামেসিস। 'এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক চাল কোনও কাজেই আসবে না!'

'যুদ্ধ শুরু হলে, হাজারে হাজারে মানুষ মরবে।'

'তোমার সহকারী কি আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে?' বিদ্রুপ করতে ছাড়ল না শানার।

হাত শক্ত হয়ে এল আহমেনির। 'কথাটা ফিরিয়ে নাও শানার।'

'নইলে কী? লড়াই করবে আহমেনি?'

'যথেষ্ট হয়েছে।' থামিয়ে দিলেন রামেসিস। 'তোমাদের এই শক্তি মিশর রক্ষার কাজে লাগাও। শানার, তুমি কি সম্মুখ যুদ্ধের পক্ষে না বিপক্ষে?'

'ভাবছি...আমাদের শক্তি আরও বাড়ার অপেক্ষা করলে ভালো হয় না? সেই সাথে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থারও উন্নতি করা দরকার।'

'সরবরাহকারী দলের আরও সময় দরকার,' বাঁধা দিল আহমেনি। 'যথাযত প্রস্তুতি না নিয়ে এগোলে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

'কিন্তু আমরা যতই কালক্ষেপণ করব,' বলল আহসা। 'প্রদেশগুলোয় অসন্তোষ ততই বৃদ্ধি পাবে। কানানেই শত্রুদেরকে থামিয়ে দিতে হবে। না হলে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার একটা ভালো অবস্থানে চলে যাবে তারা।'

'সবদিক বিবেচনা না করে, ফারাও এর নিজ জীবনের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।' বলল আহমেনি।

'আমার বিচারবুদ্ধির প্রতি সন্দেহ জানাচ্ছ?' এবার আহসার বিরক্ত হবার পালা।

'আমাদের সেনাদলের অবস্থা তোমার জানা নেই। ওরা এখনও প্রস্তুত নয়, সব ধরনের অস্ত্র সামগ্রীই পায়নি এখনও।'

'এই সমস্যা যত তীব্রই হোক না কেন, এখুনি আমাদের উচিত হবে অন্য সব রাজাদেরকে নিজ দলে নিয়ে আসা। নাহলে মিশরের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে!'

শানার বুদ্ধিমানের মতো দুই বন্ধুর ঝগড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখল। রামেসিস কিন্তু দুজনের যুক্তিই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

'আমাকে একা থাকতে দাও।' আচমকা আদেশ দিলেন তিনি।

সবাই বিদায় নিলে সূর্যের দিকে তাকালেন ফারাও। আলোর পুত্র নামে পরিচিত এই ফারাও বিনা কষ্টে সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন। আলো থেকেই তার জন্ম বলেই হয়তো!

'তোমার চারপাশে যারা আছে, তাদের মাঝ থেকে ভালোটা বের করে আনো। নিজের কাজে লাগাও,' তার পিতা একদা বলেছিলেন। 'কিন্তু মনে রেখো, প্রতিটা সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। নিজ জীবনের চাইতে বেশি ভালবেসো মিশরকে। পথ আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

তিন পরামর্শদাতার প্রত্যেককে নিয়ে আলাদা আলাদা করে ভাবলেন তিনি। শানার দোনমনো করছে, কিন্তু তাকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। আহমেনি চান মিশরকে অভয়ারণ্য বানিয়ে বহির্বিশ্বের কথা ভুলে থাকতে। আহসার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লুকাবার কোনও চেষ্টাই করছে না।

এই তিনজনের কথা ভাবতে ভাবতে, আরও অনেক বিষয় মনে পড়ে গেল তার। মোজেসকেও কি এই ঝামেলা স্পর্শ করেছে? আহসা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও ছেলেটাকে পায়নি। যদি মোজেসের হিব্রু বন্ধুরা তার মিশর ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় লিবিয়ার দিকে এগোচ্ছে। নয়ত কানান বা সিরিয়ার দিকে। পরিস্থিতি যদি শান্ত হতো, তাহলে এতোদিনে নিশ্চয় ধরা পড়ে যেত সে। এখন যদি মোজেস বেঁচেও থাকে, তাহলে ওকে খুঁজে বের করাটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রামেসিস। একবার ভাবলেন, সেনাধক্ষ্যদের ডাকবেন কিনা। এই মুহূর্তে তার চিন্তা চেতনায় শুধু একটা ব্যাপারই থাকা উচিত। আর তা হলো-কত দ্রুত সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা যায়।

চার

কাঠের কড়া টেনে কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিল শানার। এরপর জানালা দিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো, বাইরের প্রাঙ্গণে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা। এমনকি অফিসের প্রহরীকেও হলের অপরপ্রান্তে চলে যেতে বলেছে সে, এতোটাই সতর্ক।

'কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না।' আহসাকে বলল সে।

'তারপরও, অন্য কোথাও দেখা করলে ভালো হতো।'

'মানুষজনকে বোঝাতে হবে যে আমরা দিন-রাত কাজ করছি। রামেসিস ঘোষণা করেছে, কারণ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে কেউ উপস্থিত না থাকলে, সাথে সাথে তাকে পদচ্যুত করা হবে। আমরা যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছি, আহসা!'

'শুরু হয়নি তো।'

'ফারাও যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তা তো পরিষ্কার। তারচেয়ে বড় কথা, তোমার কথাতেই সে বেশি প্রভাবিত হয়েছে!'

'আমার তো তাই আশা। তারপরও সাবধান থাকা উচিত। আপনি তো জানেনই, রামেসিস কখন কী করে বসবে তা আগে থেকে ধারনা করা যায় না।'

'আমাদের ছোট খেলাটা একেবারে নিখুঁত হয়েছে। ভাই আমার ভাবছে, আমি দোনোমনো করছি। অন্যদিকে তুমি নিশ্চয়তার সাথে কথা বলেছ। এতে করে আমাকে আরও বড় কাপুরুষ বলে মনে হবার কথা। আমরা যে হাত মিলিয়েছি, তা রামেসিস টের পাবে কী করে?'

ইমাও নগরী থেকে আসা সাদা ওয়াইন দুইটি গ্লাসে ঢালল শানার, নিজের বুদ্ধিতে নিজেই তৃপ্ত।

রাষ্ট্র সচিব, শানারের কার্যালয়ের সাজগোজ ফারাও-এর অফিসের থেকে একেবারেই ভিন্ন। দামী সব কুশন, ব্রোঞ্জ নির্মিত ফুলদানী, দেয়াল চিত্র আর বিশ্বের প্রায় সব নামকরা জায়গা থেকে আনা তৈজসপত্র দিয়ে ভেতরটা ভর্তি। লিবিয়া, ব্যাবিলন, ক্রিট, রোডস, গ্রীস আর এশিয়া থেকে আনা হয়েছে ওগুলো। এই জিনিসগুলোর প্রতি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে ওর, আর তাই থিবস, মেমফিস আর পাই-রামেসিস তার বাড়ি এসব দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে প্রায়।

প্রথম প্রথম নতুন এই রাজধানীকে শানার ধরে নিত রামেসিসের আরেকটা কৃতিত্ব হিসেবে। কিন্তু দেখা গেল, ওর জন্য নগরটা শাপে বর হিসেবে দেখা দিয়েছে। শানার অবস্থানগতভাবেই ওর হিট্টি সমর্থকদের আরও কাছে চলে এসেছে।

'আহমেনি আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়,' স্বীকার করল আহসা। 'মানুষটা খুব

চালাক...'

'আহমেনি একটা বোকার হদ্দ ছাড়া আর কিছুই না। রামসিসের আঁচল ধরে বসে থাকে সবসময়। জি হুজুরী করে বেড়ায়।'

'কিন্তু কথা তো বলল আমার বিপরীতে।'

'ওই হতচ্ছাড়া লিপিকারের ধারনা, বিশ্বে মিশর ছাড়া আর কোনও দেশ নেই। সেনাবাহিনী একদম দেখতে পারে না। ওর মতে কারও সাতে পাঁচে না থাকলেই আমরা শান্তিতে থাকব। তোমাদের মধ্যে যে ঝামেলা হবে, তা তো আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। তবে ব্যাপারটা আমাদের কাজে আসতে পারে।'

'আহমেনি রামেসিসের সবচাইতে কাছের পরামর্শদাতা।' আপত্তি জানাল আহসা।

'তা ঠিক, কিন্তু কখন? কেবল মাত্র শান্তির সময়টুকুতে। কিন্তু এখন হিট্টিরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওর চাইতে তোমার যুক্তি বেশি গ্রহণযোগ্য। টুইয়া আর নেফারতারির কথাও ভুলো না!'

'তারাও কি যুদ্ধ চান?'

'নাহ, যুদ্ধকে তারাও ঘৃণা করেন। কিন্তু মিশরের রাণি কখনওই যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। আমার মহামতি মা আর দয়াময় ভাবীও তাই করবে। রামেসিসকে আক্রমণ করার জন্য প্রণোদনা দেবেন।'

'আপনার কথাই যেন ঠিক হয়।' বলতে বলতে ওয়াইনে চুমুক দিল আহসা।

'আমি জানি যে আমিই ঠিক!' উৎফুল্ল স্বরে বলল শানার। 'দেখ, তুমি আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। তার উপর রামেসিসের বাল্যবন্ধু। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে তোমার প্রতিটা কথাকে গুরুত্ব দেয় ফারাও। এ ব্যাপারেও তোমার কথা না শুনে যাবে কোথায়!'

মাথা নাড়ল আহসা।

'আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি,' শানার বলে গেল। 'রামেসিস হয় যুদ্ধে মারা যাবে, আর নয়ত পরাজিত হয়ে অধোবদনে ফিরবে। সিংহাসন ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকবে না ওর সামনে। যেটাই ঘটুক না কেন, মানুষজন এই আমাকেই দেখবে হিট্টিদের সাথে দরকষাকষি করতে, ধ্বংসের হাত থেকে মিশরকে বাঁচাতে।' উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে ওর গলা।

'কিন্তু দামও চুকাতে হবে।' সাবধান করে দিল আহসা।

'পরিকল্পনা এখনও ভুলে যাইনি আমি। কানান আর আমুরুর শাসকদের সোনা দিয়ে সন্তুষ্ট করব, হিট্টি সম্রাটকে দিব চোখ ধাঁধানো সব উপহার। আর সেই সাথে সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু দেবার ওয়াদা তো করবই। হয়তো কিছুদিন একদম খালি পড়ে থাকবে রাজকোষ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা এর বিনিময়ে আমি হব ফারাও। মানুষজনের কথা বাদ দিলাম, তারা ভেড়ার পালের মতো। আজকে যাকে ভালবাসে, কাল তাকেই ঘৃণা করতে এক বিন্দুও ভাবে না।'

'আফ্রিকার কেন্দ্র থেকে আনাতোলিয়ার মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছেন?'

স্বপালু হয়ে এল শানারের চোখ।

'আমার একটা খুব পছন্দের স্বপ্ন ছিল তা...কিন্তু সাম্রাজ্যটা বানাতে চেয়েছিলাম ব্যবসার উপর ভিত্তি করে...শান্তি নেমে এলে একসময় আমরা নতুন নতুন পোতাশ্রয় খুলব। কাফেলার জন্য নতুন নতুন রাস্তা বানাব, হিট্টিদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কও স্থাপন করব। তখন...তখন হয়তো শুধু মিশরের মাঝে নিজেকে আঁটকে রাখাটা আমার ঠিক হবে না।'

'যদি আপনার এই স্বপ্নের সাম্রাজ্য...রাজনৈতিকও হয়?'

'বুঝলাম না।'

'মুওয়াত্তালি শক্ত হাতে হিট্টিদের শাসন করে, কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করেও চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া যায়। হাট্টুসার সভায় গুজব রটেছে, এমনকি দুজন সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জদাতার নামও উঠে এসেছে। একজন সম্রাটের ছেলে, উরি-টেশুপ আর অন্যজন তার ভাই, হাট্টুসিলি। রাজপুত্র নিজের মনোভাব গোপন করার কোনও চেষ্টাই করেনি, কিন্তু সম্রাটের ভাই লুকাছাপা করছেন। তিনি ওদের দেবী ইশতারের পুরোহিত। যদি মুওয়াত্তালি যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে দুজনের একজন ক্ষমতা দখল করবে। সুখের কথা হলো, এই দুজনের একজন আরেকজনকে দেখতেই পারে না। তাই ধরে নেয়া যায়, পরিস্থিতি অমন হলে দুই দলের সমর্থকদের মাঝে লড়াই বাঁধবেই বাঁধবে।'

শানার চিবুক ঘষল। 'গুরুতর লড়াই হতে পারে বলে ভাবছ?'

'হ্যাঁ, এমনকি হিট্টিদের সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে।'

'আর যদি কেউ সেই খণ্ডগুলোকে এক করে...মিশরের সাথে যোগ করতে সক্ষম হয়...কী বিশাল সাম্রাজ্যই না হবে তা। ওহ আহসা! ব্যাবিলন, অ্যাসাইরিয়া, সাইপ্রাস, রোডস, গ্রীস আর উত্তরের এলাকা, সব আমার অধীনে চলে আসবে!'

হাসল যুবক। 'আমাদের ফারাওরা আসলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। তারা কেবল মিশরীয়দের ভালাই আর মিশরের উন্নতি নিয়েই মাথা ঘামাতেন। তবে আপনি, শানার, আপনার সেই দূরদৃষ্টি আছে। সেজন্যই আঙুল বাঁকা করে হলেও, রামেসিসকে হটাতে হবে।'

নিজের মা-এর পেটের ভাই-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, অথচ সেজন্য বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করছে না শানার। সেটি'র মন যদি অসুস্থতার কারণে দূর্বল না হয়ে পড়ত, তাহলে সে-ই হতো তার উত্তরাধিকারী। শানারের সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতিবাদ করতে চায় সে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে শানার আহসার দিকে তাকাল। 'রামেসিসকে নিশ্চয় এসব জানাওনি তুমি?'

'অবশ্যই না। কিন্তু সমস্যা হলো, আমি যে সব খবরাখবর পাই, সেগুলোতে চাইলেই ও চোখ বোলাতে পারে। একটাও ধ্বংস করার বা পরিবর্তন করার উপায় নেই।'

'কেন? রামেসিস কী কখনও এসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছে?'

'এখন পর্যন্ত করেনি। তবে যেহেতু যুদ্ধ চলছে, তাই এমন কিছু করতে চাই না যা ওকে সন্দিহান করে তুলবে।'

'অন্য কোনও পরিকল্পনা করেছ?'

'যেমনটা বললাম, সব খবরা খবর যথাযথভাবে জমা করে রাখা হয়।'

'তাহলে তো রামেসিস সব কিছুই জানে!'

হাতে ধরা পানপাত্রটার মুখে আঙুল ঘোরালেন আহসা।

'গোয়েন্দাবৃত্তি এক ধরনের শিল্প, বুঝলেন শানার। তথ্য গুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাজ হচ্ছে, সব তথ্য একত্র করে ফারাওকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো জানানো, যেন তিনি পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি একথা বলতে পারবেন না যে আমি কোনও মতামত দেইনি। যুদ্ধে যাবার কথা তো সরাসরিই বললাম।'

'তুমি আসলে কার পক্ষে?'

'রামেসিস আগ্রাসন দিয়ে হিট্টিদের আগ্রাসনের জবাব দিবে।' বললেন আহসা। 'আর সেজন্য সবাই তাকে বাহবাও দেবে। কিন্তু সব তথ্য ঠাণ্ডা মাথায় একবার পর্যালোচনা করে দেখুন।'

'কী বলতে চাইছ?'

'মেমফিস থেকে পাই-রামেসিসে সেনাবাহিনী নিয়ে আসায়, রশদ সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখনও সেসব সমস্যার সমাধান হয়নি। আমরা যতই রামেসিসের উপর চাপ প্রয়োগ করব, ততই কষ্ট বেড়ে যাবে সেনাবাহিনীর। এই ব্যাপারটা আমাদের পক্ষেই আসবে।'

'আর?'

'ভু-প্রকৃতি ও প্রাদেশিক শাসকদের দলত্যাগ করাটাও আমাদের পক্ষে। আমি রামেসিসের কাছ থেকে ওগুলো গোপন করিনি বটে। কিন্তু তার প্রভাব লুকিয়েছি। হিট্টিদের সিংহের আবাসে দেখানো নৃশংসতা, কানান ও আমুরুর শাসক এবং সেই সাথে বন্দর সংশ্লিষ্ট শহরগুলোর গর্ভনরদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সেটি হিট্টি যোদ্ধাদের ক্ষমতাকে সম্মান করতেন, রামেসিস করে না। স্থানীয় নেতারা মুওয়াত্তালির রাগের সম্মুখীন হবার পরিবর্তে তার দাস হতে চাইবে।'

'তাদের ধারনা, রামেসিস তাদেরকে রক্ষা করতে আসবে না। তাই হিট্টিদের আসার আগেই তারা মিশরের বিরুদ্ধাচারণ করবে, এই তো বলতে চাইছ?'

'তেমনটাও ভাবা যায়।'

'তুমি কী ভাবছ?'

'ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। আমাদের কিছু কিছু দুর্গ থেকে যেহেতু কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ধরে নেয়া যায়, ওগুলো শত্রুদের করায়ত্তে চলে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে রামেসিস আরও কড়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। আরও একটা ব্যাপার, হিট্টিরা সম্ভবত বিদ্রোহীদের এরিমাঝে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করেছে।'

শানার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো। 'মিশরীয় সেনাবাহিনীর জন্য দেখি অনেকগুলো চমক অপেক্ষা করছে! রামেসিসকে হয়তো হিট্টিদের সামনা সামনি হবার আগেই হার মেনে বসতে হবে!'

'সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না!' একমত হলো আহসা।

পাঁচ

ক্লান্তিময় দিনের শেষে রাজমাতা টুইয়াপ্রাসাদের উদ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সূর্যের নারীসত্বার প্রতিরূপ, দেবী হাথরের মন্দিরে ভোরবেলার অর্চণা সম্পন্ন করেছেন তিনি। রামেসিসের অনুরোধে কৃষি সচিবের বক্তব্য শুনেছেন। অবশেষে সময় কাটিয়েছেন নেফারতারির সাথে গল্প করে।

দৈহিক গঠনে টুইয়া কৃশকায়। তার ডাগর চোখে কঠোর দৃষ্টি ঠিকরে পড়ে।সরু খাড়া নাক আর দৃঢ় চিবুক সমৃদ্ধ চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ ফুটে থাকে সবসময়। মাথার কোঁকড়ানো পরচুলা কানের দুপাশ আর পিঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সুদীর্ঘ একটি লিনেনের গাউন পরে আছেন তিনি, যার গলায় আছে ছয়টি নীলা পাথর। হাতে সোনার ব্রেসলেট। সময় যাই হোক না কেন, টুইয়া স্বীয় মহিমায় সদা ভাস্বর।

সেটির কথা সবসময় মনে পড়ে তার। স্বামীর অনুপস্থিতি তাকে ব্যাকুল করে তোলে। চিরমুক্তির জন্য তিনি চুপচাপ অপেক্ষা করে চলেছেন, অনন্তকালের জন্য স্বামীর সাথে মিলিত হবার আর কত দেরী?

তবে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে বেশ আনন্দিত রাজমাতা। রামসেস এক মহান শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, নেফারতারিও রাণিহিসেবে অসাধারন। বাবা মা'র মতোই তারা দেশকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, প্রয়োজনে মিশরের জন্য প্রাণ দিতেওপ্রস্তুত।

রামেসিসকে এগিয়ে আসতে দেখামাত্র টুইয়া উপলব্ধি করলেন, গুরুত্বপূর্ন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার সন্তান। ফারাও মা-এরদিকে হাত এগিয়ে দিলেন; বালুপথে হেঁটে চললেন তারা। দু'পাশে বিস্তীর্ণ ঝাউ-এরসারী, ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে।

'এই গ্রীষ্মে বেশ গরম পড়বে,' রাজমাতা বললেন। 'সৌভাগ্যবশত, তোমার কৃষিসচিব বেশ দায়িত্ববান একজন মানুষ। পরিখাগুলো সংস্কার করা হবে। তাছাড়া জলাধারগুলোও আরও প্রশস্ত করে খোঁড়া হবে এবার। গত বছরের মতো বর্ষণ হলে, এবারও প্রচুর ফসল ফলবে।

'আমার শাসনকাল সুদীর্ঘ হবে, হাসি থাকবে সবার মুখে।'

'না থাকার কোনও কারণ আছে? দেবতারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, প্রকৃতিও মুখ তুলে তাকিয়েছে।'

'আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

'আমি জানি,বাবা। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ।'

'পিতাকিন্তু হিট্টিদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।'

'কারণ তারামিশর আক্রমনে অব্যাহতি দিয়েছিল। ওরানিজেদের শপথ ভাঙ্গলে, সেটি তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।'

'আমাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুত নয়।'

'তুমি কি বলতে চাও, ওরা ভীত?'

'ভীত যদি হয়ও, ওদেরকে কী দোষা যাবে?'

'পরে তুমি নিজেই কিন্তু দ্বিমত করবে!'

'মা, যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরাহিট্টিদের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর সব গল্প বলে বেড়াচ্ছেন।'

'তাতে কি ফারাও-এর ভয় পাবার কথা?'

'কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, তা যদি জানতাম...'

'যুদ্ধক্ষেত্রে সবই জানা যাবে। তোমার মনোবলই পারে রাজ্যকে বাঁচাতে।'

প্রাক্তন রাষ্ট্রসচিব মেবা, রামেসিসকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। ফারাও তাকে বেআইনিভাবে বরখাস্ত করেছেন, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছেন। আরও অনেক সভাসদের মতোতিনিও মনে মনে অপেক্ষা করছেন, চার বছরের সাফল্যের পর কখন এই তরুণ ফারাও রাজ্য সামলাতে হিমশিম খাবেন!

মেবা একজন বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ধনাঢ্য ব্যাক্তি। দশজন অতিথি নিয়ে রাতের খাবার খেতে বসেছেন তিনি, এদের প্রত্যেকে পাই রামেসিসের এককেজন রাঘব বোয়াল। উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, নারীরা খোশগল্পে মেতেছেন। আজ রাত, উৎসবের রাত।

এক চাকর মেবা'র কানে কানে কিছু একটা বলে গেল। সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'বন্ধুগণ, মহামান্য ফারাও তার উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করতে যাচ্ছেন।'

অতিথিদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালো। কুর্নিশ করলো সবাই।

'মহামান্য আমাদের জানাছিল না... অনুগ্রহ করে বসুন।'

'তার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু যুদ্ধের ঘোষণাদিতে এসেছি।'

'যুদ্ধ!'

'বুঝলাম আপনি আমোদফূর্তিতে ব্যস্ত, তাই বলে কি এটাও জানেন না যে মিশরের শত্রুরা আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে?'

'অবশ্যই, আমরা সবাই উদ্বিগ্ন...' মেবা উত্তর দিলেন।

'আমাদের সৈন্যরাচিন্তিত, এই সংঘর্ষ এড়ানোর কোনও উপায় নেই,' একজন লিপিকার পাশ থেকে বলে উঠলেন। 'তারা জানে গনগনে সূর্যেরনীচে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে কন্টকাকীর্ণ পথ ধরে। বুঝেশুনে পানি খরচ করতে হবে, তাই

তৃষ্ণা মেটানো অসম্ভব। পা বাধ সাধলেও, সামনে এগিয়ে যেতে হবে। পিঠের ব্যথা অথবা পেটের ক্ষুধাকে গ্রাহ্যও করা যাবে না। বিশ্রাম? সে গুড়ে বালি, বিছানা পাতার আগে প্রচুর দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রহরা দেবার জন্য অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খাবার? সে কথা ভাবাও যাবে না। চিকিৎসা? নামেমাত্র! সামনে শুধু বিপদ আর বিপদ-শত্রুর তীর বাতাসে ছুটে বেড়াতে থাকবে, কোনও আগাম সতর্ক বার্তা ছাড়াই বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে।'

'ভালো বলেছেন,' রামেসিস ঘোষণা করলেন। 'আমি নিজেও একজন লিপিকার ছিলাম, এসব শাস্ত্রের কথা আমার মুখস্থ। তবে আজ রাতে আমি সাহিত্য বিষয়ে আলাপ করতে আসিনি।'

'বীর যোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ভরসা আছে, মহামান্য' মেবা মুখ খুললেন। 'জয় আমাদের হবেই, যতো কষ্টই হোক না কেন।'

'আপনার অনুভূতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তবে এবার আর আবেগ দিয়ে কাজ চলবে না। আপনি এবং আপনার সম্মানিত অথিতিবৃন্দের দেশপ্রেমের কথা আমার জানা আছে। আর সেকারণেই আপনাদের স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাতে স্বাগতম জানাচ্ছি।'

'মহামান্য... অভিজ্ঞরা এক্ষেত্রে ভালোভাবে সামলাতে...'

'নব্য নিয়োজিতদের তত্ত্বাবধায়নের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ্য লোকের দরকার। ধনী এবং মহৎ ব্যাক্তিরাই এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। কাল সকালে আপনাদের সবাইকে আমার প্রধান কার্যালয়ে আশা করছি।'

নীলকান্তমণির শহর কর্মচাঞ্চল্যে উজ্জীবিত। সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়েছে গোটা শহর। অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী আর নৌবাহিনীর সমারোহে চারদিক ভরপুর। সকাল-সন্ধ্যা রণকৌশলের মহড়ায় ব্যস্ত সবাই। রামেসিস ইদানিং সারাদিন এই ঘাঁটিতেই সময় কাটাচ্ছেন। সরকার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছে নেফারতারি,টুইয়া আর আহমেনির কাঁধে।

রাজার উপস্থিতিতে কর্মীবৃন্দ নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছে। প্রতিদিন তিনি বর্শা আর ঢাল তলোয়ারের গুণমান খতিয়ে দেখেন, পর্যবেক্ষণ করেন নব্য নিয়োজিতদের। তালিকাভুক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন, পরিকল্পনা করেন বীরত্বের পুরস্কার নিয়ে। মিশরকে জয়ের পথে পরিচালিত করতে পারলে ভাড়াটে সৈনিকদের মোটা অঙ্কের বোনাস দেয়া হবে।

ঘোড়ার যত্নের প্রতি ফারাও-এরবিশেষ নজর রয়েছে। এদের স্বাস্থের ওপর যুদ্ধের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতি উঠানের কেন্দ্র বরাবর প্রস্তরঘেরা পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে, যার পাশ দিয়েবয়ে চলেছে একাধিক নালা। ঘোড়াদের খাবার

পানি সরবরাহ থেকে শুরু করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ এখানেই করা হয়।

রামেসিসের পুরো বাহিনী এক অভিন্ন কলেবরে পরিণত হয়েছে। সম্রাটকে সবসময় পাশে পাওয়া যায়। সৈন্যরা অনুভব করতে পারে, প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে থাকেন। মিশরীয় সেনাবাহিনী সত্যিই এক শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্রের আকার ধারণ করেছে আজ।

রামেসিসের সদয় ব্যবহার আর সুপরিকল্পনার ক্ষমতা কর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগায়, নতুন উদ্যমে কাজে লাগে তারা। তবে, রামেসিস কিন্তু নির্লিপ্তই থেকে যান। মহামান্য ফারাও তিনি, পৃথিবীর বুকে যার তুলনা হয় না। আত্মশক্তিতে সদা বলীয়ান।

ফারাও কাজে ব্যস্ত ছিলেন, দূর থেকে আহমেনিকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হলেন তিনি।

'আমাদের বন্ধুবর কবি পাই-রামেসিসে এসে পৌঁছেছেন। তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন।'

'আসা মাত্রই দেখা হবে।'

'এখানে তার কোনও সমস্যা হবার কথা না। তার মেম্ফিসের বাসস্থানের আদলে বানানো হয়েছে এখানকার আবাস-স্থল।'

লেবুগাছের ছায়ায় বসে আছেন হোমার, মৌরী আর জিরা মেশানোসুরাতে চুমুক দিচ্ছেন। শামুকের শক্ত খোলকের পাইপে তুলসী পাতা ভরা, আয়েশ করে দম দিচ্ছেন তাতে। জলপাই তেল মাখা ত্বক চকচক করছে। সম্রাটকে দেখে বৃদ্ধ কবি চিরাচরিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন।

'দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই, হোমার।'

'দুই রাজ্যের অধিপতিকে অভিবাদন করার মতো শক্তি এখনও আছে আমার শরীরে।'

হোমারের পাশে রাখা টুলে বসলেন রামেসিস। কবির সাদাকালোবিড়াল, হেক্টর একলাফে তার কোলে উঠে বসল।

'মহামান্য ফারাও, আমার সুরাকি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'একটু কড়া, তবে স্বাদটা দারুণ। আপনার খবর বলুন।'

'হাড়ে ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবে এজায়গার আবহাওয়া অত্যন্ত চমৎকার।'

'আপনার এখানকার বাড়িটা পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সবদিক থেকেই নিখুঁত। রাঁধুনী, মালী, দারোয়ান সবাই মেমফিসের লোক; ভালো মানুষ। আমাকে বিরক্ত না করে কিভাবে কাজ করতে হবে, তাদের জানা

আছে।'

'মেমফিসে আপনার জীবন আরও শান্তিপূর্ণ হতো না?'

'মেমফিসে কিছুই ঘটছে না! পুরোবিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন হচ্ছে এখান থেকে। আর এসবের বর্ণনা দেয়ার জন্য একজন কবির চেয়ে যোগ্য কেউ হতে পারে না। আপনার মনে আছে?

"'অলিম্পাসের চূড়া থেকে অবতরণ করলেন অ্যাপোলো, ক্রোধান্বিত, কাঁধের ধনুক আর তূণ ক্রোধানলে পরিপূর্ণ। উল্লম্ফনে তার পিঠের তীর ধনুক ঝনঝন করে ওঠে। নিরংশু বিভাবরীর ন্যায় আগত হন তিনি, মানব শিকারে রত হন...শবদাহে যে পরিমাণ চিতা জ্বালাতে হবে, তার গণনা অসাধ্য।'"

'ইলিয়াডের প্রথম অংশ?'

'হ্যাঁ, তবে নিছক ট্রয়ের গল্প নয়। বাগিচায় ভরা এই মনোরম শহর সেনাবাহিনীর ঘাটিতে পরিণত হয়েছে আজ!'

'আমার কোনও উপায় নেই, হোমার।'

'যুদ্ধ মানবতার প্রতি চাবুকের আঘাত স্বরূপ, আমাদের অধঃপতনের প্রমাণ। ইলিয়াডের প্রতি চরণ একেকটা মন্ত্রের মতো। হিংস্র মানবের হৃদয়ের শুদ্ধকরণই আমার ব্রত-যদিও মাঝে মাঝে নিজের যাদুর প্রতি আমার সন্দেহ হয়।'

'তবুও, আপনার লিখে যেতে হবে আর আমার করতে হবে রাষ্ট্রশাসন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলেও!'

'এই প্রথম আপনি এতো বড় যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তাই না?'

'এই বিষয়ে আপনি যতটা শঙ্কিত, আমি নিজেও ততোটাই চিন্তিত। তবে আতঙ্কিত হবার মতো সময় অথবা অধিকার-কোনওটাই আমার নেই।'

'পরিত্রাণের কোনও পথ নেই?'

'না।'

'তবে আমি প্রার্থনা করছি, স্বয়ং অ্যাপোলো আপনার তরবারীকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। মৃত্যু হোক মিত্র।'

ছয়

বিগত কয়েক বছরে, মিশরের সবচেয়ে বিত্তশালী সিরিয় বণিকে পরিণত হয়েছে রাইয়া। মাঝারি গড়নের লোকটা সহজেই সবার সাথে মিশে যেতে পারে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, সুন্দর করে ছাঁটা সরু দাড়িতে তাকে বেশ মানায়। থিবস, মেমফিস আর পাই-রামেসিসে তার একাধিক দোকান আছে, সংরক্ষিত মাংস আর সিরিয়া এবং প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত তৈজসপত্র বিক্রি হয় সেখানে। তার ধরাবাধা উচ্চবিত্ত ক্রেতারা চড়া দামে এসব জিনিসপত্র কিনে নেয়। আসলে বিদেশী কারিগরের কাজের প্রতি আমজনতার ঝোঁক বেশি, সামাজিক অনুষ্ঠানে এসব দেখাতে বেশ পছন্দ করে তারা।

মার্জিত, বিচক্ষণ রাইয়াকে সবাই কমবেশি সম্মান করে। ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করে সে। ব্যবসার দ্রুত পসার আগেই তাকে লাভের মুখ দেখিয়েছে। এক ডজন নৌকা আর শ'তিনেক গাধার মাধ্যমে গোটামিশর আর পার্শ্ববর্তী এলাকায় খাবার অথবাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে সক্ষম রাইয়া। দরবারের অভিজাতদের কাছে সে একজন পাইকারি বিক্রেতা। সরকার আর রক্ষী বাহিনীর কাছেও তার জিনিসপত্রের ব্যাপক চাহিদা।

তবে এই নম্র-ভদ্র রাইয়া যে হিট্টিদের একজন গুপ্তচর, তা কেউ জানে না। বিশেষ চিহ্নিত ফুলদানিতে প্রেরিত গুপ্তসংকেতের পাঠোদ্ধার আর দক্ষিণ সিরিয়ার একজন তথ্য সরবরাহকারীর মাধ্যমে খবর আদান প্রদান তার নিয়মিত কাজগুলোর একটি। ফারাও-এর সবচেয়ে বড় শত্রুদের কাছে এভাবেই রাজনৈতিক উন্নয়ন আর জনমতের সব খবর পৌঁছে যায়। তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আর সেনাবাহিনীর কর্মক্ষমতাবিষয়ক তথ্যও পাচার হয়।

শানারের প্রাসাদের দুয়ারে এসে তার খানসামাকে কিছুটাবিক্ষুব্ধ অবস্থায় দেখতে পেল রাইয়া।

'আমার মনিব আলোচনা সভায় ব্যস্ত। তাকে বিরক্ত করা যাবে না।'

'আমি আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে রেখেছি,' রাইয়া বলল।

'আমি দুঃখিত।'

'শুধু একথাটা জানিয়ে এসো যে আমি তার জন্য বিশেষ একটা মাটির পাত্র নিয়ে এসেছি। অবসারপ্রাপ্ত এক কুমোরের সেরা কাজের নিদর্শন।'

খানসামা একটু ইতস্তত করল। রাইয়া'র সংগ্রহের ব্যাপারে শানারের দূর্বলতার কথা ওর ভালোই জানা আছে। মনিবের আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

পৌনে এক ঘণ্টা পর, এক রূপসী তরুণীকে বেরিয়ে আসতে দেখল রাইয়া।

মেয়েটার চুলগুলো অবিন্যস্ত, বাঁ পাশের উদাম কাঁধে উল্কি আঁকা। রাজধানীর সবচেয়ে অভিজাত সরাইখানায় নিয়োজিত বিদেশী গণিকাদের একজন হবে হয়তো।

'মনিব এখন আপনার সাথে দেখা করবেন,' খানসামা জোরকণ্ঠে বলল।

মনোহর বাগিচা পেরিয়ে এগোতে লাগল রাইয়া। তালগাছের ছায়াঘেরা দীঘি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

শানারকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, হেলান দেয়া আরামকেদারায় গা এলিয়ে রেখেছে।

'যুবতীদের চাহিদা অনেক বেশি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বিয়ার চলবে, রাইয়া?'

'অবশ্যই।'

'দরবারের সব মেয়েরা আমার পিছে লেগেছে, কিন্তু আমার এখন বিয়ে করার আগ্রহ নেই। রাজা হবার পর, আমি উপযুক্ত কাউকে বেছে নেব। তার আগ পর্যন্ত বৈচিত্রই হোক আনন্দের খোরাক, কী বলো? নাকি মেয়েমানুষের আচলে বাঁধা পড়েছ?'

'দেবতাদের নিষেধ আছে, মহামান্য রাজকুমার! ব্যবসার চাপে এসবের সময় কোথায়?'

'শুনলাম, আমার জন্য চমৎকার কী যেন নিয়ে এসেছ? দেখাও দেখি।'

রাইয়া থলের ভেতর থেকে খুব সাবধানে কাপড়ে মোড়ানো একটা পাত্র বের করে আনল, হরিণীর শরীরের আদলে গড়া যার হাতল, সারা গায়ে শিকারের দৃশ্য অঙ্কিত।

শানার জিনিসটা হাতে নিয়ে নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। বিমুগ্ধ নয়নে পর্যবেক্ষন করতে লাগল চারপাশ থেকে।

'দারুণ... এর কোনও তুলনা হয় না।'

'দামটাও যুক্তিসংগত।'

'আমার খানসামার সাথে কথা বলে নিও।' শানার গলা নামাল, 'আমার হিট্টি বন্ধুদের বিষয়ে তোকিছু বললে না।'

'জ্বি, রাজকুমার, ওরা আপনার সাথেই আছে। ইতিমধ্যে রামেসিসের উত্তরপুরুষ হিসেবে ধরে নিয়েছে আপনাকে।'

অন্যদিকে, আহসার মাধ্যমে রামেসিসকে ভুল পথে পরিচালিত করছে শানার। নিজের আখের গুছিয়ে নিতে দারুণ পরিকল্পনা ফেঁদেছে। রাইয়াকে ধন্যবাদ, আর হিট্টিরা তো আছেই। রাইয়ার ভূমিকার ব্যাপারে আহসাকিছুই জানে না। ঠিক একইভাবে রাইয়াও আহসা সম্পর্কে অজ্ঞাত। শানার অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়, ঠিকমতো গুটি চেলেও কিভাবে নিজের লোকদের ভেতর অদৃশ্য দেয়াল গড়ে তোলা যায়-সেটা তার ভালোই জানা আছে।

হিট্টিদের খবরই শুধু অজানা।

তবে আহসার গোপন প্রতিবেদন আর রাইয়ার দেয়া তথ্য একসাথে জোড়া লাগিয়ে শানার মোটামুটি পরিষ্কার ছবি দাঁড়া করাতে পারবে। ঝুঁকি নেয়ার কোনও দরকার নেই।

'আক্রমণ কতদূর গড়িয়েছে,রাইয়া?'

'হিট্টি বাহিনী কেন্দ্রীয় সিরিয়া, দক্ষিণ সিরিয়া, ফোনিশীয় উপকূল আর আমুরু প্রদেশ জুড়ে মৃত্যুযজ্ঞ চালিয়েছে। সবচেয়ে দুঃসাহসিক ছিলসিংহের আবাস আর সেটির মূর্তি

গুড়িয়ে দেয়া। এতে করে স্থানীয় নৃপতিদের আনুগত্যের অপ্রত্যাশিত রদলবদল ঘটেছে।'

'ফিনিশিয়া আর ফিলিস্তিন কি এখন হিট্টিদের দখলে?'

'আরও ভালো, ওরা রামেসিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় নেতারাদুর্গ দখল করে মিশরীয় সৈন্যদের ঘাড়ধাক্কাদিয়ে বের করে দিয়েছে। ফারাও-এরবিন্দুমাত্র ধারণা নেই, প্রতিরোধের যে ঢেউ উঠেছে তাতে করে উত্তরাঞ্চলের দখলও শুধুমাত্র সময়ের দাবী। রামেসিস একবার হারতে শুরু করলেই, হিট্টিরা তাকে ধ্বসিয়ে দেবে। সুযোগ আসছে, শানার; ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছেন আপনি। বিজয়ীদের নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী মিত্রবাহিনী গড়ে তুলবেন অচিরেই।'

আহসা অবশ্য কিছুটাভিন্নমত পোষণ করে। রাইয়া আর আহসা দু'জনের চিন্তা এক জায়গায় এসে মিলে যায়, মৃত অথবা পরাজিত রামেসিসকে হটিয়ে শানার ফারাও হবেন। তবে রাইয়ার ধারণা, শানারকে হিট্টিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, আর আহসার মতে হিট্টিদের অধিরাজকে নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসবেন। সবকিছু নির্ভর করছে রামেসিসের হারের মাত্রা আর শত্রুকে তিনি কতটুকু ঘায়েল করতে পারেন তার ওপর। তবে শানারের প্রাথমিক লক্ষ হচ্ছে মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া। একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে, সময়মতো সবকিছু গুছিয়ে নেয়া যাবে।

'বাণিজ্যিক কেন্দ্র গুলোর প্রতিক্রিয়া কী, রাইয়া?'

'সবসময়ের মতোই, ক্ষমতাশালী পক্ষের দিকে। আলেপ্পো, দামাস্কাস, পামিরা আর ফিনিশিয়ান বন্দর-সবই এখন মুওয়াত্তালি'র হাতের মুঠোয়।'

'আমাদের অর্থনীতির জন্য খুব খারাপ সংবাদ,' শানার ভ্রূকুটি করল।

'নাহ! হিট্টিরা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা, তবে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তারা অতোটা পারদর্শী নয়। আন্তর্জাতিক বিপণনে উন্নতির জন্য তারা আপনার মুখ চেয়ে আছে... ভুলে যাবেন না, আমি একজন বণিক। মিশরে থেকেই আমি অগ্রসর হতে চাই। হিট্টিরা আমাদের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।'

'আমার কোষাগারের প্রধান হবে তুমি, রাইয়া।'

'দেবতারা চাইলে আমাদের দু'জনেরই কপাল খুলবে।'

'আমার ভাই-এর কর্মকাণ্ডে আমি উদ্বিগ্ন।'

'কী হয়েছে?' মলিন মুখে জিজ্ঞেস করল বণিক।

'শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলা থেকে শুরু করে সৈন্যদের মনোবল জোগানো-কী করেনি সে? অস্ত্রাগারে প্রতিনিয়ত নতুন সব অস্ত্র তৈরি হচ্ছে।'

রাইয়া দাঁড়িতে হাত বুলাল। 'চিন্তার কিছু নেই। হিট্টিদের থেকে ওরা অনেক পিছিয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখবেন লেজ গুটিয়ে পালাবে সব, কথাটা মনে রাখবেন।'

'আমাদের সেনাবাহিনীকে বোধহয় ছোট করে দেখছ।'

'হিট্টিদের কাউকে আক্রমণ করতে দেখলে বুঝতেন, কেন সাহসী যোদ্ধারাও ওদের নাম শুনলে কেঁপে ওঠে।'

'আমি একজনকে চিনি, যে ওদের ভয় পায়না।'

'রামেসিস?'

'না, ওর দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক, সেরামানা। প্রকাণ্ড বলশালী এক জলদস্যু, ইতালির সার্ডেনা দ্বীপের অধিবাসী। ওর ওপর আস্থা আছে রামেসিসের।'

'আমি ওর নামডাক শুনেছি। তবে আলাদা করে ওর কথা বলছেন যে?'

'কারণ, রামেসিস ওকে এক অভিজাত বাহিনীর দলনেতাহিসেবে নিযুক্ত করেছে। সেই দলের অধিকাংশইভাড়াটে সৈনিক। এদেরকে ক্ষেপিয়ে তুললে যে কী হবে...ভাবতেই ভয়ে বুক শুকিয়ে আসছে!'

'জলদস্যু...আবার ভাড়াটে সৈনিক...ওকে টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে ফেলা যায় না?'

'এখানেই তোবিপদ। লোকটা রামেসিসের প্রতি খুবই অনুগত, ফারাওকে বিশ্বস্ত কুকুরের মতো পাহারাদিয়ে রাখে। আর কুকুরের আনুগত্য কিন্তু পয়সাদিয়ে কেনা যায় না।'

'ওকে পথ থেকে সরিয়েও তো দেয়া যেতে পারে।'

'তা আমি আগেই ভেবেছি। কিন্তু হুট করে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। সেরামানা খুবই নির্মম প্রকৃতির লোক। আর আমরা যদি সফলও হই, রামেসিস কিন্তু ঠিকই ক্ষেপে যাবে।'

'আর কিছু ভেবে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।নিজেদের না জড়িয়ে সার্ডটাকে সরিয়ে দেয়া যায়, এমন কিছু একটা ভেবে বের করতে হবে।'

'বিপদ এড়িয়ে চলার পন্থা আমার ভালোই জানা আছে, মহামান্য রাজকুমার। একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আছে...'

'বোকামি করা যাবে না, বুঝেছ? দস্যুটা আগেভাগেই বিপদের গন্ধ আঁচ করতে পারে।'

'ওকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'রামেসিস-কে ঘায়েল করার জন্য এর বিকল্প নেই। এই নাও রাইয়া, এর ভেতর তোমার বখশিশ রাখা আছে।'

বণিক হাত কচলাতে লাগল। 'আমার কাছে আরও ভালো খবর আছে হুজুর। আপনি কি জানেন, মিশরীয় সৈন্যরা কীভাবে সীমান্ত থেকে পাই-রামেসিসের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে?'

'চড়নদার,সংকেত আদানপ্রদান আর বার্তাবাহী পায়রার মাধ্যমে?'

'হ্যাঁ, তবে বিপদের সময় একমাত্র পায়রাই তাদের ভরসা। আর সেনাবাহিনীর প্রধান বার্তাবাহক লোকটা সেরামানার মতো সৎ নয়। ইতিমধ্যে ওকে উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলেছি। প্রেরিত বার্তা নষ্ট করা অথবা আগত বার্তা বদলে দেয়া এখন কোনও ব্যাপারই না। ওদের অজান্তেই সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারব আমি।'

'চমৎকার উদ্যোগ, রাইয়া। আর হ্যাঁ, আমার জন্য এমন পাত্র আরও নিয়ে এসোকিন্তু।'

সাত

সেরামানা আঁচ করছে, অচিরেই যুদ্ধ বাধবে। জলদস্যুর জীবনকে পেছনে ফেলে রামেসিসের ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীতে নিযুক্ত হয়েছে সে, এতোদিনে মিশরের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মনোরম বাসস্থান, অবসর কাটানোর জন্য রূপসী নারীদের সঙ্গ-সব মিলিয়ে বেশ ভালোই কাটছে দিনকাল। তবে সঙ্গিনীদের মাঝে লিলিয়া সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, এখন ওর সাথেই প্রেমে মজেছে সেরামানা। একজন সার্ডের-জন্য? ব্যাপারটা সত্যিই অকল্পনীয়।

ফারাওকে নিরাপত্তা দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে তরুণ সম্রাটনিজেই যেখানে নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন। তবে শাসকহিসেবে রামেসিস অতুলনীয়, সেরামানা তাকে বেশ পছন্দ করে। সিংহাসন রক্ষার্থে যদি হিট্টিদের রক্ত ঝরাতে হয় তবে ঝরুক না! এমনকি সে তো এ-ও ভেবে রেখেছে, একদিন ওর তলোয়ার মুওয়াত্তালির গলাচিরে নেমে যাবে। সেই মুওয়াত্তালি, যাকে তার সৈন্যরা 'মহান নেতা' নামে সম্বোধন করে। নাক কুঁচকাল সার্ড– 'মহান নেতা'! যে কিনা অসভ্য এক রক্তপিপাসুর দলকে নেতৃত্ব দেয়!

রামেসিস তাকে অভিজাত বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করার পর থেকে, সেরামানার ওপর নির্দ্বিধায় বিপদজনক কাজ ছেড়ে দেয়া হয়। মিশরের উচ্চ ও নিম্ন ভূমির নৃপতি ওর প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাকে নিরাশ করা যাবে না। প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মাধ্যমে ইতিমধ্যে অযোগ্যদের ছেটে ফেলা হয়েছে; বাহিনীতে স্থান হবে শুধুমাত্র দুর্ধর্ষ সৈন্যদের, দশজনের বিরুদ্ধে যারা একাই লড়তে পারবে, মুখ বুজে সহ্য করবে সমস্ত আঘাত।

সেনাবাহিনী ঠিক কখন অগ্রসর হবে, তা কেউ জানে না। তবে সেরামানার মন বলছে, শীঘ্রই আক্রমণ হবে। ব্যারাক জুড়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজমান। শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ক'দিন পর পর প্রাসাদে মিলিত হচ্ছেন। রামেসিসও তার গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান আহসার সাথে বৈঠকে বসছেন প্রায়ই।

রাজধানী জুড়ে গুজব রটেছে, দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ। ফিনিশিয়া আর ফিলিস্তিনে রাজারপ্রতি অনুগত ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে। তবে বার্তাবাহী পায়রার মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য থেকে জানাগিয়েছে, দুর্গগুলো এখনও শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণকে কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে সেখান থেকে।

রামেসিস বোধহয় উত্তরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করবেন। আমুরু প্রদেশ আর

সিরিয়াকে লক্ষ্য করে এই যাত্রার পথে, হিট্টিদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য। গোয়েন্দাবিভাগের তথ্য অনুসারে, দক্ষিণ সিরিয়া থেকে কমান্ডো বাহিনীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

হিট্টিদের ভয় পায় না সেরামানা। এতো ভয়ানক সব গল্প প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বর্বরদের সাথে মারপিট করার জন্য ওর হাত নিশপিশ করছে। লেজ গুটিয়ে পালানোর আগে যতগুলোকে সম্ভব কচুকাটা করবে সে।

তবে জয়যাত্রার আগে একটা কাজ সেরে যেতে হবে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সামান্য হাঁটতেই কারিগরদের কর্মশালা চোখে পড়ল, এবড়ো থেবড়ো রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হরেক রকম কারিগর। তার থেকে আরেকটু দূরে, বন্দরের দিকে এগোলে হিব্রু ইটের কারিগরের কুটির।

দৈত্যাকার একটা লোককে দেখে সাধারণ মানুষের ভেতর হৈচৈ পড়ে গেল। ভয়ের চোটে এক ছোট্ট ছেলে দৌড়ে পালাচ্ছে, এমন সময় ওর জামা ধরে পাকড়াও করল সেরামানা।

'ছোটাছুটি বাদ দিয়ে আমাকে বল, ইটের কারিগর অ্যাবনার কোথায় থাকে?'

'আ...আ..মি.. জানি না...'

'নিজের ভালো বোঝ তো, নাকি?'

হুমকিতে কাজ হলো, হড়বড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল বাচ্চাটা। এমনকি সেরামানাকে পথ দেখিয়ে অ্যাবনারের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি হলো সে। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, কয়েক প্রস্থ কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে আছে ইটের কারিগর।

'আমার সাথে এসো,' সেরামানা আদেশ করল।

'আপনি আমাকে বাধ্য করতে পারেন না।'

'এতো ভয়ের কী আছে?'

'আমি ভুল কিছু করিনি।'

'তাহলে তো ভয়েরও কোনও কারণ নেই।'

'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ফারাও তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।'

অ্যাবনার কাপড়ের আড়ালে আরও গুটিসুটি মেরে বসার চেষ্টা করল। অবশেষে সেরামানা এক হাতে তুলে ফেলল তাকে। তারপর গাধার পিঠে চড়িয়ে ফিরে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

ভয়ে কাঁপছে অ্যাবনার।

ফারাও-এর সামনে মাথা নীচু করে বসে আছে সে, চোখে চোখ মিলানোর সাহস নেই।

'সারী'রমৃত্যুর তদন্ত নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই,' রামেসিস বললেন। 'আমি সত্যটা জানতে চাই। আমার ধারণাতুমি সেটা বলতে পারবে, অ্যাবনার।'

'মহামান্য ফারাও, আমি সামান্য এক ইটের কারিগর মাত্র...'

'মোজেসকে আমার দুলাভাই-এর হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সে তার দোষ স্বীকার করলে অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু এরকম করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

অ্যাবনার ভেবেছিল তদন্তের রায়ের ঘটনানিয়ে কেউ তাকে ঘাঁটাবে না। এখানেই ভুল করেছে সে! বন্ধুর গায়ে কালিমা লেপন করলে যে রামেসিস টাকিছুতেই মেনে নেবেন না, একথাটা একবার ভাবা উচিত ছিল।

'তিনি বোধহয় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, জাঁহাপনা।'

'আর তুমি বোধহয় আমাকে বোকা ভাব, অ্যাবনার।'

'জাঁহাপনা!'

'সারী'র সাথে তোমার ঝামেলা চলছিল, তাই না?'

'ওসব নিন্দুকের গুজব।'

'না, আমার কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। উঠে দাঁড়াও, অ্যাবনার।'

এক মুহূর্ত দেরী না করে উঠে দাঁড়াল অ্যাবনার, মাথা নীচু করে রইল।

'অ্যাবনার, তুমি কি কাপুরুষ?'

'আমি অতি সামান্য এক ইটের কারিগর, যে শান্তিতে থাকতে চায়। মহামান্য ফারাও, এর বাইরে আমার আর পরিচয় নেই।'

'বুদ্ধিমানেরা কোথাও সুযোগ খুঁজে বেড়ায় না। এই দুর্ঘটনার পেছনে তোমার কী ভূমিকাছিল?'

অ্যাবনার নিজের গল্পে অনড় থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু ফারাও-এর গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার আত্মবিশ্বাসকে গুড়িয়ে দিল। 'হিব্রুদের কাছে মোজেস একজন মহান বীর, আমরা সবাই তাকে সম্মান করি। আর সারীছিলেন আমাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

'সারীকি তোমার সাথে খারাপ ব্যাবহার করত?'

অ্যাবনার বিড়বিড় করে কী যেন বলে গেল।

'ঝেড়ে কাশ,' রাজা হুংকার দিলেন।

'সারী'-গলা খাঁকারি দিল অ্যাবনার-'সারী ভালো মানুষ ছিলেন না, মহামান্য।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। সে এক অসৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল।'

অ্যাবনার কিছুটা সাহস ফিরে পেল। 'সারী আমাকে হুমকি দিয়েছিল, উৎকোচ দাবী করেছিল আমার কাছে।'

'চাঁদাবাজি! এসব শুরু করেছিল তাহলে লোকটা! তুমি ওকে দিলে কেন?'

'আমি ভীত ছিলাম, হুজুর। সারী আমাকে মেরে সবকিছু নিয়ে যেত।'

'তুমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারতে!'

'সারীর সাথে আইনরক্ষা বাহিনীর দহরম মহরম ছিল। কেউ ওকে ঘাঁটানোর সাহস করত না।'

'মোজেস বাদে।'

'দেখুন, তার ফলাফল কী দাঁড়াল!'

'এর জন্য তোতুমিই দায়ী, অ্যাবনার।'

ইট প্রস্তুতকারকের মাটির তলায় লুকিয়ে যেতে ইচ্ছা হলো। ফারাও-এর ক্ষমতাশালী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছিল।

'মোজেসের ওপর তোমার আস্থা আছে, তাই না?'

'মোজেস সৎ একজন মানুষ, সাহসী বীর। সারী'র সাথে আমার ঝামেলার ব্যাপারে তাকে সবকিছু খুলে বলেছিলাম।'

'সে কী বলেছিল?'

'তিনি আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিলেন।'

'কীভাবে?'

'আমার ধারণা, সারীকে তিনি আমার সাথে ঝামেলা না করতে আদেশ করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে খোলাখুলি কিছু বলেননি।'

'সত্যিটাবলো, অ্যাবনার।'

'সেদিনের ঘটনা বলছি। সারাদিনের কাজ শেষে রাতে বাড়ি দেখি সারী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ক্ষ্যাপা ভীমরুলের মতো দেখাচ্ছিল ওকে। চিৎকার করছিল, 'কমবখত হিব্রু কুকুর! তোর নোংরা মুখটা বন্ধ রাখতে বলেছিলাম।' এই বলতে বলতে আমাকে ধাক্কা মেরেছিল। আমি পেছনে সরে যেতেই মোজেস দৌড়ে ভেতরে চলে আসে। তাদের ভেতর হাতাহাতি হয়, সারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মোজেস সময়মতো না এলে, সারী'র জায়গায় আমার লাশ পড়ত সেদিন।'

'অন্যভাবে বললে, স্রেফ আত্মরক্ষার খাতিরে এই ঘটনার অবতারণা। তোমার সাক্ষ্যের জন্য ধন্যবাদ, অ্যাবনার। মোজেস দায়মুক্ত হয়ে যাতে আবার মিশরে তার প্রাপ্য সম্মান নিয়ে ফিরতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি চিন্তাও করিনি...'

'তুমি নিজে থেকে এগিয়ে এলে না কেন?'

'আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'কিসের ভয়? সারী তোমৃত! আর কেউ কি তোমাকে হুমকি দিয়েছিল?'

'ইয়ে..মানে.. তা না..'

'তবে এতো ভয় কিসের?'

'আদালত, রক্ষী বাহিনী..'

'শপথ পাঠের পর মিথ্যা বলা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, অ্যাবনার। তবে তুমি বোধহয় বিশ্বাস করো না যে, ওসিরিস আমাদের আত্মার হিসাব নেবেন!'

অ্যাবনার ঠোঁট কামড়াল।

'তুমি সত্য লুকিয়েছ,' রামেসিস বলে গেলেন। 'কারণ তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখেছ, মোজেসের কথা একবারও ভাবনি। অথচ এই লোকটাই তোমার জীবন বাঁচিয়েছিল।'

'জ্বি, জাঁহাপনা।'

'আসল কথাটা হচ্ছে, তুমি নিজেই কিছুটা আড়ালে থাকতে চাচ্ছ। সেরামানা'র সাথে তোমার কনিষ্ঠ কয়েকজন ইট প্রস্তুতকারকের কথা হয়েছে। ওদের কাছ থেকে তুমি যেভাবে চাঁদানিয়েছ, তা সত্যিই লজ্জাজনক।'

হিব্রু লোকটা রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল।

'আমি তাদের কাজ খুঁজে দিয়েছি, মহোদয়। তার বিনিময়ে যৎসামান্য সম্মানীনিয়েছি শুধু।'

'তুমি একটা ফালতু জালিয়াত, অ্যাবনার। তবে মোজেসের দুর্নাম ঘোচাতে তোমাকে কাজে লাগবে।'

'তার মানে আপনি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন?'

'সেরামানা একজন লিপিকারের মাধ্যমে তোমার বিবৃতি নেবে। সবকিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ চাই আমি। এরপর যাতে তোমার নামে আর কিছু না শুনি। মনে রেখো, অ্যাবনার।'

আট

টাকমাথার লোকটা হেলিওপোলিসের হাউজ অফ লাইফের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এই মুহূর্তে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সরবরাহকৃত প্রত্যেকটা খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষা করে দেখছেন। যত্নের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন সবরকম মাছ, সবজি আর ফলমূল। কৃষক আর জেলেরা তাকে ভয় পায়, তবে সম্মানও করে। কারণ তিনি সবাইকে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেন। যেকোনওদ্রব্যের ক্ষেত্রে তার গুণমানকে প্রাধান্য দেন তিনি। ভালোভাবে বেছে নেয়ার পর, জনগণের কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য বেদীর ওপর সবকিছু জড়ো করা হয়।

বাছাই-এর কাজ শেষ হবার পর হাউজ অফ লাইফের রান্নাঘরে পাঠানো হয় সবকিছু। কঠোরভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায় এ জায়গাটাকে 'বিশুদ্ধ স্থান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কোনও ঘোষণা ছাড়াই ঘন ঘন পরিদর্শনে আসেন পাদ্রী।

আজ তিনি লবণ মাখানো শুটকি মাছ পরীক্ষা করতে এসেছেন। ভাঁড়ার ঘরের কাঠের হুড়কো খোলার পদ্ধতি শুধুমাত্র তিনি আর তার খানসামা বাদে আর কারও জানা নেই।

সেই হুড়কোগুলোর বারোটা বাজিয়ে রেখেছে কেউ।

বিস্মিত অবস্থায় তিনি দরজা ঠেললেন, ভেতরে নিস্তব্ধ অন্ধকার। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলেন না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাটির তৈজসপত্রের দিকে এগোলেন, হাত বুলিয়ে ভালোভাবে জিনিসগুলো দেখা দরকার।

দরজার কাছে একটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে।

চুরি গিয়েছে একটা পাত্র।

প্রত্যেক অভিজাত নারীর স্বপ্ন, রাণির পরিজনবর্গের সদস্য হওয়া। তবে নেফারতারি তার অনুচারী বেছে নেয়ার সময় কর্মক্ষমতা আর পরিপক্কতার দিকে বেশি নজর দেন। অদৃষ্ট অথবা পদমর্যাদার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না তিনি। নিযুক্তদের অনেকেই তাই আপাতদৃষ্টিতে রীতিবিরুদ্ধ। রামেসিস তার সরকার গঠনের সময় ঠিক একই পন্থা অবলম্বন করেন।

পোশাকের কর্ত্রীর মতো লোভনীয় দায়িত্ব বর্তিত হলো মেমফিসের এক সাধারন

পরিবারের শ্যামাঙ্গিনী মেয়ের ওপর। তার দায়িত্ব হচ্ছে, নেফারতারির প্রিয় পোশাক আষাকের পরিচর্যা করা। হরেক রকমের পোশাক থাকলেও রাণি মূলত পুরনো নরম পোশাক পরতে ভালোবাসেন। রাতের বেলা কাঁধের ওপর একটা শাল জড়িয়ে রাখতে পছন্দ করেন তিনি। রাতের শীতল বাতাসের কাঁপুনি থেকে রক্ষা করার সাথে সাথে এই শাল তাকে রামেসিসের সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তরুণ রাজকুমারের কথা ভাবার সময় এই শালটাই তার গায়ে ছিল।

পরিষদের অন্যান্য নারীদের মতো, পোশাকের কর্ত্রীও রাণিকে পরম শ্রদ্ধা করে। নেফারতারি খুব সুন্দরভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন, যেকোনও আদেশ দেবার সময়ও তার মুখে হাসি লেগে থাকে। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সে বিষয়ে তিনি খোলাখুলি কথা বলেন, সবার কথা গুরুত্ব সহকারে শোনেন। ঠিক রাজমহিষী টুইয়ার মতোই সবার নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছেন নেফারতারি। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, টুইয়ার সাথে তার সাদৃশ্য দিন দিন বেড়ে চলেছে।

পোশাকের দেখভালকারী মেয়েটা রাণির কাপড়ে সুগন্ধি ছিটানোর কাজে ব্যাস্ত। যত্ন সহকারে কাঠের সিন্দুকে কাপড় গুছিয়ে রাখছে। সন্ধ্যা গড়ানোর আগে আগে সে রাণির শাল নিয়ে আসার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু এ কী! শালটা গেল কোথায়?

'অসম্ভব ব্যাপার,' মেয়েটা ভাবল। 'আমি নিশ্চয় ভুল জায়গায় খুঁজছি।' অন্য একটাসিন্দুকে খুঁজল সে, তারপর আরেকটায়, তারপর অন্য একটা আলমারিতে...

কোথাও নেই!

অন্যদের কাছে খোঁজ নেবার জন্য ছুটে গেল মেয়েটা, রাণির চুলের পরিচর্যাকারী, পরিচারিকা-সবাইকে জিজ্ঞেস করা হলো। কেউ কিছুই বলতে পারল না।

নেফারতারির প্রিয় শালটা চুরি হয়েছে।

যুদ্ধ পরিষদের সদস্যবৃন্দ রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষে জমায়েত হয়েছেন। সুপ্রিম কমান্ডারের জারিকৃত সমনের জবাব স্বরূপ হাজির হয়েছেন সেনবাহিনীর চার বিভাগীয় প্রধান। আহমেনি টীকালিখে রাখছে, পরবর্তীতে প্রতিবেদন বানাতে হবে।

সেনাপ্রধানেরা মধ্যবয়স্ক লিপিকার-প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত, বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মালিক, সুপরিচালক। তাদের ভেতর দু'জন হিট্টিদের সাথে সেটি'কে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেছেন। তবে সে যুদ্ধ ছিল ক্ষণস্থায়ী আর সীমিত পরিসরের। কর্মকর্তাদের কারোই পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। তাই যুদ্ধ যতো এগিয়ে আসছে, তাদের আতঙ্কও ততো বেড়ে চলেছে লাগামহীন ভাবে।

'আমাদের অস্ত্রাগারের কী অবস্থা?'

'জ্বি, ভালো, মহামান্য।'
'অস্ত্র উৎপাদন?'
'এখন পর্যন্ত পুরোদমে কাজ চলছে। আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানার শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে। তবে মুখোমুখি লড়াই-এর জন্য প্রয়োজনীয় ছোরা এবং তরবারির কিছুটা ঘাটতি আছে।'
'রথ?'
'দুই-এক সপ্তাহের ভেতর নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।'
'ঘোড়া?'
পূর্ণ উদ্যমে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।'
'মনোবল?'
'এখানেই আমাদের দুর্বলতা, মহারাজ,' সর্বকনিষ্ঠ সেনাপ্রধান উত্তর দিলেন। 'আপনার উপস্থিতি সর্বদাই আমাদের উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে, কিন্তু হিট্টিদের বিষয়ে প্রচলিত আজগুবি গল্পের যেন কোনও শেষ নেই। আমাদের অস্বীকৃতি আর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এসব গল্পের কুপ্রভাব পড়ছে।'
'আমার সেনাপ্রধানেরাও কী এসবে বিশ্বাসী?'
'না, কখনওই না,মহারাজ...তবে এমন কিছু প্রশ্ন আসে, আমরা যার উত্তর দিতে অপারগ।'
'যেমন?'
'এই যেমন, আমরা কী সংখ্যায় নগণ্য?'
'আগে কেনানের পরিস্থিতি সামলে নেই, তারপর ধারণা পাওয়া যাবে।'
'হিট্টিরাকি ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে নাকি?'
'নাহ, ওদের সৈন্যদল এতো বড় ঝুঁকি নিতে চায়নি। কয়েকজন যোদ্ধা আক্রমণ করেছিল, তারপর তারা উত্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আমরা যাতে ফিরতি জয়ের চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি সে উদ্দেশ্যে স্থানীয় জমিদারদের ঘুষ দিয়েছিল ওরা। তবে, সে সুযোগ আমরাদিচ্ছি না। পৌঁছানো মাত্র বিদ্রোহের দমন ঘটানো হবে। যোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস যুগিয়ে আমরা উত্তরের দিকে অগ্রসর হব, বিজয় ছিনিয়ে নেব সেখানেই।'
'অনেকে আবার দুর্গের কথাচিন্তা করে উদ্বিগ্ন।'
'চিন্তার কিছু নেই। গত দুইদিনে ডজনখানেক বার্তাবাহী পায়রা আমাদের কাছে ভালো খবর নিয়ে এসেছে। দুর্গগুলোর কোনওটাই শত্রুদের হাতে যায়নি। আমরা পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলা করতে যা যা অস্ত্র দরকার, সবই মজুদ আছে সেখানে। তবে আমাদের হাতে আর নষ্ট করার মতো সময়ও কিন্তু নেই।'
কর্তার ইচ্ছাই কর্ম। রামেসিসের সাথে আলোচনা শেষ হবার পর সেনাপ্রধানেরা ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন। খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে হবে।
'বেকুবের দল,' আহমেনি গজগজ করে উঠলেন।
'ওদের ওপর চড়াও হলে কেন?' রামেসিস মন্তব্য করলেন।

'একবার ওদের দিকে ভালো করে তাকাও-যেমন ধনী, যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনই ভীতু! যুদ্ধের উত্তপ্ত মাঠে ওরা যতোটা সময় কাটিয়েছে, তার চেয়ে বেশি আরাম করেছে বাগানের ছায়ায় বসে। আর তুমি ভালো করেই জানো, যুদ্ধ হিট্টিদের কাছে স্রেফ খেলা! আর এদিকে তোমার সেনাপ্রধানেরা মোমের পুতুলের মতো-এখন যুদ্ধের দামামা শুনে না পালালেই হয়।'

'ওদের বদলে নতুন লোক নিয়োগ করতে বলছ?'

'সেসময় আর নেই। আর কী-ই বা লাভ তাতে? তোমার কার্য নির্বাহকেরা সব একই ছাঁচে গড়া।'

'তবে কী যুদ্ধ থেকে পিছু হটার কথা বলছ?'

'মারাত্মক ভুলসিদ্ধান্ত হবে সেটা। তোমাকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে একটা ব্যাপার একদম পরিস্কার। আমাদের বিজয় নির্ভর করছে তোমার ওপর, রামেসিস। শুধু তোমার একার ওপর।'

মাঝরাতে রামেসিসের সাথে দেখা করতে এল আহসা। রাজা এবং গোয়েন্দাবাহিনীর প্রধান প্রায় একটানা কাজ করে যাচ্ছেন; রাজধানীর পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

ফারাও-এর কর্মস্থলের একটা জানালার কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। তাকিয়ে আছেন রাতের আকাশের দিকে, সেখানে যেন হাজার তারার মেলা বসেছে।

'নতুন কোনও সংবাদ আছে, আহসা?'

'পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীলঃ বিদ্রোহীরা এক পাশে, আবার আমাদের সমর্থকেরা আরেক পাশে অবস্থান করছে। তারা তোমার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।'

'আমি তো এগোতে চাই। কিন্তু আমার সৈনিকদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার কোনও অধিকার আমার নেই। প্রস্তুতির অভাব, অস্ত্রের ঘাটতি...আমরা এতোদিন স্বপ্নের জগতে মগ্ন হয়ে ছিলাম,আহসা। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আমাদের ঘুম ভেঙ্গেছে। দরকার ছিল এসবের।'

'আশা করি দেবতারা আমাদের সহায় হবেন।'

'তোমার কি এব্যাপারে কোনও সন্দেহ আছে?'

'তা নেই। তবে আমরানিজেরাকি নিজেদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত?'

'আমার অধীনস্থ যোদ্ধারামিশরকে রক্ষা করতে নিজের জীবন বাজি রাখতে পারে। হিট্টিদেরও নিশ্চয় বড়সড় পরিকল্পনা আছে। খারাপ সময় ঘনিয়ে আসছে, বন্ধু।'

'তোমার নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে, সেটা ভেবে দেখেছ?'

'নেফারতারি আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতায় আসবে। আমার অবর্তমানে সে-ই হবে শাসনকর্তা।'

‘কী মায়াময়ীরাত... মানুষ কেন খুনোখুনিতে মেতে উঠতে চায়?’

‘আমি সবসময় শান্তিই চেয়ে এসেছি। কিন্তু জানোই তো, কপালের লিখন যায় না খণ্ডন।’

‘ভাগ্যকিন্তু তোমার সহায় না-ও হতে পারে।’

‘তুমি কি আমার ওপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছ?’

‘আমি ভীত। আকাশে বাতাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে।’

‘মোজেসের কোনও হদিস পাওয়া গেল?’

‘ও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।’

‘না। এমন কিছু হয়নি।’

‘তুমি এতোনিশ্চিত কীভাবে?’

‘কারণ আমি জানি, তুমি ওকে খুঁজতে শুরুই করোনি।’

আহসা বরাবরের মতোই শান্ত রইল।

‘তোমার কর্মচারীদের মোজেসকে খুঁজে বের করতে নিরুৎসাহিত করেছ,’ রামেসিস বলতে লাগলেন। ‘কারণ তুমি চাওনা সে মিশরে ফিরে এসে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হোক।’

‘তুমি তাই চাও? আমি ভেবেছিলাম, মোজেস আমাদের দুজনেরই বন্ধু।’

‘ওর ওপর থেকে সারীকে হত্যার অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে।’

‘কী? তুমি ফারাও হতে পার, রামেসিস। কিন্তু বন্ধুত্বকে আইনের ওপর স্থান দেয়াটা সমীচীন নয়।’

‘আমার এমন কিছু করতে হবে না। মোজেসের বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হলে, সে এমনিতেই নির্দোষ প্রমাণিত হবে।’

‘কিন্তু ও তোসারীকে হত্যা করেছে, তাই না?’

‘আত্মরক্ষার জন্য, আহসা। সাক্ষী প্রমাণ আছে এ ঘটনার।’

‘অনেকদিন পর একটা ভালো খবর শোনালে।’

‘তোমার কর্মচারীদের কাজে লাগিয়ে দাও। খুঁজে বের কর মোজেসকে।’

‘কাজটা সহজ হবে না। সীমান্ত জুড়ে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, কোথায় যে ও কোথায় গিয়ে খুঁটি গেড়েছে। আমরা সেপর্যন্ত যেতে পারব কি না, তাও জানা নেই।’

‘ওকে খুঁজে বের করো, আহসা।’

নয়

ইটের কারিগরদের বসতি এলাকায় দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে সেরামানা, চোখেমুখে ক্রোধের ছাপ। অ্যাবনারকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মিশরের মধ্যাঞ্চল থেকে আগত চার হিব্রু যুবক স্বেচ্ছায় ওকে সহযোগিতা করেছে। হ্যাঁ, অ্যাবনার কাজ পেতে সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে ওদের।

আইনরক্ষী বাহিনীর তদন্ত বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করেছে। সারী একজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি হলেও, তার কর্মকাণ্ডকিছুটা সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল। আবার মোজেসের সাথে বোঝাপড়া করাটাও বেশ দুরূহ কাজ। আপাতদৃষ্টিতে তাই মোজেসের অন্তর্ধান আর সারী'র মৃত্যুকে মন্দের ভালোহিসেবেই ধরে নেয়া হয়েছে। অবশ্য রহস্যের কত সূত্র যে এখনও পাওয়া যায়নি, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

অ্যাবনারের দরজায় পা রাখার আগে মহল্লার অধিবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে সার্ড।

এদিকে ঘরের ভেতর বসে একটা কাঠের ফলকে অঙ্কিত সংখ্যাচিত্রে চোখ বুলাচ্ছে ইটের কারিগর। রসুন মাখানো রুটিতে কামড় বসাতে যাবে, এমন সময় সেরামানাকে দেখতে পেল। কাঠের ফলকটাকে সুকৌশলে নিতম্বের নীচে ঠেলে দিল সে।

'খুব হিসাব নিকাশ হচ্ছে বোধহয়, অ্যাবনার?'

'শপথ করে বলছি, আমি নির্দোষ।'

'এর পরেরবার কারও থেকে টাকা পয়সা হাতাবার সময় মনে রেখো, আমার কাছে জবাব দিতে হবে।'

'মহামান্য ফারাও আমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছেন।'

'খুব একটা হাসির কথা বললে আমাকে।'

বড়সড় রসালো একটামিষ্টি পেঁয়াজে কামড় বসাল সার্ড, 'এই আস্তাকুড়ে গলা ভেজানোর কিছু মিলবে?'

'হ্যাঁ, সিন্দুকের ভেতর...'

'সুরার দেবতা বেসে'র নামে বলছি, তোমার সংগ্রহে দেখি একঝাঁক মানুষকে পান করানোর মতো মদ আছে। যবসুরাও দেখছি যথেষ্ট পরিমাণে... বেশ ভালো কামাচ্ছ বোধহয়, অ্যাবনার।'

'সবকিছু উপহার হিসেবে পেয়েছি।'

'আসলে, বিখ্যাত হবার মজাই আলাদা।'

'আপনি আমার কাছে কী চাচ্ছেন? বিবৃতি আমি আগেই দিয়েছি।'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমার সঙ্গ উপভোগ করি।'

'যা জানতাম, সবকিছু স্বীকার করেছি আমি।'

'বিশ্বাস করি না। জলদস্যু থাকার সময়, আমি কয়েদিদের জবানবন্দীনিতাম। অনেকেই লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের কথা মনে করতে পারতো না। একটু চাপ দিলেই, গড়গড় করে সব বলতে শুরু করত।'

'আমি কোনও গুপ্তধন লুকিয়ে রাখিনি।'

'তোমার দুই পয়সার সম্পত্তির ধার ধারি না আমি।'

অ্যাবনার কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। সার্ড একটা যবসুরা পাত্রের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত। এই সুযোগে মাদুরের নীচে কাঠের ফলকটা লুকানোর প্রয়াস পেল সে।

'কাঠের টুকরায় কী দেখছিলে, অ্যাবনার?'

'কোথায়..কিছু না তো...'

'হিব্রু সাথীদের কাছ থেকে যে টাকা পয়সা হাতিয়েছ, তার হিসাব বুঝি? বাজি ধরতে পারি, এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালত সানন্দে লুফে নেবে।'

অ্যাবনার ঘাবড়ে গেল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'আমরা একটা আপোসে আসতে পারি, বন্ধু। একটা কথা মনে রেখো, আমি বিচারক নই। আইন রক্ষা বাহিনীর সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আপনার কোনও প্রস্তাব আছে?'

'আমি শুধু মোজেসের ব্যাপারে আগ্রহী, তোমাকে নিয়ে নই। তাকে তো খুব ভালভাবে চিনতে, তাই না?'

'অন্যরা যতটুকু চেনে তেমনই...'

'বাজে বকো না, অ্যাবনার। তুমি তার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিলে। আর সেজন্যেই সবসময় চোখে চোখে রাখতে-মানুষ হিসেবে তিনি কেমন, কিরূপ আচার আচরণ, কারা তার বন্ধু।'

'তিনি সবসময় কাজে ব্যাস্ত থাকতেন।'

'তার মানে কাজের সূত্র ধরেই মানুষের সাথে মিশতেন?'

'হ্যাঁ , উপদর্শক, সাধারণ কর্মী...'

'আর তার বাইরে?'

'হিব্রু গোত্রীয় নেতাদের সাথে দেখা করতেন মাঝেমধ্যে।'

'কী আলাপ করতেন তারা?'

'অনেক ধর্মভীরু মানুষ আছেন, যারা মোজেসকেএকজন সম্ভাবনাময় নেতাহিসেবে মানতেন। তবে পাই-রামেসিসের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার সাথে সেই উন্মাদনাও ফিকে হয়ে আসত।'

'তুমি যাদের কাজ পেতে 'সাহায্য' করেছিলে, তাদের একজনের সাথে আমার কথা হয়েছে। শুনেছি মোজেসের সরকারি নিবাসে নাকি এক আগন্তুক এসেছিল। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে তাদের।'

'ঠিক শুনেছেন। ওই লোককে আগে কখনও দেখা যায়নি। তবে আমার ধারণা সে দক্ষিণাঞ্চল থেকে আগত, পেশায় একজন স্থপতি। মোজেসকে কিছু প্রায়োগিক বিষয়ে পরামর্শ দিতে এসেছিল। অবশ্য নির্মান-ভূমিতে একবারও যায়নি সে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'মধ্যবয়স্ক, লম্বা, হ্যাংলাপাতলা গড়নের। বাজপাখির মতো চাহুনি, সূচালো নাক। গালের হাড়গুলো উঁচু, পাতলা ঠোঁট আর দৃঢ় চিবুক।'

'কী পোশাক পরেছিল?'

'সাদামাটাটিউনিক...একজন স্থপতির পোশাক-আষাক আরও উন্নত হওয়ার কথা। আমার ধারণা সে ইচ্ছা করে এমনভাবে এসেছে, যাতে কারও চোখে না পড়ে। মোজেস ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলেনি।'

'লোকটাকি হিব্রু?'

'অবশ্যই না।'

'পাই-রামেসিসে কয়বার এসেছে?'

'দুই বার তো হবেই।'

'মোজেসের অন্তর্ধানের পর কি এই আগন্তুককে আর দেখাগিয়েছে?'

'না।'

সেরামানা'র তৃষ্ণা এখনও মেটেনি। আরেকটা যবসুরার পাত্রের ঢাকনা খুলতে খুলতে বলল সে, 'আশা করি এবার কিছু লুকাচ্ছ না, অ্যাবনার। আমার মাথা গরম করো না।'

'ওই লোকের সম্পর্কে যা জানি সবকিছু বলেছি!'

'আমি তোমাকে সোজা পথে চলতে বলিনি, অ্যাবনার; তোমার দ্বারা সেটা সম্ভবও নয়। তবে এমন কিছু করো না যাতে করে বিপদে পড়ো।'

বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর চাপে হিব্রু'র নাকটাকে মুচড়ে দিল সার্ড। 'আর নতুন কোনও ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করলে তোমার চেহারার নকশা বদলে যাবে, অ্যাবনার।'

ব্যথায় ককিয়ে উঠে মেঝেতে পড়ে কাঁপতে লাগল ইটের কারিগর।

কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেরামানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রাসাদেরদিকে এগোতে এগোতে সে ভাবল, জিজ্ঞাসাবাদের নতুন ধরণটা বেশ কাজে লেগেছে। অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেল আজ।

মোজেস আসলে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন। হিব্রু অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয়ার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এগোচ্ছিলেন তিনি। নিজের জাতির উন্নয়নের পাশাপাশি হয়তো ব-দ্বীপ এলাকায় স্বৈরাচারী উপনিবেশও গড়তে চেয়েছিলেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, অচেনা ওই আগন্তুক আসলে বিদেশী গুপ্তচর। হয়তো বহিরাগত সাহায্য নিয়ে এসেছিল সে। এমনটা হলে মোজেস নিঃসন্দেহে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

রামেসিস অবশ্য এহেন অভিযোগ মানতে অস্বীকার করবেন। রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে তাই সেরামানার কাছে অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে।

নিজের অজান্তেই কখন যেন আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে সে।

ভাস্বরী ইসেটের একাধিক পরিচয় আছে-রামেসিসের উপপত্নী, একমাত্র আদরের পুত্র খা'র স্নেহময়ী মা। পাই–রামেসিসের রাজপ্রাসাদে ব্যক্তিগত খাসকামরায় বাস করে সে। নেফারতারির সাথে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে মেমফিসে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সবুজ চোখজোড়া, সূক্ষ্ম নাক আর সুললিত মুখমন্ডল তাকে অনিন্দ্য সুন্দরী করে তুলেছে।

ইসেটের জীবনযাপনের ধারা বেশ আকর্ষণীয় হলেও তাতে রিক্ততার ছাপ আছে। স্মৃতির পাতা হাতড়ে প্রায়ই আগের জীবনে ফিরে যেতে চায় সে। রামেসিসের প্রথম প্রেমিকা, মনেপ্রাণে তাকে ভালবাসে। এ ভালবাসার পেছনে কোনও ক্ষমতার লোভ নেই। মাঝে মাঝে বরং এতোপ্রতিপত্তি দেখে উল্টো আরও রাগ হয়। আর হ্যাঁ, নেফারতারির কাছে যিনি আত্মা সপে দিয়েছেন, তাকে সে কীভাবে নিজের কাছে টানবে?

ইস! রাজমহিষী যদি বোকা, কুৎসিত আর নিন্দিত হতেন...তবে নেফারতারির রুপেগুণে ইসেট নিজেও বিমোহিত। রাণি হবার জন্যেই জন্মেছেন তিনি, জুড়ি মেলা ভার!

কপালের দোষ না হলে কী আর এমন হয়? নিজের ভালোবাসার মানুষকে আরেক নারীর হাতে তুলে দিয়েও তাতে পূর্ণ সমর্থনের চেয়ে নির্মম ঘটনা, আর কী-ই বা হতে পারে?

তবে রামেসিসকে কাছে পেলে আর কোনও অভিযোগ থাকে না। প্রতিবার মিলনেই যেন সেই নলখাগড়ার কুটিরে অতিবাহিত সেই প্রথম রাতের অনুভূতি ফিরে পায় সে। রামেসিসের ক্ষমতার প্রতি ওর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। সে ভালোবাসে এই মানুষটাকে। রাজা না হয়ে রাখাল অথবা জেলে হলেও ভালোবাসার আবেশটা একই থাকত। মিশরের রাণি হয়ে একগাদা দায়িত্ব কাঁধে চাপানোর কোনও ইচ্ছা নেই। ঈর্ষাজিনিসটা ইসেটের মাঝে একদমই নেই। রামেসিসকে ভালোবাসার মতো উপহার পেয়ে ভাগ্যকে সে মনে মনে সবসময় ধন্যবাদ দিয়ে এসেছেন।

সবসময়ের মতোই আজকের দিনটা ভালো যাচ্ছে। ইসেট ওর নয় বছরের পুত্র খা'র সাথে খেলা করে সময় কাটাচ্ছে। সাথে রামেসিস আর নেফারতারির মেয়ে মেরিটামন-ও আছে। খুব শীঘ্রই চার বছরে পা দেবে ও। দুই ভাইবোনের সম্পর্ক বেশ মধুর। খালিখতে পড়তে ভালোবাসে। বোনকে এখন হায়ারোগ্লিফ শিখাতে ব্যস্ত সে, হাতে ধরে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে সবকিছু। আজ ওরা পাখির নকশা'র কাজ করছে। এর জন্য বেশ দক্ষতার প্রয়োজন।

'পানিতে এসো, বাচ্চারা। আজকের আবহাওয়া খুব মনোরম,' ইসেট বাচ্চাদের ডাকল।

'আমি কাজে ব্যস্ত।'

'সাঁতার শেখাও কিন্তু একটা কাজ।'

'আমি ওসব পছন্দ করি না।'

'তোমার বোনের একটু বিরতি দরকার।'

মেরিটামন ঠিক যেন ওর মায়ের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। দুজনের দিকেই এক নজর তাকাল সে, কারও পক্ষ নিতে চায় না। সাঁতারকাটা আনন্দের কাজ, তবে বুদ্ধিমান বড় ভাই-এরসিদ্ধান্তেরও দাম আছে।

'আমি সাঁতার কাটতে গেলে রাগ করবে?' ভয়ে ভয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করল সে।

খা একটু চিন্তা করল। 'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু বেশি দেরী করো না। কোয়েলটা আরও কয়েকবার আঁকতে হবে। মাথাটাঠিক মতো গোল হচ্ছে না।'

ছোট্ট মেয়েটা দৌড়ে ইসেটের কাছে গেল। ইসেট আবারও উপলব্ধি করল, মেরিটামনের লালন পালনের ব্যাপারে নেফারতারি সত্যিই ওর ওপর আস্থা রাখেন।

বাগানের জলশয়ের ঠাণ্ডা পানিতে জলকেলি করছে দু'জন। ডুমুরের ছায়ায় অপূর্ব এক শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, প্রতিদিনের মতোই, আজকের দিনটাও সুন্দর।

দশ

গরমে মেমফিসের সবার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত! উত্তরের বাতাস যেন থমকে গিয়েছে। মাঝে মাঝে যে দমকা হাওয়া বইছে, তা মানুষ বা পশুকে শান্তি নাদিয়ে উল্টো তাদের গলা যেন আরও শুষ্ক করে তুলছে। লম্বা আর মোট কাপড় টানিয়ে গলিগুলোতে ছায়ার ব্যবস্থা করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। পানিবাহকেরা কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

এদিকে নিজের নির্জন কুটিরে বেশ আরামে সময় কাটাচ্ছে ওফির। দেয়ালের উপরিভাগের ফাঁক গুলোদিয়ে বাতাস আসা-যাওয়া করছে। সুনসান,নিরবএই এলাকা। কালো জাদু করার জন্য ওর দরকার মনোযোগ, এখানে খুব সহজেই তাপাওয়া যাবে।

ওফির যেন একদম আগের মতোই আছে। কোনও আনন্দ বা হতাশার রেখা নেই তার মুখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় কাঁপছে জাদুকর। এখন যে জাদুটা করতে চাচ্ছে, সেটা করতে হলে ওকে সামর্থ্যের সর্বোচ্চটাদিতে হবে। ওর দাদা, আখেনাতেনের লিবিয়ান পরামর্শকের হয়ে প্রতিশোধ নেবার আর তর সইছে না।

মধ্য-বিকালের দিকে এসে উপস্থিত হলো তার অতিথি। এসময়টায় সাধারণত রাস্তা-ঘাট ফাঁকা থাকে। রাজপুত্র শানার এসেছে মেবার একটা রথ ধার নিয়ে, রথী এক বোবা চালক।

শানারকে অভ্যর্থনা জানালো জাদুকর। আগেরবারের মতো এবারও জাদুকরের সামনে এসে ইতস্ততবোধ করল সে। ঈগলের মতো চেহারা, সবুজাভ চোখ, উঁচু নাক, পাতলা ঠোঁট-এসব মিলিয়ে ওকে দেখতে মানুষ কম, দানব মনে হয় বেশি। অথচ কণ্ঠ আর আচরণে মনে হয়, লোকটা যেন কোনও দয়ালু পুরোহিত।

'আমাকে আসতে বলেছ কেন, ওফির? আমি এমন আচমকা ডাকাডাকি পছন্দ করি না।'

'আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের ব্যাপারে কথা বলার জন্যই, মহামান্য। দয়া করে এদিকে আসুন। মেয়েরা অপেক্ষা করছে।'

শানারই এই কুটিরে ওফিরের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার মনে হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি ওফিরের কালো জাদু কাজ করবে, ওর ক্ষমতায় আসাটাও ততো তাড়াতাড়ি হবে। অবশ্য কুটিরটানিজের নামে নানিয়ে, ডোলোরার নামে নিয়েছে।

উপকারী কিছু সহযোগী পেয়েছে ও...আহসা, ফারাও-এর বাল্য বন্ধু; সিরিয়ান ব্যবসায়ী রাইয়া, যে কিনা একই সাথে হিট্টিদের চর; আর এখন মেবার বদৌলতে

জাদুকর ওফির। হাসল শানার। কীভাবে প্রথমে রামেসিসকে বুঝিয়ে মেবার পদ নিয়েছিল, আর তারপর কীভাবে বৃদ্ধকে ভুল বুঝিয়েছিল তা মনে পড়ে গিয়েছে ওর। অবশ্য ওফির এমন এক অদ্ভুত আর বিপদজনক পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে, যা একই সাথে ওকে টানে আবার ভয়ও পাইয়ে দেয়!

নিজেকে আখেনাতেনের বিশ্বাসের প্রচারক বলে দাবী করে ওফির। এক ঈশ্বর, আতেন-এর পূজা করার জন্য আহ্বান জানায় সবাইকে। সফল হলে পাগল রাজার পর–নাতনী, দুর্বল মনের লিটা রামেসিসের জায়গা নেবে। শানার অবশ্য চাচ্ছে, ওফির যেন হিব্রু মোজেসকে নিজের দলে টেনে আনে। জাদুকরের মাঝেও এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখাগিয়েছে। ক্ষমতায় এলে অবশ্য কাউকে আর শ্বাস নিতে দিবে না শানার। ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা লোকটার কোনও অতীত থাকা উচিত না।

সমস্যা হলো, মোজেস খুন করে দেশ ছেড়ে ফেরারী হয়েছে। হিব্রুদের দলে না পেলে, ওফির কখনও রামেসিসকে ক্ষমতা থেকে নামাবার মতো শক্তিশালী হতে পারবে না। তবে এরিমাঝে জাদুকর নিজের জাদুর ক্ষমতার প্রমাণ দেখিয়েছে। বাচ্চা হবার সময় আরেকটু হলে নেফারতারি আর এরপর মেরিটামনকে হত্যাই করে ফেলত সে। কিন্তু কথা হলো, শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। হ্যাঁ, রাণি আর কখনও মা হতে পারবেন না। আর ফারাও-এর জাদু যে লিবিয়ানদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, এ কথাটা এখন পরিষ্কার।

আস্তে আস্তে নিজের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে ওফির। সত্যি কথা বলতে কী, জাদুকরের আহ্বান শুনে একবার ভেবেই বসেছিল শানার-লোকটাকে খুন করার সময় হয়েছে।

'আমাদের অতিথি এসে পড়েছেন।' বসে থাকা দুজন মহিলাকে উদ্দেশ করে বলল ওফির। একজন ডোলোরা, শানারের বোন। আর অন্য মেয়েটালিটা, জাদুকর যাকে আখেনাতেনের পর-নাতনী বলে দাবী করছে।

'কেমন আছো, বোন আমার?'

'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, শানার। তুমি আসায় মনে হচ্ছে, আমরা কাজের কাজ কিছু করতে পারছি।'

ডোলোরা আর তার মৃত স্বামী সারী, রামেসিসের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু রামেসিস স্বজনপ্রীতি দেখাতে না চাওয়ায়, ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে দুজন। রাজমাতা টুইয়া আর রাণি নেফারতারি অনেক কষ্ট করে রামেসিসকে বুঝিয়েছিলেন, ওদের দুজনের জীবন যেন কেড়ে না নেয়া হয়। যে সারী এককালে ফারাও এর শিক্ষক ছিল, তাকে ইট নির্মানাগারের পরিদর্শক হতে বাধ্য করা হয়। রাগে দুঃখে পাগল হয়ে লোকটা অত্যাচার চালাতে শুরু করেছিল হিব্রুদের উপর। অবশেষে মোজেস এক হিব্রুকে বাঁচাতে গিয়ে দূর্ঘটনাবশত খুন করে বসে তাকে।

এদিকে ডোলোরা ততদিনে ওফির আর লিটার চক্করে পড়ে, আতেনের অন্ধ-উপাসক বনে গিয়েছে। ওর মাথায় এখন কেবল একটাই চিন্তা, কীভাবে আতেনের ধর্মকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলা যায়। আর সেই সাথে কীভাবে পতন ঘটানো

যায় অবিশ্বাসী রামেসিসের ।

ডোলোরার এই পাগলামীর পূর্ণ ফায়দানিতে চায় শানার। আপাতত বোনের সামনে পদের লোভ ঝুলিয়ে রেখেছে। তবে একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে আবার ভেবে দেখবে। যদি তখনও আতেনের প্রতি এমন অন্ধ আনুগত্য নিয়ে চলে মেয়েটা, তাহলে...

'মোজেসের কোনও খবর পাওয়া গেল?' জানতে চাইল ডোলোরা।

'উধাও হয়ে গিয়েছে,' উত্তর দিল শানার। 'সন্দেহ নেই যে ওর জাতি ভাইরাই ওকে খুন করে মরুভূমিতে কবর দিয়েছে।'

'এক গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে হারালাম আমরা,' মন্তব্য করল ওফির। 'কিন্তু এক ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনেকেবাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে! আমাদের দলে এখনও লোকজন যোগ দিচ্ছে।'

'সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরক।' বলল শানার।

'আতেন আমাদের সাহায্য করবেন!' পরম বিশ্বাসের সাথে বলল ডোলোরা।

'আমার আসল লক্ষ্যের প্রতি এখনও দৃষ্টি আছে,' বলল জাদুকর। 'রামেসিসের প্রতিরক্ষা মূলক জাদুর বলয়কে ভেঙ্গে দিতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'তোমার প্রথম চেষ্টাটাকিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েছিল।' মনে করিয়ে দিল শানার।

'একেবারে ব্যর্থ বলাযাবে না।'

'কিন্তু যতটুকু সফল হয়েছে, তাতে আমার কোনও লাভ হয়নি।'

'আমি একমত, মহামান্য। এজন্যই এবার অন্য পথ ধরেছি।'

'অন্য পথ বলতে?'

ডান হাতে মাটির একটা বড় কলসের দিকে ইঙ্গিত করল জাদুকর।

'ওটার গায়ে কী লেখা, পড়ে শোনাবেন? '

'হাউজ অফ লাইফ, হেলিওপোলিস। চারটা মাছঃ বাঁশপাতা,' পড়ল সে। শুকনো মাছ দিয়ে কী হবে?'

'এই মাছ, যে সে শুকনো মাছ না। এগুলো ভেট হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই সাথে আমি এই কাপড়ের টুকরাটাও হাতিয়ে নিয়েছি।' একটা ছেঁড়া শাল দেখাল ওফির।

'দেখে তো মনে হচ্ছে-'

'ঠিক ধরেছেন মহামান্য, এটা রাণি নেফারতারির।'

'চুরি করেছ! কীভাবে?'

'আমার অনুগতরা সব জায়গাতেই আছে, মহামান্য। আগেই বলেছিলাম।'

অবাক হয়ে গেল শানার। এই লিবিয়ান কী প্রাসাদেও নিজের চর রেখে দিয়েছে?

'ভেটের জন্য প্রস্তুত করা মাছ আর রাণির দেহকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে এমন কাপড় দরকার ছিল খুব। এসব জাদুময় বস্তু আর আপনার সমর্থন পেয়েছি বলে, আতেনের উপাসনা আবার শুরু হবে মিশরে। লিটা হবে আপনার রাণি, আর

আপনি? ফারাও!'

লিটা তার স্বপ্নালু চোখে শানারের দিকে তাকাল। মেয়েটানিঃসন্দেহে সুন্দরী। যৌবণ ঢলঢল করছে। শয্যা সঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই শানারের।

'রামেসিস? রামেসিসের কথাও তো ধরতে হবে।'

'রামেসিস শেষ পর্যন্ত একজন মানুষ বই কিছু না,' ঘোষণা করল ওফির। 'মরণশীল মানুষ কালো জাদুর হাত থেকে বেশিদিন রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু সফল হতে হলে, সাহায্য দরকার হবে।'

'আমার সাহায্য অবশ্যই পাবে তুমি!' অনেকটা উত্তেজিত হয়েই বলল ডোলোরা।

'আগে তোমার পরিকল্পনা জানাও।' দাবী জানাল শানার।

বুকের উপর হাত বাঁধল ওফির। 'আপনার সাহায্য অবশ্যই লাগবে, মহামান্য।'

'আমার? কিন্তু...'

'আমরা চারজনই চাই, ফারাও আর তার স্ত্রী মারা যাক। আমরা চারজন মিলে চারটাদিক, সম-এর চারটা বৈশিষ্টের প্রতিভূ। একটাও যদি না থাকে, তাহলে মন্ত্রটা কাজে লাগবে না।'

'আমি তো জাদুকর নই!'

'আপনার উপস্থিতিই যথেষ্ট।'

'রাজী হয়ে যাও!' কাতর কণ্ঠে যেন আবেদন জানাল ডোলোরা।

'আমাকে কী করতে হবে?'

'খুব একটা কঠিন কিছু না।' আশ্বস্ত করল ওফির।

'তাহলে শুরু করো।'

সম্মতি পেয়েই কলস খুলে শুকনো মাছ চারটা বের করে আনল জাদুকার। এতোক্ষণ ধ্যানমগ্নের মতো ডোলোরার হাত ধরে বসে ছিল লিটা। এবার হাত ছেড়ে শুয়ে পড়ল। নেফারতারির শালটা তার বুকের উপর রেখে দিল ওফির।

'একটা মাছ লেজ ধরে তুলে নাও,' সে ডোলোরাকে আদেশ করল।

মেনে নিল মেয়েটা। টিউনিকের পকেট থেকে রামেসিসের মতো দেখতে একটা মূর্তি তুলে নিয়ে সেটা বাঁশপাতা মাছটার মুখে গুঁজে দিল ওফির।

'পরেরটা তোল, ডোলোরা।' এটার মুখেও গুঁজে দিল আরেকটা মূর্তি। এভাবে একে একে চারটা মাছের মুখেই স্থান পেল একটা করে মূর্তি।

'হয়তো ফারাও যুদ্ধে মারা যাবেন,' বলল ওফির। 'অথবা ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। এভাবেই নিজ রাণির কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন তিনি।'

ছোট একটা ঘরে প্রবেশ করল ওফির, পিছু নিল ডোলোরা, হাতে ধরে আছে মাছ চারটা। শানারও পিছু নিল। রামেসিসের ক্ষতি করার জন্য এতোটাই উদগ্রীব যে ভয়টাকে পাত্তাদিল না।

ঘরটার ভেতরে কয়লার একটা চুল্লি দেখা গেল ।

'মাছগুলো আগুনে ফেলে দিন, মহামান্য। আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।'

আদেশ মতো কাজ করল শানার।

চতুর্থ মাছটা যখন আগুনের ভেতর গিয়ে পড়ল, ঠিক তখন পেছন থেকে ভেসে এল একটাচিৎকার। সাথে সাথে দৌড়ে আগের ঘরে ফিরে এল অন্য তিনজন। নেফারতারির শালে নিজে থেকে আগুন ধরে গিয়েছে! অজ্ঞানপ্রায় অবস্থালিটার!

কাপড়টাতুলে ফেলল ওফির, বন্ধ হয়ে গেল আগুন। 'শালের বাকিটুকু জ্বালিয়ে দিলে,' ব্যাখ্যা করল সে, 'আমাদের দানবরা রামেসিস আর নেফারতারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'লিটাকে কী আরও কষ্ট করতে হবে?'

'লিটা খুশি মনেই এই ত্যাগটা স্বীকার করতে রাজি। পুরো সময় জুড়ে ওকে জ্ঞান ধরে রাখতেই হবে, হারানো যাবে না। এই পোড়া ক্ষত সুস্থ হয়ে এলে, আবার চেষ্টা করব আমরা। আস্তে আস্তে পুরোটা শাল জ্বলে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এই কাজ করাতে হবে। সময় লাগবে। কিন্তু নিশ্চয়তাদিয়ে বলতে চাচ্ছি, কাজ হবে মহামান্য।'

এগারো

মিশরের উচ্চ ও নিম্ন রাজ্যের প্রধান চিকিৎসক তথা রাজবৈদ্য পারিয়ামাকু'র বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। মেমফিসের এক অভিজাত পরিবারে বিয়ে করেছেন পারিয়ামাকু। তিন সন্তানের জনক তিনি। দীর্ঘ, সফল কর্মজীবন তাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

গ্রীষ্মের সকালে রামেসিসের কার্যালয়ের সামনে বসে পায়ে বাতাস লাগাচ্ছিলেন রাজবৈদ্য। আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে প্রতি মুহূর্তে তার রাগও বাড়ছে। রাজা অসুস্থ নন, তিনি কখনও অসুস্থ হননি। তারপরও প্রসিদ্ধ এই বৈদ্যকে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

অবশেষে এক কর্মচারী তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

'মাননীয়, আমি আপনার সেবক, তবে...'

'কেমন আছেন, বৈদ্য মহাশয়?'

'বিরক্ত, মহামান্য, প্রচন্ড বিরক্ত। দরবার থেকে বলা হয়েছে, উত্তরের অভিযানের জন্য আপনি সেনাদলের চিকিৎসক হিসেবে আমাকে বাছাই করেছেন, আর...'

'ব্যাপারটা তো সম্মানজনক, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য, অবশ্যই। কিন্তু আমি কি প্রাসাদেই আপনার বেশি কাজে আসি না?'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা বিবেচনা করা উচিত।'

পারিয়ামাকুকে বেদনার্ত দেখাল। 'মহামান্য, আপনি আমাকে জানাবার বদান্যতাটুকু দেখাতেন শুধু...'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে ছাড়া রাজপ্রাসাদ চলবে না।'

অতি কষ্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস গোপন করলেন রাজবৈদ্য। 'সহকর্মীদের ওপর আমার পূর্ণ ভরসা আছে, মাননীয়। দরবার থেকে যে চিকিৎসককেই বাছাই করুন না কেন, সে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।'

'আমি ইতিমধ্যে বাছাই করে ফেলেছি। আমার বন্ধু সেটাউ-এর কথা তো মনে আছে আপনার, তাই না?'

কালো, চৌকোণা চোয়ালের অধিকারী এক লোক সামনে এগিয়ে এল। খর্বকায় লোকটার কাঁধ ও বুকের ছাতি বেশ চওড়া। তার চোখ দুটো খর, দাড়ি-গোঁফে ক্ষুর পড়েনি, মাথায় পরচুলা নেই। পরনে অ্যান্টিলোপের চামড়ায় তৈরি টিউনিক, তাতে অনেকগুলো পকেট লাগানো। রাজবৈদ্য ঘৃণায় পিছু হটলেন।

'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, রাজবৈদ্য মহাশয়। চিকিৎসাবিদ্যা আমার আয়ত্তে নেই, তবে সাপ নিয়ে ভালোই কাজ করতে পারি। গতকাল যে ভাইপারটা ধরেছি, সেটা একনজর দেখবেন?'

পারিয়ামাকু আরেক পা পিছিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাজার দিকে তাকালেন। 'মহামান্য, সেনাবাহিনীর চিকিৎসক হবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা প্রয়োজন...'

রামেসিস তাকে আর কথা বলার সুযোগ দিলেন না। 'আমি চাই, আমার অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে আপনি যথেষ্ট সতর্ক থাকবেন। রাজপরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুদায়িত্ব আপনার হাতেই অর্পণ করা হলো।'

সেটাউ তার টিউনিকের একটা পকেটে হাত ঢোকাল। সাপই বের করে আনে নাকি, এই ভয়ে পারিয়ামাকু তড়িঘড়ি করে পালিয়ে বাঁচলেন।

'ওর মতো ভাঁড়দের কাজে নাও কেন?' সাপুড়ে জিজ্ঞেস করল।

'ওভাবে বলো না। লোকটার গুণ আছে, রোগীদের সারীয়ে তুলতে পারে। যাকগে, তুমি নাকি আমার সেনাদলের চিকিৎসক হতে রাজি হয়েছ?'

'হ্যাঁ। তবে ক্ষমতার লোভে নয়, বন্ধু। তোমাকে একা উত্তরে যেতে দিতে পারি না আমি।'

হেলিওপোলিসে হাউস অফ লাইফ থেকে একপাত্র শুকনো মাছ হারিয়ে গেছে। তারপর হারিয়েছে রাণি নেফারতারির শাল। দু'টো চুরির ঘটনা, তবে সন্দেহভাজন মাত্র একজন। সেরামানা নিশ্চিত, সে জানেকেএই কাজ করেছেঃ রাজার প্রধান পরিচারক, রোমাই। সার্ড দেহরক্ষী তাকে কয়েকদিন থেকে চোখে চোখে রাখছে। ওর আমুদে চেহারার আড়ালে এক বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে। এমনকি ফারাওকে খুন করার চেষ্টাও করেছে সে।

এই প্রথম, রামেসিস ভুল লোক বেছে নিয়েছেন।

সেরামানা জানে, সে রোমাই-এর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, রাজা তা সহজভাবে নেবেন না। মোজেসের বেলায়ও একই কথা খাটে। বাবুর্চিকে গ্রেফতার কিংবা হিব্রু বন্ধুর বিশ্বস্ততার ওপর সন্দেহের তীর ছোঁড়ার কোনও উপায় নেই। আহমেনি সাহায্য করলে অবশ্য ভিন্ন কথা। রামেসিসের ব্যক্তিগত সচিব কারও হাতের পুতুল নয়। সে তার কথা শুনবে।

দুজন সৈন্যকে পাশ কাটিয়ে আহমেনির কার্যালয়ের দিকে এগোল সেরামানা। লোকটার যেন ক্লান্তি, বলে কিছু নেই। তার নেতৃত্বে বিশজন লিপিকার সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে। প্রতিদিন সকালে, আহমেনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অল্প কথায় রামেসিসকে জানান।

বিশালদেহী সার্ডের পেছন থেকে দ্রুতবেগে অগ্রসরমান কয়েকটি পায়ের আওয়াজ

ভেসে আসছে। সবিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'কী হচ্ছে এখানে?'

'আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।'

'তোমাদের আদেশ দেবার দায়িত্ব তো আমার!'

'আপনাকে গ্রেফতার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।'

'অসম্ভব!' সরোষে বলল সেরামানা।

'আমরা আদেশ পালন করছি।'

'নিজেদের ভালো চাইলে পিছিয়ে যাও।'

আহমেনির কার্যালয়ের দরজা খুলে গেল। লিপিকারের চেহারা দেখতে পেল সার্ড।

'গাধাগুলো কী শুরু করেছে? আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন, আহমেনি!'

'আমি তা পারব না, সেরামানা। তোমাকে গ্রেফতার করার আদেশপত্র আছে আমার কাছে।'

এক মুহূর্তের জন্য প্রাক্তন জলদস্যুর মনে হলো, সে যেন একটা ডুবন্ত জাহাজে আছে। স্তম্ভিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রহরীরা এই সুযোগে ওকে নিরস্ত্র করে হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

'কী হচ্ছে এসব?'

আহমেনির ইঙ্গিত পেয়ে সৈন্যরা সেরামানাকে তার কার্যালয়ে ঢুকিয়ে দিল। ফারাও এর সচিব টেবিলের ওপর একটা স্ক্রোল মেলে ধরলেন।

'লিলিয়া নামের কাউকে চেন তুমি?'

'আমার এক মেয়েবন্ধু। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, নতুন প্রেয়সী।'

'ওর সাথে কোনও হয়েছে তোমার?'

'ঝামেলা বলতে, আমার দিকে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছিল মেয়েটা। আমার বিছানায় আর কি।'

'ধস্তাধস্তি করেছ নাকি?'

'পুরো দেহ উজাড় করে দিয়েছিলাম। খুব ফূর্তি হয়েছিল সেদিন।"

'তার মানে, ওই তরুণীর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়নি?'

'হয়েছে তো বটেই! আমি ওর সাথে পেরে উঠছিলাম না। সার্ডের দর্পচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আরেকটু হলেই।'

আহমেনি পাথরের মতো মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। 'লিলিয়া তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে।'

'কিন্তু আমি তো জোর করে কিছু করিনি। যা হবার ওর সম্মতিতেই হয়েছে, শপথ করে বলছি!'

'ব্যাপারটা তোমার লীলাখেলার সাথে জড়িত নয়। আমি রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা বলছি।'

'কী? রাষ্ট্রদ্রোহিতা? আমি ঠিক শুনছি তো?'

'লিলিয়ার দাবি, তুমি হিট্টিদের গুপ্তচর।'

'আমি কী?'

'মেয়েটা মনেপ্রাণে দেশকে ভালবাসে। তোমার কাছে অদ্ভুতদর্শন কিছু কাঠের ফলক দেখে ওর সন্দেহ হয়। গোপনে সেগুলো লুকিয়ে ফেলে সে। দেখ তো, চিনতে পার কি না?'

আহমেনি ফলকগুলো সার্ডের হাতে দিল। 'এগুলো আমার না!' চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল সেরামানা।

'এগুলো তোমার অপরাধের প্রমাণ। লেখাগুলো অসমাপ্ত, তবে বিষয়বস্তু সহজেই আঁচ করা যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, হিট্টি বন্ধুদের তুমি আশ্বস্ত করেছ, যে মিশরীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখা হবে।'

'হাস্যকর!'

'তোমার বান্ধবী একজন বিচারপতি এবং সাক্ষীর সামনে জবানবন্দী দিয়েছে।'

'এসব আমার সুনামহানি আর রামেসিসকে দুর্বল করে দেয়ার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ফলকে খচিত তারিখ অনুযায়ী, তুমি গত আট মাস ধরে হিট্টিদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছ। হিট্টিদের সম্রাট মিশরকে পরাজিত করার পর তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।'

'রামেসিস যেদিন আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন, সেদিন থেকে আমি মনেপ্রাণে তার গোলাম।'

'তাহলে হিট্টিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছ কেন?'

'আপনি আমাকে ভালো করেই চেনেন, আহমেনি! হ্যাঁ, আমি একসময় জলদস্যু ছিলাম, কিন্তু তাই বলে আমি বন্ধুর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করি না!'

'আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে চিনি। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি দরবারের অন্যান্য লোভী মানুষদের মতোই। মনে একটাই চিন্তা, নিজের আখের কীভাবে গুছিয়ে নেয়া যায়! যে সর্বোচ্চ দর হাঁকে, ভাড়াটে সৈনিকরা তার জন্যই কাজ করে-এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম আমি।'

সেরামানা স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ফারাও আমাকে তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের অধিপতি বানিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে সম্মানজনক পদ দিয়েছেন। তার মানে, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন।'

'তুমি কি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছ?'

'আমি এই মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করছি।'

'ওর বাঁধন খুলে দাও।'

সেরামানা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দেরীতে হলেও আহমেনি বুঝতে পেরেছে, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ দেয়া হয়েছে ওকে।

আহমেনি তার হাতে কালো কালিতে চুবানো একটা চোখা নলখাগড়া, আর একটা মসৃণ চুনাপাথরের ফলক ধরিয়ে দিল।

'তোমার নাম আর পদবি লেখ।'

অনভ্যস্ত হাতে সার্ড নিজের নাম আর পদবি লেখল।

'কাঠের ফলকের লেখার সাথে তোমার এই হাতের লেখা হুবুহু মিলে গেছে। এই নমুনাও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। দোষ স্বীকার করে নাও, সেরামানা।'

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ক্ষীণকায় লিপিকারের দিকে ধেয়ে গেল সার্ড। ওর পাঁজর ভেদ করে চার চারটা বর্শা ঢুকে গেল তৎক্ষণাৎ, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল সেখান থেকে।

'তোমার এই প্রতিক্রিয়াই বলে দেয়, দোষ স্বীকার করে নিয়েছ তুমি,' আহমেনি বলল।

'মেয়েটার সাথে একবার দেখা করতে দিন! ওকে অভিযোগ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করব আমি!'

'বিচারের সময় ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।'

'আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে, আহমেনি।'

'নিজের স্বপক্ষে কী বলবে ঠিক করে নাও, সেরামানা। তোমার মতো বিশ্বাসঘাতকদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। রামেসিস তোমাকে ক্ষমা করে দেবে, এ আশা করো না।'

'ফারাও-এর সাথে একবার আমাকে কথা বলতে দিন। তদন্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পেয়েছি, সেগুলো তাকে জানাতে হবে।'

'সেনাবাহিনী কাল রওয়ানা হয়ে যাবে। হিট্টি বন্ধুরা তোমার অভাব বোধ করবে।'

'দয়া করে রামেসিসের সাথে কথা বলতে দিন আমাকে।'

'ওকে গারদে ভরে রাখ। কড়া পাহারায় রাখবে,' আদেশ দিল আহমেনি

বারো

অসাধারণ উদ্যমের অধিকারী শানার। শক্তি যোগাতে প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য, এই বিশ্বাস মনে রেখে রাক্ষসের মতো খেতে পারে সে। সকালের নাস্তায় যবের পরিজ, দুটো তিতিরের রোস্ট, ছাগলের পনির, আর মধু দিয়ে তৈরি গোল পিঠা ওর চাই-ই চাই। রামেসিস উত্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন আজ। এই দারুণ ঘটনাটা উৎযাপন করার জন্য সে মশলায় কশানো রাজহাঁস দিয়ে ভুরিভোজ সারবে বলে মনস্থির করল।

সেরামানাকে গ্রেফতার করার খবরটা ওর কানে এসেছে। শুভ সকাল বোধহয় একেই বলে!

রাজপুত্র সবে এক কাপ ঠাণ্ডা দুধে ঠোঁট ছুঁইয়েছে। ঠিক এমন সময় দীর্ঘ পদক্ষেপে রামেসিস তার ব্যক্তিগত কামরায় প্রবেশ করলেন।

'দেবতারা তোমার সম্মান রক্ষা করুন,' শানার বলল। এভাবেই প্রাতঃকালীন অভিবাদন জানিয়ে অভ্যস্থ সে।

রাজার পরনে একটা সাদা কিল্ট আর একটা খাটো হাতার উত্তরবাস। কব্জিতে রূপার ব্রেসলেট শোভা পাচ্ছে।

'তোমাকে সফরের জন্য প্রস্তুত মনে হচ্ছে না, প্রিয় ভাই আমার,' রাজা বললেন।

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এমন কিছু তো শুনিনি, রামেসিস।'

'মনে হচ্ছে তোমার ভেতর যোদ্ধাসুলভ উদ্যম নেই।'

'না। আমাদের মাঝে তুমিই বেশি সাহসী ছিলে সবসময়।'

'কাজের কথায় আসি। আমি চলে যাবার পর চারদিক থেকে তথ্য যোগাড় করবে তুমি। নেফারতারি, টুইয়া, আর আহমেনির কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। তারা আমার শাসন পরিষদ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমার প্রদত্ত অধিকারবলে তারা শাসন করবে, আমি আহসাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ সামলাতে ব্যস্ত থাকব।'

'ও যাচ্ছে নাকি তোমার সাথী।'

'হ্যাঁ। ওর মতো একজন অভিজ্ঞ লোককে খুব দরকার। ওই এলাকার নাড়ি নক্ষত্র জানা আছে ওর।'

'কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে তুমি?'

'সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ পুনর্দখল করে নতুনভাবে ওদের দলবদ্ধ করা। আর তারপর হিট্টিদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্যে কাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হলে, তোমাকে ডাকতে পারি।'

'চূড়ান্ত বিজ-এর অংশ হতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক।'

'মিশরের সুদিন আবার ফিরবে। মনে বিশ্বাস রেখো।'

'সাবধানে থেকো, রামেসিস। দেশের তোমাকে প্রয়োজন।'

ওয়্যারহাউস জেলা থেকে পাই-রামেসিসের পুরোনো অংশকে বিভক্ত করা খালটা পার হবার জন্য রামেসিস নৌকায় উঠলেন। জায়গাটা হিকসসদের এককালীন রাজধানী, অ্যাভারিসে। সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে ক্ষমতাধর শক্তির রক্ষক, বজ্র ও স্বর্গীয় অশান্তির দেবতা সেট-এর মন্দির এই শহরে অবস্থিত। তিনি ফারাও সেটি'র পৃষ্ঠপোষক। সেটি একমাত্র ফারাও, যিনি এই দেবতার নামে নিজের নাম রাখার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

রামেসিস মন্দিরটা আরও বড় এবং জাঁকালো করে তৈরি করেছেন। এই সেই স্থান, যেখানে পিতা তাকে ফারাও হবার দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেট-এর শক্তির সামনে পরীক্ষায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন রামেসিসকে।

মন্দিরের আঙিনায় গোলাপি গ্র্যানাইট পাথরে গড়া একটা স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে। অদ্ভুত এক প্রাণীর আদল খোঁদাই করা তাতে। আংশিক কুকুরের মতো দেখতে প্রাণীটার কান দুটো বিশাল আর খাড়া। নাকটা আবার শুকরের মতো স্ফীত। দেবতা সেট-এর প্রাণীরূপ এটা। মানুষ তাকে কখনও এই রূপে দেখেনি, দেখবেও না। পাশের ফলকে খোদিত আছে সেট-এর মানব প্রতিমূর্তি। সাথে আছে একটি মোচাকৃতি মুকুট, একটি সৌর চাকতি, আর দুটো শিং। তার ডান হাতে আছে আনখ, বা জীবনের চাবি। আর বাম হাতে আছে রাজদণ্ড।

লেখাগুলোর নিচে চতুঃশত সনের গ্রীষ্মের চতুর্থ দিনের তারিখ খোদিত করা। চার সংখ্যাটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলার নীতির প্রতিনিধত্ব করে। হায়রোগ্লিফগুলো অভিমন্ত্রণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে:

'অভিবাদন, হে মহানুভব সেট, স্বর্গের দেবীর সুপুত্র,
লাখো বছর ধরে যার শ্বাশ্বত পরাক্রম,
ক্ষমতা যার আলো হয়ে ঠিকরে পড়ে, শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করেন,
বজ্রকণ্ঠে শাসন কায়েম করেন যিনি!
ফারাওকে আপনার কা অনুসরণের অনুমতি প্রদান করুন।

স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশ করে সেট-এর মূর্তির সামনে প্রার্থনায় বসলেন রামেসিস। সামনের যুদ্ধে দেবতার আশীর্বাদের প্রয়োজন পড়বে তার। আর সেট, যিনি সিংহাসনে বসা চার বছরের শাসনকালকে পাথরে খোঁদাই করে রাখা চারশো বছরে পরিণত করতে পারেন, তিনিই হবেন তার সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র।

আহমেনির কার্যালয় প্যাপিরাস স্ক্রোল, পোড়ামাটির পাত্র, আর কাঠের সিন্দুকে ভর্তি। জরুরী দলিলপত্র তারিখ ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাজানো আছে সিন্দুকের ভেতর। তার সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্রে কারও হাত দেয়ার অনুমতি নেই। এমনকি এই কামরাটাও সে নিজেই পরিষ্কার করে। অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে কাজটা করা হয়।

'তোমার সাথে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল,' রামেসিসকে বলল আহমেনি।

'তোমার জায়গা এখানে, বন্ধু। রাণি আর রাজমাতার সঙ্গে প্রতিদিন পরামর্শ করবে তুমি। শানার যত চেষ্টাই করুক না কেন, কোনওভাবেই ওকে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষমতায় উপনিত হতে দেয়া যাবে না।'

'বেশি সময় নিয়ো না।'

'যত দ্রুত সম্ভব। শক্তিশালী আঘাত হানার পরিকল্পনা করছি আমি।'

'ভালো কথা, কাজটা কিন্তু সেরামানাকে ছাড়াই করতে হবে এবার।'

'কেন?'

অল্প কথায় সার্ডকে গ্রেফতারের পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল আহমেনি। রামেসিসকে দেখে মনে হলো, হতাশ হয়েছেন।

'অভিযোগপত্র খুব সাবধানে তৈরি করো,' রাজা আদেশ দিলেন। 'ফিরে এসে ওর কাছে জবাবদিহিতা চাইব আমি। আশা করি, এসবের ব্যাখ্যা দিতে পারবে ও।'

'জলদস্যু আজীবন জলদস্যুই থেকে যায়।'

'যদি তা-ই হয়, তবে ওর বিচার আর শাস্তি সবার জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

'যুদ্ধে ও তোমার খুব কাজে আসত,' লিপিকার অনুতপ্ত গলায় বলল।

'পিছন থেকে ছুরি মারলে, আর কাজে এসে লাভ কী?'

'আমাদের সৈন্যরা কি সত্যিই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত?'

'যুদ্ধ ছাড়া ওদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।'

'তুমি কি মনে কর? জয়ের সুযোগ কি আদৌ আছে আমাদের?'

'প্রাদেশিক অরাজকতা দমন করতে পারব, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু তারপর...'

'কাদেশে যাবার আগে, আমাকে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে দেবে?'

'না, বন্ধু। তুমি পাই-রামেসিসে থাকলে আমার বেশি উপকার হবে। আমি মারা গেলে, তোমাকে প্রয়োজন হবে নেফারতারির।'

'যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাব আমি,' আহমেনি কথা দিল। 'অস্ত্র তৈরি বন্ধ করব না। আর হ্যাঁ, সেটাউ আর আহসাকে তোমার দিকে খেয়াল রাখতে বলে দিয়েছি। সেরামানাকে ছাড়া তুমি আরও বেশি করে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পার।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে আমি নেতৃত্ব না দেব, যুদ্ধে জয়ী হবার কথা চিন্তাও করা যাবে না।'

রাতের আঁধারের চেয়েও ঘন কালো তার কেশরাজি, ডুমুর ফলের চেয়েও সুমিষ্ট। দাঁতগুলো ঝিনুকের চেয়েও শুভ্র। পালকের মতো মোলায়েম তার সারা শরীর।

নেফারতারি, ফারাও-এর স্ত্রী।

নেফারতারি, মিশরের রাণি। তার আলোকোজ্জ্বল চোখের দ্যুতিতে মিশরের দুই ভূমির আনন্দের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

'সেট-এর মন্দির পরিদর্শনের পর,' রামেসিস বললেন, 'মা'র সাথে দেখা করেছি।'

'কী বললেন তিনি?'

'পিতার কথা বললেন। কোনও যুদ্ধে যাবার আগে তিনি কতক্ষণ ধ্যান করতেন, যুদ্ধে কীভাবে শক্তি বাঁচিয়ে চলতেন।'

'তোমার পিতার আত্মা তোমার ভেতরেই বাস করে। তোমার পাশে থেকে তিনি নিজেও যুদ্ধ করবেন।'

'সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তোমার হাতে সঁপে দিলাম, নেফারতারি। রাজমাতা টুইয়া আর আহমেনি তোমার বিশ্বস্ত দুই সঙ্গী। সেরামানাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে জেলে পাঠানো হয়েছে। শানার নিশ্চয়ই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্রের হাল স্থির হাতে ধরে রাখার দায়িত্ব কিন্তু তোমার ওপর।'

'নিজের ওপর আস্থা রাখো, রামেসিস।'

রামেসিস আজ নরম চামড়ার তৈরি পোশাক পরেছেন, মাথায় নীলরঙা মুকুট। পরনের পোশাকটা আঁটো জামা ও কিল্টের সমন্বয়ে তৈরি। রাজকীয় আভিজাত্যের সঙ্গে মানানসই একটা লম্বা উত্তরবাস পরেছেন রাজা।

ফারাওকে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত দেখে, হাত থেকে হুকো নামিয়ে রাখলেন হোমার। তার সাদা-কালো বিড়াল, হেক্টর দৌড়ে চেয়ারের নিচে পালাল।

'অবশেষে সময় হয়েছে, মাননীয়।'

'উত্তরের অভিমুখে রওয়ানা হয়েছি। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।'

'নতুন কিছু পংক্তি লিখেছি আজ,' হোমার বললেন, 'পড়ে শোনাই আপনাকেঃ

"ক্ষিপ্র গতিতে রথ টেনে চলেছে তার অশ্বদ্বয়, সোনার কেশরগুলো বাতাসে উড়ছে। দীপ্তিমান নিমায় তিনি নিজেকে সজ্জিত করেছেন। হাতে চাবুক তুলে নিলেন, কব্জির মোচড়ে আঘাত করলেন সজোরে। অশ্বদ্বয়ের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, স্বর্গাভিমুখে ছুটে চলল ওরা।"

'আপনার ভূয়সী প্রশংসা আমার ঘোড়া দুটোকে আরও উদ্দীপ্ত করবে। কয়েকদিন

ধরে ওদেরকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছি আমি।'

'যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই। এইমাত্র এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি। যবের সাথে মাটির নিচে পুঁতে রাখা খেজুর মিশালে, দারুণ সুস্বাদু মদ তৈরি করা যায়। আমি নিজের হাতে মিশিয়েছি সবকিছু। একবার চেখে দেখুন।'

'আপনি যখন বলছেন, সুস্বাদু তো হবেই। তবে জানিয়ে রাখি, এটা কিন্তু পুরোনো মিশরীয় প্রণালী, হোমার।'

'গ্রীক কবির নতুন সংস্করণ। অন্যরকম স্বাদ পেতে পারেন, আসুন।'

'যুদ্ধ থেকে ফিরে, একসাথে বসে পান করা যাবে।'

'আমি বদমেজাজি বুড়ো হতে পারি, কিন্তু তাই বলে একা একা পান করার মতো বেরসিক নই। একজন ভালো বন্ধুর সাহচর্য পানিয়ের স্বাদকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। জলদি ফিরে আসুন, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

'তা-ই হবে। তাছাড়া আপনার ইলিয়াড পড়তে চাই আমি।'

'এ বই লিখে শেষ করতে বহু বছর লেগে যাবে। সেজন্যই খুব ধীরে ধীরে বুড়ো হচ্ছি আমি। মৃত্যুর কাছ থেকে আরও কিছু সময় চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি, আপনার অপেক্ষায় বসে থাকার জন্য আরও অতিরিক্ত সময় চাইতে হবে না।'

'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব, হোমার।'

হোমারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রামেসিস তার রথে চড়লেন। তার সবচেয়ে ভালো ঘোড়া দুটো রথ টানছে। ঘোড়া দুটোর নাম: থিবসের বিজয় আর মা'তের সন্তুষ্টি। তরুণ, সতর্ক ঘোড়া দুটো উন্মুক্ত সড়কের দিকে ছুটল। নতুন এক বিস্ময়কর অভিযানে মেতে উঠেছে ওরা।

রাজা তার কুকুর, প্রহরী'কে নেফারতারির কাছে রেখে এসেছেন। বিশাল নুবিয়ান সিংহ, যোদ্ধা, রামেসিসের ডান পাশে রথের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে। বিস্ময়কর শক্তিশালী আর চতুর এই পশুটাও যুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে।

ফারাও ডান হাত তুললেন।

রথ সামনে এগোতে শুরু করল, চাকা গুলো পূর্ণবেগে ঘুরছে। প্রভুর সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হিংস্র সিংহটাও। অশ্বারোহী বাহিনীর পাশে হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য রামেসিসকে অনুসরণ করে চলেছে।

তেরো

গ্রীষ্মের তাপের তীব্রতা আজ স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে মিশরীয় সেনাদল। উত্তর-পশ্চিমের ব-দ্বীপ পার হওয়াটা তাদের কাছে এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষকেরা আসন্ন যুদ্ধের হুমকি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ, একমনে ফসল কাটতে ব্যস্ত তারা। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা ঝিরঝিরে বাতাসে শস্যের পত্রবৃন্ত দুলছে। শস্য ক্ষেতগুলো সবুজ আর সোনালি রঙের মিশেলে ঝলমল করছে। রাজা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছেন। সে তুলনায় পদাতিক সৈন্যরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে মত্ত তারা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া অপূর্ব সারস, পেলিকান, আর গোলাপি ফ্ল্যামিংগো দেখতে দেখতে এগোচ্ছে।

মাঝপথে একবার থামল তারা, ফলমূল আর তাজা সবজি খাবে। পেট ভরে খাওয়াদাওয়া করে তারা স্থানীয় মদের সাথে পানি মিশিয়ে পান করে, যবসুরা চেখে দেখে। কতোই না গালগপ্প শুনেছিল! ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে হবে, পিপাসায় বুক ফেটে মরে গেলেও পানি পাবে না-এমন কিছুই তো হয়নি।

সেনাবাহিনীকে মোট চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে, প্রতি অংশে রাখা হয়েছে পাঁচ হাজার করে পদাতিক সৈন্য। রামেসিস তাদের একমাত্র হুকুম কর্তা। এই সেনাদলের নিরাপত্তার ভার দেবতারা, আমন, সেট, এবং টাহ-এর ওপর ন্যস্ত। এছাড়া সেনাবাহিনীর কয়েকটি দলকে মিশরে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছ, অশ্বারোহী দলও রয়েছে সাথে। এই বিশালসংখ্যক সৈন্যদের সহজে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রত্যেক অংশকে আবার ছোট ছোট দলে ভাগ করেছেন তিনি। একেক দলে দুইশো জন করে লোক। আবার সেই দলগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব একজন পতাকা-বহনকারীর ওপর ন্যস্ত করেছেন তিনি।

অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে থাকা সেনাপ্রধান, বিভাগীয় প্রধান, লিপিকার, এবং সৈন্য মোতায়েনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কঠোর হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনও সমস্যা দেখা দিলেই তারা রামেসিসের পরামর্শ নেয়। সৌভাগ্যবশত, আহসাও আছে তাদের সাথে। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দারুণ দক্ষতা লোকটার।

সেটাউ একটি রথ দাবি করেছিল। উত্তরের নিষিদ্ধ ভূমিতে সফরকালীন যেসব জিনিসের দরকার হবে, তা দিয়ে রথ বোঝাই করেছে সে। পাঁচটি ব্রোঞ্জের ক্ষুর, মলম আর গাছ থেকে বানানো রোগ নিরাময়কারী সুগন্ধি তেলের পাত্র, একটা শানপাথর, একটা কাঠের চিরুনি, নোড়া, ছোট একটা কুড়াল, চটি জুতো,

নলখাগড়ার মাদুর, একটা আলখাল্লা, কিল্ট, টিউনিক, বেত, লেড অক্সাইড ভর্তি কয়েক ডজন পাত্র, শিলাজতু, লাল গিরিমাটি, আর ফিটকারি-সবই গুছিয়ে রাখা। এছাড়াও মধুর বয়াম, জিরার বস্তা, ব্রায়নি, রেড়ীর বীজ, মিষি প্রভৃতিও নিয়েছে সঙ্গে। আরেকটা রথে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধপথত্র আর চিকিৎসার সরঞ্জাম চড়িয়েছে সেটাউ। ওগুলোর দেখাশোনার দায়িত্বে আছে এ সফরের একমাত্র নারী, সেটাউ-এর স্ত্রী লোটাস। লোটাস নিপুণ দক্ষতায় বিষাক্ত সাপ সামলাতে জানে। এই নুবিয়ান সুন্দরীকে তাই কেউ ঘাঁটাতে আসে না ।

উত্তাপ থেকে বাঁচতে এবং একই সাথে দাঁতের সুরক্ষার জন্য সেটাউ গলায় রসুনের কোয়া দিয়ে তৈরি মালা ঝুলিয়েছে। সৈন্যদের অনেকেও একই কাজ করেছে। রসুনের গন্ধ বেশ পছন্দ তাদের। দেবতা হোরাস যখন দেবতা সেট-এর কোপানল থেকে বাঁচতে মা-এর সঙ্গে ব-দ্বীপের জলাভূমি অঞ্চলে লুকিয়ে ছিলেন, তখন এই রসুনই তাকে রক্ষা করেছিল। ওসাইরিসের পুত্রকে ধ্বংসের অভিপ্রায়ে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন সেট।

প্রথম রাতে যখন শিবির ফেলা হলো, আহসা আর সেটাউ-এর সঙ্গে নিজের তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন রামেসিস। 'সেরামানা হিট্টিদের হয়ে কাজ করছে,' বললেন তিনি।

'আশ্চর্য!' আহসা মন্তব্য করল। 'এতোদিন জানতাম, আমি নির্ভুল ভাবে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে সক্ষম। বাজি ধরে বলতে পারি, ও তোমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।'

'আহমেনি ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড় করেছে।'

'অদ্ভুত,' সেটাউ মন্তব্য করল। 'মানলাম যে আমাদের ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ঝগড়ার ফলেই ওকে ভালো করে বুঝতে পেরেছি আমি। তোমার জলদস্যু দেহরক্ষী নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বজ্রের ন্যায় অটল। নিজের মর্যাদার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে।'

'প্রমাণগুলোর ব্যাপারে কী বলবে?'

'আহমেনির তো ভুলও হতে পারে।'

'তাহলে এটা হবে ওর প্রথম ভুল।'

'আহমেনি দেবতা নয়, ভুল হতেই পারে। আমার মনে হয়, সেরামানাকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কী মত, আহসা?'

'সেটাউ-এর কথায় যুক্তি আছে।'

'আশ্রিত রাজ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর,' রাজা ঘোষণা দিলেন, 'হিট্টিদের শায়েস্তা করার পর, আমরা এ ব্যাপারে আরও তদন্ত করব। হয় সেরামানা বিশ্বাসঘাতক, অথবা ওর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। সে যা-ই হোক, প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চাই আমি।'

'আমি সে আশা ছেড়ে দিয়েছি,' সরল স্বীকারোক্তি দিল সেটাউ। 'পৃথিবীটা মিথ্যুকে ভর্তি।'

'ফারাও সত্যের জন্য লড়াই করেন।'

'একদিক থেকে ভালো আছি,' বলল সাপুড়ে। 'অন্ততপক্ষে এটা তো জানি, আমার সাপগুলো কখনও আমার পিঠে ছুরি মারবে না।'

রামেসিসের মনে হলো, তার দুই বন্ধুও একই সন্দেহে ভুগছে। সেরামানাকে ফাঁসানোর জন্য আহমেনি নিজেই এই নাটক সাজিয়েছে, এরকম একটা চিন্তা একই সাথে তাদের মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। আহমেনি, নিবেদিত লিপিকার, দৈনন্দিন সওা যার ওপর অর্পিত; সে এমন কাজ কেন করবে? রামেসিস ওকে বিশ্বাস করেন বলেই রাজ্যের দায়িত্বভার নিশ্চিন্তে তার ওপর ছেড়ে আসা হয়েছে!

দুই বন্ধুর কেউই সরাসরি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু রাজা ওদের অব্যক্ত সন্দেহ ঠিকই টের পেলেন।

'আহমেনি এমন কাজ করবে কেন?'

সেটাউ আর আহসা দৃষ্টি বিনিময় করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'আহমেনির চালচলনে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করলে, সেরামানা আমাকে আগেই জানাত।'

'সেজন্যই হয়তো আহমেনি ওকে জেলে পুরে দিয়েছে, যাতে মুখ খুলতে না পারে।'

'দেখো, এসবই কিন্তু আমাদের অনুমান মাত্র। পাই-রামেসিসে ফিরে সবকিছুর সমাধান করব।'

'ওর কথায় যুক্তি আছে,' আহসা একমত হলো।

'বাতাসের ধরণটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' সেটাউ যোগ করল। 'গ্রীষ্মে সাধারণত এমন বাতাস বয় না। কেমন একটা অসুস্থ গন্ধ। সাবধানে থেকো, রামেসিস। বলে রাখলাম, লক্ষণটা ভালো নয়।'

'ঝটিকা আক্রমণ আমাদের সাফল্যের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। কোনও বাতাসই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।'

মিশরের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের দুর্গগুলো একে অপরের সাথে বিভিন্ন রকম সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। নিয়মিত রাজ দরবারে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। শান্তিকালীন সময়ে, অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে এ দুর্গগুলোর ওপর। এখন দুর্গগুলো সতর্কাবস্থায় আছে। তীরন্দাজ আর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রহরীদল কড়া নজর রাখছে চারপাশে। কয়েক শতাব্দী আগে, বেদুঈনদের কবল থেকে গবাদি পশু রক্ষা করতে এবং বাইরের শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য, ফারাও প্রথম সেসোস্ত্রিস পরিখাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

শতাব্দীকাল ধরে রাজার নির্মিত এই পরিখা সাধারন জনগণকে নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। ব-দ্বীপের উর্বর ফসলের ক্ষেতকে যাযাবর উপজাতির হাত থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রেও এই পরীখার ভূমিকা অপরিসীম।

রামেসিসের সেনা দল ধীর পদক্ষেপে সামনে এগোচ্ছে। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত প্রথম দুর্গের চূড়া নজরে আসতেই পরিস্থিতি আরেকটু শান্ত হয়ে এল। দুর্গের সুবিশাল ফটক খুলে গিয়ে সবে রামেসিসকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিয়েছে, এমন সময় মোটাসোটা এক লোক হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল। তার পিছু পিছু রোদ ছাতা নিয়ে হাজির হলো এক চাকর।

'আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত, মহামান্য! আপনার উপস্থিতি দেবতাদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার।'

আহসা আগেই রামেসিসকে রাজার পরিখার দায়িত্বে থাকা প্রশাসক সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। লোকটা ধনী জমিদার, মেমফিসের রাজকীয় শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করেছে, চার সন্তানের জনক। খেতে খুব ভালবাসে, আর সেনাবাহিনীসুলভ মনোভাবকে ঘৃণা করে। রামেসিসের সাথে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেও, মনে মনে কিছুটা বিরক্ত সে। তবে তার ধারণা, রাজাকে খুশী করতে পারলে পাই-রামেসিসে ফিরে গিয়ে সরকারের কোনও উঁচু পদ বাগাতে পারবে। লোকটার কোনও সামরিক প্রশিক্ষণ নেই, তার ওপর আবার রক্ত দেখলে আতংকিত হয়ে পড়ে। তবে ওর অতীত বেশ পরিচ্ছন্ন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তার অধীনে সেনাদলগুলোকে ঠিকঠাকমতোই খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

রাজা রথ থেকে নেমে ঘোড়া দুটোর পিঠ চাপড়ে দিলেন। মৃদু হ্রেষা ধ্বনি করে উঠল ওরা।

'আপনার সম্মানে রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করতে বলে দিয়েছি, মাননীয়। এখানে আপনি প্রাসাদের সব রকম সুবিধাই পাবেন। আপনার শোবার ঘরটা হয়তো প্রাসাদের মতো আরামদায়ক হবে না, তবে আশা করি, ঘরটা আপনি পছন্দ করবেন।'

'আমি এখানে বিশ্রাম নিতে আসিনি। বিদ্রোহ দমন করতে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই, মাননীয়। তবে সেসব সামলাতে অল্প কিছুদিন সময় তো লাগবেই।'

'তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছো কীভাবে?'

'কানান থেকে আসা প্রতিবেদনগুলো ইতিবাচক। বিদ্রোহীদের ভেতর এতো বেশি অন্তর্বিরোধ চলছে যে বিদ্রোহের মনোভাব ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে।'

'সেখানে অবস্থানরত সেনাদলের ওপর আক্রমণ হয়েছে নাকি?'

'ওখান থেকে অনেকটা দূরে, মাননীয়। এই যে সর্বশেষ খবর; খবরটা আজ সকালে নিয়ে এসছে এক বার্তাবাহী কবুতর।'

রামেসিস ধীরেসুস্থে চিঠিটা পড়লেন। তার কাছে মনে হলো, কানানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া একদমই কঠিন হবে না।'

'আমার ঘোড়া দুটোর দিকে নজর রেখো, কোনও অযত্ন যাতে না হয়।' রাজা

নির্দেশ দিলেন।

'পরিষ্কার আস্তাবল আর বিশেষ ধরণের বিচালির ব্যবস্থা করা হবে।' প্রতিশ্রুতি দিল প্রশাসক।

'মানচিত্র কক্ষ কোথায়?'

'এদিকে, মাননীয়।'

ফারাও একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চাইলেন না। তার সাথে তাল মিলিয়ে প্রশাসকও স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুতবেগে হাঁটা ধরলেন। এভাবে নিয়মিত হাঁটলে, লোকটা শিগগিরই ভুঁড়ি কমিয়ে ফেলতে পারবে। এমনকি চাকরও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খেলো।

আহসা, সেটাউ, আর তার সেনাপতিকে ডাকলেন রামেসিস।

'কাল যাত্রা শুরু করব,' ওদের জানালেন তিনি। নিচু একটা টেবিলে মানচিত্রটা বিছিয়ে পথ দেখাতে লাগলেন, 'উত্তর দিকে এগোব আমরা। উপকূল ধরে জেরুজালেম পার হব। বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে কানান পুনর্দখল করার আগ পর্যন্ত আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এরপর মেগগাইডোতে গিয়ে থামব আমরা । ওখানে নেমেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব, সামনে এগোব কিনা।'

সেনাপতিরা বিড়বিড় করে সম্মতি জানাল। আহসা চুপ করে আছে।

সেটাউ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। রামেসিসের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আনমনে আকাশের দিকে তাকাল সে।

'কী ব্যাপার?'

'আগেই বলেছি তোমাকে। বাতাসে গন্ডগোল আছে।'

চৌদ্দ

সেনাবাহিনীর গতি আজ বেশ প্রাণবন্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে মিশরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত কানান প্রদেশ। ফারাওকে নিয়মিত কর পরিশোধ করে এসেছে তারা। কানানে প্রবেশ করে সেনাদল বিপদের কোনও গন্ধ পেল না। একবারও মনে হলো না যে তারা কোনও বিদেশী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় ছোটখাটো লড়াই হবে হয়তো, ফারাও অহেতুক ব্যাপারটাকে গুরুতরভাবে নিয়েছেন।

মিশরের শক্তির মহড়া দেখে বিদ্রোহীরা অবিলম্বে নতজানু হয়ে রাজার ক্ষমা ভিক্ষা করবে। আর দশটা শান্তিরক্ষা অভিযানের মতোই এই অভিযান। কারও মৃত্যু কিংবা আহত হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এগোবার সময় সৈন্যরা দেখতে পেল, ছোট একটা ফাঁড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সেদিকে অবশ্য তেমন মনোযোগ দিল না কেউ।

সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যবেক্ষন করছে সেটাউ। এক হাতে রথ চালাচ্ছে সে, সূর্যের গনগনে তাপে উতলা মাথা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। লোটাসের সঙ্গেও তেমন একটা কথা বলছে না।

সমুদ্র থেকে আসা বাতাসকে মনে হচ্ছে দেব-প্রদত্ত আশীর্বাদ। এদিকের রাস্তা সমতল, পানিবাহকের দল নিয়মিত পানি দিয়ে যেতে পারছে। এই পেশাটায় খাটুনি অনেক, সেই সাথে প্রয়োজন সুস্থ সবল দেহের। তবুও মনে হয়, জীবনটা খারাপ না। অন্ততপক্ষে লিপিকাররা তাদের লেখায় যতটা দাবি করে, ততটা খারাপ তো নয়-ই।

মনিবের ডান পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে রামেসিসের সিংহটা। প্রাণীটার কাছেপিঠে ঘেঁষার চেষ্টা করছে না কেউ, তবে প্রত্যেকেই ওর উপস্থিতি উপভোগ করছে। হিংস্র পশুটা ফারাও-এর অতিপ্রাকৃতিক শক্তির চলন্ত প্রতীক। সেরামানাকে খোয়ানোর পর, সিংহটাই এখন রামেসিসের সবচেয়ে সুরক্ষিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কানানের প্রথম দুর্গটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। লম্বা ঢালু ইটের দেয়াল, পুরু প্রাচী, মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নজর ঘাঁটি, এবং কামানের গোলা ছোঁড়ার জন্য ছিদ্র-সব মিলিয়ে শক্তিশালী এক দুর্গ এটি।

'এখানকার দায়িত্বে আছে কে?' রামেসিস আহসাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'অভিজ্ঞ একজন সেনা অধিনায়ক। তার জন্ম জেরিকোতে, তবে বেড়ে উঠেছেন মিশরে। এখানে নিয়োগ পাবার পূর্বে তাকে কঠোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফিলিস্তিনে কয়েকটি সফরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ভালোমানুষ, পুরোদস্তুর পেশাদার।

'এই লোকই আমাদের কানানের বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রথম খবর পাঠিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, মাননীয়। এই দুর্গ রাজ্যের কৌশলগত তথ্যের সংগ্রহাগার।'

'এই সেনা অধিনায়ক কি প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে?'

'তার সামর্থ্যের ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'ভবিষ্যতে, আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। যত দক্ষভাবে প্রদেশগুলো পরিচালনা করতে পারব বিদ্রোহের আশংকাও তত কমে আসবে।'

'সেটা করার একটাইমাত্র উপায় আছে,' আহসা পরামর্শ দিল। 'হিট্টিদের প্রভাবকে সমূলে উপড়ে ফেলা।'

'ঠিক এই কথাটাই ভাবছি আমি,' বললেন রামেসিস।

একজন প্রহরী তাড়াহুড়ো করে দুর্গের ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। কেল্লায় বসে থাকা এক তীরন্দাজ নড়ে চড়ে উঠল।

পিছিয়ে এল প্রহরী। এক ঝান্ডা-বাহক মূল সেনাদলকে সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। ক্লান্ত সৈনিকেরা সামনে এগোল।

বৃষ্টির মতো এক পশলা তীর ছুটে এসে মাটিতে গেঁথে ফেলল ওদের।

প্রাচীরে ডজনখানেক তীরন্দাজের আবির্ভাব হয়েছে। অসহায় লক্ষ্যবস্তুর দিকে আরামসে তীর ছুঁড়ছে ওরা। মাথা, বুক, অথবা পেটে বিঁধানো তীর নিয়ে মিশরীয়রা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দলটাকে নেতৃত্ব প্রদানকারী ঝান্ডা-বাহক সামনে এগিয়ে চলল। অবশিষ্ট সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে কেল্লার দখল নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে।

তীরন্দাজদের অভেদ্য লক্ষ্যের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না তারা। ঝান্ডা-বাহক ঘাড়ে তীর বিদ্ধ হয়ে কেল্লার গোড়ায় ঢলে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের ভেতর সেনা বাহিনীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ সৈনিকদের অনেকেই মারা পড়ল।

নতুন এক সেনাদল তাদের সহকর্মীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ঢেউ-এর মতো ছুটে যাচ্ছিল, রামেসিস তাদের থামালেন।

'পিছু হটো!'

'মহামান্য,' এক সৈন্য বলল, 'আদেশ করুন। নেমকহারামের দলকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেই!'

'দুর্গের দিকে এগোলে তোমাদের সঙ্গীদের মতো তোমরাও মারা পড়বে। যা বলছি শোন, আমি পিছু হটতে বলেছি।'

লোকটা তার আদেশ মেনে নিল।

পর মুহূর্তেই অতর্কিতভাবে রাজার দিকে ছুটে এল তীরের বৃষ্টি। আতংকিত সেনা অধিনায়কেরা রাজাকে ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে ফেলল সাথে সাথে।

'দুর্গের চারপাশ ঘিরে ফেল তোমরা। কামানের আওতা থেকে দূরে থাকবে। সবার সামনে থাকবে তীরন্দাজরা, তারপর পদাতিক সৈন্যরা, সবার শেষে থাকবে রথগুলো।'

রাজার শান্ত কণ্ঠস্বর লোকজনের উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করল। তার আদেশ

অনুযায়ী সাজানো হলো সৈন্যদের।
'আহতদের সেবা করতে হবে,' সেটাউ বাধ সাধল।
'অসম্ভব। শত্রুদের তীরন্দাজরা তোমাকে কচুকাটা করে ফেলবে।'
'তোমাকে আগেই বলেছি, খারাপ বাতাসের আভাস পাচ্ছিলাম আমি।'
'বুঝতে পারছি না,' আহসা বলল। 'কোনও বার্তাবাহক আমাকে দুর্গটার দখল হয়ে যাবার ইঙ্গিত পর্যন্ত দেয়নি।'
'ওরা নিশ্চয়ই ভেতর থেকে আক্রমণ করেছে,' সেটাউ বলল।
'তবুও, বার্তাবাহী কবুতরের মাধ্যমে খবর পাঠানোর সুযোগ ছিল ওদের।'
'সহজ একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়,' রামেসিস বিতর্কের ইতি টানলেন। 'সেনা অধিনায়ককে হত্যা করার পর, তার অধীনস্থ সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। আর তারপর বিদ্রোহীরা মিথ্যে সংবাদ পাঠিয়েছে আমাদের কাছে। আমরা যতটা ভেবেছিলাম, বিদ্রোহের বিস্তৃতি তার চেয়ে অনেক বেশি। একমাত্র হিট্টিদের পরিচালনাতেই এতো সুসংগঠিতভাবে এমন একটা বিদ্রোহের আয়োজন করা সম্ভব।'
'তোমার কি মনে হয়, ওরা এখনও এই এলাকায় আছে?'
'ওরা থাকুক আর না থাকুক, নিজেদের অবস্থানে ফিরে যাওয়াই আমাদের জন্যে মঙ্গল।'
'এই দুর্গ বেশিক্ষণ আমাদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না,' হিসেব করে বলল আহসা। 'ওদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিচ্ছি না কেন আমরা? ভেতরে যদি কোনও হিট্টি থাকে, ওদের মুখ খুলতে বাধ্য করব।'
'সৈন্যদের ছোট একটা দল নিয়ে ওখানে যাও। তুমি নিজেই দর কষাকষি করো ওদের সাথে।'
'আমি যাব ওর সঙ্গে।' পাশ থেকে বলে উঠল সেটাউ।
'আহসাকে নিজের কূটনৈতিক দক্ষতা দেখানোর সুযোগ দাও। অন্তুতপক্ষে আহতদের নিয়ে ফিরে আসতে পারবে ও। ততক্ষণে তুমি তোমার হাসপাতাল বসিয়ে ফেলো।'
দুই বন্ধুর কেউই রামেসিসের আদেশের প্রতিবাদ করল না। এমনকি কথা বলতে ওস্তাদ সাপুড়েও কুর্নিশ করে ফারাও-এর কর্তৃত্ব মেনে নিল।
আহসার নেতৃত্বে পাঁচটি রথ কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। কূটনীতিকের পাশে, এক রথযাত্রী বর্শার মাথায় সাদা পতাকা বেঁধে হাতে ধরে রেখেছে।
রথগুলোর একটাও দুর্গের কাছাকাছি গেল না। তীরের আওতার মধ্যে গেলেই, তীরন্দাজরা তীব্রবেগে বর্ষণ শুরু করে দেয়। প্রধান রথচালক গলায় দুবার আঘাত পেল। আরেকটা তীর আহসার বাম বাহুতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে বেরিয়ে গেল।
'ফিরে চলো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সে।

'নড়াচড়া করো না,' সেটাউ নির্দেশ দিল। 'তা না হলে মধুর পুঁটলি পড়ে যাবে।'

'তীরটা তো আর তোমার গায়ে এসে বিঁধেনি!'

'শক্ত হও, আহসা!'

'যুদ্ধের ক্ষত আমার কাছে গৌরবজনক কিছু বলে মনে হয় না। আরেকটাকথা, তোমার চেয়ে লোটাসের আচার আচরণ অনেক বেশি কমনীয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কঠিন রোগীগুলোর দায়িত্বভার সবসময় আমার ঘাড়েই পড়ে। সংগ্রহের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মধু লাগিয়ে দিয়েছি তোমার ক্ষতে, দ্রুত সেরে উঠবে। জীবাণু সংক্রমণ ছাড়াই জখম সারবে।'

'কী জঘন্য একটা ব্যাপার। ওদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক নজর দেখতেও পারিনি।'

'সময় এলে বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে কোনও কথা বলার চেষ্টাও করো না। বন্ধুদের ওপর যারা আক্রমণ করে, রামেসিস সেসব লোকজনের প্রতি কোনও দয়া দেখায় না।'

আহসা ব্যথায় ককিয়ে উঠল।

'যুদ্ধ থেকে বিরতি নেয়ার অজুহাত কিন্তু পেয়েছ,' সেটাউ টিপ্পনি কাটল।

'মনে হচ্ছে, তীর জায়গামতো লক্ষ্যভেদ করলে খুশি হতে তুমি।'

'বাজে না বকে বিশ্রাম নাও। আমাদের হাতে কোনও হিট্টি বন্দী হয়ে এলে, তোমাকে দোভাষী হিসেবে দরকার হবে।'

হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত বিশাল তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেটাউ। আহসা এখানকার প্রথম রোগী। রামেসিসকে কয়েকটা দুঃসংবাদ দেয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সাপুড়ে।

সিংহটাকে শিকলে বেঁধে নিয়ে দুর্গের ঘেরে চড়েছেন রামেসিস। ইট নির্মিত সুবিশাল স্থাপত্যকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষনের চেষ্টা করছেন। একসময়ের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক এই কেল্লা আজ মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ভাবেই হোক না কেন, সমাধান করতে হবেই।

কেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে কানানের আক্রমণকারীরা ফারাওকে লক্ষ্য করছে। কোনও ধরনের চেঁচামেচি কিংবা বিদ্রূপ করা থেকে নিজদের বিরত রেখেছে ওরা।

একটা আশা এখনও আছে। মিশরীয় সেনা বাহিনী কেল্লাটা পুনর্দখলের চেষ্টা না করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রদেশের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারে। তাহলে হয়তো হিট্টি পরামর্শদাতাদের সঙ্গে

পরিকল্পনা করা বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

সেটাউ বোঝানোর চেষ্টা করল ফারাওকে, শত্রুদের পরিকল্পনা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে সে। সরাসরি আক্রমনে না গিয়ে চারপাশটা একবার ভালোভাবে দেখে নিতে হবে।

সেনাপতিরাও একই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে চিন্তা করছে। সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো তারা। ছোট্ট একটা দল দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে অবরোধ করে রাখবে। বাকি সেনাদল উত্তরের দিকে এগোবে ভালোভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে।

ওরা যখন রামেসিসের দিকে এগিয়ে এল, তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। পোষা সিংহের কেশরে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে একমনে কী যেন ভাবছেন তিনি। রাজা আর তার আদরের পোষ্যের ভেতর যেন নীরব অথচ শক্তিশালী ভাবের আদান প্রদান চলছে। সেনাপতিরা তাতে বাধা দিতে কিছুটা ইতস্তত করল।

শেষমেশ জ্যেষ্ঠ সেনাপতি সাহস করে নিরাপত্তা ভাঙলেন।

'মাননীয়...আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'বলুন।'

'সহকর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। আমাদের বিশ্বাস এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি বুঝে নেয়াটা, আমাদের জন্যে ভালো হবে। মিথ্যে সংবাদ পাবার কারণে, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা ধোঁয়াশায় আছি।'

'কীভাবে করতে চান কাজটা?'

'কেল্লার ওপর আক্রমণ চালাবার আগে রেকি করে নিতে চাই।'

'ভালো বুদ্ধি।'

বৃদ্ধ সেনাপতি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বললে রামেসিস তাতে মনোযোগ দেন।

'আপনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শোনার জন্যে সবাইকে জড়ো করব?'

'তার দরকার পড়বে না,' রাজা জবাব দিলেন। 'ঘোষণাটা আমি এক কথায় দিয়ে দিচ্ছি: কেল্লা আক্রমণের জন্য এখনই প্রস্তুত হোন।'

পনেরো

প্রথম তীরটা ছুঁড়লেন রামেসিস। বাবলা কাঠের তৈরি যে ধনুকটা তিনি ব্যবহার করেন, সেটা দিয়ে তীর ছুড়ে মারার মতো শক্তি আর কারও নেই। ধনুকের জ্যা তৈরি হয়েছে ষাঁড়ের পেশীবন্ধ দিয়ে। এই জ্যা টানার জন্য দেবতার মতো শক্তিশালী একজন মানুষ দরকার।

কানানীয় প্রহরীরা দেখতে পেল, মিশরের রাজা তীর ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ ওদের পক্ষ থেকে প্রায় হাজারখানেক তীর বৃষ্টির মতো ছুটে এল। হাসল ওরা। ভাবল, রাজা হয়তো তার সৈন্যদের সাহস দেয়ার জন্যে এমন অঙ্গভঙ্গি করছেন।

ব্রোঞ্জের প্রলেপ দেয়া শক্ত নলখাগড়ার কাঠের তৈরি তীরটার অগ্রভাগ বেশ সুচালো। উজ্জ্বল আকাশে ঝিলিক তুলে নিকটতম প্রহরীর বুক এফোঁড়ওফোঁড় করে দিল সেটা। বুক থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখামাত্র ঢলে পড়ল লোকটা। তার পরের লোকটা মাথায় ধুপ করে একটা শব্দ টের পেল শুধু, তারপর টলমল পায়ে কয়েকবার আগপিছু করে ঢলে পড়ল। তৃতীয় লোকটা শুধু একবার সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে পারল। কোনও লাভ হলো না, ঘুরে দাঁড়াতেই একটা তীর এসে পিঠে বিঁধল। ইতিমধ্যে একদল মিশরীয় তীরন্দাজ ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বিদ্রোহীরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে চাইল, কিন্তু আক্রমণকারীরা সংখ্যায় বেশি। নিপুণ দক্ষতায় মিশরীয়রা বিদ্রোহী প্রহরীদের কামানের গোলায় উড়িয়ে দিল। ওদের পরিবর্তে যারা এল, তাদেরও একই পরিণতি বরণ করে নিতে হলো। শত্রুর সংখ্যা কমে আসতেই রামেসিস মই আনতে আদেশ দিলেন।

বিশালদেহী সিংহ, যোদ্ধা, শান্ত ভঙ্গিতে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছে।

মইগুলো দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়েই সৈন্যরা উপরে উঠতে শুরু করল। কেল্লায় অবস্থানরত লোকগুলো বুঝতে পেরেছে মিশরীয়রা ওদের বিন্দুমাত্র অনুকম্পা দেখাবে না। বুকে অদম্য সাহস নিয়ে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ল ওরা। দেয়াল থেকে পাথর খুলে নিয়ে আক্রমণকারীদের দিকে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল। পাথরের আঘাতে মিশরীয় বাহিনীর কয়েক জনের শরীরের হাড় ভেঙে গেল। অবশ্য ফারাও-এর তীর সৈনিকদের কাজ সহজ করে দিয়েছে।

কয়েকশো পদাতিক সৈন্য ঝড়ের বেগে দেয়ালে চড়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। তীরন্দাজরা অনুসরণ করল তাদের। একের পর এক তীর ছুঁড়ে নিচের প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া শত্রুদের শুইয়ে দিতে লাগল।

সেটাউ আর তার শিষ্যরা আহতদের স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। মিশরীয় ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের। লোটাস আহতদের পরিচর্যায় যোগ দিল। ক্ষত পরিস্কার

করে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে ও। কারও কারও ক্ষতস্থানে সেলাই করে দিতে হচ্ছে। রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তাজা মাংস। কয়েক ঘণ্টা পর, মধু, ওষধি ভেষজ, আর ছাতা পড়া পাউরুটি দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে দেয়া হলো। সেটাউ তার ওষুধের ভান্ডার থেকে ওষুধ এনে আহতদের পরিচর্যায় লেগেছে। সে আহতদের ব্যথার ওষুধ দিল, ঘুম পাড়িয়ে দিল গুরুতর আহতদের। অস্থায়ী এই হাসপাতালে যতটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করল সে। যারা সফর করতে সক্ষম তাদের সঙ্গে মৃত সৈন্যদের লাশ দিয়ে মিশরে ফেরত পাঠানো হবে। একজনকেও বিদেশের মাটিতে সমাধিস্থ করা হবে না। মৃতদের পরিবার, আজীবনের জন্যে ভাতা পাবে।

দুর্গের ভেতর, কানানীয়রা মৃদু প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। তবে দশগুণ শত্রুর সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারেনি। ধরা পড়লে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কতটা নৃশংস অত্যাচারের শিকার হতে হবে, সেকথা ভেবে বিদ্রোহীদের নেতা নিজের গলায় খঞ্জর চালিয়ে আত্মহত্যা করল।

ফটক খুলে দেয়া হয়েছে। পুনর্দখলকৃত দুর্গে প্রবেশ করলেন ফারাও।

'মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে ফেলো,' তিনি আদেশ দিলেন। 'আর জায়গাটাকে বিশুদ্ধ করো।'

সৈন্যরা দেয়ালগুলোতে ন্যাট্রন ছিটিয়ে দিল। ন্যাট্রন এমন এক পদার্থ যা কোনও বস্তুর উপর ছিটানো হলে জীবাণুকে মেরে ফেলে। তাছাড়া ন্যাট্রনের ধোঁয়া দিয়ে বাসস্থান, ভাঁড়ার ঘর, আর অস্ত্রশালাও জীবাণুমুক্ত করা হয়। বিজয়ীদের নাকে মিষ্টি এক সুবাস ভেসে এল।

রাতের খাবার পরিবেশন করার আগেই রক্তের প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলা হলো।

সেনাপতিরা রামেসিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় মুগ্ধ। আজকের সিদ্ধান্তের কারণেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছে তারা। ফারাও-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সবাই। সেটাউ এখনও আহতদের সেবা করছে, তাই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেনি। আহসাকে কিছুটা উন্মনা দেখাচ্ছে।

'আমাদের বিজয়ে খুশি হওনি?' রাজা জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু এরকম আরও কতগুলো যুদ্ধ করতে হবে?'

'একে একে সবগুলো দুর্গের দখল ফিরিয়ে নেব আমরা। কেনানে শান্তি ফিরে আসবে। শত্রুপক্ষ আর কোথাও চমকে দিতে পারবে না আমাদের, এমন বিপুল ক্ষয়ক্ষতিও হবে না।'

'পঞ্চাশ জন নিহত, আর একশো জনেরও বেশি আহত...'

'বিদ্রোহীরা আমাদের ফাঁদে ফেলতে পেরেছে বলেই অমন ক্ষতি হয়েছে। আমরা তো বিপদটার কথা জানতাম না।'

'আমার জানা উচিত ছিল,' আহসার সরল স্বীকারোক্তি। 'হিট্টিরা রক্তপাত যতটা পছন্দ করে, ষড়যন্ত্রও ঠিক ততটাই পছন্দ ওদের।'

'মৃতদের মধ্যে কোনও হিট্টি আছে?'

'না।'

'ওদের হানাদার বাহিনী পিছু হটেছে তাহলে।'

'আমাদের জন্য কী রেখে গিয়েছে,কেজানে!'

'আমরা ওদের পরাস্ত করব, আহসা। এখন বিশ্রাম নাও। আগামীকাল ভোরে রওয়ানা হতে হবে।'

রামেসিস কেল্লায় পর্যাপ্ত সৈন্য রেখে যাত্রা করলেন। প্রধান দুর্গে আরও সেনাবহর পাঠানোর আদেশ নিয়ে কয়েকজন বার্তাবাহক ইতোমধ্যে পাই-রামেসিসে রওয়ানা হয়ে গেছে।

রাজা তার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরের পথ ধরলেন। একশো রথ চলেছে তার সঙ্গে।

দশ বার, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। বিদ্রোহী দুর্গ থেকে হাজার কদম দূরে থাকতেই, রামেসিস ত্রাস সৃষ্টি করলেন। মিশরীয়দের তীর বৃষ্টির মধ্যে প্রতিপক্ষ তীর ছোঁড়ার সুযোগই পেল না। এই সুযোগে মিশরীয়রা প্রাচীরে মই ফেলে উপরে উঠে গেল। প্রাচীরের দখল নিল সহজেই। একবারের জন্যও প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করা হলো না।

এক মাসেরও কম সময়ে রামেসিস কানানের কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন। বিদ্রোহীরা দুর্গে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল-নারী কিংবা শিশু কাউকে রেহাই দেয়নি। ওরা জানত, আত্মসমর্পণ করে রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কোনও লাভ নেই। প্রথম বিজয়ের পর রামেসিসের নির্মম প্রতিশোধের গল্প শোনার পর থেকেই রাজাকে ওরা যমের চেয়েও বেশি ভয় পায়। আরও উত্তরের দুর্গগুলোতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিদ্রোহীরা এতোই দুর্বল হয়ে পড়ল যে, সেগুলো দখল করাটা শুধুমাত্র এক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হলো।

জর্ডানের উত্তরে অবস্থিত উপত্যকা, গ্যালিলি, আর বাণিজ্য পথগুলোতে পুনরায় মিশরীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফারাও-এর জয়ধ্বনিতে মুখরিত চারদিক। তার প্রতি চিরকালীন আনুগত্যের শপথ নিল সবাই।

এত কিছুর পরও কিন্তু কোনও হিট্টি ধরা পড়েনি।

কানানের রাজধানী গাজার প্রশাসক, মিশরীয় বাহিনীর সৌজন্যে জমকালো ভোজ উৎসবের আয়োজন করেছেন। ফারাও-এর সেনাবাহিনীকে রসদ, এবং গাধা আর ঘোড়াগুলোকে খাবার যোগাতে হিমশিম খাচ্ছে তার কর্মচারীরা। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে পরিচালিত এই সংক্ষিপ্ত অভিযান এখন বন্ধুত্ব উদযাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে।

হিট্টিদের কঠোর ভাষায় অভিযুক্ত করে বক্তৃতা দিয়েছেন প্রশাসক। তিনি বলেছেন, এই বর্বর এশিয়ানগুলো, তার দেশ ও মিশরের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে চিড় ধরানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। দেবতারা জানতেন, রাজা তার বিশ্বস্ত মিত্রদের কখনও দূরে ঠেলে দেবেন না। তাই তারা ফারাওকে পাঠিয়েছেন ত্রাণকর্তা হিসেবে। মিশরীয় সৈন্য ও সাধারণ জনগণের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ঘোষণা করেছেন, কানান পুনর্দখল করে মা'ত-এর আইন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন রামেসিস।

'এই লোকটার ভণ্ডামির চোটে আমার ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে.' আহসার উদ্দেশ্যে বললেন

রাজা।

'মানুষের স্বভাব বদলাতে পারবেন না আপনি।'

'না, তবে প্রশাসক তো বদলাতে পারি।'

'এর বদলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেবেন? হ্যাঁ, তা পারেন বটে। কিন্তু পরের জন যখনই দেখবে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে লাভবান হওয়া যায়, তখন কিন্তু ঠিক আপনার পিঠে ছুরি মেরে বসবে। অন্ততপক্ষে এই প্রশাসকের স্বভাব সম্পর্কে তো জানি আমরা, দুর্নীতিবাজ, লোভী, মিথ্যুক। ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেগ পেতে হবেনা।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আহসা। হিট্টিরা দুর্গের দখল নেয়ার পর শয়তানটা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।'

'আগেই বলেছি, অমন পরিস্থিতিতে যেকোনও প্রশাসকই এ কাজ করবে।'

'তাহলে তোমার উপদেশ হচ্ছে, পরিচিত শয়তান কেই বহাল রাখা?'

'হ্যাঁ। ওকে বলে দিন, একটা ভুল করলেই ওকে খতম করে দেয়া হবে। দেখবেন, কয়েক মাস আর তেড়িবেড়ি করবে না লোকটা।'

'সবাইকে নিয়েই কি তুমি এমন বিশ্লেষণ করো?'

'কূটনীতিক হিসেবে, আমি বরাবরই বাস্তববাদী। মানুষ নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যে কিংবা বাড়ানোর জন্যে যেকোনও কিছু করতে পারে। রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করলে অনেক আগেই পথভ্রষ্ট হতাম আমি।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দাওনি। তুমি কি কাউকে শ্রদ্ধা করো না?'

'আপনার প্রশংসা করি, রামেসিস। সচরাচর এমনটা করি না অবশ্য। তবে আপনিও তো ক্ষমতাবান লোক, তাই না?'

'আমি মা'ত ও জনগণের সেবক।'

'কোনওদিন যদি সেকথা ভুলে যান?'

'তাহলে সেদিনই আমার জাদু আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, প্রলয়ের ঘণ্টা বেজে উঠবে তখনই।'

'দেবতারা আপনাকে এমন পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।'

'যথেষ্ট হয়েছে, আহসা। কী কী তথ্য যোগাড় করেছ, বলো।'

'কয়েকজন স্থানীয় ব্যবসায়ী কথা বলতে চাইছিল, কয়েকজন কর্মকর্তাও আছে। ওরা নিশ্চিত করেছে, হিট্টিরাই বিদ্রোহে মদদ যুগিয়েছে। এছাড়া বিদ্রোহীরা কীভাবে দুর্গগুলোর দখল নিয়েছে, তারও পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে।'

'কাজটা ওরা কীভাবে করেছে?'

'স্থানীয় পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছিল ওরা। মালবাহী গাড়িতে করে অস্ত্র পাঠাতে শুরু করেছিল। একসাথে আক্রমণ চালানো হয়েছিল সবগুলো দুর্গে। নারী আর শিশুদের জিম্মি করে সেনা অধিনায়কদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়, অবশ্য সিদ্ধান্তটা যে কত বড় ভুলছিল, সেটা আমরা এখন জানি।

'হিট্টিরা বিদ্রোহীদের অভয় দিয়েছিল যে মিশর অনেক দেরিতে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল, আমাদের সৈন্যদের হত্যা করতে পারলে ওদের ভয়ের কিছু নেই। এমনকি যদি স্থানীয়দের সঙ্গে ওদের খুব ভালো সম্পর্ক থাকে,

তবুও।

তার পরিকল্পনা ঠিকঠাক কাজ করায় রামেসিস সন্তুষ্ট। কাপুরুষ বিদ্রোহীর দল উচিত শিক্ষাই পেয়েছে।

'মোজেসের কোনও খবর পাওয়া গেল?'

'এখনও তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর পাইনি।'

সেনা অধিনায়ক রাজকীয় তাঁবুতে হাজির হলো। সোনার গিল্টি করা সিংহাসনে বসে রামেসিস অস্থায়ী এই দরবারের সভাপতিত্ব করছেন। তার পায়ের কাছে বসে ঝিমাচ্ছে নুবিয়ান সিংহটা।

আহসাসহ প্রত্যেককে কথা বলার অনুমতি দিলেন ফারাও। জ্যেষ্ঠ সেনাপতি সবার শেষে কথা শুরু করলেন।

'সেনাবাহিনীর মনোবল খুব দৃঢ়। জিনিসপত্রের সরবরাহ আর অস্ত্রশস্ত্রও দারুণ অবস্থায় আছে। মহামান্য এক অসামান্য বিজয় লাভ করেছেন। এ বিজয় রাজকীয় বর্ষপঞ্জিতে জায়গা করে নেবে।'

'বাড়িয়ে বলছেন বোধহয়।'

'মাননীয়, এই যুদ্ধগুলোতে অংশ নিতে পেরে আমরা গর্বিত। এবং...'

'যুদ্ধ? শব্দটা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখুন। সত্যিকারের কোনও বাধার মুখোমুখি হলে 'যুদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করতে পারি।'

'পাই-রামেসিস আপনাকে বীরের সংবর্ধনা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।'

'পাই-রামেসিসকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'ফিলিস্তিনের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছি আমরা। কানানের বিদ্রোহীদের নির্মূল করেছি। এবার কি দেশে ফেরার সময় হয়নি?'

'আমাদের জন্যে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে: আমুরু প্রদেশের পুনর্দখল নিতে হবে।'

'কিন্তু হিট্টিরা তো ওই প্রদেশে লোক জড়ো করছে। এখনই আক্রমণ করাটা কি ঠিক হবে?'

'তাহলে কি ধরে নেব, আপনি যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছেন, সেনাপতি?'

'কৌশল ঠিক করার জন্যে আমাদের সময় দরকার।'

'কৌশল ঠিক করে ফেলা হয়েছে। সরাসরি উত্তরে এগোব আমরা।'

ষোলো

কপালের কাছে বেঁধে রাখা একটা ছোট্ট পরচুলা, পরিমিতভাবে বানানো টিউনিক আর একটা লাল স্যাশ পরে আছেন নেফারতারি। পবিত্র লেকের পানিতে ডুবিয়ে হাতটাকে বিশুদ্ধ করলেন তিনি। এরপর প্রবেশ করলেন আমনের মন্দিরের ভেতরের প্রকোষ্ঠে। নাওস নামে পরিচিত জায়গাটায় ঐশ্বরিক শক্তির উদ্দেশ্য ভেট প্রদান করাই তার ইচ্ছা। নিজেও এক দেবতার স্ত্রী বলে, আলোর কন্যা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

কাজ শেষে নিরাপদ জায়গাটার দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। এরপর বেরিয়ে গেলেন মন্দির ছেড়ে। পুরোহিতদের পেছন পেছন পাই-রামেসিসের হাউজ অফ লাইফের দিকে এগোচ্ছেন। জীবন আর মৃত্যুর দেবির অবতার হিসেবে, শয়তানি শক্তিকে দূর করার চেষ্টা চালাবেন। সফলভাবে কাজটা করার উপর নির্ভর করছে সামনের দিনগুলোর শান্তি।

উপস্থিত পুরোহিতদের একজন বাড়িয়ে দিলেন একটা ধনুক, পাশ থেকে আরেক যাজিকা দিলেন চারটি তীর।

ধনুকের ছিলা টেনে ধরলেন নেফারতারি। প্রথম তীরটা পূর্ব দিকে, এরপর একে একে দক্ষিণ, উত্তর আর পশ্চিম দিকে ছুঁড়লেন তিনি। আশা করা যায়, রামেসিসের শত্রুরা চার দিকের একটা দিয়েও আক্রমণ চালাতে পারবে না।

রাজমাতা টুইয়ার পরিচারিকা নেফারতারির জন্য অপেক্ষা করছিল।

'রাজমাতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, রাণি সাহেবা।' রাণির জন্য একটা পালকিও অপেক্ষা করছিল।

লম্বা টিউনিক, শ্যাস আর সোনালী ব্রেসলেট পরিহিত টুইয়ার আভিজাত্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে গলায় ঝুলতে থাকা ছয়টা নীলকান্তমণির নেকলেস।

'দুশ্চিন্তা করো না, নেফারতারি। কানান থেকে সুখবর নিয়ে এসেছে এক দূত। রামেসিস প্রদেশটা পুনঃদখল করতে পেরেছে।'

'ফিরবে কখন ও?'

'তা বলেনি।'

'তারমানে, ওরা আরও উত্তরে যাচ্ছে।'

'সম্ভবত।'

'আপনি ওর জায়গায় হলেও কি তাই করতেন?'

'নিঃসন্দেহে।' উত্তর দিলেন টুইয়া।

'কানানের উত্তর দিকে অবস্থিত আমুরু। আমাদের আর হিট্টিদের মাঝে শান্তি রক্ষা করে চলছে জায়গাটা।'

'সেটি আশা করেছিলেন, শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই প্রদেশ।'

'হিট্টিরা যদি ওই এলাকা দখল করে...'

'তাহলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।'

'আজ সন্ধ্যায় চার তীর ছোঁড়ার প্রথা সম্পন্ন করে এলাম।'

'তাহলে আর আমাদের ভয়ের কী আছে, বলো?'

আহমেনিকে ঘৃণা করে শানার। প্রতিদিন সকালে এই বেয়াদব লিপিকারের সাথে দেখা করাটা এক হিসেবে অত্যাচারই বলা চলে। কিন্তু রামেসিসের উত্তর-অভিযানের ব্যাপারে জানার আর কোনও উপায় নেই। 'একবার ক্ষমতা পেলে,' নিজেকে স্বান্তনা দিল শানার। 'আহমেনিকে অনেক দূরের কোনও সামরিক স্থাপনায় পাঠাব। খাটিয়ে খাটিয়েই মেরে ফেলব বেয়াদপটাকে।'

একমাত্র শান্তি হলো, প্রতিদিন লিপিকারের চেহারাটাকে একটু একটু করে কালো হয়ে আসতে দেখা। অভিযান যে খুব একটা ভালো চলছে না, তার প্রমাণ হিসেবেই ব্যাপারটাকে ধরে নিয়েছে শানার। তবে নিজের চেহারায় উল্লাস প্রকাশ পেতে দেয়নি। বলেছে, প্রতিদিন মিশরের ভালোর জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করবে।

নিজেকে খুব ব্যস্ত দাবী করলেও, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করার মতো খুব একটা বেশি কাজ নেই শানারের। জনসম্মুখে যেন সিরিয়ান ব্যবসায়ী রাইয়ার সাথে কেউ ওকে না দেখে ফেলে, সেদিকেও কড়া নজর রাখে ও। অবশ্য এমনিতেও খুব বেশি দেখা হয় না দুজনের। মিশরের এই অবস্থায় ওকে নিজের শখ নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে দেখলে, মানুষ জন কী বলবে? তাই গোপনে গোপনেই রাখতে হয় যোগাযোগ।

সিরিয়ান লোকটার দেয়া খবর মতে, কানানে বিদ্রোহীদের ফাঁদে বলতে গেলে চোখ বন্ধ করেই পা দিয়েছে রামেসিস। শত্রুরা চালাকি করতে পারে, সে কথা না ভেবেই এগিয়ে গিয়েছে ও।

তবে অবসর সময়টাতে, শানার সভাসদদের বোকা বানিয়ে দেয়া রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছে। নেফারতারির শাল আর হেলিওপলিসের হাউজ অফ লাইফ থেকে শুকনো মাছ চুরি হবার রহস্য। রোমাই ছাড়া আর কে হবে এই চোর? শানার দূর্বল এক অজুহাতে ডেকে পাঠিয়েছে প্রধান খানসামাকে। আজ সকালেই দেখা

করার কথা।

রোমাই-এর মাঝে বলতে গেলে কোনও পরিবর্তন-ই আসেনি। মোটা পেট, গোলগাল গাল আর ভাঁজ পড়া চিবুক অবিকল আগের মতোই আছে। ফারাও নিজে ওকে প্রধান খানসামা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। একেবারে নিখুঁত কাজ দেখিয়েছে লোকটা। প্রথম প্রথম তার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, এখন বিন্দু মাত্রও নেই। নড়তে চড়তে সময় নেয় বটে, কিন্তু কাজকর্ম বেশ গোছানো। রাজ পরিবারের সামনে উপস্থাপন করার আগে প্রতিটা পদ নিজে চেখে দেখে, অধীনস্তদের উপরেও রাখে করা নজর। কেউ ওর আদেশ অমান্য করলে, সাথে সাথে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়।

'আমি কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি, মহামান্য?' নম্র স্বরে জানতে চাইল রোমাই।

'আমার খানসামা তোমাকে বলেনি?'

'আসন্ন ভোজসভার সময় নিয়ে কিছু গোলমালের কথা বলেছিল বটে। কিন্তু-'

'ওসব না। হাউস অফ লাইফ থেকে চুরি যাওয়া মাছের কথা বলতে বলেছিলাম। যাই হোক, ব্যাপারটা শুনেছ নিশ্চয়?'

'মাছ চুরি? না তো!'

'আর রাণি নেফারতারির শাল চুরি হবার কথা?'

'তা শুনেছি। খুব খারাপ লেগেছে, কিন্তু-'

'ব্যাপারটার একটা সুরাহা করার চেষ্টা করেছ?'

'এসব নিয়ে অনুসন্ধান করাটা তো আমার দায়িত্বের মাঝে পড়ে না, মহামান্য!'

'হুম। কিন্তু তোমার অবস্থান চিন্তা করলে বলতে হয়, দুটো কাজই তোমার পক্ষে করা সহজ।'

'আমার মনে হয় না-'

'ভেবে দেখ শুধু। তুমি প্রাসাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। তোমার নজর এড়িয়ে পান থেকে চুন খসবার জো নেই!'

'আমার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখছেন, মহামান্য।'

'কাজটা করলে কেন, রোমাই?'

'আমি? আপনি কী-'

'আমি নিশ্চিত। কাজটা তুমিই করেছ। কিন্তু কেন?'

'আপনার অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীণ!'

'তোমার মতো লোকদের আমি ভালো করেই চিনি, রোমাই। আর আমার কাছে প্রমাণও আছে!'

'না!'

'এত বড় ঝুঁকি নিতে গেলে কেন?'

রোমাই-এর ভীত সন্ত্রস্তভাব, গলার উপর দিকে ছড়িয়ে পড়া অস্বাস্থ্যকর একটা লালচে আভা আর হঠাৎ নিশ্চল হয়ে যাওয়া দেহ দেখে শানার বুঝতে পারল, ওর

আন্দাজটা একদম সঠিক।

'ঘুষ খেয়েছ? নাকি ফারাওকে ঘৃণা করো তুমি? যেটাই হোক, শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছ তুমি।'

'মহামান্য, আমি-' মোটা লোকটার কণ্ঠ বেয়ে অনুনয় ঝরে পড়ছে।

'তোমার অতীতের কথা বিবেচনা করে নাহয় এই অপরাধটা আমলে নিলাম না। কিন্তু মনে রেখ, ভবিষ্যতে যদি আমি তোমাকে কোনও কাজ করার আদেশ দেই, তাহলে সেটা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।'

রামেসিসের জন্য লেখা প্রাত্যহিক প্রতিবেদনটা প্রায় শেষ করে ফেলেছিল আহমেনি। এমন সময় শানার ভেতরে প্রবেশ করে জানতে চাইল, 'এক মিনিট সময় হবে?'

'ফারাও-এর আদেশ, সময় তো বের করতেই হবে।' বলতে বলতে হাত থেকে কলমটা নামিয়ে রাখল লিপিকার।

'তোমাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, আহমেনি।'

'শারীরিকভাবে কেবল। মানসিকভাবে ঠিকই আছি।'

'নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও তো খেয়াল রাখা দরকার।'

'জাতির স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা আরও বেশি দরকার।'

'আবার কী হলো, খারাপ খবর?'

'নাহ, বরং উল্টোটা।'

'আহা, ঝেড়ে কাশো তো!'

'কানানে রামেসিসের সফলতার কথা জানাতে চেয়েহিলাম, কিন্তু নিশ্চিত হবার আগে কিছু বলতে চাইনি। গত কয়েকদিন ভুলে ভরা তথ্য পাচ্ছিলাম খবরবাহী কবুতর থেকে। তাই সাবধান হতে চেয়েছি।'

'হিট্টিদের কাজ হতে পারে, তাই না?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়! আরেকটু হলেই চরম মূল্য চুকাতে হতো আমাদের! কানানে বিদ্রোহীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিল আমাদের যোদ্ধারা। রামেসিস যদি আমাদের সেনাদলকে দুই ভাগে ভাগ করত, তাহলে ক্ষতিটা আরও বেশি হতো!'

'কপাল ভালো, অমনটা হয়নি।'

'হ্যাঁ, কানান আবার আমাদের অধীনে চলে এসেছে। ওখানকার প্রশাসক রামেসিসের আনুগত্য মেনে নিয়েছেন।'

'এতো অল্প সময়ে এতো কিছু! আমার ভাই-এর মুকুটে আরেকটা পালক যোগ হলো। হিট্টিদের দমন করা হয়েছে, এখন নিশ্চয় ওরা মিশরে ফিরবে।'

'এই তথ্য গোপনীয়।'

'গোপনীয় মানে? আমি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছি তা ভুলে গেলে?'
'আসলে আমার কাছে এ ব্যাপারে আর কোনও তথ্য নেই।'
'অসম্ভব!'
'অসম্ভব কিনা জানি না, তবে সত্য।'
রেগে গেল শানার, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।
আফসোসকে সঙ্গী বানিয়ে আবার একা হয়ে গেল আহমেনি। না, শানারের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে আফসোস হচ্ছে না। সেরামানাকে আরেকটু খোঁজ খবর নেয়ার পর গ্রেফতার করা উচিত ছিল। দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো অকাট্য বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু আরও খোঁজ খবর নিলে তো আর কোনও সমস্যা ছিল না। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় একটু খামখেয়ালীপনার পরিচয়ই দিয়েছে।
নিজের উপর বিরক্ত হয়েই সেরামানার নথি খোঁজায় মন দিল আহমেনি।

সতেরো

সবুজ জমির পাশে অবস্থিত একটা পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত মেগগাইডোর দুর্গ। সিরিয়ায় প্রবেশ করতে হলে, এই দুর্গের পাশ দিয়েই যেতে হবে। দেখতেই কেমন যেন ভয়ানক মনে হয়। পাথুরে দেয়াল, প্রাচীরের ওপরে কাঁটাতারের বেড়া, উঁচু উঁচু মিনার আর পুরু প্রবেশদ্বার দেখে যেকোনও আক্রমণকারী পিছিয়ে যাবে।

ভেতরে থাকা সৈন্যদের মাঝে যেমন মিশরীয়রা আছে, তেমনি আছে ফারাও-এর অনুগত সিরিয়ানরাও। কিন্তু বিদ্রোহীদের হাতে দুর্গটার পতন ঘটেনি, এই খবরের সত্যতা কে বলতে পারে?

বাইরে থেকে দেখা দুর্গের দৃশ্যটা প্রভাবিত করল রামেসিসকে। রুক্ষ একটা এলাকা...রুক্ষ আর শত্রুভাবাপন্ন। নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত মিশরের দৃশ্যের সাথে কোনও মিলই নেই। এরই মাঝে তার দুজন দূত বুনো শুয়োরের আক্রমণের শিকার হয়েছে। এদিকে ঘোড়সওয়াররা গাছে ভর্তি জংলী পথ আর সরু গিরিপথের মাঝ দিয়ে রাস্তা খুঁজে নিতে ব্যর্থ হয়েছে! অবশ্য সুবিধাও আছে। পানি আর জংলী প্রাণির অভাব নেই কোনও।

থামার নির্দেশ দিলেন রামেসিস। তবে তাঁবু পাততেও নিষেধ করলেন। দূত পাঠিয়েছেন দুর্গে, তার ফিরে আসার অপেক্ষা এখন।

সেটাও অবশ্য তাতে খুশি। মারাত্মকভাবে আহত সৈন্যরা অনেক আগেই ফিরে গিয়েছে বাড়িতে। এখন যারা আছে, তারা মোটামুটিভাবে সুস্থ। কেবল ঠাণ্ডা আর পেট ব্যথার রোগী ছাড়া আর কাউকে দেখতে হচ্ছে না ওর। আর এই সব রোগীদের চিকিৎসা একদম সাধারণ। তারপরও প্রতিদিন আদা আর পেঁয়াজ খেতে দেয় সবাইকে। রোগের সম্ভাবনা কমে আসে এতে।

লোটাসও কম যায় না। সাপে কাটা একটা গাধার প্রাণ বাঁচিয়েছে মেয়েটা। সেই সাথে সাপটাকেও পাকড়াও করেছে। এতোদিনে আকর্ষণীয় হতে শুরু করেছে অভিযানটা। সিরিয়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে বলে, এমন সব প্রজাতির সাপ সামনে পড়ছে, যেসব প্রজাতি সে কখনও দেখেইনি।

দুজন পদাতিক সুন্দরী নুবিয়ানের সেবা পাওয়ার আশায় ছুটে এসেছে। ভান ধরেছে, ওদেরকেও সাপে কেটেছে। প্রতিষেধক হিসেবে কপালে কেবল সুন্দর একটা হাসি আর আলতো করে দুটো চাপড় জুটল ওদের গালে। লোটাস তার থলে থেকে একটা বিষধর সাপ বের করে আনতেই, পালিয়ে বাঁচল যেন তারা।

সেনাবাহিনী চলা বন্ধ করে দিয়েছে, তা-ও ঘন্টা দুয়েক হবে। ঘোড়সওয়াররা

নিচে নামার অনুমতি পেয়েছে। পদাতিকদেরাও তাদের সাড়ি ভাঙার অনুমতি পেয়েছে। তবে কয়েকজনকে পাহারার দায়িত্বে রাখা হয়েছে।

'দূত অনেক বেশি সময় নিচ্ছে।' বলল আহসা।

'ঠিক বলেছ,' রামেসিস জবাব দিলেন। 'তোমার হাতের কী খবর?'

'একদম ভালো হয়ে গিয়েছে। সেটাউ আসলেই একজন জাদুকর।'

'এই দেশটাকে কেমন লাগছে?'

'খুব একটা ভালো না। রাস্তা দেখে পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু জমি কেমন যেন জলাবদ্ধ। সেই সাথে বড় বড় ওক, ঝোপ আর ঘাস-আমাদের সেনাদল ভাগ হয়ে এগোতে বাধ্য হচ্ছে।'

'আচ্ছা দূতদের এতো দেরি হচ্ছে কেন?' প্রসঙ্গটা আবার তুললেন রামেসিস।

'হয় খুন হয়ে গিয়েছে আর নয়ত বন্দী হয়েছে।'

'তাহলে তো ধরে নিতে হবে যে মেগগাইডো শত্রুদের হাতে পড়েছে, ঠিক যে ভয়টা পাচ্ছিলাম।'

'দক্ষিণ সিরিয়া দখল করার বা দখলে রাখার জন্য মেগগাইডো খুব গুরুত্বপূর্ণ,' বললেন রামেসিস। 'হিট্টিরা দখল করে নিলেও, আমাদের এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।'

'এখন যদি আমরা আক্রমণ করি, তাহলেও সেটাকে যুদ্ধ ঘোষণা বলে ধরা যাবে না,' বলল আহসা। 'আমরা কেবল আমাদের প্রভাব বলয়ের মাঝে অবস্থিত একটা এলাকা পুনর্দখল করছি। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, আমরা স্থানীয় এক বিদ্রোহ দমন করছি শুধু!'

কূটনীতিকের কথা রামেসিসের কানে যেন মধু বর্ষণ করল। আশেপাশের এলাকার লোকজনকেও নিশ্চয় বোঝাতে সক্ষম হবে এই কথাগুলো। 'সেনাপতিদের প্রস্তুত হতে বলো।'

কিন্তু আহসা ঘোড়ার মুখ ঘোরাবার আগেই, ফারাও এর বাঁ দিকের ওক বন থেকে বেরিয়ে এল একদল ঘোড়সওয়ার। সরাসরি মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মিশরীয় ঘোড়সওয়ারদের দিকে এগোল তারা।

রামেসিসের অনেক সৈন্যের পেটে গেঁথে গেল ছোট ছোট বর্শা, অনেকগুলো ঘোড়ার পা আর গলা দু'ভাগ হয়ে গেল। জীবিতরা লম্বা বর্শা আর তলোয়ার নিয়ে আত্মরক্ষা করল। কয়েকজন আবার রথে উঠে পদাতিকদের কাছে পৌঁছাতেও সক্ষম হলো।

শত্রুপক্ষ খুব দক্ষতার সাথে ঝটিকা আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ছোট ছোট দাঁড়ি, গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা রোব আর উজ্বল রঙা শ্যাস দেখে সহজেই বুঝতে পারলেন রামেসিস যে তারা সিরিয়ান।

অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে রইলেন রামেসিস, কিন্তু ছটফট করতে শুরু করল আহসা।

'ওরা পদাতিকের উপর আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে!'

'ক্ষণিকের সফলতা ওদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে।'

সিরিয়ান আক্রমণকারীদেরকে খুব দ্রুতই স্তব্ধ করে দিল মিশরীয় পদাতিকেরা।

অবশ্য এ জন্য মিশরীয় সেনাদলের তীরন্দাজদের কৃতিত্বও কম না।

'এখনও শেষ হয়নি খেলা।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন রামেসিস।

ওক বনের আড়াল থেকে শত শত সিরিয়ান আচমকা বেড়িয়ে এল, প্রত্যেকের হাতে ছোট ছোট কুঠার দেখা যাচ্ছে। মিশরীয় তীরন্দাজদের দিকে দৌড়ে গেল তারা।

'চলো, যাওয়া যাক!' বলতে বলতে রথ ছুটিয়ে দিলেন ফারাও। মনিবের গলা শুনেই ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করল। যোদ্ধাও বা বাদ পড়বে কেন। আহসা আর সেই সাথে আরও পঞ্চাশটা রথও বাকি রইল না।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো এর পরে। সিংহটা রামেসিসের ধারে কাছে কাউকে ঘেঁষতেই দিচ্ছে না। রামেসিসও কম যান না, মুহূর্মুহূ তীর ছুঁড়ে একের পর এক শত্রুকে ধরাশায়ী করে দিলেন তিনি। আহতরা মারা পড়ল রথের নিচে পড়ে।

হঠাৎ রামেসিসের চোখে ধরা পড়ল অদ্ভুতদর্শন একজন যোদ্ধা, ডানে-বায়ে না তাকিয়ে সরাসরি ওক বনের দিকে দৌড়াচ্ছে।

'ওকে থামাও,' যোদ্ধাকে চিৎকার করে আদেশ দিলেন তিনি।

আদেশ পালনে দেরি হলো না সিংহটার, এমনকি যাবার পথে আরও দুই আক্রমণকারীকেও শায়েস্তা করল। অদ্ভুত দর্শন যোদ্ধাকে জীবিতই ধরতে চেয়েছিল প্রাণিটা, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মারাত্মকভাবে আহত হলো বেচারা। পিঠ থেকে দমকে দমকে বেরিয়ে এল রক্ত। রামেসিস এগিয়ে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখল। লম্বা চুল আর অগোছাল দাড়ির অধিকারী লোকটা।

'সেটাউকে ডেকে পাঠাও।' আদেশ করলেন ফারাও।

এদিকে যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। একেবারে শেষ সিরিয়ানটাকেও স্রষ্টার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে মিশরীয় সেনাবাহিনীর বলতে গেলে কোনও ক্ষতিই হয়নি।

সেটাউ দৌড়ে এল রামেসিসের পাশে, হাঁপাচ্ছে।

'ওকে বাঁচাও,' অনুরোধ করলেন ফারাও। 'এই লোকটা সিরিয়ান না, মরুভূমির বেদুঈন। এখানে সে কী করছে, তা আমার জানা দরকার।'

সেটাউ নিজেও আগ্রহী হয়ে পড়ল। এতোদূরে কোনও বেদুঈনের আসার কথা না।

'সিংহটা ভালোই ক্ষতি করেছে বেচারার।'

ঘাম ঝরছে বেদুঈনের চেহারা পেয়ে, নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, ঘাড়ও নাড়াতে পারছে না। শিরার গতি দেখে নিল সেটাউ, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল 'হৃদয়ের কথা'। এতোই দূর্বল ছিল সেই কণ্ঠস্বর যে সাথে সাথেই বুঝতে পারল সে-লোকটা মারা যাচ্ছে।

'কথা বলতে পারবে?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'বেচারার চোয়াল আটকে গিয়েছে। তবে একটা কাজ করা যায়...'

বলতে বলতেই কাপড়ে মোড়ানো একটা কাঠের নল লোকটার মুখে প্রবেশ করিয়ে দিল সেটাউ। নলের ভেতর দিয়ে ঢেলে দিল সাইপ্রাসের শিকড় দিয়ে তৈরি বিশেষ এক তরল।

'এতে ব্যথা কমে যাওয়া উচিত। দেখে যতটা শক্তিশালী মনে হয়, আসলেই তেমন হলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকবে লোকটা।'

ওদেরকে চিনতে পারল বেদুঈন। সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল। কাজের কাজ তো কিছু হলোই না, মাঝখান থেকে কাঠের নলটা ভেঙ্গে গেল।

'শান্ত হও,' নরম কণ্ঠে বলল সেটাউ। 'আমরা তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।'

'রামেসিস...'

'হ্যাঁ, মিশরের ফারাও। তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

মুকুটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেদুঈন।

'তুমি কি সিনাই-এর লোক?' জানতে চাইলেন ফারাও।

'হ্যাঁ।' কর্কশ কণ্ঠে বলল লোকটা।

'সিরিয়ানদের হয়ে লড়ছ কেন?'

'সোনা, ওরা আমাদেরকে সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'হিট্টিদের সাথে দেখা হয়েছে?'

'আমাদেরকে যুদ্ধের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে ওরা।'

'তোমার মতো কি আরও বেদুঈন সিরিয়ানদের সাথে যোগ দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পালিয়ে গিয়েছে তারা।'

'মোজেস নামে কোনও হিব্রুকে কখনও দেখেছ?'

'মনে পড়ছে না।'

রামেসিস তার বন্ধুর বর্ণনা দিলেন।

'নাহ, কখনও দেখিনি।'

'এরকম কোনও লোকের কথা কখনও শুনেছ?'

'না।'

'ওই দুর্গে এখন কতজন আছে?'

'আমি জানি না।'

'মিথ্যা বলো না।'

হঠাৎ কোত্থেকে যেন কিছুটা শক্তি জোগাল বেদুঈন। পকেট থেকে খঞ্জর বের করে ঝাঁপ দিল ফারাওকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সেটাউ সদা-সতর্ক। লোকটার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল এক নিমেষেই।

সম্ভবত দেহের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করেই আক্রমণ চালিয়েছিল বেদুঈন। আহত দেহ আর চাপ নিতে পারল না। পেছন দিকে হেলে পড়ল সে। মৃত।

'সিরিয়ানরা বেদুঈনদের দলে ভেড়াতে চেয়েছে!' মন্তব্য করল সেটাউ। 'কত বড় বোকা! মিলে মিশে থাকতেই তো পারবে না, যুদ্ধ তো পরের কথা।'

অস্থায়ী চিকিৎসালয়ে ফিরে গেল সেটাউ। লোটাস আর ওদের সহকারী ততক্ষণে আহতদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যোদ্ধার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন রামেসিস, আদর করলেন ঘোড়াকেও। বিড়ালের মতো গরগর শব্দ বেড়িয়ে এল সিংহটার গলা দিয়ে। ফারাওকে ঘিরে ধরল সৈন্যরা। যার যার অস্ত্র উঁচু করে ধরে ফারাও-এর নামে জয়ধ্বনি করছে।

সেনাপতিগণ ফারাওকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলেন।

'বনের ভেতর আর কোনও সিরিয়ান লুকিয়ে আছে?'

'না, মহামান্য। রাতের জন্য তাঁবু ফেলব কি?'

'আরও জরুরী কাজ বাকি আছে। সরাসরি মেগগাইডোর দিকে এগোও!'

আঠারো

বিশাল এক গামলা মটরশুটি খেয়ে নিজেকে পূর্ণ বলে মনে হলো আহমেনির। যদিও এর ফলে হাড় জিরজিরে দেহটায় এক ছটাক মাংস লাগবে কিনা সন্দেহ। রাতটা কাটাল ডেস্কের সামনে বসেই, পরেরদিন কী করবে না করবে সেই পরিকল্পনা আগের রাতেই করে রাখে সে। বাড়তি কিছু সময় বের করতে পারলে, সেরামানার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে। যখনই পিঠে ব্যথা করতে শুরু করে, তখনই হাত বাড়িয়ে পদ্মফুলের মতো দেখতে স্মৃতি চিহ্নটা স্পর্শ করে ও। রামেসিস যেদিন ওকে তার সহকারী বানিয়েছিলেন, সেদিন উপহার দিয়েছিলেন জিনিসটা। সাথে সাথে যেন সব ব্যথা হাওয়া হয়ে যায়, নতুন করে কাজ করার শক্তি ফিরে পায় ও।

স্কুলের দিনগুলো থেকেই, রহস্যময় এক বাঁধন যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে ওকে আর রামেসিসকে। বন্ধু বিপদে পড়ামাত্র, কিভাবে কিভাবে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারত সে। কয়েকবার তো ফারাও এর চারপাশে মৃত্যুর আনাগোনাও টের পেয়েছে! জাদুর প্রতিরক্ষা না থাকলে, এমন ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত মানুষের জীবন প্রদীপ খুব দ্রুতই নিভে যাবে।

সেরামানা আসলে সেই জাদুর প্রতিরক্ষা দেয়ালের একটা পাথর, নাকি সেই দেয়াল ভাঙার উদ্দেশ্য ছুঁড়ে দেয়া প্রস্তর, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় আহমেনি। যদি প্রথমটা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বিশাল এক ভুল করে ফেলেছে ও।

বিশালদেহী সার্ডের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, তার প্রায় পুরোটা জুড়েই আছে তার মেয়ে বন্ধু লিলিয়ার ভাষ্য। আরও প্রশ্ন করার জন্য মেয়েটাকে উপস্থিত করার আদেশ দিয়েছে আহমেনি, সত্যটা বের করেই ছাড়বে।

সাতটার দিকে তদন্তকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পঞ্চাশ বছর বয়সী লোকটা নিজের কাজকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখেন।

'লিলিয়াকে আজকে উপস্থিত করা সম্ভব হবে না।' ঘোষণা করলেন তিনি।

'কেন? দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে?'

'না, মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ঠিকানা দিয়েছিল তো একটা।'

'সেই ঠিকানাতেও যাওয়া হয়েছে। প্রতিবেশিদের মতে, কয়েকদিন আগে জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে সে।'

'কোথায় যাচ্ছে, কাউকে বলে যায়নি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'বাড়িটা খুঁজে দেখেছিলেন?'

'একদম খালি পড়ে ছিল ওটা। এমনকি এক টুকরা লিলেনও পাওয়া যায়নি। মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে চাইছিল।'

'স্বভাব কেমন ছিল তার?'

'খুব একটা ভালো না। চেহারা বেচে খেত।'

'কোনও পানশালায় কাজ করত?'

'আমরা তো তেমন কোনও তথ্য পেলাম না।'

'তাহলে কী ঘরে পুরুষ মানুষ নিয়ে আসত?'

'তাও না। নিজেই বাইরে যেত।'

'তাহলে তাকে আর তার খদ্দেরদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'করব আমরা।'

'দেরি করলে চলবে না!'

লোকটা চলে যাবার পর, সেরামানার আপাত বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে আবার মন দিল আহমেনি। নীরব নিস্তব্ধ কার্যালয়ে দিনের আলো প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে একটা ধারণা জন্ম নিল আহমেনির মনে। কিন্তু সেটার সত্যতা যাচাই করার জন্য আহসার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পাথুরে জমির চূড়ায় বসে, মেগগাইডোর দুর্গ যেন মিশরীয় সেনাবাহিনীকে সাবধান করে দিচ্ছে। মিনারগুলো এতো উঁচু যে নতুন মই বানাবার প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু তাতেও ভরসা পাচ্ছে না কেউ। দেয়ালগুলো এতো রুক্ষ! উপর থেকে পাথর আর তীরের বৃষ্টি হলে আর কিছু দেখতে হবে না।

আহসাকে সাথে নিয়ে দুর্গকে ঘিরে একবার পাক দিলেন রামেসিস। তাকে বহনকারী রথটা চলমান থাকায়, এমনিতেও শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার মতো কোনও লক্ষ্য পেত না। কিন্তু অবাক করা বিষয়, একটাও তীর ছুটে এল না তাদের দিকে। এমনকি দেয়ালের উপরে দেখা গেল না কোনও কৌতূহলী প্রহরীকেও!

'একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আড়ালে থাকতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে।' মন্তব্য করল আহসা। 'ভালো বুদ্ধি। তীরের কমতি পড়বে না। সবচেয়ে ভাল পদক্ষেপ হবে ওদেরকে অবরুদ্ধ করে না খাইয়ে রাখা।'

'এমন বিশাল দুর্গ অবরোধ করা কঠিন। মাসখানেকেও হার মানবে না। আমাদের মনোবল কি ততদিন ঠিক থাকবে?'

'আক্রমণ করলে কিন্তু অনেক প্রাণক্ষয় হতে পারে।'

'তোমার কি মনে হয়, আমি এতোটাই পাষাণ হৃদয় যে জয়ী হবার জন্য যেকোনও কিছু করতে রাজি?'

'একজন মিশরীয়-এর জীবনের চেয়ে সামগ্রিক মিশরের নিরাপত্তা বেশি

গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমার কাছে সব জীবনই গুরুত্বপূর্ণ, আহসা।'

'তাহলে কী করতে চান?'

'আমাদের রথীদের দিয়ে দুর্গটাকে ঘিরে ধরব। দূর থেকে তীর ছুঁড়বে ওরা। আর আমাদের দক্ষ তীরন্দাজেরা তীর মেরে কাবু করবে মিনারের প্রহরীদের। তিনশ স্বেচ্ছাসেবী মিলে মইগুলো তুলে ধরবে, দেয়াল টপকাবার চেষ্টাও করবে।'

'আর যদি দেখা যায় যে মেগগাইডোর নিরপত্তা ব্যবস্থা অনেক কড়া, তাহলে?'

'আগে চেষ্টা করে তো দেখা যাক। লড়তে নামার আগেই হার মেনে লাভ আছে?'

রামেসিসের দৃঢ়তা সেনাবাহিনীর মাঝেও যেন নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে! স্বেচ্ছাসেবকদের এক দল এগিয়ে এল। দুর্গটাকে যে রথীরা প্রদক্ষিণ করবে, সেই রথগুলোতে চড়ে বসল তীরন্দাজেরা।

কাঁধে মই নিয়ে এগিয়ে গেল সৈন্যরা। একবার মইগুলো লাগিয়ে ফেলারা পর দেখা গেল, সিরিয়ান তীরন্দাজেরা উঁচু মিনারগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। তবে আক্রমনের আগেই রামেসিস আর মিশরীয় তীরন্দাজদের শিকারে পরিণত হলো ওরা। একদল সিরিয়ানকে সামলাবার পর, এগিয়ে এল আরেকদল। প্রত্যেকের চিবুকে কালো রঙের হালকা দাঁড়ি, লম্বা লম্বা চুলগুলো শক্ত করে বেঁধে রাখা। কিন্তু কপাল ভালো, একজন মিশরীয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। রাজা আর তার তীরন্দাজেরা সবাইকে শায়েস্তা করল।

'এদের যুদ্ধ করার খুব একটা আগ্রহ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বয়স্ক এক সেনাপতি সেটাউকে বললেন। 'দেখে তো মনে হচ্ছে, জীবনে কখনও যুদ্ধ দেখেনি।'

'ভালো তো,' কাঁটা কাঁটা কণ্ঠে জবাব দিল সেটাউ। 'আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। কপাল ভালো থাকলে, পুরো একটা রাত স্ত্রীর সাথে কাটাবার সৌভাগ্য হবে আমার। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ভালো লাগছে না।'

পদাতিক সৈন্যরা দেয়াল বেয়ে ওঠা শুরু করেছে, এমন সময় হঠাৎ প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলাকে দেয়ালের উপর দেখা গেল।

মিশরীয়রা সাধারণত মহিলা আর শিশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না, বন্দী করে দাস হিসেবে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এদের। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে কৃষিকাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। এমনকি দাসদের নামও পরিবর্তন করে দেয়া হয়।

হতভম্ব মনে হলো সেনাপতিকে। 'এমন দৃশ্য এর আগে কখনও দেখিনি। পাগল হয়ে গেল নাকি!'

দুই মহিলা দেয়ালের ধারে একটা বড় পাত্র নিয়ে এল, মই বেয়ে উঠতে থাকা সৈনিকদের ওপর ঠেলে দিল জ্বলন্ত কয়লা। তবে বেঁচে ফিরতে পারল না তারা, তীরন্দাজদের ছোঁড়া তীর চোখে নিয়ে মারা গেল তখনই। মহিলাদের পরবর্তী দলের কপালেও একই অভ্যর্থনা জুটল। তবে এক সাহসী মেয়ে গুলতিতে গরম কয়লা নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ওদের দিকে। বৃদ্ধ সেনাপতির উরুতে এসে আঘাত হানল কয়লার টুকরা। লাল হয়ে আসা চামড়া চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'স্পর্শ করবেন না,' সাবধান করল সেটাউ। 'শক্ত হয়ে বসুন, আমাকে দেখতে দিন।'

সেনাপতির পোড়া জায়গাটা বের করে, সেখানে প্রস্রাব করে দিল সাপুড়ে। ওর মতো ওর রোগীও জানে, নদী বা ঝর্ণার পানির চাইতে মানুষের প্রস্রাব অনেক বেশি জীবাণুমুক্ত। আর তাই প্রস্রাব দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করলে, প্রদাহ হবার সম্ভাবনা অনেক কমে আসে। কাজ শেষ করার পর, একটা স্ট্রেচার এনে সেনাপতিকে তাতে তুলে দিল সেটাও। পাঠিয়ে দিল ওর তাঁবুতে।

এদিকে পদাতিকেরা বলতে গেলে দুর্গ দেয়ালের দখল নিয়ে নিয়েছে। কয়েক মিনিটের মাঝেই, মেগগাইডোর দরজা খুলে গেল।

ভেতরে পাওয়া গেল কেবল কয়েকজন মহিলা আর ভয়ে কাঁপতে থাকা বাচ্চাদের।

'সিরিয়ানরা সম্ভবত দুর্গে পৌঁছাতে বাঁধা দেবার কাজেই সব শক্তি খরচ করে ফেলেছে।' মন্তব্য করল আহসা।

'আরেকটু হলে, সফলও হতো।' বললেন রামেসিস।

'কিন্তু ওরা তো আর তোমাকে চেনে না।'

'কে-ই বা চেনে বন্ধু?'

জনা বারো সৈন্য দুর্গ লুটপাটে লেগে গিয়েছে। যোদ্ধার হুংকারে পিছিয়ে এল তারা।

'এই সৈন্যদেরকে গ্রেফতার করো,' আদেশ দিলেন রামেসিস। 'আর থাকার জায়গাগুলো নিরাপদ কিনা, তা ভালো করে দেখে নাও।'

সঙ্গীদের একজনকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করলেন ফারাও। সেই সাথে তাকে নিজের সেনাদল, নিজেই বেছে নেবার সুযোগও করে দিলেন।

গুদামে কয়েক সপ্তাহ চলার মতো খাবার পাওয়া গেল। তারপরও সৈন্যদেরকে শিকার আর আশপাশ থেকে গবাদিপশু জড়ো করে নিয়ে আসার আদেশ দেয়া হলো।

রামেসিস, আহসা আর নবনিযুক্ত প্রশাসক একত্রে বসে, স্থানীয় অর্থনীতির জন্য একটা পরিকল্পনা দাঁড় করালেন। এই এলাকার আনুগত্য একবার এদিক আর আরেকবার ওদিক যাচ্ছিল বলে, কৃষকেরা মাঠে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহ ঘোরার আগেই, মিশরীয় সেনাদলের উপস্থিতি মেনে নিয়ে আবার কাজ করা শুরু করে দিল।

মেগগাইডোর উত্তর দিকে অনেকগুলো ছোট ছোট ছাউনি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন ফারাও। মাত্র কয়েকটা ঘোড়া আর অল্প কয়েকজন সৈন্য থাকবে ওখানে। যদি হিট্টিদের আক্রমণ হয়, তাহলে প্রধাণ সেনাদলকে সাবধান করে দিতে কাজে লাগবে।

প্রধান মিনারের উপরে ওঠে অপরিচিত এলাকার উপর নজর বুলালেন রামেসিস। নীল নদ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন তিনি। সেই সাথে ধারেকাছে নেই তালের বাগান, সবুজ মাঠ, মরুভূমি! নেফারতারি নিশ্চয় সন্ধ্যাবেলায় প্রথা অনুসারে পূজা সারে। ইস্, স্ত্রী'র কথা খুব মনে পড়ছে!

আহসা এসে ফারাও–এর ধ্যানে ভঙ্গ করল।

'তোমার কথামতো কাজ করেছি। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর নির্বাচিত সৈন্যদের সাথে কথা হয়েছে।'

'কী বলল?'

'সবাই তোমাকে জান-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। কিন্তু বাড়ি ফিরতে উদগ্রীব।'

'সিরিয়া তোমার পছন্দ, আহসা?'

'বিপদজনক একটা দেশ। এখানকার মানুষজনকে বুঝতে হলেও অনেক সময় দিতে হবে।'

'হাট্টিতেও কি একই অবস্থা?'

'ওই জায়গা তো আরও অনেক বেশি রুক্ষ। আনাতোলিয়ার শীত বড় কড়া।'

'তোমার কি ধারণা, জায়গাটা আমার পছন্দ হবে?'

'আমি মিশরের প্রতিরূপ, রামেসিস। অন্য কোনও জায়গা তোমার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারবে না।'

'আমুরু কিন্তু এখান থেকে অনেক কাছে।'

'শত্রুরাও দূরে নেই।'

'হিট্টিরা কী আমুরু আক্রমণ করেছে?'

'আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য কোনও তথ্য নেই।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়, ওরা ওখানে আমাদের অপেক্ষায় আছে।'

উনিশ

হারমন পাহাড়ের পুর্বে, দামেস্কাসের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে পরিচিত আমুরু প্রদেশের এক পাশে টায়ার আর অন্য পাশে ব্যাবিলস। দুটোই উপকূলবর্তী গ্রাম। মিশরীয় প্রভাব বলয়ের সর্ব উত্তরের প্রদেশ বলে, হিট্টি প্রভাব বলয় ঘেঁষে এর অবস্থান।

বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে পড়ায়, মিশরীয় বাহিনীর কাঁধ যেন নুয়ে পড়েছে। সেনাপতিদের পরামর্শে কান না দিয়ে, রামেসিস উপকূলবর্তী রাস্তা বাদ দিয়ে উঁচু এলাকা ধরে এগোচ্ছেন। পাথুরে রাস্তা হওয়ায়, মানুষ ও পশু, সবারই কষ্ট হচ্ছে খুব। এখন কান পেতেও সেনাবাহিনীর মাঝে হাসি বা গল্পের শব্দ শোনা যায় না। হিট্টিদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে যেতে চায় না কোনও সৈন্যই। বুনো আর পাশবিক বলে খ্যাত হওয়ায়, সবচেয়ে সাহসী সৈনিকটাও হিট্টিদের এড়িয়ে যেতে চায়।

আহসার মতে, আমুরু পুনর্দখল করাটা দুই জাতির মাঝে যুদ্ধের জন্ম দেবে না। কিন্তু রক্তক্ষয় বন্ধ হবে কবে? সৈন্যদের আশা ছিল, ফারাও মেগগাইডো দখল করেই বাড়ির পথ ধরবেন। কিন্তু একদম অল্প সময় বিশ্রাম নিয়েই আবার অভিযান শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

এক দ্রুত আচমকা ফারাও এর সামনে এসে কষে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

'একদম সামনেই অপেক্ষা করছে শত্রুরা। পর্বতগাত্র আর সমুদ্রের ঠিক মাঝে।'

'সংখ্যায় কেমন হবে?'

'বর্শা আর তীরধারি কয়েকশ সৈন্য হবে, ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। উপকূলের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটার দিকেই তাদের নজর। তাই আমরা ওদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারব।'

'হিট্টি নাকি?'

'না, মহামান্য। স্থানীয় লোক।'

হতভম্ব দেখাল রামেসিসকে। নতুন কোনও ফাঁদ নয়তো?

'আমাকে জায়গাটা দেখাও।'

রথীদের সেনাপতি বাঁধ সাধলেন। 'ফারাও–এর অযথা ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না।'

রাগে জ্বলে উঠল রামেসিসের চোখ। 'নিজের চোখে দেখেই নাহয় সিদ্ধান্ত নেব!'

দূতের পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন ফারাও।

এক পর্যায়ে এসে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন দুজনেই।

আচমকা থমকে দাঁড়ালেন রামেসিস।

সামনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সমুদ্র আর উপকূলবর্তী রাস্তাটা। এমনকি ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেনাদলকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হিট্টি সৈন্যদের লুকাবার মতো কোনও জায়গায় নেই। কিন্তু এসব দেখে না, ঠিক বিপরীতে অবস্থিত পর্বতগাত্র থেকে থমকে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

চাইলেই ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে একদল রথী, প্রয়োজন হলে যুদ্ধে যোগ দিতেও সময় লাগবে না!

রামেসিসের হাতে তার সৈন্যদের জীবন। আর তার সৈন্যরাই মিশরকে নিরাপদে রাখে।

'সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলা দরকার।' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

আমুরু প্রদেশের রাজপুত্রের পদাতিক সৈন্যরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

হিট্টি পরিদর্শকের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছেন রাজপুত্র বেনতেশিনা। অবশ্য পরিদর্শকরা ভাবেইনি যে রামেসিস এতো উত্তরে আসতে পারবেন, প্রতি পদে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। আর যদি কোনওভাবে এসেও পরেন, তাহলে অতর্কিত আক্রমনের সামনে দাঁড়াতেই পারবেন না!

হিট্টিদের খুব একটা পছন্দ করেন না পঞ্চাশ বছর বয়সী বেনতেশিনা, তবে ভয় পান। আমুরু তাদের প্রভাব বলয়ের এতোটা কাছে অবস্থিত যে, হিট্টিদের মেপে চলতেই হয় তাকে। মিশরের বশ্যতা স্বীকার করেছেন তিনি, এমনকি বছর বছর ফারাওকে কর পর্যন্ত দেন। কিন্তু আদেশ মানতে বাধ্য হন হিট্টিদের। কথা ছিল, মিশরীয় বাহিনী দূর্বল হয়ে পড়লে, একদম চরম আঘাতটা হানবেন তিনি।

গলা শুকিয়ে আসছে বার বার, গুহার আশ্রয়ে বসে থেকে রাজপুত্র তার পরিচারককে ঠাণ্ডা মদ নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

কিন্তু কয়েকটা মাত্র পদক্ষেপ ফেলতে পারল পরিচারক।

'মহামান্য...দেখুন!'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? গলা শুকিয়ে আসছে তো!'

'পর্বতগাহের দিকে তাকান মহামান্য! শত শত... না ভুল হলো। হাজার হাজার মিশরীয় সেনা দেখা যাচ্ছে!'

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেনতেশিনা, আসলেই সত্য কথা বলছে পরিচারক। নীল মুকুট আর সোনালী কিল্ট পরিহিত একজন লম্বা মানুষ পথ ধরে এগিয়ে আসছে। লোকটার পাশে পাশে হাঁটছে একটা বিশাল সিংহ।

একজন একজন করে, লেবানিজ সৈন্যরা ফিরে তাকাল। ওদের সেনাপতির মতো ওরাও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে! নিজেদের চোখকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে

পারছে না।

'কোথায় লুকিয়ে আছ, বেনতেশিনা? বাইরে এসো।' ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন রামেসিস।

কাঁপতে কাঁপতে ফারাও–এর সামনে এসে দাঁড়ালেন আমুরুর রাজপুত্র।

'তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করোনি?'

'করেছি, মহামান্য। মিশরের প্রতি অনুগত থেকেছি।'

'তাহলে তোমার সৈন্যরা লুকিয়ে আছে কেন? কেন চাচ্ছে আমার সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে?'

'আমরা ভেবেছিলাম...প্রদেশের সুরক্ষা নিশ্চিত জন্য...'

আচমকা রামেসিসের কানে ভেসে এল শিঙ্গার ভোঁতা আওয়াজ। যে পর্বতগাত্রের আড়ালে হিট্টি রথীরা লুকিয়ে আছে বলে ধারণা করেছিলেন, সেদিকে তাকালেন। সত্যটা বাইরে আসার সময় হয়েছে।

'তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই না, বেনতেশিনা।'

'না, মহামান্য! হিট্টিরা আমাকে বাধ্য করেছিল। বলেছে, ওদের আদেশ না মানলে আমাকে তো খুন করবেই, আমার লোকদেরও ছাড়বে না। আমরা বরঞ্চ আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাই করছিলাম।'

'হিট্টিরা কোথায়?'

'চলে গিয়েছে। আপনি এতোদূর পৌছাতে পারবেন বলে ধারণাই করতে পারেনি!'

'তাহলে এই অদ্ভুত আওয়াজটা কীসের? তোমার লোকেরা আমার সৈন্যদের আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল!'

হাঁটু গেঁড়ে বসল বেনতেশিনা। 'মৃত্যুর নিশ্চুপ রাজত্বে বাস করা কতোটা দুঃখের, মহামান্য? যারা মারা যান, তাদের কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেননা ওই দুনিয়ায় নেই কোনও দরজা বা জানালা, সূর্যের একটা রশ্মিও পৌঁছে না ওখানে। বাতাসের কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম। মৃতের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে চায় না কেউ! আমিও চাইনি। ফারাও এর কাছে ক্ষমা চাই আমি! তিনি যেন তার মহানুভবতার স্বাক্ষর রাখেন। আমাকে ক্ষমা করে, আবার তার অনুগত ভৃত্য হবার সুযোগ দেন!'

নিজ রাজপুত্রের এই অবস্থা দেখে, লেবানিজ সৈন্যরাও অস্ত্র ছেড়ে দিল হাত থেকে।

রামেসিস যখন ঝুঁকে পড়ে বেনতেশিনাকে উঠতে সাহায্য করলেন, দুই পক্ষের সৈন্যরাই আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল।

আহমেনির কার্যালয় থেকে যখন বেরোচ্ছে, তখন শানারের মাথা আর ঠিক নেই! রামেসিস, ওর ছোট ভাই, অনভিজ্ঞ এক শাসক কিনা নিজের প্রথম অভিযানেই হিট্টিদের মতো শত্রুর হাত থেকে আমুরু প্রদেশ মুক্ত করে এনেছে! কীভাবে?

দেবতাদের উপর বিশ্বাস অনেক আগেই হারিয়েছে শানার। কিন্তু রামেসিসের যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে, সে ব্যাপারে ওর কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো সেটি'র কাছ থেকে গোপন কোনও অর্চনার মাধ্যমে সেই ক্ষমতা পেয়েছেন রামেসিস।

আহমেনিকে একটা চিরকুট পাঠাল শানার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে সে মেমফিসে যেতে চায়। ওখানকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে এই সুখবরটা নিজ মুখে জানাতে চায়!

'তোমার জাদুকর কোথায়?' শানার তার বোন, ডোলোরাকে জিজ্ঞাসা করল।

লম্বা মেয়েটা লিটার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুত্রের রাগের হাত থেকে ভয়ে কম্পমান লিটাকে বাঁচাতে চাইছে।

'ব্যস্ত আছে।'

'আমি ওকে এখুনি দেখতে চাই।'

'ওর মনোস্থির করবার জন্য সময় দরকার। নেফারতারির শাল ব্যবহার করার আরেকটা উপায় খুঁজে বের করতে চায় সে। '

'তাতে আমাদের এমন কী লাভ হয়েছে শুনি! এখান থেকে শুরু করে আমুরু পর্যন্ত সব গুলো দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছে ও। বিদ্রোহীদের নিজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। আমাদের কোনও ক্ষতিই হয়নি বলতে গেলে। আর ছোট ভাইজানের কথা কী বলব! ওর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি!'

'তুমি নিশ্চিত?'

'আহমেনি তথ্যের খনি। আমার তো মনে হয় ও কমিয়ে কমিয়ে বলে। কানান, আমুরু আর দক্ষিণ সিরিয়া এখন আর হিট্টিদের দখলে নেই। মিশর আর হিট্টিদের মাঝে যেন একটা শান্ত এলাকা থাকে, সেটা নিশ্চয় নিশ্চিত করবে রামেসিস। এই অভিযানে ওর মুখ থুবড়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা তো হয়নি, উল্টো...' রাগে আর কথাই বলতে পারল না সে।

লিটাকে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'সিংহাসনের দিকে এক পা-ও এগোতে পারিনি আমরা। তুমি আর তোমার জাদুকর মিলে আমার সাথে কোনও খেলা খেলছ না তো?'

এগিয়ে গিয়ে লিটার পোশাকের উপরটা টেনে ছিঁড়ে গেলল শানার। মেয়েটার বুকে গভীর পোড়ার ক্ষত দেখা গেল। রাজকন্যা কাঁদতে শুরু করল, আঁকড়ে ধরল ডোলোরাকে।

'মেয়েটাকে জ্বালিও না তো, শানার। ও আর ওফির এখনও আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ওদের ছাড়া আমাদের কোনও আশা নেই।'

'আশা? এতোদিন কেবল আশা দেয়া ছাড়া কী করেছে ওরা?'

'না, মহামান্য।' নিচু স্বরে বলে উঠল কেউ। 'আমি আপনাকে আরও কিছু দিতে পারি।'

ঘুরে তাকাল শানার।

জাদুকারের ঈগলের মতো দেখতে চেহারাটা আবারও নাড়া দিয়ে গেল ওকে। 'তোমার কাজের ধারায় আমি সন্তুষ্ট নই, ওফির।'

'লিটা আর আমি সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছি। রামেসিস কোনও সাধারণ লক্ষ্যবস্তু নয়। তার নিরাপত্তায় ফাটল ধরাতে অনেক সময় লাগবে, কথাটা আমি আগেও বলেছি। নেফারতারির শাল একদম পুড়িয়ে ছাই না করা পর্যন্ত, জাদুটা কাজ করবে না। কিন্তু সমস্যা হলো, বেশি তাড়াহুড়া করতে গেলে লিটা মারা যাবে।'

'আর কতদিন লাগবে, ওফির?'

'লিটা দারুণ মিডিয়াম, আর সেজন্যই সে বড় নাজুক। একেকবার কাজ করার পর, আমি আর ডোলোরা ওর ক্ষতের সুশ্রূষা করে দেই। ওগুলো না শুকানো পর্যন্ত, আমি আরেকবার চেষ্টা করতে পারব না।'

'অন্য কাউকে দিয়ে কাজ হবে না?'

'লিটা কোনও সাধারণ মিডিয়াম না। সে মিশরের ভবিষ্যৎ রাণি, আপনার স্ত্রী। অন্য কেউ তার জায়গা নিতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু যত দেরি করব আমরা, রামেসিসের ক্ষমতার ভিত্তি ততটাই পাকাপোক্ত হবে।'

'জ্বি, মহামান্য। এই জন্যই আমি আমার জাদুর সর্বোচ্চটা কাজে লাগাচ্ছি। তাড়াহুড়ো করলে সব কিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারপরও...'

ওফিরের প্রতিটা কথাই অখণ্ড মনোযোগের সাথে শুনতে শানার।

'এর মাঝে দেখি, আপাতত কিছু করতে পারি কিনা। হয়তো রামেসিসের বর্মে কোনও না কোনও ফাঁক আছে। সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে আমাদের।'

বিশ

উৎসবের ধুম পড়ে গিয়েছে আমুরুতে। রাজপুত্র বেনতেশিনা, ফারাও রামেসিসের প্রতি তার আনুগত্য দেখাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। প্যাপিরাসের পর প্যাপিরাস শেষ করে লেখা হয়েছে আনুগত্যের ঘোষণাপত্র। এমনকি মিশরের বিশাল সব মন্দিরের সামনে লাগাবার জন্য সিডার গাছের খাম্বা দেবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাল ক্ষেপণ না করেই ওগুলো পাঠিয়ে দেবেন। তাকে অনুসরণ করে লেবানিজ যোদ্ধারাও মিশরীয় যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আতিথিয়তার হাত বাঁড়িয়ে দিয়েছে। পানির মতো বইছে মদ, মেয়েরাও মনোরঞ্জনে পিছিয়ে নেই।

পুরো ব্যাপারটার মাঝে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতার ছাপ আছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল সেটাউ আর লোটাস। কিন্তু তারপরও উৎসবে যোগ দিল ওরা। কপাল ভালো, স্থানীয় এক বৃদ্ধ সাপুড়ের সাথে পরিচয় হয়ে গেল ওদের। এখানকার সাপগুলো মিশরের সাপের মতো দারুণ না হলেও, নিজেদের মাঝে আলোচনা করে জ্ঞান বাড়িয়ে নেবার সুযোগটা হাতছাড়া করল না কোনও পক্ষই।

রামেসিসও আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখলেন, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন মদ থেকে। যদিও রাজপুত্রের পুরো মনোযোগ তার উপরেই ছিল। বেনতেশিনা ধরে নিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক হওয়ায়, নিশ্চয় তার মাথায় এই মুহূর্তে একগাদা ব্যাপার ঘোরাফেরা করছে।

তবে আহসার কাছে ফারাওকে অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি গম্ভীর বলে মনে হলো। ভোজ শেষে উভয় সেনাদলই চলে গেল শিবিরে। রামেসিস তার থাকার জন্য বেনতেশিনার ছেড়ে দেয়া প্রাসাদের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উত্তর আকাশের দিকে।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'ঠিক আছে। কী ব্যাপার, আহসা?'

'রাজপুত্রের আতিথেয়তা বোধহয় খুব একটা ভালো লাগছে না।'

'একবার যে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়, সে মরার আগপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকই থাকে। কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কী নিয়ে এত চিন্তা করছেন? বেনতেশিনাকে নিয়ে নয় নিশ্চয়ই।'

'মানুষের মন পড়া শিখে ফেলেছ?'

'আপনি কাদেশের দিকে তাকিয়ে আছেন।'

'কাদেশ, হিট্টিদের গর্ব, উত্তর সিরিয়ায় তাদের প্রভাবের চিহ্ন, মিশরের জন্য

চিরকালীন হুমকি। হ্যাঁ, আমি কাদেশের কথাই ভাবছি।'

'কাদেশে আক্রমণ করার অর্থ হবে, হিট্টিদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া!'

'হিট্টিরা কী আমাদের প্রভাব বলয়ে প্রবেশ করার আগে ঘোষণা দিয়ে এসেছিল?'

'না। কিন্তু সেই আক্রমণ তো চোরাগুপ্তা ছিল। কাদেশকে আক্রমণ করতে হলে, আমাদের এলাকা পার হয়ে ওদের এলাকায় প্রবেশ করতে হবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে পারে। দুই পক্ষেই অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটবে। হয়তো মাসের পর মাস ধরে চলবে যুদ্ধ।'

'আমরা তৈরি।'

'না, রামেসিস। সফলতা যেন আপনাকে অন্ধ করে না দেয়, সেই প্রার্থনাই করি।'

'আমাকে কী মনে করো তুমি? মানসিকভাবে দূর্বল? নিজের সাফল্যে অন্ধ?'

'আপনি বেশ কয়েকটা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, মানছি। কিন্তু সবগুলোই দূর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বেনতেশিনা তো একটাও তীর না ছুঁড়েই আত্মসমর্পণ করেছে। হিট্টিদের সাথে যুদ্ধে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম হবে না। তার ওপর আপনার সৈন্যরা ক্লান্ত, ঘরে ফিরতে চাইছে। এই মুহূর্তে আরেকটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা বোকামি হবে।'

'আমাদের সেনাবাহিনী এতোটাই দূর্বল হয়ে পড়েছে?'

'আমাদের সেনারা স্থানীয় কিছু বিদ্রোহ দমন করবে বলে ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছিল। বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার চিন্তা করে নয়।'

'অপেক্ষা করাটাও কী ক্ষতিকর হবে না?'

'আপনি চাইলে, কাদেশের যুদ্ধ হবেই। কিন্তু যুদ্ধ শুরু করবেন তখনই, যখন নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করবেন।'

'আজ রাতে আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাব।'

উৎসব শেষ।

ভোর হতেই আদেশটা এল–সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও। দুই ঘন্টা পর এসে পৌঁছালেন রামেসিস। যুদ্ধের পোশাক পরিহিত, রথ টানছে তার দুই বিশ্বস্ত ঘোড়া।

উৎকণ্ঠা পেয়ে বসেছে উপস্থিত সবাইকে। গুজবটা কি তাহলে সত্য? আসলেই কাদেশ আক্রমণের কথা ভাবছেন ফারাও? সত্যি সত্যি তিনি হিট্টিদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গে আক্রমণ করবেন? নাহ, ফারাও আর যা-ই করুন না কেন, তাড়াহুড়ো করে এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না। [illegible] হলেও তিনি সেটি–এর পুত্র। শত্রুপক্ষকে, শত্রুর জমিতে আক্রমণ করবেন সে। তার আগে আলোচনা চালাবেন।

ফারাও তার সৈন্যদের উপর নজর বুলালেন। নিশ্চুপ সৈন্যরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে আছে। একদম সদ্য যোগ দেয়া সৈন্য থেকে শুরু করে, সবচেয়ে অভিজ্ঞ

যোদ্ধাটাও অজানা আশঙ্কায় শক্ত হয়ে আছে যেন। ফারাও–এর মুখ থেকে বের হওয়া পরবর্তী কয়েকটা শব্দের উপর নির্ভর করছে তাদের বাকি জীবন।

সামরিক জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই সেটাউ এর। তাই নিজের ওয়াগনে শুয়ে আছে ও, লোটাস ওর দেহ দলাই-মালাই করে দিচ্ছে।

এদিকে রাজপুত্র বেনতেশিনা তার প্রাসাদে, নাস্তা মুখে তুলতে পারছেন না। রামেসিস যদি হিট্টিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহলে আমুরুর উপরেই পড়বে মিশরের নজর। তার প্রজাদেরকে বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্যও করা হয়ে পারে। আর রামেসিস যদি হেরেই যান, তাহলে হিট্টিরা ওদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না।

আহসা ফারাও-এর মনের কথা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু রামেসিসের চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেনাদেরকে একবার দেখে নিয়ে, রামেসিস তার রথের মুখ ঘোরালেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, তিনি উত্তর দিকে, কাদেশের দিকে মুখ করে আছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই রথের মুখ দক্ষিণে, মিশরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

সেটাউ ক্ষুর দিয়ে দাঁড়ি কামিয়ে নিল। এরপর কাঠের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল, পোকা মাকড় তাড়াতে সক্ষম এমন মলম মাখিয়ে নিল চেহারায়, পাদুকা পরিষ্কার করে নিয়ে গুটিয়ে ফেলল মাদুর। আহসার মতো ফুলবাবু কখনও হতে পারবে না সে, তাই বলে চেষ্টা করতে তো আর দোষ নেই! যদিও ওকে এই অবস্থায় দেখে, হাসিতে ফেটে পড়ল স্ত্রী লোটাস।

সেনাবাহিনী ফিরে চলছে বলে, সেটাও আর লোটাস একান্তে কিছু সময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। চলতে চলতে রামেসিসের প্রশংসা করে গান গাইছে পদাতিকেরা। কিন্তু রথীরা একটু গম্ভীর স্বভাবের বলে, গুন গুন করছে কেবল। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত-যুদ্ধ না চললে, যোদ্ধার জীবনের চাইতে মজার আর কিছু হয় না। দ্রুত গতিতেই আমুরু, গ্যালিলি আর ফিলিস্তিন পার হয়ে এল তারা। স্থানীয়রা ওদেরকে দেখে খুশিই হলো, এমনকি খাবারও সরবরাহ করল।

ব-দ্বীপের উদ্দেশ্য যাত্রার শেষ ধাপে, সিনাই মরুভূমির উত্তরে ক্যাম্প করল ওরা। নেগেভের পশ্চিমে জায়গাটা। মিশরীয় মরুভূমির বিশেষ একটা জায়গা ওটা, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয় জায়গাটা। মিশরীয় সেনাবাহিনী পুরো এলাকাটার উপর নজর রাখে।

সেটাউ–এর মনে আর আনন্দ ধরে না। এই এলাকায় প্রচুর ভাইপার আর কোবরা পাওয়া যায়। অন্যান্য এলাকার সাপের চাইতে যেগুলো অনেক বড় আর বিষাক্ত। লোটাস এরিমাঝে বেশ কয়েকটা সাপ ধরে ফেলেছে।

মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছেন রামেসিসও। তবে তার নজর উত্তরে, কাদেশের

দিকে।

'আপনার সিদ্ধান্তটা ছিল ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া যথার্থ এক সিদ্ধান্ত।' বলল আহসা।

'যথার্থ সিদ্ধান্ত? শত্রুদের মোকাবেলা না করে ফিরে যাওয়াটা কী যথার্থ হতে পারে?'

'নিজ সেনাদের কচুকাটা হতে নিয়ে যাওয়ার চাইতে তো ভালো! অথবা অসম্ভব কোনও কাজ সম্ভব করতে চাওয়ার চাইতে!'

'ভুল, আহসা। অসম্ভব জিনিসকে সম্ভাব করার চেষ্টা করাই তো সত্যিকারের সাহসের পরিচয়।'

'এই প্রথম বারের মতো আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন, রামেসিস।'

'কাদেশ কিন্তু জায়গামতোই থাকবে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না।'

'কূটনীতি এমন সব সমস্যার সমাধান দেয়, আপাত দৃষ্টিতে যেগুলোর কোনও সমাধান নেই বলেই মনে হয়।'

'তোমার কূটনীতি কী হিট্টিদেরকে শান্ত করতে পারবে?'

'কেন পারবে না?'

'আমি শান্তি চাই, আহসা। প্রকৃত শান্তি। হয় সেটা আমাকে এনে দাও, আর নয়ত নিজের মতো করে আমি সেটা অর্জন করে নিব।'

একশ পঞ্চাশ।

একশ পঞ্চাশ জন মানুষ-যাযাবর, বেদুঈন আর হিব্রু, মরুভূমিতে কাফেলার খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের নেতা, চল্লিশ বছর বয়সী এক ট্যারা চোখের মানুষ। গুজবে আছে, সেনাবাহিনী পরিচালিত এক জেলখানা থেকে পালিয়েছিল সে, তা-ও আবার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে! ত্রিশটা ক্যারাভানকে আক্রমণ করেছে সে, সেই সাথে মিশরীয় আর বিদেশি মিলে খুন করেছে তেইশ জনকে। নিজ দলের কাছে ভারগজ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মিশরীয় সেনাবাহিনীকে যখন দিগন্তে দেখা গেল, তখন ওরা ভেবেছিল যে মরীচিকা দেখছে। রথ, ঘোড়সওয়ার, অসংখ্য পদাতিক সৈন্য...পড়িমরি করে ভারগজ আর ওর দল, লুকাবার জায়গায় আত্মগোপন করল। সেনাবাহিনী বিদায় না নেয়া পর্যন্ত আর বের হবার ইচ্ছা নেই ওদের।

সেদিন রাতে ভারগজ স্বপ্ন দেখল। অনেক আগে দেখা এক ঈগল মুখো লিবিয়ান দেখা দিল ওর স্বপ্নে। গম্ভীর, ভরাট কণ্ঠটা কথা বলে উঠল। এই লোকটার কাছেই লিখতে-পড়তে শিখেছে সে। ওফির ওকে মিডিয়াম হিসেবেও ব্যবহার করেছিল। নতুন এক আদেশ দিচ্ছে এখন জাদুকর।

চোখ বড় বড় করে, উদ্ভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে করতে দলের সবাইকে জাগাল ভারগজ।

'এরচেয়ে বড় কাজ আর আমরা পাইনি,' বলল সে। 'আমাকে অনুসরণ করো!'

সবসময় যা করে, নেতাকে চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করল সবাই। ভারগজের নাক যেন দূর থেকেই লুটের গন্ধ পায়!

কিন্তু মিশরীয় শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে, পিছিয়ে এল কয়েকজন।

'আমরা এখানে কী করছি?' জানতে চাইল তারা। 'কেন এসেছি?'

'ওই যে বড় তাঁবুটা দেখছ, ওখানে অনেক ধন সম্পদ আছে।'

'আমরা পাত্তাই পাব না।'

'অল্প কয়েকজন প্রহরী আছে পাহারায়। তারা আক্রমণ আশাও করছে না। তাড়াতাড়ি করলে আমরা বড়লোক হয়ে যাব।'

'ফারাও–এর সেনা দল এটা।' একজন আপত্তি জানালো। 'আমরা সফল হলেও, আমাদেরকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত হাল ছাড়বে না ওরা।'

'আরে বোকা, একবার এখান থেকে সব সোনা চুরি করতে পারলে আর মরুভূমিতে থাকব নাকি আমরা! অন্য কোথাও গিয়ে রাজার হালে বাস করব!'

'সোনা?'

'ফারাও একগাদা সোনা ছাড়া কোথাও যায় নাকি?'

'তুমি কীভাবে জানো?'

'স্বপ্নে দেখেছি।'

দলের সবাই চোখ বড় বড় করে ভারগজের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমাদেরকে সে কথা বিশ্বাস করতে বলো?'

'আমার স্বপ্নকে বিশ্বাস করতে না পারলে, আমার কথাকে বিশ্বাস করো।'

'স্বপ্নের জন্য আমাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে বলছ!' বলল দস্যু।

হাতের কুঠার দিকে দস্যুটার মাথায় আঘাত করল ভারগজ, এক আঘাতেই কেটে ফেলল ঘাড়ের অর্ধেকটা।

'আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

অবশিষ্ট একশ ঊনপঞ্চাশ জন ফারাও-এর তাঁবুর দিকে চুপিসারে এগিয়ে গেল।

ওফির স্বপ্নে ওকে যে আদেশ দিয়েছে, ভারগজের তা পালন করতে হবে– হাত-পা কেটে পঙ্গু করে দিতে হবে ফারাওকে।

একুশ

মিশরীয় প্রহরীদের কেউ কেউ ঝিমাচ্ছে। বাকিরা বিভোর তাদের বাড়ি ও পরিবারের চিন্তায়। কেবল একজন, অদ্ভুত অবয়বটাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। কিন্তু চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেয়ার আগে ভারগোজ তাকে কাবু করে ফেলে। দস্যু দল আবারও মেনে নিতে বাধ্য হয় যে তাদের দলনেতা সঠিক। রাজতাঁবুর দিকে এগোতে আর কোনও বাঁধা নেই।

রামেসিস সত্যিই তার সাথে কোনও সম্পদ বহন করছেন কিনা এ বিষয়ে ভারগোজ নিশ্চিতভাবে জানতো না। ওর সঙ্গীরা হয়তো বুঝতে পারবে যে সে তাদের ধোঁকা দিয়েছে। তবে সে বিষয়ে ও চিন্তিত নয়, মাথার ভেতর শুধু ওফির ঘুরপাক খাচ্ছে। জাদুকরের চেহারা, তার কণ্ঠস্বর থেকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে ওকে।

রাজতাঁবুর পাশে শায়িত কর্মচারীকে তলোয়ার বের করার সময় পর্যন্ত দিল না সে। বেপরয়াভাবে আক্রমণ করে বসল, মাথার আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কর্মচারী।

রাস্তা একদম পরিষ্কার।

ফারাও দেবতাস্বরূপ হতে পারেন। তবে ঘুমের মাঝে অতর্কিত আক্রমণ করলে, তারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই।

কুড়ালের আঘাতে তাঁবুর একপাশ ফেড়ে ফেলল ভারগোজ। আকস্মিক ঘুম ভেঙে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে যান রামেসিস। ভারগোজ তার অস্ত্র উচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামেসিসের উপর।

হঠাৎ আক্রমণকারীর উপর অসম্ভব ভারী কিছু একটা চেপে বসল। প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওর শিরদাড়া জুড়ে।

মাথাটা পাকা তরমুজের মত ফেটে যাওয়ার ঠিক এক মুহূর্ত আগে সে পেছন ফিরে এক বিশাল সিংহকে দেখতে পেল। ওর মাথাটা মুখের ভেতর নিয়েই চোয়াল বন্ধ করল হিংস্র পশুটা।

ভারগোজের ঠিক পিছনে থাকা দস্যুর আর্তচিৎকারে সবাই সতর্ক হয়ে পড়ল। দলনেতাকে ছাড়া তারা আক্রমণে যাবে, না পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাবে বুঝে উঠতে পারছিল না কেউ। দোটানায় ভুগে তারা প্রহরীদের তীরে আত্মাহুতি দিল। যোদ্ধা একাই তাদের পাঁচজনকে নিকেশ করে দিয়েছে। পরিস্থিতি তীরন্দাজদের নিয়ন্ত্রণে দেখে সে তার প্রভু রামেসিসের বিছানার পিছনে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসল।

রাগে ফুঁসতে থাকা মিশরীয় প্রহরীরা দস্যু দলের উপর নির্মম প্রতিশোধ নিল।

আহত একজন প্রাণভিক্ষা চাইল রাজার কাছে।

'আমি একজন ইহুদি, মহামান্য।'

তার পেটে দুটো তীর বিঁধে ছিল। মৃত্যুর দুয়ারে কড়া নাড়ছে সে।

'তুমি কি মিশরীয় ইহুদি?'

কাতর স্বরে বলে উঠল সে, 'ব্যথায় মরে যাচ্ছি!'

'কথা বললে আমরা তোমাকে সাহায্য করবো।'

'না, মিশরে নয়। আমি সারাজীবন এখানেই ছিলাম।'

'তোমার গোত্র কি কখনও মোজেস নামে কাউকে আশ্রয় দিয়েছিল?'

'না।'

'আমাদের উপর হামলা করেছ কেন তোমরা?'

ইহুদি লোকটা অবোধ্য স্বরে কিছু বলার চেষ্টা করল। তারপর চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল ওর মুখ।

আহসা দৌড়ে রামেসিসের কাছে এসে বলল, 'আপনি এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন দেখছি!'

'যোদ্ধা আমার দেখভাল করে কিনা!'

'এই দস্যুরা কারা?'

'যাযাবর, বেদুইন, আর অন্তত একজন ইহুদি!'

'আত্মঘাতী হামলা করেছে তারা।'

'উন্মাদের কাজ। নিশ্চয়ই ওদের মগজধোলাই করা হয়েছে।'

'হিট্টিদের কাজ?'

'সম্ভবত।'

'আপনি কি আর কারো কথা ভাবছেন?'

'আড়ালে অন্তরালে অসংখ্য শয়তান লুকিয়ে আছে।'

'আমি আজ রাতে ঘুমোতে পারিনি।' আহসা বলে উঠল।

'কী নিয়ে চিন্তিত তুমি?'

'হিট্টিদের প্রতিক্রিয়াহীনতা আমাকে ভাবাচ্ছে। ওরা বেশিদিন চুপচাপ থাকবে না।'

'তুমি কি এখন আমাকে কাদেশে হামলার না করার জন্য দোষারোপ করছো?'

'আমাদের আসলে নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যগুলোর নিরাপত্তা বিধানকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত।'

'সেটাই হবে তোমার পরবর্তী দায়িত্ব, আহসা।'

আহমেনি সতর্কতার সাথে এক টুকরো কাঠকে ঘষামাজা করে লেখার কাজে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে। তার কর্মীরা ভালভাবেই জানে, রাজার এই একান্ত সচিব অপচয় পছন্দ করে না। জিনিসপত্রের যত্নআত্তির ব্যাপারে তার সুনাম আছে।

নিজ রাজ্যগুলোতে রামেসিসের বিজয় আর বন্যার পানির নিয়ন্ত্রিত সীমার কারণে শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। পাই-রামেসিস বিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। নৌকায় করে শহরের সবার জন্য বিস্তর খাবার ও পানীয় আনা হয়েছে। ধনী, গরীব সবাইকে জানানো হয়েছে আমন্ত্রণ।

জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষেত খামারি করতে না পারা প্রজারা হয় বিশ্রাম নিচ্ছিল, নাহয় নৌকা বেয়ে তাদের কাছে-দূরের আত্মীয়স্বজনদের দেখতে গিয়েছিল। নীল নদ পরিণত হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বলিত এক সমুদ্রে। আর এই অকূল পাথারের মধ্যমণি হয়ে আছে রামেসিসের রাজধানী।

তবুও আহমেনির মনে অশান্তি। যদি কোনও নিরপরাধ ব্যক্তিকে সে হাজতবাসে পাঠিয়ে থাকে, তা-ও এমন কাউকে যে কিনা রামেসিসের বিশ্বস্ত রক্ষাকারীদের একজন ছিল, তাহলে ওসাইরিসের সামনে দাঁড়াবার সময় এ অবিচার তার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেরামানা প্রতিনিয়ত নিজেকে নির্দোষ দাবি করে যাচ্ছে।

বাদীর প্রধান সাক্ষী লিলিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা তার সচিবালয়ে এসে হাজির হলেন। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে তখন।

'নতুন কিছু জানতে পারলে?'

গোয়েন্দা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, 'জ্বি জনাব।'

আহমেনি কিছুটা নির্ভার অনুভব করল। শেষপর্যন্ত সাফল্যের দেখা মিলেছে!

'লিলিয়া?'

'আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।'

'ওকে সাথে করে নিয়ে আসনি কেন?'

'কারণ সে বেঁচে নেই।'

'কীভাবে মারা গেল? দুর্ঘটনায়?'

'ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকের ভাষ্যমতে, খুন হয়েছে মেয়েটা। গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে ওকে।'

'খুন... তাহলে কেউ একজন নিশ্চয়ই ওর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? সে মিথ্যা বলেছিল তাই? নাকী সে বেশি জেনে ফেলেছিল সে কারণে?'

'মহাশয়, যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলছি, এতে করে কিন্তু সেরামানার উপর আনীত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে।'

আহমেনির মুখ সচরাচর থেকে আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'ওকে আটকে রাখার পেছনে আমার উপযুক্ত কারণ ছিল।'

'তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই।' গোয়েন্দা সম্মত হলেন।

'অবশ্যই আছে! ধরো সেরামানাকে অভিযুক্ত করার জন্য লিলিয়াকে টাকা খাওয়ানো হয়, কিন্তু সে আদালতে হাজিরা দিয়ে মা'তের আইনকে অমান্য করে, শপথ নিয়ে মিথ্যা বলতে ভয় পেয়েছিল। যে তাকে ভাড়া করেছিল, সে তার মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। প্রমাণ আমাদের হাতে আছে ঠিক, কিন্তু ধরো ওই লিপিগুলো নকল। তাহলে? আমাদের মামলা যতটা পোক্ত বলে মনে হচ্ছে ততটা কিন্তু নয়।'

'সেরামানার হাতের লেখার নমুনা পাওয়া বেশ সহজই হওয়ার কথা।' স্বীকার করলেন গোয়েন্দা। 'সে প্রতি সপ্তাহে রাজকীয় দেহরক্ষী ব্যারাকে নতুন নতুন আদেশগুলো লিখতো।'

'তোমার কি মনে হয় না সেরামানাকে ফাঁসানো হয়েছে?'

গোয়েন্দা মাথা নাড়লেন।

আহমেনি বলল, 'আহসা ফেরামাত্রই আমি সেরামানাকে নির্দোষ ঘোষণা করতে পারবো। তোমার কাছে কোনও সূত্র আছে?'

'ঘটনাস্থলে কোনও জোরাজুরির চিহ্ন ছিল না। লিলিয়া সম্ভবত ওর হামলাকারীকে চিনতো।'

'তুমি ওকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলে?'

'মালগুদামের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে।'

'ওই বাড়ির মালিক কে?'

'বাড়িটা খালি পড়ে ছিল। প্রতিবেশীরাও কেউ কিছু বলতে পারেনি।'

'খাজনার তালিকা থেকে আমি সম্ভবত মালিককে খুঁজে বের করতে পারবো। প্রতিবেশীদের চোখে কি সন্দেহজনক কিছু পড়েনি?'

'এক কানা বুড়ির দাবি সে মাঝরাতে এক লোককে ওই বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। লোকটা খাটো-এ তথ্য ছাড়া সে তার আর কোনও বিবরণ দিতে পারেনি।'

'লিলিয়ার পুরুষ সঙ্গীদের তালিকা কি আমাদের হাতে আছে?'

'তা পাওয়ার সম্ভবত কোনও সুযোগ নেই। সেরামানা-ই সম্ভবত ওর জালে আটকা পড়া প্রথম রাঘব বোয়াল।'

নেফারতারি দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করছেন। চোখ বন্ধ করে অনুভব করলেন তিনি, রামেসিসের ফেরার ক্ষণ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তার অনুপস্থিতি যেন নির্যাতনের সামিল।

সেবাদাসীরা পবিত্র ছাই ও ন্যাট্রন দিয়ে তার গা আস্তে আস্তে ঘষে দিচ্ছিল। শেষ

আরেকবার অবগাহনের পর রাণি উষ্ণ বেদিতে শুয়ে পড়লেন। এক অঙ্গমর্দিকা তার্পিন, তেল এবং লেবুর নির্যাসযুক্ত তরল মাখিয়ে দিলেন, যাতে তার দেহ থেকে দিনভর সুবাস আসে।

স্বপ্নাতুর চোখে, নেফারতারি সৌন্দর্য বিশারদদের তার হাতের ও পায়ের যত্ন নিতে দেখলেন। তার চোখে পরিয়ে দেয়া হলো হালকা সবুজ প্রলেপ, যা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিরক্ষাও যোগাবে। রামেসিস শীঘ্রই ফিরে আসবেন, তাই রাণির চমৎকার কেশরাজিতে দুর্লভ ধুপের সুগন্ধিযুক্ত তেল লাগানো হলো। তারপর তার সামনে ধরা হলো কাঁসার আয়না। আয়নার হাতলটা নগ্ন এক নারীর প্রতিমূর্তি, হাথরের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের পার্থিব সংস্করণ।

বাকি ছিল কেবল তার মনুষ্যচুলের পরচুলা। জিনিসটা পেছনদিকে কোঁকড়ানো, আর সামনে দুভাগ হয়ে তার বুকের উপর পর্যন্ত নেমে আসে। নেফারতারি সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে পুনরায় আয়নার দিকে তাকালেন।

'যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা কথা বলি,' মৃদুস্বরে বলল কেশবিন্যাশকারী, 'আপনাকে-এর আগে কখনও এতোটা সুন্দর লাগেনি।'

সেবাদাসীরা তাকে প্রাসাদের তাঁতে সদ্য বোনা একটি অনিন্দ্যসুন্দর পোশাক পরিয়ে দিল।

নেফারতারি বসতে না বসতেই, হলুদ রঙের ছোট-খাটো, শক্ত-সমর্থ, বাঁকানো লেজবিশিষ্ট আর ছোট কালো মুখমন্ডলের একটা কুকুর বাগান থেকে ছুটে এসে রাণির পোশাকে কাঁদা ছিটিয়ে দিল। ভীতসন্ত্রস্ত এক দাসী কুকুরটাকে তাড়া করতে যেতেই নেফারতারি আদেশ দিলেন, 'ওকে ধরো না। ও রামেসিসের কুকুর, প্রহরী। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে আমাকে।'

মখমলের মত গোলাপী জিহবা দিয়ে চেটে সে রাণির প্রসাধন নষ্ট করে দিল। প্রহরীর বিশ্বস্ত চোখে রাণি অব্যক্ত খুশির ছটা দেখতে পেলেন।

'রামেসিস আগামীকাল আসছেন, ঠিক কি না?'

প্রহরী রাণির জামায় পা তুলে প্রাণপণে লেজ নাড়তে লাগল।

বাইশ

সীমান্তবর্তী দুর্গগুলো থেকে প্রহরীরা খবর পাঠিয়েছে–রামেসিস আসছেন!

পাই-রামেসিস জুড়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনা বিরাজ করছে। মন্দিরের আশেপাশের এলাকা থেকে শুরু করে বন্দর পর্যন্ত, সরকারি কর্মকর্তাদের বাগানবাড়ি থেকে সাধারণ জনগণের বাসাবাড়ি, প্রাসাদ থেকে গুদামঘর, সর্বত্র সবাই রাজার বহুল প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

প্রধান খানসামা রোমাই তার ক্রমবর্ধমান টাক ঢাকতে মাথায় ছোটখাটো একটা পরচুলা লাগিয়ে নিয়েছে। টানা আটচল্লিশ ঘন্টা নির্ঘুম কাটিয়ে তার মেজাজ চড়ে আছে। অধীনস্তরা ঢিমেতালে কাজ করে যাচ্ছে। কেবল রাজকীয় টেবিলের জন্যই দরকার শখানেক গরুর মাংসের কাবাব, কয়েক ডজন ভাজা রাজহাঁস, দুইশ ঝুড়ি রুটি ও শুকনো মাছ, পঞ্চাশ গামলা ননী আর একশ থালা লবণাক্ত মাছ। অন্যান্য ছোটখাটো পদের নাহয় বাদই দেয়া যাক। আজকের সুরা হতে হবে সব থেকে সেরা, আর যবের পানীয় বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের জন্যই প্রস্তুত করা হচ্ছিল। শহরজুড়ে হাজারখানেক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে, যাতে এই দিনে প্রজারাও রাজার মহিমা ও মিশরের সৌভাগ্যের অংশীদার হতে পারে। সামান্য কোনও ভুলত্রুটি হলে আঙ্গুল উঠবে রোমাই-এর দিকেই।

নতুন চালানের বিবরণ সম্বলিত পর্চাটা সে পুনরায় পড়লো-ঘানিভাঙা সেরা আটা দিয়ে বানানো সুন্দর করে কাটা এক হাজার টুকরো রুটি, দুহাজার মচমচে সোনালী রোল, মধুতে ডুবানো বিশ হাজার টুকরো মিষ্টান্ন, তিন হাজার বায়ান্ন বস্তা আঙুর আর একশ বারো বাক্স ডালিম ও ডুমুর।

'তিনি চলে এসেছেন!' বিস্মিত স্বরে বলে উঠল সাকী।

রান্নাঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে এক চাকর বলে উঠল, 'এতো জলদি! হতে পারে না!'

'হ্যাঁ, তিনিই এসেছেন।'

চাকর লাফিয়ে ছাদ থেকে নামল। সাকীকে নিয়ে রাজধানীর প্রধান ফটকের দিকে ছুট লাগাল সে।

চেঁচিয়ে উঠল রোমাই, 'এই, এখানেই থাকো!'

এক মুহূর্তে প্রাসাদের রান্নাঘর, গুদামঘর সব ফাঁকা হয়ে যায়। রোমাই একটা তিনপায়া মোড়ার উপর ধপ করে বসে পড়ল।

আঙুরগুলোকে শৈল্পিকভাবে সাজানোর জন্য কেউ নেই!

তিনি আবির্ভূত হলেন।

তাকে তুলনা করা হয় সূর্যের সাথে, শক্তিশালী ষাঁড়ের সাথে, তিনি মিশরের রক্ষাকর্তা, দূর দেশের অধিগ্রহণকারী, বিজেতাদের বিজেতা, সূর্যপুত্র।

তিনি রামেসিস।

তার মাথায় স্বর্ণের তাজ, পরনে রুপার বর্ম এবং স্বর্ণখচিত আলখেল্লা, তার বাম হাতে একটি তীর আর ডান হাতে তলোয়ার। লিলি ফুলে আচ্ছাদিত ঘোড়ার গাড়িটি চালাচ্ছিলেন আহসা, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রামেসিস। যোদ্ধা, রামেসিসের পরাক্রমশালী সিংহ, তার ঘোড়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে।

রামেসিস, সৌন্দর্য ও শক্তির এক অনন্য মিশেল। প্রকৃত এক ফারাও-এর প্রতিমূর্তি তিনি।

জনগণ আমনের মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রার দুই পাশে ভিড় জমিয়েছে। সুবাসিত ফুলে ছাওয়া পথে শিল্পীরা স্তুতি গেয়ে তাদের রাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। "রাজার দর্শনে আমাদের হৃদয় পুলকিত," গেয়ে উঠল তারা। লোকজন এক নজর তাঁকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে।

পবিত্র সে স্থানের সীমানায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজার স্ত্রী, মিশরের আলো, সুকণ্ঠী, দুই ভূখণ্ডের নারী-নেফারতারি। তার মাথায় দুই-পক্ষ বিশিষ্ট মুকুট, গলায় লাপিস লাজুলির লকেট সমৃদ্ধ স্বর্ণের বন্ধনী যাতে পুনর্জন্মের রহস্য খোদাই করা। তার এক হাতে ধরা আইনের দেবী মা'তের-প্রতীক, আরেক হাত লম্বা একটি লাঠি।

রামেসিস রথ থেকে নেমে দাঁড়াতেই সবাই চুপ হয়ে গেল।

রাজা ধীরে ধীরে রাণির দিকে এগিয়ে দশ কদম আগে থমকে দাঁড়ালেন। তীর-তলোয়ার ফেলে ডান হাত মুঠি পাকিয়ে হৃদয়ের উপর রাখলেন।

'কে তুমি?' প্রথাগতভাবে প্রশ্ন করা হলো, 'কার এতো সাহস যে মা'তের ধ্যান ভঙ্গ করে?'

'আমি সূর্যের পুত্র, দেবতাদের বংশধর। আমিই সে যে যেকোনও কিছুর বিনিময়েই হোক, সমাজে ন্যায়বিচার এবং দুর্বল ও সবলের মধ্যে সাম্যের বিধান করেছে। আমিই সে, যে মিশরকে ভিতর ও বাইরের শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত রেখেছে।'

'তুমি কি মা'তের শাসনাধীন এলাকা থেকে দূরে থাকাকালে তার বিধান মেনে চলেছ?'

'অবশ্যই। আমি আমার কর্মের খতিয়ান তার সামনে পেশ করছি। আমার বিচারের দায়ভার তার। আমার দেশ গড়েই উঠেছে সত্যের উপর ভিত্তি করে।'

'আশা করি দেবী তোমার সততার মূল্যায়ন করবেন।'

নেফারতারি স্বর্ণদণ্ডটি উচিয়ে ধরলেন, সূর্যের আলোয় তা ঝিকমিকিয়ে উঠল। জনগণ উৎফুল্লস্বরে জয়ধ্বনি করল। এমনকি শানার-ও তার ভাই–এর নাম বিড়বিড় না করে পারল না।

আমনের উন্মুক্ত উদ্যানে কেবল পাই-রামেসিসের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সবাই অধীর আগ্রহে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। বীরত্বের জন্য স্বর্ণপদক দেয়া হবে। ফারাও কাকে পুরস্কৃত করবেন? অনেকের নামই আলোচনায় ছিল। কাউকে কাউকে নিয়ে বাজিও ধরা হয়েছে।

রাজা-রাণী জানালায় দর্শন দিলে আমন্ত্রিত অতিথিদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। সামনের সারীতে থাকা সেনাপতিরা একে অন্যের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। দুজন পাখাবাহক রাজা রাণিকে বাতাস করছে। কারো ধারণাই নেই, কী হতে যাচ্ছে।

'প্রথমেই আমি সম্মানিত করতে চাই আমার সামরিক বাহিনীর সব থেকে সাহসী সদস্যকে,' রামেসিস ঘোষণা করলেন। 'সে সবসময়ই তার ফারাও-এর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। সামনে এগিয়ে এস, যোদ্ধা।'

সবাই ভয়ে রাস্তা থেকে সরে সিংহের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। লাফিয়ে জানালার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল যোদ্ধা। রামেসিস ঝুঁকে তার গলায় একটি স্বর্ণের চেইন পরিয়ে দিয়ে মাথা চাপড়ে দিলেন। রাজ্যসভার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে বরণ করে নিলেন ওকে।

স্ফিংক্সের মতো সদর্পে নেমে গেল যোদ্ধা।

রাজা পাখাবাহকদের কানে আরও দুটো নাম ফিস্ ফিস্ করে উচ্চারণ করেন। সাবধানে সিংহের পাশ ঘেঁষে সেনাপতি আর পদপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সারী পেরিয়ে শ্রমজীবীদের সারীতে যেয়ে দাঁড়াল ওরা। সেটাউ এবং লোটাসকে বলল তাদের অনুসরণ করতে। সাপুড়ে প্রতিবাদ জানালেও তার স্ত্রী তাকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল।

উজ্জ্বল নুবিয়ান সুন্দরীর রূপের ছটায় সবাই তাক লেগে গেল, অন্যদিকে কৃষ্ণসারের চামড়ার পোশাক পরিহিত সেটাউ কারও মনে ছাপ ফেলতে পারেনি।

'আমি এখন সম্মানিত করতে চাই তাদের, যারা আহতদের সেবা করেছে এবং অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে,' বললেন রামেসিস। 'এই দুজনের প্রচেষ্টায়, আমার সাহসী সৈনিকেরা জীবন বাঁচিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছে।'

রাজা আবারও সামনে ঝুঁকে তার বন্ধুদের হাতে কতগুলো স্বর্ণের বালা পরিয়ে দিলেন। লোটাস আনন্দে উদ্বেলিত হলেও তার স্বামী বিড়বিড় করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

'আমি সেটাউ ও লোটাসের হাতে প্রাসাদের বিজ্ঞানাগারের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি', রামেসিস আরও যোগ করলেন। 'তাদের কাজ হবে সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরি করা তা সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া।'

'এর চেয়ে মরুভূমিতে ভালো থাকতাম,' গজগজ করতে করতে বলল সাপুড়ে।

নেফারতারি জানতে চাইলেন, 'আমাদের ঘনঘন দেখতে হবে বলেই কি তোমার মন খারাপ?'

রাণির হাসিতে বিগলিত হয়ে সে বলতে গেল, 'মহারাণি...'

'সেটাউ, প্রাসাদে তোমার উপস্থিতি এই রাজসভাকে সম্মানিত করবে।'

সেটাউ লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য, রাণি সাহেবা।'

বিহ্বল সেনাপতিরা কোনও ধরণের সমালোচনা থেকে নিজেদের বিরত রাখলেন। তাদের প্রত্যেকেই কখনও না কখনও পাচন, শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনও সমস্যার জন্য সেটাউ বা তার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়েছেন। এই যুগল যুদ্ধ চলাকালে সঠিকভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। অতিমাত্রায় পুরস্কৃত করা হলেও, সেটা আসলে তাদের প্রাপ্যই ছিল।

সেনাপতিদের মধ্যে কাকে মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেয়া হবে তা জানা তখনও বাকি। সেনাপ্রধান সরাসরি রামেসিসের কাছে জবাবদিহিতা করবে। এ সিদ্ধান্তের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কারণ এতে রাজার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটবে। জ্যৈষ্ঠ কাউকে নির্বাচিত করা মানে যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে সরে আসা, আর অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানকে নির্বাচিত করা মানে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। দুই পাখাবাহক আহসার দিকে এগিয়ে গেল। সুদর্শন, সুন্দর পোশাক পরিহিত, সপ্রতিভ ,তরুণ কুটনীতিক শ্রদ্ধার সাথে রাজযুগলের দিকে তাকালেন।

'আমি তোমাকে সম্মানিত করছি আমার সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু," ঘোষণা করলেন রামেসিস,' কারণ তোমার পরামর্শ ছিল অমূল্য। তুমিও সব সময় বিপদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলে। তুমি পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার পরিকল্পনা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছিলে। আমাদের দেশে আবারও শান্তি এসেছে তবে তা ক্ষণস্থায়ী। আমরা প্রতিপক্ষকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে পরাভূত করেছি, কিন্তু প্রকৃত দুষ্কৃতিকারী হিট্টিদের মোকাবেলা করা এখনও বাকি আছে। হ্যাঁ, আমরা কানানে আমাদের দুর্গ পুনরায় সুসংগঠিত করেছি এবং সংকটাপন্ন আমুরু রাজ্যে সৈন্যদল রেখে এসেছি। তবুও আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়াতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও সুসংহত করতে হবে। আর এ কাজের দায়িত্ব আমি দিচ্ছি আহসাকে। মিশরের নিরাপত্তার দায়ভার এখন মূলত তার।'

আহসা মাথা নত করল। রামেসিস তার গলায় তিনটি স্বর্ণের বন্ধনী পরিয়ে দিলেন। তরুণ কুটনীতিক রাষ্ট্রের প্রবীণ কুটনীতিকের সম্মান পেল।

সেনাপতিদের মন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ এক কুটনীতিকের হাতে এত বিশাল দায়িত্ব তুলে দেয়া ঠিক হয়নি।

রাজা বড় ধরণের ভুল করলেন। সামরিক বাহিনীর উপর তার আস্থার অভাব ক্ষমার অযোগ্য। শানার অর্থ মন্ত্রণালয়ে তার ডান হাতকে হারালেও, সে আরও ক্ষমতাবান এক সঙ্গীকে পেতে যাচ্ছে। নিজের বন্ধুকে এই পদে বসানোই হবে রামেসিসের সর্বনাশের কারণ। শানারের জন্য এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল আহসার সাথে তার দৃষ্টি বিনিময়।

রামেসিসের একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বাকি ছিল। তিনি যোদ্ধা ও প্রহরীকে সাথে নিয়ে রথে করে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। পুরনো খেলার সাথীরা একসাথে হতে পেরে খুবই আনন্দে ছিল। হোমারকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। লেবু গাছের আড়ালে তিনি গর্ত খুঁড়ে খেজুর রাখছিলেন। আর তার মাংসাশি সাদা-কালো বিড়াল হেক্টর বিতৃষ্ণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'দুঃখিত মহামান্য, আমি অনুষ্ঠানে আসতে পারিনি। বুড়ো হাড়ে আজকাল জোর পাই না। আপনাকে সুস্থ-সবল দেখে আমি খুবই আনন্দিত।'

'আমি আমার নাম লেখা সেই তাড়ির সন্ধানে এসেছি।'

সন্ধ্যার নীরবতায় বসে দুজনে মিলে হোমারের সেই মনোরম পানীয়ে চুমুক দিলেন।

'আপনি জানেন না, হোমার, আমার জন্য এ আনন্দ কতটা বিরল। মুহূর্তের জন্য মনে হয় যে আমিও কোনও সাধারণ মানুষ, কোনও কিছু তোয়াক্কা করা ছাড়াই চুপচাপ আমার পানীয় উপভোগ করছি। আপনার ইলিয়াড লেখা কেমন চলছে?'

'আমার স্মৃতির মতোই এটিও খুনখারাবি, লাশ, হারানো বন্ধুত্ব আর কলহরত দেবতার কাহিনীতে আকীর্ণ। মানবজীবন আসলে মূর্খতায় পরিপূর্ণ।'

'আমার জনগণ যে যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিল শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। আমার রাজ্যগুলো পুনরায় আমাদের দখলে চল এসেছে। আমি হিট্টিদের সাথে একটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তিতে যাওয়ার আশা করছি।'

'আপনার মত একজন তরুণ-উদ্যমী শাসকের মুখ থেকে বেশ জ্ঞানী বুলি বলতে হচ্ছে! আপনি কি প্রায়ামের রাজনৈতিক দক্ষতার সাথে অ্যাকিলিসের শৌর্যবীর্যের সম্মিলন ঘটাতে পারবেন?'

'আমি নিশ্চিত যে হিট্টিরা আমার বিজয়ে ক্ষুব্ধ। এই শান্তিচুক্তি কৌশলগত। পৃথিবীর ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে কাদেশে।'

'এমন চমৎকার সন্ধ্যা কেন এমন এক ভবিষ্যতের আশ্বাস দিচ্ছে? দেবতারা বড়ই নিষ্ঠুর।'

'আপনি কি আজ রাতের ভোজসভায় আমার অতিথি হবেন?'

'যদি আপনি আমাকে দ্রুত বাড়িতে ফেরত পাঠান, কেবল মাত্র তবেই। এই বয়সে ঘুমই সর্বরোগের মহৌষধ।'

'আচ্ছা, আপনি কি কখনও যুদ্ধবিহীন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন?'

'ইলিয়াড লেখার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, যুদ্ধের প্রকৃত চিত্রকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমি দেখাতে চাই, মানুষের প্রতিহিংসাপরায়ণতা কীভাবে ধ্বংস ডেকে আনে। কিন্তু সেনাপতিরা কি আর কবির কথায় কান দেবে?'

তেইশ

রাজমাতা টুইয়ার আয়ত চোখজোড়ায় কঠোর দৃষ্টি ফুটে থাকে সবসময়। রামেসিসকে দেখতে পেয়ে সে দৃষ্টি শিথিল হলো। তার পরণে আজ পরিমিত ছাটের লিনেন গাউন, ডোরাকাটা স্যাশের সাথে যত্ন করে বাঁধা। পায়ের গোড়ালি অবধি নেমে গিয়েছে পোশাক। ফারাও-এর দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন তিনি।

'তোমার শরীরে একটা আঁচড়ও পড়েনি, সত্যিই?'

'আপনি কি মনে করেন, আমার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন থাকলে তা আপনার চোখ এড়িয়ে যেত? আপনাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে, মা।'

'আমার কপালে আর ঘাড়ে যে বলিরেখা পড়েছে, তা কোনওভাবেই লুকিয়ে রাখা যাবে না। যতো প্রসাধনই ব্যবহার করা হোক না কেন।'

'বয়সের তুলনায় আপনি যথেষ্ট তরুণ।'

'সেটি'র পরাক্রমের জোরেই বোধহয় আমি আজও বলীয়ান। তবে তারুণ্য এখন শুধুমাত্র এক মধুর স্মৃতি, দূরদেশে পাড়ি জমিয়েও যার আত্মা আমার কাছে গচ্ছিত। বাদ দাও ওসব, অতীত হাতড়ে লাভ কী? আজ রাতের আনন্দোৎসব নিয়ে বরং কথা বলা যাক। তোমার ভোজসভায় আসছি আমি, নিশ্চিত থেকো।'

মা'কে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন ফারাও। 'আপনি মিশরের আত্মা, প্রকৃত পুরজন।'

'না, রামেসিস, আমাকে তুমি এই রাজ্যের নীতিবোধের স্বরূপ বলতে পার। এক অতীত ইতিহাস, যাকে তুমি শ্রদ্ধা করবে। মিশরের আত্মা হচ্ছ তুমি আর নেফারতারি,' টুইয়া মৃদু হাসলেন। 'আরেকটা কথা, বাছা, তুমি কি দীর্ঘমেয়াদি কোনও শান্তিচুক্তি করেছ?'

'শান্তিচুক্তি হয়েছে; তবে দীর্ঘমেয়াদি নয়। আমুরু সহ অন্যান্য জায়গায় আমাদের কর্তৃপক্ষের প্রাদেশিক শাসনক্ষমতার প্রতি আমি পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। তবে হিট্টিদের প্রতিক্রিয়া খুব ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে।'

'তুমি তো কাদেশে আক্রমণ চালাতে চেয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আহসা আমাকে নিরুৎসাহিত করেছে।'

'ঠিক করেছে। এই একটা যুদ্ধ, যা তোমার বাবাও কখনও লড়তে চাননি। তিনি জানতেন, আমাদের ক্ষতির পাল্লা অনেক ভারী হয়ে যাবে তাতে।'

'কিন্তু, এখন সময় বদলেছে, মা। কাদেশ এখন আমাদের জন্য এমন এক হুমকি, যা সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল আকার ধারণ করবে।'

'অতিথিরা অপেক্ষা করছেন, রামেসিস।'

রামেসিস, নেফারতারি আর টুইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজকের জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভা। রোমাই-এর দম ফেলার মতো সময় নেই। একবার হল থেকে রান্নাঘর, আবার রান্নাঘর থেকে হল-বারবার ছুটতে হচ্ছে তাকে। প্রত্যেকটা খাবারের তদারকি করা, সস চেখে দেখা, সবরকম মদের স্বাদ পরীক্ষা করা; কতো কাজ!

আহসা, সেটাউ আর লোটাস বড় টেবিলটায় বসেছেন। তরুণ কূটনীতিবিদের চটকদার আলাপচারিতায় দুই খিটখিটে সেনাপতির মুখেও হাসি ফুটেছে। অতিথিদের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে বেশ খুশী লোটাস। তবে সেটাউ-এর মনোযোগ শ্বেতস্ফটিকের থালার ওপর নিবদ্ধ। একের পর এক সুস্বাদু খাবার দেখে নিজেকে সামলাতে পারছে না সে। আজকের এ বিশেষ আয়োজনে অভিজাত আর সাধারনের মাঝে কোনও ভেদাভেদ নেই। যুদ্ধবিগ্রহের দুশ্চিন্তা ভুলে শান্তির জোয়ারে গা ভাসিয়েছে সবাই।

অবশেষে নেফারতারিকে একান্তে নিজের কাছে পেলেন রামেসিস। তাদের শয়নকক্ষ আজ হরেক রকম ফুলের তোড়ায় সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে জুঁই আর দোলনচাঁপা'র গন্ধে মৌ মৌ করছে চারদিক।

'রাজা হবার অর্থ কী এই? নিজের প্রেয়সীকে কাছে পাবার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে ডুব মারতে হয়, তাও আবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য!'

'কতদিন দেখিনি তোমায়... কতো দীর্ঘ সময়!'

বিশাল এক পালঙ্কে পাশাপাশি শুয়ে আছেন তারা, কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে, হাতে হাত রেখে, নিজেদের সঙ্গ উপভোগ করছেন।

'কী অদ্ভুত,' রাণি বললেন। 'তোমাকে ছেড়ে থাকাটা খুব কষ্টের। আমার মনের ভেতর শুধু তুমি-ই তুমি। প্রতিদিন ভোরে যখন আমি অর্চণা দিতে যেতাম, দেয়ালের ভেতর যেন তোমার মুখচ্ছবি ফুটে উঠত।'

'আমার ক্ষেত্রেও তাই। যুদ্ধের সেই ভয়াবহ সময়গুলোতেও, তুমি যেন সবসময় আমার পাশে ছিলে। ঠিক যেন আইসিসের ডানার বাতাসের মতো, যা ওসাইরিসকেআবার বাঁচিয়ে তুলেছিল।'

'আমরা চিরকাল একে অন্যের পাশে থাকব। এমন কোনও শক্তি নেই, যা আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।'

'সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ আছে?'

'তা নেই। তবে একটা কথা, মাঝে মাঝে আমি কেমন যেন এক শীতল ছায়ার অস্তিত্ব অনুভব করি... খুব কাছ থেকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে আমায়, মিলিয়ে যায়,আবারও আসে, তারপর ঝাপসা হয়ে যায়।'

'সত্যিই এমন কিছু থাকলে, আমি তার অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেব। ওসব বাদ দাও এখন, তোমার চোখের গভীরতায় ডুবে যেতে দাও আমায়। হারিয়ে যেতে দাও প্রেমের সাগরে।'

রামেসিস একপাশে কাত হয়ে নেফারতারিকে আলিঙ্গন করলেন, খুলে দিলেন চুলের বাঁধন। রাণির কাঁধ থেকে খসে পড়ল গাউনের ফিতে। ধীরে ধীরে বিবস্ত্র হলেন তিনি, এতো ধীরে যে তার শরীর কাঁপতে লাগল।

'শীত করছে, প্রিয়তমা?'

'না। তুমি এখনও অনেকটা দূরে..

রাণিকে আরও কাছে টেনে নিলেন রামেসিস, পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিলেন সারা শরীরে। কামনার গভীর সমুদ্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল দু'জনের দেহ।

ভোর ছ'টায় উঠে গোসল আর ন্যাট্রন দিয়ে দাঁত মাজার কাজটা সেরে নিল আহমেনি। এরপর পা বাড়াল তার কার্যালয়ের দিকে। পৌঁছাবার পর নাস্তার জন্য বার্লির পরিজ, দই, পনির আর ডুমুর আনতে বলল। খুব দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে একটা স্ক্রলের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, এমন সময় টালির মেঝেতে চামড়ার পাদুকার খসখস আওয়াজ শোনা গেল। আহমেনি বেশ অবাক হলো, ওর কর্মচারীদের তো এতো সকালে আসার কথা নয়! কে এসেছে দেখার জন্য উঠতে যেতেই দরজা খুলে গেল।

'রামেসিস?'

'কাল রাতের ভোজসভায় আসনি কেন?'

'একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন! কাজের চোটে দম ফেলার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছি না। তাছাড়া আপনি তো জানেনই, মানুষ হিসেবে আমি অসামাজিক। তারপর... এতো সকাল সকাল কী মনে করে?'

'সেরামানা'র ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'আমি এই বিষয়েই আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা ওর অভাব বোধ করেছি। আচ্ছা, তুমিই তো প্রথম ওকে চক্রান্তের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলে, তাই না?'

'ওর বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তবে...

'তবে?'

'আমি আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করেছি।'

'কেন?'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ আমার মগজধোলাই করেছিল। সেরামানার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলোতেও ফাঁক আছে বলে মনে হচ্ছে। লিলিয়া

নামের যে মেয়েটা ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, সম্প্রতি খুন হয়েছে সে। ওর সাথে হিট্টিদের গোপন যোগাযোগের ব্যাপারে আহসাকেদিয়ে খোঁজ নেয়াতে চাই আমি।'

'আহসাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলছ না কেন?'

ফারাও কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আহসার মনে আহমেনিকে নিয়ে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, সে ব্যাপারে আর আমল না দিলেও চলবে।

মধু মিশ্রিত ঠাণ্ডা দুধ ছিটিয়ে আহসার ঘুম ভাঙ্গানো হলো। 'মহামান্য রামেসিস এখানে না এলে,' স্বীকার করল কূটনীতিক, 'এতো সহজে আজ আমার চোখ খুলত না।'

'এখন তোমার কানগুলোও খোলা রাখতে হবে,' রামেসিস বললেন।

'আপনাদের দুজনকে দেখে আমি খুব অবাক হই। কখনও ঘুমান না নাকি আপনারা?'

'একটা মানুষ বিনা অপরাধে জেলে পচে মরছে, তাকে বাঁচাতে কি সকালের ঘুম বাদ দেয়া উচিত না?' আহমেনি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'কার কথা বলছ?'

'সেরামানা।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো...'

'দয়া করে একবার এই ফলকগুলোতে চোখ বুলিয়ে দেখ।'

আহসা চোখ ডলে নিয়ে ফলকে লেখা বার্তা পড়তে শুরু করল। সেরামানা হিট্টিদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের আশ্বস্ত করেছে-যুদ্ধ শুরু হলে সে যেভাবেই হোক, মিশরীয় বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মারকুটে সেনাদের দূরে সরিয়ে রাখবে।

'আমার কাছে ব্যাপারটাকে নিছক ফাজলামো বলে মনে হচ্ছে।'

'এমন ভাবার কারণ কী?'

'হিট্টি বাহিনীর প্রত্যেকেই কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলে, এমনকি যেকোনও গোপন কাজের ক্ষেত্রেও। এমন একটা চিঠি হাট্টুসা তে পৌঁছানোর আগে কয়েক ধাপে আনুষ্ঠানিকতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেরামানার পক্ষে সরাসরি এমন কিছু পাঠানো সম্ভব না।'

'তার মানে, কেউ একজন ওর হাতের লেখা নকল করেছে।'

'কাজটা খুব একটা কঠিন নয়; সে তো আর তোমার মতো দক্ষ লিপিকার না। আরেকটা কথা, আমার ধারণা, এই চিঠিটা কখনও পাঠানোই হয়নি।'

রামেসিস ঘুরে দাঁড়িয়ে ফলকের লেখার দিকে মনোযোগ দিলেন।

'একটা সূত্রই কি যথেষ্ট নয়?' তিনি মন্তব্য করলেন। 'তোমাদের মতো উচ্চশিক্ষিত লোকেদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা তো আরও ভালো হওয়া উচিত!'

'এতো সকালে আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করে না,' আহসা বলল। 'তবে, আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি। এই চিঠিটা কোনও সিরিয় ব্যক্তি লিখেছে, যে মিশরীয় ভাষায় পারদর্শী। তবে, এই অংশটুকুর শব্দচয়নের ভঙ্গিতে,' আঙ্গুল দিয়ে

সুনির্দিষ্টভাবে দেখাল কূটনীতিক, 'সিরিয় ভাষারীতির ছাপ রয়ে গেছে।'

'আমি ওর সাথে একমত,' আহমেনি সায় দিল। 'আমি নিশ্চিত, এই লোকই লিলিয়াকে মিথ্যা অভিযোগ করতে বাধ্য করেছিল। মেয়েটা আবার মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলে কী না, সেই ভয়ে চিরতরে ওর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।'

'অবলা নারীকে যে হত্যা করতে পারে, সে আবার কেমন পুরুষ?' আহসার কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল।

'মিশরে একশ'রও বেশি সিরিয়ান বাস করে,' রামেসিস বললেন।

'লোকটা ভুল করেছে। ছোট্ট একটা ভুল, তবে তার মাশুল ওকে দিতে হবেই,' আহমেনি বলল। 'আমি তদন্ত বহাল রেখেছি। একটু সূত্র পেলেই আমি সবকিছু বুঝতে পারব।'

'ওই অপরাধী লোকটা কিন্তু খুনীর চেয়েও বেশি কিছু হতে পারে?' রামসেস মন্তব্য করলেন।

'কী বোঝাতে চাইছেন?' জানতে চাইল আহসা।

'এমন এক সিরিয়, যার সাথে হিট্টিদের গোপন যোগাযোগ আছে... হয়তো আমাদের সীমান্ত এলাকায় অবাধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালিত হচ্ছে।'

'সেরামানাকে প্যাঁচে ফেলে দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনার সাথে কিন্তু হিট্টিদের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই।'

আহমেনি আহসার ওপর চড়াও হলো কিছুটা। 'তোমার আঁতে ঘা লেগেছে বলেই এমন কথা বলছ। আজ তুমি এমন কিছু তথ্য পেয়েছ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে যা তোমার সত্য বলে স্বীকার করার কথা নয়।'

'আজকের দিনটা শুরুই হলো খারাপভাবে,' কূটনীতিক বলল। 'সামনে আরও খারাপ দিন আসছে।'

'কাজের কথায় এসো। সিরিয় লোকটাকে খুঁজে বের কর, যত দ্রুত সম্ভব।'

জেলখানার ভেতর সেরামানা একমনে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে। ড্রিল মেশিনের উচ্চনিনাদের সাথে যেন গর্জে পড়ছে ওর সমস্ত ক্রোধ। বিচারের জন্য যখন লোকটাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়, তখন সে রাগে ফুঁসছিল। ফরিয়াদীদের কাউকে সামনে পেলে যেন ঘাড় মটকে দেবে। রাগের ভয়াবহতা দেখে প্রহরিদের কেউ ওর ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস পায় না, জেলখানার পুরু কাঠের গারদের ফাঁক দিয়ে খাবার ঠেলে দেয়া হয়।

হাট করে খুলে গেল জেলের দরজা। প্রবেশকারীর ওপর রাগ ঝাড়তে গিয়ে উল্টো আরও অবাক হলো প্রাক্তন জলদস্যু।

'মহামান্য!'

'কয়েক মাস গারদে থেকেও তোমার খুব একটা ক্ষতি হয়নি দেখছি, সেরামানা।'

'আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, মহামান্য।'

'জানি, এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

'সত্যিই আমি এই খাঁচা থেকে মুক্তি পাব?'

'ফারাও–এর প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছ?'

'আপনি এখনও...আমাকে বিশ্বাস করেন?'

'তুমি আমার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান।'

'সত্যিই যদি বিশ্বাস করে থাকেন, মহামান্য, আজ সবকিছু খুলে বলব আপনাকে। যা কিছু জানি, যাদেরকে সন্দেহ করি, যে কারণে আমাকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন হয়েছে তাদের; সবই জানাব।'

চব্বিশ

খাবারের ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাপিয়ে পড়েছে সেরামানা। প্রাসাদের খাবার ঘরে আরাম করে বসে গোগ্রাসে গিলছে সবকিছু। চারদিকে থরে থরে খাবার সাজানো-কবুতরের মাংস, গরুর ভুনা মাংস, রাজহাঁসের চর্বিতে সেদ্ধ মটরশুঁটি, শসার সালাদ, দই, তরমুজ, ছাগলের দুধের পনির; আরও কত কী! খাওয়া থেকে একটু বিরতি নিয়ে ঢকঢক করে অনেকখানি রেড ওয়াইন পান করে নিল সে।

আয়েশ করে ক্ষুধা মেটানোর পর সরাসরি আহমেনির দিকে তাকাল প্রাক্তন জলদস্যু। 'কী মনে করে আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন আপনি?'

'আমি তোমার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রতারিত তো হয়েছি-ই, তবে তার চেয়েও বড় ভুলটা ছিল তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়া। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে নিরাপত্তা দেওয়া।'

'ক্ষমা... নিজে যেদিন ফাটকে আটকাবেন, সেদিন বুঝবেন কেমন লাগে। যাই হোক, লিলিয়ার কী হলো শেষপর্যন্ত?'

'মৃত,' আহমেনি উত্তর দিল। 'খুন করা হয়েছে ওকে।'

'দুঃখ প্রকাশ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমাকে ফাঁসানোর জন্য ওকেকে লেলিয়ে দিয়েছিল?'

'আমরা সেটা জানি না, তবে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।'

'আমি জানি,' মদের পাত্রে বড়সড় চুমুক লাগাল সার্ড। তারপর গোঁফে চাগাড় দিয়ে বলতে শুরু করল আবার। 'মহামান্য, আমি আপনাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম। আহমেনি যখন আমাকে গ্রেফতার করলেন, সেসময় আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগাড় করেছিলাম, যা আপনার জন্য মোটেও সুখকর ছিল না।'

'বলতে থাক, সেরামানা।'

'যে লোকটা আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, সে হচ্ছে আপনার প্রধান খানসামা, রোমাই। আপনার বিশ্রামাগারে যখন বিচ্ছে পাওয়া গেল, তখন প্রথমেই আমি সন্দেহ করেছিলাম সেটাউকে। ভুল ভেবেছিলাম আমি। আমার অসুখের সময় আপনার বন্ধু যথেষ্ট খেয়াল রেখেছে, আমি বুঝেছি, কত উচুস্তরের একজন মানুষ তিনি। এহেন মানুষের পক্ষে কোনওভাবেই অসৎ কিছু করা সম্ভব নয়। এদিকে, রাজমহিষী নেফারতারি'র শাল চুরি করার মতো সুযোগ আর কার থাকতে পারে? একই সাথে হাউজ অফ লাইফ থেকে মাছ-ই বা অনায়াসেকেচুরি করতে পারে? অবশ্যই, রোমাই!'

'কিন্তু ওর উদ্দেশ্যটা কী ছিল?'

'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'আহমেনি'র ধারণা ছিল, রোমাইকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।'

'আহমেনির কথা তো আর বেদবাক্য নয়, মহামান্য,' সার্ডের কণ্ঠে রাগের সুর ফুটে উঠল। 'আমার ব্যাপারেই তো ভুল করেছিলেন তিনি! আপনার প্রধান খানসামার বিষয়েও ভুল করছেন।'

'আমি নিজে রোমাই-এর সাথে কথা বলব,' রামেসিস ঘোষণা দিলেন। 'আহমেনি, তুমি কি এখনও খানসামার পক্ষে কথা বলতে চাও?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল লিপিকার।

'আর কিছু বলার আছে, সেরামানা?'

'জ্বি, মহামান্য।'

'কার ব্যাপারে?'

'আপনার বন্ধু, মোজেস। লোকটা ভীষণ উস্কানিবাজ এবং ধুরন্ধর প্রকৃতির। নিজের লোকদের নিয়ে ব-দ্বীপ এলাকা জুড়ে একটা স্বতন্ত্র হিব্রু রাষ্ট্র গড়ে তোলাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। মনে মনে হয়তো এখনও আপনাকে বন্ধু ভাবে, তবে আমি নিশ্চিত, একদিন ই মোজেস-ই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হবে।'

আহমেনি ধরেই নিয়েছিল, এসব কথা শুনে রামেসিস রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। রাজা নিজেকে শান্ত রাখলেন।

'আন্দাজে ঢিল ছুড়ছ? নাকি তদন্ত করে বের করেছ এসব?'

'আমার পক্ষে যতদূর খোঁজখবর নেয়া সম্ভব ছিল, তার ভিত্তিতেই বলছি। এখানেই শেষ নয়। আমি শুনেছি, মোজেসের সাথে এক বিদেশী লোকের ঘন ঘন দেখা হতো। নিজেকে একজন স্থপতি হিসেবে পরিচয় দিত লোকটা। ধারণা করছি, ওই ছদ্মবেশী বিদেশী-ই আপনার বন্ধুকে সাহস যুগিয়েছে। মিশরের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতে উঠেছিল তারা।'

'তুমি কি সেই ছদ্মবেশী স্থপতির ব্যাপারে খোঁজ লাগিয়েছ?'

'আপনার বন্ধু, আহমেনি সে সুযোগ দিলে তো!'

'ওসব ভুলে যাও, সেরামানা। মানছি, কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন আমাদের জোরেসোরে কাজে লাগা উচিত।'

আহমেনি এবং সেরামানার মাঝে শীতল দৃষ্টি বিনিময় হলো। দীর্ঘ বিরতির পর, করমর্দন করল দু'জন। শক্তিশালী সার্ডের সাথে হাত মিলিয়ে আহমেনির মনে হলো, এই হাত দিয়ে আর কোনওদিন লিখতে পারবে না সে।

'এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না,' রাজা আবারও বলতে লাগলেন। 'মোজেস বেশ একগুঁয়ে স্বভাবের লোক। সেরামানার তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে সে কখনওই হাল ছাড়বে না। তবে আমি জানি না, সে ইদানিং কার উপাসনা করতে শুরু করেছে। মোজেস নিজেও জানে কি না, তাতে সন্দেহ আছে আমার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করার আগে, ওকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'স্থপতির ছদ্মবেশ ধারণকারী লোকটার গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক,' আহসা বলল। 'এসবের পেছনেকেআছে, আমি তা জানতে চাই।'

'হুট করে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে, কয়েকটা বিষয় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত চালানো প্রয়োজন।' আহমেনি মতামত জানালা।

সার্ডের প্রশস্ত কাঁধে হাত রাখলেন রামেসিস। 'এই ঠোঁটকাঁটা স্বভাবটা তোমার একটা বড় গুণ। কখনও এই স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ো না, সেরামানা।'

রামেসিসের প্রত্যাবর্তনের পুরো সপ্তাহ সপ্তাহ জুড়ে ভাই-এর কাছে শুধু ভালো খবর পেশ করল শানার। হিট্টিরা এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিবাদের লক্ষণ দেখায়নি, পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে।

কানান আর আমুরু প্রদেশ তদারকির জন্য ভ্রমণে বেরোনোর আগে শানারের আয়োজিত এক ভোজসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হলো আহসা। নিমন্ত্রিত অতিথিরা মদ্যপান আর নাচেগানে মেতে উঠেছে, নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে এখন।

'আমি আর স্বরাষ্ট্রে বিভাগের হয়ে কাজ করছি না, শানার। তবে নতুন যে দায়িত্ব পেয়েছি, তাতেও আপনার হতাশ হওয়ার কথা নয়।' আহসা বলল।

'আমরা নিজেরা পরিকল্পনা করলেও এর চেয়ে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না।'

'ঠিক বলেছেন। তবে রামেসিসের কপাল ভালো বলতে হয়। যুদ্ধে তিনি মারা যেতে পারতেন, পরাজিত হয়ে অপমানিত হতে পারতেন।'

'যোদ্ধা হতেই জন্ম হয়েছে রামেসিসের, সেটা আমি আগে থেকেই জানি। তবে ও যে এতো নিখুঁত পরিকল্পনা করতে পারে, তা জানতাম না। যাই হোক, এই বিজয়টা সামান্য এক পরোক্ষ ঘটনা। প্রদেশগুলো পুর্নদখল করা ছাড়া আর কী করতে পেরেছে ও? আমি অবশ্য অবাক হয়েছি হিট্টিদের প্রতিক্রিয়া দেখে। এতো কিছুর পরও ওরা হাত গুটিয়ে বসে আছে কীভাবে?'

'ওরা আসলে পরিস্থিতিটা মেনে নিতে পারেনি। একবার একটু গুছিয়ে নিতে দিন, ঠিকই আক্রমণ চালাবে।'

'তোমার কথা বলো, আহসা। কীভাবে এগোতে চাইছ?'

'অধীনস্থ রাজ্যগুলোর পূর্নক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে। নিজের অজান্তেই রামেসিস আমাদের পক্ষে কাজ করেছেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনঃসংগঠনের নামে আমি আরও ভেঙ্গেচুরে ফেলব।'

'যদি ধরা পড়ে যাও?'

'রামেসিসকে ইতোমধ্যে কিছুটা হাত করে ফেলেছি। আমার কথায় তিনি কানান আর আমুরু প্রদেশের রাজপুত্রদের যথাস্থানে বহাল রেখেছেন। ওরা দু'জন এতোই বেশি লোভী যে, অর্থের বিনিময়ে যেকোনও সময় নিজেকে বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত।

ওদেরকে হিট্টিদের পক্ষে ঠেলে নিয়ে যেতে আমার একদমই বেগ পেতে হবে না।'

'সাবধানে থেকো, আহসা। কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ।'

'ঝুঁকি নিতে না শিখলে আমরা কোনওদিন জয়ী হতে পারব না। সবচেয়ে কঠিন কাজটা হচ্ছে, হিট্টি বাহিনীর পরিকল্পনা আঁচ করা। তবে সৌভাগ্যবশত, সে কাজটা আমি ভালোই পারি।'

নুবিয়া থেকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য, শানার হবে যার একমাত্র শাসনকর্তা-স্বপ্নটা ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। বন্ধু নির্বাচনেই সবচেয়ে বড় ভুল করেছে রামেসিস। মোজেস, একই সাথে খুনী এবং কুমন্ত্রনা প্রদানকারী; আহসা, বিশ্বাসঘাতক; সেটাউ, অশিক্ষিত নির্বোধ। একমাত্র আহমেনি-ই ওর বিশ্বস্ত এবং যোগ্য। তবে লোকটার ভেতর কোনও উচ্চাশা অথবা দূরদর্শিতা নেই।

'রামেসিস-কে এমন এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে হবে, যা তিনি কখনওই জিততে পারবেন না,' আহসা মন্তব্য করল। 'মিশরের ইতিহাসে এক লজ্জাজনক অধ্যায়ের সূচনা ঘটবে, আর আপনি আবির্ভূত হবেন এক মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকায়।'

'রামেসিস তোমাকে আর কোনও নির্দেশনা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, মোজেসকে খুঁজে বের করার আদেশ দিয়েছেন তিনি। আপনি তো জানেন, বন্ধুত্বের মূল্য তার কাছে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। সার্ড যতই দেশদ্রোহী বলুক না কেন, মোজেসের নিজের মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত ফারাও ওসব কথায় কান দেবেন না।'

'তা, ওর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?'

'একদম না। লোকটা হয় মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা গিয়েছে, অথবা সিনাই কিংবা নেগেভের উপজাতিদের সাথে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে যদি কখনও কানান বা আমুরুতে পা ফেলে, আমি ওকে ধরবই।'

'আবার ও যদি কোনও বিদ্রোহী দলের অধিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাতে কিন্তু আমাদেরই লাভ।'

'একটা বিষয়ে আমার মন আনচান করে,' আহসা স্বীকার করল। 'সেরামানার কথা অনুযায়ী, মোজেসের সাথে নাকি এক অচেনা ছদ্মবেশী প্রায়ই দেখা করতে আসত।'

'পাই-রামেসিসে?'

'হ্যাঁ, এখানেই।

'কেউ কি লোকটার পরিচয় জানে?'

'শুধু এটুকুই জানা গেছে যে লোকটা বিদেশী, নিজেকে একজন স্থপতি হিসেবে পরিচয় দিত।'

শানার উদ্বেগ লুকানোর চেষ্টা করল। ওফিরকে তাহলে চিহ্নিত করা হয়েছে!

লোকটা নিজেকে ছায়াবৃত করে রাখে। তবে ওর সাথে শানারের যোগাযোগ আছে, কথাটা কেউ জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রাজার বিরুদ্ধে কালো যাদু করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

'রামেসিস লোকটাকে খুঁজে বের করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ,' আহসা বলল।

'কোনও অবৈধ হিক্রু হবে হয়তো, মোজেসকে নির্বাসনে পাঠানোর পেছনে সে-ই দায়ী হতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত, দু'জনই চিরতরে কেটে পড়েছে।'

'আমারও তাই ধারণা। আহমেনি ব্যাপারটা দেখছে। বিশেষ করে সেরামানাকে নিয়ে ঝামেলা হওয়ার পর ও আরও বেশি জেদ নিয়ে শুরু করেছে কাজটা।'

'তোমার কি মনে হয়, সেরামানা ওকে ক্ষমা করবে?'

'সার্ডকে দেখে তো মনে হয়, চিরকাল রাগ পুষে রাখবে।'

'শুনলাম ওকে নাকি চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল?' শানার জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। কোনও এক সিরিয় ব্যাক্তি, এক পতিতাকে টাকার বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছিল। মেয়েটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে ওকে খুন করে ফেলা হয়। আরেকটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, সেরামানার হাতের লেখা সম্বলিত যে ফলকগুলো পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো ওই সিরিয়ানের লেখা। সার্ডকে হিট্টি গুপ্তচর হিসেবে ফাঁসানোর জন্য চমৎকার পরিকল্পনা। তবে অনেক ফাঁক ছিল তাতে।'

শানার আর নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে পারল না। 'তার মানে...' কেঁপে উঠল রাজপুত্রের কণ্ঠস্বর।

'তার মানে, মিশরে এক ভয়াবহ গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সিরিয় ব্যবসায়ী রাইয়া, শানারের খুব কাছের মানুষ। বিপদে পড়তে যাচ্ছে লোকটা। শানারের বিশ্বস্ত আহসা-ই ওকে খুঁজে বের করতে উঠেপড়ে লেগেছে!

'আপনি চাইলে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের সাহায্য নিতে পারি। লোকটাকে যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে।' আহসা জোর দিয়ে বলল।

'আমি আর আহমেনি ব্যাপারটা দেখছি। আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে, যাতে শিকার আমাদের গতিবিধি না বুঝতে পারে।'

শানার মদে চুমুক দিল। আহসা নিজেও জানে না, আজ কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে সে।

'তবে একজনের কথা বলতে পারি, যে বড়সড় বিপদে পড়তে যাচ্ছে।' দাবী করল তরুণ কূটনীতিক।

'কে?'

'রোমাই, প্রাসাদের প্রধান খানসামা। সেরামানা ওকে চোখে চোখে রাখছে, সে মনে করে রোমাইকে জেলে ভরা প্রয়োজন।'

শানারের মুখে যেন সজোরে আঘাত করল। অনেক কষ্টে একটা হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করল সে।

তাড়াতাড়ি সবকিছুর সমাধান করতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি। আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে নিজেকে।'

পঁচিশ

বাৎসরিক প্লাবনের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন করে ক্ষেতে কাজ করার জন্য নিজেদের লাঙল ঘষেমেজে পরিষ্কার করছে কৃষকরা। এই বছরের প্লাবনটা একদম যথাযথ হয়েছে। বেশিও না, কমও না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পানি নিয়ে সারা বছর আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। রামেসিসের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন দেবতারা। গুদামগুলো এবার সারাবছর জুড়ে ভরা থাকবে, প্রজাদের খাবারের কোনও অভাব থাকবে না।

রোমাই, রামেসিসের প্রধান খানসামা, অক্টোবর মাসের এই আরামপ্রদ আবহাওয়াতেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে। আর দুশ্চিন্তা হলেই খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় লোকটা। প্রতি মুহূর্তে যেন বিপদ বেড়েই চলেছে। রোমাই এতোটাই মোটা যে সে একটানা বেশিক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারে না। কিছুক্ষণ পরপর বসে হাঁপাতে হয়।

সেরামানা এক মুহূর্তের জন্যও লোকটার উপর থেকে নজর সরায়নি। নিজে তো রোমাই-এর পেছনে ঘোরাঘুরি করতে পারে না, তাই অধীনস্থদের কাজে লাগিয়েছে সে। তবে লুকিয়ে থাকার কোনও চেষ্টাই করছে না অধীনসস্থরা। মিথ্যা অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার পর, লুকোছাপার কোনও চেষ্টাই যেন করছে না সেরামান। রোমাই কোনও প্রতিবাদও করতে পারছে না। আসলে, হৃদয় যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে, মনের শান্তি তখন জানালা দিয়ে পালায়!

জলদস্যু হতে গেলে ধৈর্য থাকা দরকার, সেরামানার তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মোটাসোটা, গাবদা-গুবদা খানসামা প্রথম ভুলটা করার সাথে সাথে পাকড়াও করবে সে। নিজের অন্তর্জ্ঞানের উপর ওর পূর্ণ ভরসা আছে। প্রাসাদে উঁচু পদ পাবার পরও, লোভের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি রোমাই। সোনা-দানার প্রতি আসক্তি তো আছেই, সেই সাথে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অপব্যবহারও করে লোকটা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হওয়া নজরদারি বেচারাকে নড়বড়ে করে তুলেছে। আর কিছুদিন নজরদারি বজায় রাখতে পারলে, হয়তো নিজে থেকেই সব দোষ স্বীকার করে নেবে সে।

সেরামানা ভেবেছিল, বিচার দেবার জন্য ফারাও-এর কাছে দৌড়ে যাবে রোমাই।

সেরকম কিছু সে করেনি। সত্যিই যদি নিরাপরাধ হতো, তাহলে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করত না। রামেসিসের কাছে দৈনন্দিন প্রতিবেদন জমা দেবার সময় ব্যাপারটার উপরে জোর দেয় সার্ড।

বেশ কিছুদিন এভাবে নজর রাখার পর, অধীনস্থদের নতুন আদেশ দেবে দেহরক্ষী। ওদের বলবে, আড়াল থেকে যেন নজর রাখে খানসামার উপর। আশা করা যায়, নিজেকে নিরাপদ ভেবে সাথে সাথে লোকটা দৌড়ে যাবে তার অপরাধ সঙ্গীর সাথে দেখা করার জন্য। এই লোকটাই হবে সেই লোক, যে খানসামাকে চুরি করার জন্য ঘুষ দিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর, আহমেনির ঘরে প্রবেশ করল দেহরক্ষী। লিপিকার তখন সারা দিনে লেখা স্ক্রলগুলো একটা বিশাল সিকামোর ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে রাখছে।

'নতুন কোনও খবর, সেরামানা?'

'এখনও পাইনি। তবে রোমাইকে আমার ধারণার চেয়ে বেশি শক্ত বলে মনে হচ্ছে।'

'এখনও আমার উপর রেগে আছ?'

'আসলে...আমাকে যেসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তা ভোলা কঠিন।'

'আরেকবার মাফ চাইলে যদি কাজ হতো, তাহলে চাইতাম। তাতে কোনও লাভ নেই। তারচেয়ে বরং লোভনীয় কিছু দেই তোমাকে। আমার সাথে এসে একবার করের কাগজপত্রগুলো দেখ।'

'আমাকে আপনার অনুসন্ধানে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার রাগ কেন জানি আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে! চলুন যাই।'

পাই-রামেসিসের কর কর্মকর্তারা কাজের ব্যাপারে অতি যত্নবান। মেমফিসের কর্মকর্তারা যে গতিতে কাজ গুছিয়ে ফেলেন, সেই একই পর্যায়ে কাজ এগোতে তাদের কয়েক মাস সময় লেগে যায়! নতুন একটা রাজধানীতে অভ্যস্থ হয়ে সেখানকার সম্পদ আর বাড়িঘরের তালিকা করা আর সেই সাথে মালিকদের নাম নিবন্ধন করতে হলে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হয় । তাই আহমেনির অনুরোধকৃত প্যাপিরাসের উপর 'জরুরী' শব্দটা লেখা থাকলেও, সব কাজ সামলাতে বেশ খানেকটা সময় লেগেছে।

কর বিভাগের প্রধানকে দেখে সেরামানার মনে হলো, লোকটা আহমেনির চাইতেও বেশি অসুস্থ! বয়স ষাটের বেশি হবে, মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে। ফ্যাকাশে ত্বক দেখে বোঝা যায়, লোকটা আলো-বাতাসের সংস্পর্শ যতটা সম্ভব এড়িয়েই চলে।

'আজ রাতে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' বিভাগীয় প্রধানের অভ্যর্থনার জবাবে বলল সে। তিন জন এই মুহূর্তে স্ক্রল আর কাঠের ট্যাবলেটের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

'আমি ভেবেছি, আপনি গোপনীয়তা চাচ্ছিলেন।'

'অবশ্যই।'

'আশা করি কিছু-মনে করবেন না, আপনার অনুরোধ আমাদের কাজ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে কাজটা শেষ করতে পেরেছি। আপনি যে সম্পত্তির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন, সেটার মালিক খুঁজে পেয়েছি আমরা।

'কে সে?'

'মেমফিসের এক ব্যবসায়ী, নাম রেনফ।'

'লোকটার বাড়ির ঠিকানা জানা আছে?'

'পুরনো শহরের দক্ষিণে, একটা কুটিরে থাকে।'

সেরামানার দুই ঘোড়ায় টানা রথকে আসতে দেখে, দুপাশে সরে গেল পথচারীরা। ভয়ের চোটে আহমেনি চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। রামেসিসের রাজধানী থেকে, অ্যাভারিসে যাবার পথে যে নব নির্মিত সেতুটা পরে, তার উপর উঠে যেন কেঁপে উঠল রথটা। আর্তনাদ করে উঠল চাকাগুলো, রথটা যেন নিজেই ভয় পেয়ে কাঁপছে! তবে কোনও অঘটন ছাড়াই সেতু পার হয়ে গেল ওরা।

পুরো এলাকাটা খুব ছিমছাম, সুন্দর করে সাজানো। বেশিরভাগ দালানের সাথে মনোরম বাগিচা। শরতের সন্ধ্যার মৃদু ঠাণ্ডায় আগুন পোহাতে দেখা গেল কয়েকজনকে।

'এসে গিয়েছি,' বলল সেরামানা।

এতক্ষণ ধরে আঁকড়ে ধরে রাখা রথটা ছেড়ে দিতে গিয়ে আহমেনি টের পেল, হাতগুলো ওর কথা মানতে চাইছে না!

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'একদম।'

'তবে চলুন। যার কাছে এসেছি, তার সাথে দেখা হলে হয়তো আজ রাতেই সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যাবে।'

কোনওক্রমে রথ থেকে নিচে নেমে, সার্ডের পিছু নিল আহমেনি।

রেনফে'র দৌবারিক দরজার কাছেই বসে ছিল, রুটি আর পনির চাবাচ্ছিল সে।

'আমরা ব্যবসায়ী রেনফের সাথে দেখা করতে এসেছি।' বলল সেরামানা।

'তিনি বাসায় নেই।'

'কোথায় পাওয়া যাবে?'

'দক্ষিণে গিয়েছেন।'

'কবে আসতে পারেন?'

'তা তো জানি না।'

'এমন কেউ বাড়িতে আছে, যে আমাদেরকে তারিখটা জানাতে পারবে?'

'মনে হয় না।'

'তিনি ফেরামাত্র আমাকে জানাবে।'

'কেন? জানাব কেন?'

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল সেরামানা, আর পারল না। দৌবারিকের হাত ধরে ওকে টেনে তুলল। 'কারণ আমরা ফারাও-এর আদেশ নিয়ে এসেছি। আর সেই আদেশ মানতে যদি এক মুহূর্তও দেরি হয়...'

কথাটা আর শেষ করার দরকার হলো না বিশালদেহী সার্ডের।

ভগ্ন হৃদয় শানারের নির্ঘুম রাত কাটছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেমফিসে যাওয়া দরকার ওর। রাইয়ার সাথে দেখা করার পাশাপাশি, ওফিরের সাথেও পরামর্শ করা দরকার। সমস্যা হলো, একজন রাষ্ট্রসচিব ইচ্ছা হলেই প্রাক্তন রাজধানীতে যেতে পারে না, তার জন্য যথাযথ কারণ থাকতে হয়য়। তবে কপাল ভালো যে, মেমফিসে কয়েকটা ঝামেলা সামলাবার জন্য আসলেই ওর যাওয়া দরকার। ফারাও-এর অনুমতি নিয়েই রওনা দিল সে, তবে যে জাহাজে উঠল তার গতি অনেক কম!

হয় রোমাই-এর মুখ বন্ধ করতে হবে ওফিরের, আর নয়ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে শানারকে। অথচ এখনও জাদুটা পূর্ণ হয়নি।

মিত্রদের একদল, অন্য দলের কথা জানে না দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত শানার। পরিকল্পনাটা আসলেই কার্যকর ছিল, তার প্রমাণ মিলেছে এখন।

আহসার মতো এমন চটকদার কূটনীতিক নিশ্চয় ওর হিট্টিদের সাথে সম্পর্কের কথা জানতে পারলে খুশি হবে না। যেমনটা রাইয়া হবে না নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেখে। আর ওফির তো অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই ভালো।

আহসা, রাইয়া, অফির। শানারের হাতের তিন পুতুল–যতক্ষণ একে অন্যের সাথে টক্কর না খাচ্ছে, ততদিন চিন্তার কিছু নেই।

মেমফিসে প্রথম দিনটাতেই জরুরী কাজ সেরে নিল শানার। ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যা বেলায় একটা ভোজসভার আয়োজন করবে। এমনকি রাইয়াকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থাও করল সে। ভাব দেখাল, নতুন ফুলদানী কিনতে চায়।

রাজপুত্রের বাগানে সূর্য ডুবে যাবার পর, উৎসবে যোগ দিতে দলে দলে আসতে শুরু করল সবাই।

'ফুলদানীর ব্যবসায়ী চলে এসেছে,' খানসামা জানাল।

ধার্মিক হলে, অবশ্যই দেবতাদের ধন্যবাদ জানাতো শানার। **শান্ত থাকার ভাব** ধরে, সদর দরজার পার্শ্ববর্তী ছোট ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করল সে।

রাইয়ার জায়গায় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে!

'কে তুমি?'

'মেমফিসে রাইয়ার দোকানের ব্যবস্থাপক।'

ওহ, তোমার মনিব সাধারনত নিজেই আসে।'

'তিনি থিবসের দিকে রওনা দিয়েছেন, নতুন কিছু ফুলদানী কিনবেন। তবে আপনার জন্য কয়েকটা নিয়ে এসেছি।'

'দেখাও।'

ফুলদানীগুলো পরখ করে দেখল শানার। 'এরচেয়ে ভালো জিনিস অনেক দেখেছি। তবে, এই দু'টো নেয়া যায়।'

'দাম খুব একটা বেশি না, মহামান্য।'

অল্প কিছুক্ষণ দামাদামি করার পর, পরিচারককে দাম দিয়ে দিতে বলল রাজপুত্র। এরপর হাসিমুখে অতিথিদের মাঝে ফিরে গেল। মনটা অন্য কোথাও পড়ে আছে।

'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে,' ডোলোরাকে দেখে স্বাগত জানাল শানার।

সম্ভ্রান্ত বংশের কিছু নির্বোধ যুবকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আনন্দেই আছে মেয়েটা।

'দারুণ কাজ দেখিয়েছ, শানার।'

বোনের হাত ধরে তাকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে এল শানার। কানে কানে বলল, 'কালকে আমার ওফিরের সাথে দেখা করতেই হবে। আর হ্যাঁ, ওকে বলে দিও, ভুল করেও যেন বাইরে না যায়। বিপদে আছে সে।'

ছাব্বিশ

ডোলোরা নিজেই বাড়ির দরজা খুললো।

পেছনে তাকাল শানার। না, কেউ অনুসরণ করেনি তাকে।

'ভেতরে এসো, শানার।'

'সব ঠিকঠাক?'

'হ্যাঁ। চিন্তা করো না। ওফিরের পরীক্ষানিরীক্ষা এখনও চলছে,' শানারকে আশ্বস্ত করলো তার বোন। 'লিটা যথাসাধ্য সাহায্য করছে, তবে ওর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব একটা ভালো না। তাড়াহুড়া না করাটাই ভালো।'

'তোমার জাদুকর কোথায়?'

'ওকে নিয়ে আসছি আমি,' ডোলোরা জবাব দিল।

'ওফিরের সাথে সাবধানে থেকো, বোন।'

'একেশ্বরবাদী মানুষটা খুবই ভালো। আর ও কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করে, তুমি আমাদের সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একমাত্র চাবিকাঠি।'

'ওকে বোলো আমি অপেক্ষা করছি। হাতে খুব বেশি সময় নেই।'

রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল লিবিয়ান জাদুকর। কালো আলখেল্লা পরেছে সে।

'আজই তোমার এই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত, ওফির।'

'কী হয়েছে, মহামান্য?'

'পাই-রামেসিসে মোজেসের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে তোমাকে।'

'সাক্ষী কী আমার বর্ণনা দিয়েছে?'

'খুব বিস্তারিতভাবে কিছু বলতে পারেনি, তবে তদন্তকারীরা এখন স্থাপত্যশিল্পীর ছদ্মবেশধারী এক বিদেশীর খোঁজ করছে।'

'সমস্যা নেই। আমি সামলে নিতে পারবো।'

'অহেতুক ঝুঁকি নিচ্ছো তুমি।'

'মোজেসের সাথে যোগাযোগ করা খুবই জরুরী ছিল। পরবর্তীতে কাজে লাগবে ব্যাপারটা।'

'রামেসিস অভিযান শেষ করে নিরাপদে ফিরে এসেছে। সে এখন মোজেস আর তার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারীদের খুঁজে বের করতে চায়। ধরা পড়ে গেলে অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

ওফিরের ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে গেল। তা দেখে যেন গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল শানারের।

'তো আপনার মনে হয়, আমার মতো মানুষকে আটক করতে পারবে ওরা?'
'তুমি বোধহয় একটা ভুল করে ফেলেছো,' চিন্তিত স্বরে বলল রাজপুত্র।
'কী?'
'রোমাইকেবিশ্বাস করে।'
'আমাদের ভেতর কোনও সম্পর্ক আছে, সেটা আপনি কেন ভাবছেন?'
'তোমার আদেশেই সে হেলিওপোলিসের হাউজ অফ লাইফ থেকে নেফারতারির শাল আর মাছ চুরি করেছিল। জাদুর জন্য জিনিসটা দরকার ছিল তোমার।'
'ভালো সিদ্ধান্ত, মহামান্য। তবে একটা ব্যাপারে ভুল হচ্ছে আপনার। রোমাই শালটা এনে দিয়েছিল, তা ঠিক। তবে মাছটা এনে দিয়েছিল ওর এক বন্ধু, মেমফিসের এক সরবরাহকারী।
'সরবরাহকারী? ও যদি মুখ খোলে?'
'ও বেচারা তো আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে।'
'মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক ছিল?'
'হৃৎপিণ্ড থেমে গেলে সব মৃত্যুই স্বাভাবিক, মহামান্য।'
'তারপরও, রোমাই-এর ব্যাপারটা মনের ভেতর খচখচ করছে। সেরামানা ওর অপরাধের বিষয়ে নিশ্চিত, সে নির্মমভাবে ধাওয়া করছে লোকটাকে। যদি রোমাই মুখ খোলে তাহলে ছেঁড়া সুতোটা তোমার পথের দিকেই নির্দেশ করবে। তাছাড়া কালো যাদুর চর্চা করা এমনিতেই মারাত্মক অপরাধ, তুমি আবার করেছো একেবারে রাজার উপর।'
ওফিরের মুখের হাসি একটুও মলিন হলো না। 'চলুন, আমার পরীক্ষাগারে যাওয়া যাক।'
গুহার মতো দেখতে জায়গাটা পাকানো পার্চমেন্ট, খোদাই করা হাতির দাঁত, রঙ-বেরঙের তরল পদার্থভরা পাত্র আর দড়ি দিয়ে বোঝাই। ধূপের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। এই ঘরকে জাদুকরের গুহা না, বরং লিপিকরের কার্যালয় বলেই মনে হচ্ছে।
তেপায়ার উপর দাঁড় করানো একটা আয়নার সামনে হাত দোলাতে লাগল ওফির। আয়নাটাতে কিছু একটা ছিটিয়ে শানারকে আরও কাছে আসতে ইঙ্গিত করল ও।
ধীরে ধীরে একটা মুখাবয়ব ভেসে উঠল আয়নায়।
'রোমাই!' শানারের কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল।
'রোমাই-এর মতো দুর্বল, লোভী আর নিচু মনের একটা লোকের উপর কজা করা খুবই সহজ। সাধারন একটা মন্ত্র দিয়েই কাজটা করা সম্ভব।'
'রামেসিসের জেরার মুখে সবকিছু ফাঁস করে দেবে ও।'
'না, মহামান্য।'
ওফির বামহাতে আয়নার উপর গোল একটা চক্র আঁকলো। পানিতে বুদবুদ উঠে ফেটে গেল আয়নাটা।
'এতে কী সে চুপ থাকবে?'জিজ্ঞেস করলো শানার।

'মনে করুন সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। সন্দেহ করেছিলাম, আপনি আমাকে মেমফিস ছাড়তে বলবেন। এই বাড়িটা আপনার বোনের নামে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সবাই তাকেই যেতে আসতে দেখছে। আমি আর লিটা তার অনুগত চাকর। যতদিন না রাজকীয় প্রতিরক্ষা ভেঙে দিতে পারছি, এই বাড়ি ছাড়ছি না আমরা।'

'আর তোমার লোকজনের কী খবর?'

'আপনার বোন আমদের যোগাযোগ রক্ষা করছে। লুকিয়ে আছে ওরা, আতেনের সংকেতের অপেক্ষায়।'

বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো শানার। মনের ভয় কিছুটা কমেছে। গোঁড়া ধর্মান্ধদের ঠিক বিশ্বাস করে না সে, নিজ চোখে রোমাই-এর ধ্বংস দেখতে পারলে ভালো হতো। এখন শুধু একটাই আশা, ওই তন্ত্রমন্ত্রে যেন কাজ হয়।

নীলনদের জোরালো স্রোতের কারণে দুই দিনেরও কম সময়ে মেমফিস থেকে পাই-রামেসিসে পৌঁছে গেল শানার।

কার্যালয়ে প্রবেশ করল রাজার বড় ভাই। বিশেষ অধিবেশন ডেকে সব কর্মকর্তাদের একসাথে জড়ো করা হলো। আশ্রিত রাজ্যগুলোর কূটনীতিকদের পাঠানো প্রতিবেদন গুলো ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হলো। কাজ শেষ করে প্রাসাদের দিকে রওয়ানা দিল সে।

পাই-রামেসিস খুবই সুন্দর শহর। অবশ্য মেমফিসেরও প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। সিংহাসনে বসতে পারলে সবার আগে পাই-রামেসিসের রাজধানীর মর্যাদা উচ্ছেদ করা হবে, ভাবলো শানার। কারণ, এই শহরটা রামেসিসের নিজ হাতে গড়া। কোলাহলে ভরপুর হয়ে রাস্তাঘাট। শানারের মনে হতে লাগল, মিশরের বাকি সব অধিবাসীদের মতো তারও রামেসিসকে রাজা হিসেবে মেনে নেয়া উচিত।

কিন্তু শানারের জন্ম আদেশ পালনের জন্য নয়, বরং আদেশ দেবার জন্য।

ফারাও হওয়ার জন্যই জন্ম তার, রামেসিসের চেয়ে উৎকৃষ্ট একজন শাসক হবে সে। তার নেতৃত্বেই নবজাগরণ ঘটবে, গড়ে উঠবে এক নতুন সাম্রাজ্য।

শানারকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ফারাও ডেকে নিলেন তাকে। আহমেনির সাথে কথা বলছিলেন রামেসিস। প্রহরী কুকুর পাশে বসে গাল চেটে দিচ্ছে। পরস্পর মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ বিনিময় করলো ফারাও-এর ব্যক্তিগত সহকারী আর শানার।

'ভ্রমণ কেমন হলো, শানার?'

'ভালোই। আসলে মেমফিসের প্রেমে পড়ে গেছি আমি।'

'তাতে তোমার কোনও দোষ দেখছি না। মেমফিস আসলেই সুন্দর জায়গা, আর

পাই-রামেইস কখনওই মেমফিসের সমতুল্য হতে পারবে না। হিট্টিদের আক্রমণের আশঙ্কা না থাকলে আমি কখনওই নতুন রাজধানী বানানোর কথা ভাবতাম না।'

'মেমফিসের রাজ্যব্যবস্থায় এখনও যথেষ্ট পেশাদারিত্বের ছাপ আছে।'

'এখানেও কিন্তু বেসামরিকরা ভালোই কাজ দেখাচ্ছে। ওদিকের কী খবর, বলো তো।'

'চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না আমি, বিশ্বাস করো। তবে গোপন বা প্রকাশ্য, কোনও দিক থেকেই নতুন খবর নেই। হিট্টিরা বেমালুম চুপ মেরে গেছে।'

'কূটনীতিকরা কী বলছে?'

'তাদের মতে, তোমার এমন আকস্মিক আঘাতই থমকে দিয়েছে ওদের। তারা ভাবতেই পারেনি যে, মিশরের সেনাবাহিনীর এমন ক্ষমতা থাকতে পারে।'

'হুম।'

'সন্দেহের কিছু নেই। অবশ্য হিট্টিদের আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। এখনই তাদের আক্রমণ করার কথা।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না, তারা এখনও সেটির স্থাপন করা সীমার বাইরে আছে।'

'হতাশ হয়ে যাচ্ছেন নাকি, মহামান্য ফারাও?' শানারের গলায় অবজ্ঞার সুর।

'রাজ্য সুরক্ষা হিট্টিদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার।'

'তারপরেও, মিশরের দিকে নজর দেয়া...তাদের জন্য ব্যাপারটা একটু বেশিই হয়ে যায় না?'

'তুমি কী সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী, শানার?'

'এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই!'

'ব্যাপারটা অহেতুক ঝুঁকি হয়ে যাবে না?' চিন্তিত গলায় বললেন রামেসিস।

'ওরা শুধু একটা জিনিসেরই অনুগত-পেশিশক্তি। এছাড়া তাদের দমিয়ে রাখার আর পথ নেই। তুমি নিজেও ভালো করেই জানো।'

'উত্তরদিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরেকটু দৃঢ় করার কথা ভাবছি আমি।'

'আমাদের অনুগত রাজ্যগুলোকে নিরাপদ করতে হবে সবার আগে। আমি জানি...কাজটা তোমার বন্ধু আহসার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের পক্ষে কঠিনই বলা যায়।'

'আমি কী ওর থেকে খুব বেশি আশা করে ফেলছি?'

'আহসার বয়স কম। ওর ঘাড়ে বয়সের তুলনায় বেশ ভারী দায়িত্বই তুলে দিয়েছো তুমি। ওর প্রতিভা আছে মানছি, কিন্তু তোমাকে আরেকটু সতর্ক হতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি। তবে আমার মনে হয়, আহসা কাজটার জন্য উপযুক্ত।'

'আরেকটা ব্যাপার, তুমি তো জানোই প্রাসাদের চাকরবাকররা কেমন গুজব ছড়াতে পারে। একটা ঘটনা আমার কানে এসেছে। আমার চাকরের সাথে রাণির এক পরিচারিকার ভালো খাতির আছে। মেয়েটা নাকি বলেছে, সে রোমাইকে রাণির শাল নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।'

'ও কী সাক্ষী দিতে রাজী?'

'তা দেবে, তবে রোমাইকে নিয়ে ভয়ে আছে মেয়েটা। যদি ওর কোনও ক্ষতি করে।'

'এটা মিশর। এখানে শুধু ন্যায়বিচার চলে।'

'তুমি আগে দেখো, রোমাইকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাতে পারো কিনা। তারপর না হয় মেয়েটা মুখ খুলবে।'

শানারের পক্ষে খানিকটা ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে ঠিকই; তবে আহসার সমালোচনা, রোমাই-এর ব্যাপারে তথ্য দেওয়া-এসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ফারাও-এর বিশ্বাস অর্জন করছে ও।

যদি ওফিরের তন্ত্রমন্ত্রে কাজ না হয় তাহলে নিজ হাতেই ব্যাপারটা সামলাতে হবে ওকে।

সাতাশ

ক্রমাগত বাড়তে থাকা উদ্বিগ্নতা কমানোর জন্য কাজে ডুবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোমাই। নতুন এক ধরণের খাবার বানানোর পরিকল্পনা করলো ও। বিশালাকার রান্নাঘরে একা একা কাজ শুরু করে দিল সে। ইতোমধ্যে রসুন, উন্নতমানের পেঁয়াজ, মদ, সিরকা, লবণ ইত্যাদি জোগাড় করা হয়ে গেছে। কয়েক জাতের সুগন্ধি মশলা, নীলনদ থেকে ধরা বিশেষ জাতের মাছ আর মাংসও আছে। আশা করা যায় নতুন খাবারের এর স্বাদ ফারাওকে সন্তুষ্ট করবে।

দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢুকলো কেউ।

'কে?...মহামান্য! রান্নাঘরে আসা আপনাকে শোভা পায় না!'

'রাজ্যের কোনও স্থানই আমার জন্য অস্পৃশ্য নয়।' শান্তকণ্ঠে বললেন রামেসিস।

'আমি সেটা বলিনি। মাফ করবেন, আমি আসলে...'

'কী এটা? চেখে দেখি একটু?'

'আসলে আমি নিজেও খাবারটা পরীক্ষা করিনি। তবে এমন কিছু একটা বানাতে চাইছি, যা রাজবাড়ির সবার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

'তুমি বোধহয় সবকিছুতে গোপনীয়তা পছন্দ কর, তাই না?'

'না না,' হাসলো রোমাই। 'তবে ভালো রান্নার মূল কথা হচ্ছে বিচক্ষনতা। আর আমি আমার কাজকে গভীর পর্যবেক্ষনে রাখতে পছন্দ করি।'

'তাই নাকি?'

নিজের দিকে রামেসিসকে ঝুঁকে তাকাতে দেখে কেঁপে উঠল রোমাই, দৃষ্টি নিচের দিকে নামিয়ে নিলো। 'আমি কিছুই গোপন রাখিনি, মহামান্য। আপনার সেবা করাই আমার জীবনের লক্ষ্য।'

'তুমি নিশ্চিত তো? বলা হয়ে থাকে, প্রত্যেক মানুষেরই কোনও না কোনও দুর্বলতা থাকে। তোমার দুর্বলতা কী?

'আহ...জানি না ঠিক। সম্ভবত, বেশি খাওয়া।'

'তুমি কী বেতন নিয়ে অসন্তুষ্ট?'

'না, অবশ্যই না!'

'প্রধান খানসামা-এই পদটা অনেকেরই কাঙ্ক্ষিত। তবে এই চাকরি ধনী বানানোর জন্য যথেষ্ট নয়।'

'আমি ধনী হতে চাই না, মহামান্য।'

'ছোটখাটো কাজের বিনিময়ে বড় কোনও পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেকেই বা

সেই সুযোগ হাতছাড়া করে?'

'অসম্ভব। তার চেয়ে বরং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত।'

'মিথ্যা বোলো না, রোমাই। আমার বালিশের নিচে বিছে পাবার কথা ভুলে গেছো?'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওটা আপনাকে কামড়ায়নি।'

'তোমাকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, মারাত্মক কিছু ঘটবে না আর তুমিও ধরা পড়বে না। তাই না?'

'না, মহামান্য। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।'

'তুমি পুরোপুরি লোভের ফাঁদে পড়ে গিয়েছো, রোমাই। রাণির শাল চুরি করেছো তুমি। আমি জানতে পেরেছি, হেলিওপোলিস থেকে মাছ উধাও হবার পেছনেও হাত আছে তোমার।'

'না, মহামান্য।'

'কাজটা করার সময় তোমাকে একজন দেখে ফেলেছিল।'

রোমাই-এর নিঃশ্বাস আঁটকে এল। কপালে জমা হলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'এ হতে পারে না...'

'তুমি কি নিজে থেকেই এসব করেছ? নাকি শুধু পরিস্থিতির শিকার?'

বুকের ভেতর তীব্র ব্যথা অনুভূত হলো রোমাইর। ইচ্ছা হলো ফারাওকে আদ্যোপান্ত সব খুলে বলে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লোকটা। 'না, আমি খারাপ মানুষ নই। তবে খুবই দূর্বল। আমাকে ক্ষমা করুন, মহামান্য। দয়া করে ক্ষমা করুন আমাকে।'

'যদি আমাকে সব সত্যি কথা বলো, তাহলে ক্ষমা পাবে।'

ব্যথার একটা চাদর ঝুলে আছে যেন রোমাই-এর চোখের সামনে। ওফিরের মুখ নজরে এল। ধীরে ধীরে শকুনের আকৃতি নিলো মুখটা। চামড়া ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে ঠোকর বসাচ্ছে যেন শকুনের তীক্ষ্ণ ঠোঁটজোড়া।

'তোমাকে দিয়ে এসব জঘন্য কাজ কে করিয়েছে?'

ওফিরের নাম নিতে চাইল রোমাই, কিন্তু গলা থেকে কোনও আওয়াজ বেরোল না। আটকে এল রোমাইর ঠোঁটে। আতঙ্ক যেন তাকে জালের মতো ঘিরে ফেলল। এর থেকে পালানোর কোনও পথ নেই। তারপর...শুধুই অন্ধকার...

অসহায় দৃষ্টিতে রামেসিসের দিকে তাকাল রোমাই। হাতের ধাক্কায় পাত্রটা উল্টে পড়লো মেঝেতে। ঝাঁঝালো মশলা ওর চোখেমুখে ছিটকে গেল। তবে পাত্রের আগেই মেঝে স্পর্শ করেছে খানসামা'র শীতল দেহ, প্রাণ নেই সে দেহে।

'ও তো অনেক বড়,' বাবার পোষা সিংহ, যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল খা।

'ভয় পাচ্ছো?'

মাত্র নয় বছর বয়স হলেও রামেসিসের ছেলেটা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। অন্য বাচ্চাদের মতো খেলাধুলা করতে পছন্দ করে না ও। প্রাসাদের পাঠাগারের বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেই ভালবাসে।

'খুব বেশি না।'

'তোমার ভয় পাওয়া উচিত, খা। যোদ্ধা খুবই বিপজ্জনক প্রাণী।'

'তবে আপনি ভয় পাচ্ছেন না, কারণ আপনি তো ফারাও।'

'আমি আর এই সিংহটা পুরনো বন্ধু। একেবারে ছোট বাচ্চা থাকার সময়, নুবিয়ায় সাপে কামড়েছিল ওকে। আমার বন্ধু সেটাউ বিষ নামিয়ে সুস্থ করে তোলে ওকে। আর তারপর থেকেই আমরা বন্ধু। আমার প্রাণও বাঁচিয়েছে ও।'

'ও কি সবসময় আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করে?'

'হ্যাঁ। তবে শুধু আমার সাথেই।'

'কথা বলে ও?'

'চোখের ভাষায়। আর আমি যা বলি সেটা বুঝতেও পারে।'

'ওর চুলে একটু ধরি?'

স্ফিংসের ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় এতোক্ষণ রামেসিস আর ওর ছেলেকে দেখছিল সিংহটা, হঠাৎ গর্জন করে উঠল ও। ভয়ে বাবার গায়ে সেঁটে গেল খা।

'ও কী রাগ করেছে?'

'না। ও তোমাকে গায়ে হাত দিতে দেবে।'

বাবার কথায় ভরসা পেয়ে যোদ্ধার দিকে এগুলো খা, আস্তে আস্তে কেশরে হাত বুলাতে লাগল।

'ওর পিঠে উঠি?'

'না, খা। যোদ্ধা খুবই অহঙ্কারী প্রাণী। ইতিমধ্যে সে তোমাকে কেশর ধরার সুযোগ দিয়েছে। এর বেশি আশা করো না।'

'মেরিটামনকে ওর গল্প বলবো আমি, লিখেও রাখবো। ভালো হয়েছে ও রাণির সাথে বাগানে আছে, নয়তো এতো বড় সিংহ দেখে ভয় পেয়ে যেত।'

রামেসিস তার ছেলের দিকে একগাদা নতুন তুলি আর লেখালেখির সরঞ্জাম এগিয়ে দিল। সেগুলো হাতে পেতেই একমনে লিখতে বসে গেল খা। বাচ্চাটাকে বিরক্ত করার কোনও ইচ্ছা নেই রামেসিসের। আসলে এই নীরবতাটুকু বেশ ভালোই লাগছে তার। খানসামার মৃত্যুর ঘটনাটা এখনও চোখে ভাসছে। মরার সময় বুড়ো মানুষের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল রোমাই-এর চেহারা। তার নিয়োগদাতার ব্যাপারে মুখ

না খুলেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে বিশ্বাসঘাতক লোকটা।

এসবের পেছনে যে ই থাকুক না কেনো, হিট্টিদের থেকে কোনও অংশে কম ভয়ানক নয় সে...ভাবলেন রামেসিস।

শানার খুবই খুশি।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে রোমাই। মরার আগে কিছুই বলে যেতে পারেনি। এখন আর ব্যাপারটার সাথে ওফিরের সম্পৃক্ততা ধরা পড়ার ভয় নেই। ওর কালো যাদুই রোমাই-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী, সে নিজে থেকে কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পেরেছে শানার। প্রাসাদে লোকটার মৃত্যু নিয়ে খুব একটা হাঙ্গামা হয়নি। খেতে খেতে দিনদিন কিম্ভুতকিমাকার আকৃতি ধারন করছিল লোকটা, ওর হৃৎপিণ্ড অকেজো হবে না তো কারটা হবে?

আনন্দিত হবার আরেকটা কারণ আছে শানারের। সিরিয় ব্যবসায়ী, রাইয়া পাই-রামেসিসে ফিরে এসেছে। লোকটা খবর পাঠিয়েছে যে, সে শানারের জন্য একটা মূল্যবান ফুলদানি এনেছে। নভেম্বরের এক উষ্ণ সকালে দেখা করলো ওরা।

'দক্ষিণের ভ্রমণ কেমন হলো?'

'বিরক্তিকর, রাজপুত্র। তবে কাজ হয়েছে।'

শানারের প্রদর্শনী কক্ষের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধতা খেলে গেল লোকটার চোখে। মোড়ক খুলে আঙুরলতার কারুকাজ করা ব্রোঞ্জের একটা ফুলদানি বের করলো ও।

'ক্রীট থেকে আনা হয়েছে এটা, এক ধনী থিবিয়ান মহিলার জিনিস। এমন কাজ আর কোথাও পাবেন না।'

'জিনিসটা এখন আমার হয়ে গিয়েছে, বন্ধু।'

'ভালো কথা, রাজপুত্র। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'দামটা একটু বেশি, এই যা। তবে জিনিসটা আসলেই অতুলনীয়।'

'ফুলদানিটা এখানে সাজিয়ে রেখে আমার কার্যালয়ে যাই, চলো। দরদাম না হয় ওখানে বসেই করবো।'

কার্যালয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল শানার। এখন আর তাদের কথা বাইরের কারও কানে যাবে না।

'আমার এক সহযোগী বলল আপনি মেমফিসে ফিরে এসেছেন, আমার কাছ থেকে ফুলদানি কিনতে চান। তাই ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে ফিরে এসেছি আমি।'

'সেটাই চাইছিলাম।'

'কী হয়েছে?'

'সেরামানাকে অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আবারও রামেসিসের হয়ে

কাজ শুরু করেছে ও।'

'খারাপ খবর,' আস্তে করে বলল রাইয়া।

'ওই গাধা আহমেনিটা সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলেছিল। আহসাকেও ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়।'

'আহসার ব্যাপারে সতর্ক থাকবো আমি। লোকটা বেশ ধূর্ত।'

'তবে, ওকে এবার আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে যোগ দিতে দেয়া হয়নি। রামেসিস ওকে অনুগত রাজ্যগুলোর প্রতিরক্ষা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে।'

'কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়।'

'আহমেনি আর আহসা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, সেরামানাকে ফাঁসানো হয়েছিল। কাজটা যে একজন সিরিয় লোকের, সেটাও বুঝতে পেরেছে ওরা।'

'খারাপ খবর,' রাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'সেরামানা'র প্রেমিকা, লিলিয়াকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। মেয়েটার কথা মনে আছে তো, তুমি যাকে ওই ফলকগুলো জায়গামতো রাখতে ঘুষ দিয়েছিলে।'

'আমিই মেরেছি ওকে। ওর থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার ছিল।'

'ঠিক আছে। তবে আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

'কীভাবে?'

'স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে।'

'ব্যাপারটা আমার হাতে ছিল না। আরেকটু হলেই মেয়েটা পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ফেলেছিল। তারপর আর উপায় না দেখে কাজটা করে সটকে পড়ি আমি।'

'বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য খুঁজছে আহমেনি।'

'ও একজন ব্যবসায়ী, বেশিরভাগ সময় বাইরেই কাটায়। এখন যেমন থিবসে আছে।'

'সে কী তোমার নাম বলে দেবে?'

'দিতেও পারে।'

'ব্যাপারটা ভালো হলো না, রাইয়া। আহমেনি জানতে পেরেছে যে, মিশরে হিট্টি গুপ্তচরদের আনাগোনা আছে। যদিও সে'ই সেরামানাকে আটক করেছিল, তবে এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নেমেছে দুজন। লিলিয়ার খুন আর সেরামানাকে ফাসানোর নেপথ্যে যে কলকাঠি নাড়ছে, তাকে খুঁজতে উঠেপড়ে লেগেছে ওরা। আর গন্ধ শুঁকেশুঁকে তোমার কাছে পৌছানোর মতো সূত্রও ওদের হাতে আছে।'

'এখনও আমাকে খুঁজে পায়নি ওরা।'

'কোনও পরিকল্পনা আছে নাকি?'

'শুধু নিশ্চিত হতে হবে যেন আমার বাড়িওয়ালা মুখ না খোলে।'

'কীভাবে?'

'সচরাচর যেভাবে মুখ বন্ধ করা হয়, মহামান্য রাজপুত্র।'

আটাশ

শীত নামার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ছোট হয়ে আসছে দিন। অনুজ্জ্বল হয়ে আসছে সূর্যের আলো। রামেসিসের অবশ্য প্রখর রোদ্রালোকই পছন্দ। তবে শরতের এই দিনগুলোর একটা বাড়তি পাওনা আছে-রাণী নেফারতারি, মেরিটামন আর খা-কে নিয়ে বাগানে বেশ ভালোই কাটছে বিকেলগুলো।

বাগানে অগভীর একটা পুকুরের পাশে বসে ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখছেন তারা দুজন। খা, মেরিটামনকে একটা পার্চমেন্ট পড়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। তবে মেয়েটার আগ্রহ সাঁতার শেখার দিকে। পানি মোটামুটি ঠাণ্ডা হলেও বোনের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে পুকুরে নামলো খা।

'মেরিটামনের আহ্বান অগ্রাহ্য করার মতো না। সে সবাইকেই নিজের জালে আটকে ফেলতে সক্ষম, একেবারে তোমার মতো।' রাণির উদ্দেশ্যে বললেন রামেসিস।

'খা'কেও ছোটখাটো জাদুকর বলা যায়। বোনের ইচ্ছা থাক বা না থাক, ওকে পার্চমেন্টটা পড়িয়ে তবেই ছাড়বে।'

'ওরা পাঠশালায় কেমন করছে?'

'লেখাপড়ার দিক দিয়ে খা-এর জুড়ি নেই। তোমার কৃষি বিষয়ক সহকারী, নেজদেম ওর শিক্ষার দিকটা তদারকি করছে। সে আমাকে বলেছে, ও এখনই প্রাথমিক লিপিকরের পরীক্ষায় উৎরে যেতে সক্ষম।'

'খা কি তাই চায়?'

'সে শুধু শিখতে চায়।'

'নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য যা যা দরকার সবই দেয়া হবে ওকে। অনাগত ভবিষ্যতের সমস্যাগুলো মোকাবেলায় এতে সাহায্য হবে ওর। মেরিটামনের কী খবর?'

'সে বাবার কাছাকাছি থাকতে চায়।'

'আর ওকে দেয়ার মতো সময়ই পাই না আমি...

'সন্তানদের চেয়ে মিশর বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

যোদ্ধা আর প্রহরী বাগানের ফটকের পাশে বসে আছে। কেউ বাগানে ঢুকতে চাইলে কুকুরটা সতর্ক করবে সবাইকে।

'এসো, নেফারতারি।'

এগিয়ে এল রাণি, খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, রামেসিসের কোলে বসে কাঁধে মুখ গুঁজলো।

'তুমি আমার জীবনের আলো, নেফারতারি। চলো না এভাবেই একসাথে বাগানে

বসে কাটিয়ে দেই বাকি জীবনটা।'

'স্বপ্নটা সুন্দর, কিন্তু তোমার পিতা আর দেবতারা তোমাকে ফারাও হিসেবে নির্বাচন করেছেন। জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছো তুমি।'

'এখন আমার জীবনের পুরোটাই এক নারীর হাতে, যার নরম চুল বাতাসে উড়ে ঝাপটা দিচ্ছে আমার মুখে।'

ধীরে ধীরে রামেসিসের ঠোটজোড়া নেফারতারির ঠোঁটে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিলো।

রাইয়ার মাঠে নামার সময় হয়ে গেছে।

পাই-রামেসিসের বন্দরের দিকে যাত্রা করলো ও। মেমফিসের বন্দরের তুলনায় আকারে ছোট হলেও মালপত্র জাহাজে উঠানো-নামানোর কোলাহলে ব্যস্ত সময় পার করছে বন্দরের কর্মচারীরা।

পরিকল্পনা করাই আছে-রেনফকে প্রথমে ভালো কোনও রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবে। হৈহল্লা করে লোকজনকে দেখাবে যে ব্যাটার সাথে ওর ভালোই খাতির আছে। তারপর রাতে বাড়িতে হানা দিয়ে ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবে। যদি কোনও চাকরের চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা তাহলে তাকেও মনিবের ভাগ্য বরণ করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডটাও লিলিয়ার খুনীর কাজ বলেই মনে করবে লোকজন। তাতে ওর কী আসে যায়? অন্তত নিজে তো বাঁচবে।

বন্দরের সামনেই ফলমূল, শাকসবজি, চন্দন, কাপড়চোপড় ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের দর কষাকষিতে গোটা এলাকা সরগরম হয়ে আছে।

একজন কর্মচারীকে সামনে দেখে এগিয়ে গেল রাইয়া।

'রেনফের নৌকা পৌঁছেনি এখনও?'

'পাঁচ নম্বর ঘাঁটিতে, বজরার পাশে।'

নৌকার দিকে এগোলো ও।

পাটাতনে নৌকার এক মাঝি বসে বসে ঝিমুচ্ছে। লোকটাকে জাগালো রাইয়া।

'তোমার মনিব কোথায়?'

'রেনফ? জানি না তো।'

'কখন পৌঁছেছ তোমরা?'

'ভোরবেলায়।'

'তার মানে, তোমরা রাতে নৌকা চালিয়েছো?'

'মেমফিসের খামার থেকে পনিরের চালান এনেছি। তাই তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে।'

'মাল খালাস করার পর তোমাদের মনিব তো বাড়িতেই ফিরবে, কী বলো?'

'মনে হয় না।'

'কেন?'

'রাজার দেহরক্ষী, বিশালদেহী সার্ড লোকটা নিয়ে গেছে রেনফকে।'

কথাটা শুনে যেন রাইয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

রেনফ আমোদপ্রিয় মানুষ, তিন সন্তানের জনক। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। সেরামানা'র সাথে বন্দরে দেখা হওয়ার সময় বিস্মিত হয়েছিল সে। তবে সার্ড লোকটার হাবভাব ভালো না ঠেকায় ওর সাথে এসে গোটা ব্যাপারটা সামলে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে নিশ্চয়।

তাকে আহমেনির কার্যালয়ে নিয়ে এসেছে ফারাও-এর দেহরক্ষী। আগে কখনও দেখা না হলেও ওর নাম শুনেছে রেনফ। নিজ যোগ্যতায় এতোদূর এসেছে লোকটা। গুজব আছে, নিজের কার্যালয়ের বাইরে খুব কমই পা রাখে আহমেনি।

'দেখা করতে পেরে খুশি হলাম,' বলল রেনফ। 'অবশ্য আগে থেকে খবর পাঠালে ভালো হতো। বন্দরে পা রাখার সাথে সাথেই এভাবে নিয়ে আসাটা বিব্রত করেছে আমাকে।'

'মাফ করবেন,' জবাব দিল আহমেনি। 'খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে তদন্ত করছি আমরা।'

'তার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?'

'সম্ভবত।'

'তো বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'কিছু প্রশ্নের উত্তর চাই আমার।'

'বলুন।'

'লিলিয়া নামের কাউকে চেনেন?'

'খুবই প্রচলিত নাম। এ নামের অন্তত দশজনকে চিনি আমি।'

'আমি যার কথা বলছি সে এখানকার স্থানীয় এক যুবতী, খুবই সুন্দরী। উচ্চমূল্যে নিজের সৌন্দর্য বিলিয়ে বেড়ায়।'

'পতিতা?'

'কেউ কেউ তাই বলে।'

'আমি আমার স্ত্রীর প্রতি খুবই বিশ্বস্ত, আহমেনি। আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। ওকে ধোঁকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। বিশ্বাস না হলে আমার বন্ধু বা প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'মা'তের নামে শপথ করে বলতে পারবেন যে লিলিয়ার সাথে কখনও দেখা হয়নি আপনার?'

'শপথ করছি,' বলল রেনফ।

চুপচাপ তাদের কথোপকথন পর্যবেক্ষণ করছিল শানার। ব্যবসায়ীর আন্তরিকতা মুগ্ধ করলো ওকে।

'অদ্ভুত তো,' বিস্মিতকণ্ঠে বলল আহমেনি।

'অবাক হওয়ার কী আছে? ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে খুব একটা সম্মান না পেলেও, সৎ মানুষ হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ব করি আমি। কর্মচারীদের বেতন ঠিকমতো দেই, নৌকার দেখভাল করি, পরিবারের ভরণপোষণ করি, নিয়মিত কর দেই...এগুলো আপনার চোখে অদ্ভুত?'

‘আপনার মতো মানুষ আজকাল দেখাই যায় না, রেনফ।’
‘দুর্ভাগ্যজনক হলেও কথাটা সত্যি।’
‘ঠিক আছে। তবে আসল ঝামেলা পাকাচ্ছে লিলিয়ার **দেহ খুঁজে পাওয়ার** জায়গাটা।’
‘দেহ? তার মানে...
‘ও খুন হয়েছে।’
‘দুঃখজনক।’
‘তার জীবনধারণের মাধ্যম হয়তো সঠিক ছিল না, তবে খুনের উপরে আর কোনও অপরাধ হতে পারে না। চিন্তার বিষয় হলো, পাই-রামেসিসে যেখানে লিলিয়ার মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়েছে, সেই জায়গাটার মালিক আপনি।’
‘আমার বাড়িতে?’ আঁতকে উঠল রেনফ। মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।
‘বাড়িতে না,’ জবাব দিল সেরামানা। ‘এখানে,’ বলে আহমেনির সামনে বিছিয়ে রাখা পাই-রামেসিসের মানচিত্রের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো ও।
‘বুঝলাম না।’
‘এই বাড়িটা আপনার, তাই না?’
‘হ্যাঁ। তবে এটা কোনও বাড়ি নয়।’
পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সেরামানা আর আহমেনি।
‘কেউ থাকে না ওখানে,’ ব্যাখ্যা করতে লাগল রেনফ। ‘ওটা একটা গুদাম। মালপত্র রাখার জন্য জায়গাটা কিনেছিলাম আমি। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করে দেই। খুব তাড়াতাড়ি মেমফিসের বাইরে থাকা ব্যবসাপাতি গুটিয়ে নেব ভাবছি।’
‘তো জায়গাটা বিক্রি করার কথা ভাবছেন আপনি?’
‘এই মুহূর্তে ভাড়া দেয়া আছে ওটা।’
আশার আলো ঝিলিক দিল আহমেনির চোখে।
‘কার কাছে?’
‘রাইয়া নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে।’
‘কীসের ব্যবসা করে সে?’
‘প্রাচীন নিদর্শনের। বিশেষ করে কারুকাজ করা ফুলদানি বিক্রি করে।’
‘কোথা থেকে এসেছে লোকটা, বলতে পারবেন?’
‘বেশ অনেক বছর যাবত মিশরে বসবাস করলেও জন্মসূত্রে লোকটা সিরিয়।’
‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, রেনফ। খুব উপকার করলেন।’
‘আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?’
‘হ্যাঁ। দয়া করে এগুলো বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।’
‘ঠিক আছে, কথা দিলাম।’
রাইয়া...সিরিয়। আহসা এখানে থাকলে বুঝতে পারতো তার অনুমান কতখানি সঠিক ছিল। আহমেনি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দরজার দিয়ে বেরিয়ে গেল সার্ড দেহরক্ষী।
‘সেরামানা, দাঁড়াও। আমিও আসছি।’

উনত্রিশ

আবহাওয়া মোটামুটি ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও শুধু একটা পশমী আলখেল্লা পরে আছে উরি-টেশুপ। ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হয়েছে ও, ক্রমাগত গতি বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে গাড়িচালককে। মিশরের অনুগত রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে হিট্টি রাজপুত্র-লম্বা, পেশীবহুল, ঋজু দেহের অধিকারী উরি-টেশুপকে।

রামেসিসের ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া বিস্মিত করেছে হিট্টি সম্রাট মুওয়াত্তালি কে। সেনাধ্যক্ষ, বাদুকের ধারণা ছিল, একবার সফলভাবে বিদ্রোহ পরিচালনা করে গেলে আর থেমে থাকতে হবে না। খুব সহজেই মিশরের অনুগত রাজ্যগুলোর দখল নেয়া যাবে।

মিশরে নিয়োগ করা গুপ্তচর রামেসিসের ব্যাপারে সাবধান করেছিল আগেই। সে বলেছিল, ফারাও বেশ ভালোই বুদ্ধি রাখেন, তাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। তবে সেনাপ্রধান বাদুক সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনভিজ্ঞ ফারাও আর মার্সেনারিদের নিয়ে গঠিত মিশরীয় সেনাবাহিনী হিট্টিদের জন্য কোনও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সেটি'র সাথে শান্তিচুক্তির একটা সুবিধাজনক দিক ছিল, মুওয়াত্তালিকেযথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ ও সময় দুটোই পেয়েছিল তখন।

দখল করার মতো একটা ভুখণ্ডই ছিল আনাতোলিয়ান সম্রাটের হাতে, যা তাকে আর তার লোকজনকে এনে দিতে পারতো অসীম ক্ষমতা-মিশর।

সেনাধ্যক্ষ বাদুক-এর মতে, ফল পেকে ঘরে তোলার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমুরু আর কানান, রাজ্য দুটো হাতে থাকলে আসল লক্ষ্য অর্থাৎ মিশরের মূল ভুখন্ডের দিকে এগোনো কোনও সমস্যাই হতো না।

তবে রামেসিস একা হাতে তাদের চতুর পরিকল্পনা ভেস্তে দেন।

হিট্টি রাজধানী, হাট্টুসায় সবাই এই ভেবে বিস্মিত হয়েছিল যে, কেন দেবতারা হিট্টিদের উপর থেকে কৃপাদৃষ্টি তুলে নিলেন। তবে উরি-টেশুপ জানে এর আসল কারণ। বাদুকের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আর অদূরদর্শিতাই তাদের পরাজয়ের জন্য দায়ী। এখন তার কাজ শুধু দুর্গগুলো পরিদর্শন করা নয়, সেই সাথে বাদুককেও খুঁজে বের করা। পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার পর এখনও রাজধানীতে ফেরার সাহস করেনি কাপুরুষটা।

আনাতোলিয়ান মালভূমির প্রান্তে, পাহাড়ের উপর অবস্থিত গাভুর কালেসি নামক দুর্গে পাওয়া যেতে পারে লোকটাকে, ভাবলো উরি-টেশুপ। তিনটা অস্ত্রধারী সৈনিকের

মূর্তি জায়গাটার অবস্থান নির্দেশ করেছে। হিট্টি জাতির মুলনীতি প্রকাশ করছে মুর্তিগুলো-কর নয়তো মর। কাছাকাছি পৌঁছতেই কুচকাওয়াজরত সৈন্যদল নজরে এল। প্রত্যেকের ডানহাতে বর্শা আর বাম কাঁধে ধনুক ঝোলানো।

একের পর এক দাঁড়িয়ে থাকা বাদামগাছের সারীর ভেতর দিকে দ্রুগতিতে এগোতে থাকলো উরি-টেশুপ। এবরোখেবরো পথ আর জল-কাদা, কোনওটাই তার গতি বিন্দুমাত্র কমাতে পারল না। এখন গন্তব্য হচ্ছে মাশাত-এর কেল্লা। এই একটামাত্র জায়গাই খোঁজার বাকি যেখানে বাদুক লুকিয়ে থাকতে পারে।

মাশাতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুটো পাহাড়ের মাঝের সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে সুরক্ষিত দুর্গটা। দিনরাত ওয়াচটাওয়ারে পাহারা দিচ্ছে তীরন্দাজরা।

দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাত একটা বর্শা উড়ে এসে বিঁধলো ঘোড়ার পায়ের একটু সামনে। ঘটনার আকস্মিকতা জমিয়ে দিল উরি-টেশুপকে।

বিস্ময় কাটতেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরে গর্দভের দল! আমাকে চিনতে পারেনি নাকি?'

ফটক খুলে গেল। দশজন সৈনিক বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশপথে, উদ্দেশ্য-রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা জানানো। সরাসরি তাদের ভেতর দিয়ে সামনে এগোলো সে।

'প্রশাসকের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

বলতে না বলতেই প্রাচীরের উপর থেকে নেমে এল সেনাপতি। সৈন্যরা বর্শা উঁচিয়ে অভিবাদন জানালো তাকে।

'রাজপুত্র! দেখা হয়ে ভালো লাগল।'

'সেনাপতি বাদুক এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে নিজের বাসস্থান ছেড়ে দিয়েছি।'

'তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

তারপর সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন দুজন। হালকা বাতাস বইছে উপরে। সেনাপতির থাকার জায়গাটা আগাগোড়া পাথর কুঁদে তৈরি করা। ভেতরে তেলের বাতি জ্বলছে, আবছা ধোঁয়া ভাসছে গোটা ঘরজুড়ে।

উরি-টেশুপকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে দাঁড়ালো মধবয়সী লোকটা।

'রাজপুত্র! উরি-টেশুপ... '

'কেমন আছো, বাদুক?'

'ব্যর্থ পরিকল্পনাটার কথা মাথায় ঘুরছে এখনও। মিশরীয় সেনাবাহিনী ওভাবে বাগড়া না দিলে কানান আর আমুরু এতোদিনে আমাদের কব্জায় থাকতো। তবে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। মিশরীয়রা সাময়িক বিজয় হাসিল করেছে ঠিকই, তবে তাদের হাত থেকে আবার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া সম্ভব। এমনকি স্থানীয় শাসকেরা এখনও আমাদের পক্ষে আছে।'

'মিশরীয়রা আমুরুতে পৌঁছানোমাত্র কেন সেনাবাহিনীকে তুমি আক্রমনের আদেশ

দিলে না? কাদেশে তৈরি অবস্থায় ছিল ওরা।'

চমকে গেল বাদুক। 'সেরকম কিছু করার জন্য আগে সরাসরি যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন। আমার এখতিয়ারের বাইরে ছিল ব্যাপারটা। এমন আদেশ শুধুমাত্র সম্রাটের পক্ষেই দেয়া সম্ভব।'

এককালে উরি-টেশুপের মতোই মাথা গরম আর রক্তপিপাসু প্রকৃতির লোক ছিলেন বাদুক। তবে সময়ের সাথে সাথে সেই তেজ কমে এসেছে অনেকটাই।

'নিজের ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করতে পারছো?'

'মাশাতে বসে সেটাই ভাবছি আমি।'

'আমাকে ক্ষমা করুন, মহামান্য,' রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে বলল সেনাপতি, বেরিয়ে যাবার অনুমতি চাচ্ছে। জানে, এ ধরণের উচ্চমাত্রার সামরিক কথাবার্তা তার শোনা উচিত নয়।

'না, থাকো।' জবাব দিল রাজপুত্র।

আসলে চোখের সামনে সেনাধ্যক্ষ বাদুকের এমন অপমান দেখতে ভালো লাগছিল না সেনাপতির। একজন সাহসী যোদ্ধা তিনি, দেশের সেবায় নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করছেন। অপরপক্ষে রাজপুত্রের মুখের কথাই আইন। আদেশ অমান্যকারীর ভাগ্যে মৃত্যু ছাড়া কিছু জুটবে না।

'কানানের দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুবই ভালো, বলে উঠল বাদুক। 'আর যাই হোক, তারা আত্মসমর্পন করবে না।'

'তাতে তো পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। বিদ্রোহ দমন করা হয়ে গিয়েছে। কানান এখন মিশরের কব্জায়। মেগগাইডোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।'

'দুঃখজনক হলেও সত্যি। আমাদের সৈন্যদের প্রচেষ্টা প্ররোপুরি ব্যর্থ। তবে কাদেশে যুদ্ধ শুরু হবার আগে সব সৈন্যকে সেখানে দেখতে চান সম্রাট। আমুরু আর কানানে হিট্টিদের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ যেন না থাকে।'

'আচ্ছা, আমুরুর ব্যাপারে কথা বলি। তুমি নিশ্চয়তা দিয়েছিলে, সেখানকার রাজপুত্র আমাদের হাতে আছে, ভোল পাল্টে আর কখনও রামেসিসের সাথে যোগ দেবে না ও।'

'ওটাই আমার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল,' জবাব দিল বাদুক। এদিক দিয়ে মিশরীয়রা টেক্কা দিয়েছে আমাদের। উপকুলীয় রাস্তা ধরে এগোলে সরাসরি ফাঁদে পড়তো ওরা। তারা সেদিকে না গিয়ে দেশের মধ্যভাগ দিয়ে এগিয়েছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল আমুরুর রাজপুত্র। জানতে পারার পর আত্মসমর্পন ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না ওর সামনে।'

'আত্মসমর্পন!' রাগে ফেটে পড়লো যেন উরি-টেশুপ। 'আত্মসমর্পনের ব্যাপারে একবিন্দুও শুনতে চাই না আর। যতদূর আমি বুঝি, তোমার পরিকল্পনাতেই গলদ ছিল। মিশরীয় সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছো তুমি। ফলশ্রুতিতে, জিতে গিয়েছে ফারাও। তার সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।'

'ব্যর্থতা অস্বীকার করছি না আমি। আসলে, আমুরুর রাজপুত্রকে বিশ্বাস করাই

উচিত হয়নি আমার। যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছে কাপুরুষটা।'

'হিট্টি সেনাপ্রধানের নামের পাশে ব্যর্থতার চিহ্ন শোভা দেয় না।'

'এমন না যে আমার বাহিনী পরাজিত হয়েছে, মহামান্য। তবে একথাও সত্যি যে, তারা মিশরের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালতে পারেনি।'

'তুমি রামেসিসকে ভয় পাচ্ছিলে, তাই না?'

'তার সেনাবাহিনী আমাদের অনুমানের তুলনায় অনেক বড় ছিল। তাছাড়া আমরা শুধু বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে গিয়েছিলাম, সরাসরি যুদ্ধ করতে নয়।'

'তৎক্ষণাৎ অজুহাত রচনাতে তোমার জুড়ি নেই, বাদুক।'

'আমি শুধুমাত্র আপনার চাকর, মহামান্য। আদেশের প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম।'

'হাট্টুসায় না গিয়ে এখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছো কেন?'

'বললামই তো, ভুল শোধরানোর অপেক্ষা করছিলাম আমি। একটা ভালো খবর আছে-আবারও আমুরু দখল করার জন্য আমরা তৈরি।'

'স্বপ্ন দেখছো তুমি, বাদুক।'

'না, রাজপুত্র। শেষবারের মতো একটা সুযোগ দিন আমাকে।'

'সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারন করা হয়েছে তোমাকে। ওই পদে আমাকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন সম্রাট।'

ফায়ারপ্লেসে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে কয়েক পা এগোলো বাদুক। 'অভিনন্দন, উরি-টেশুপ। আশা করি আপনি আমাদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবেন।'

'তোমার জন্য আরেকটা খবর আছে।'

আগুন পোহানোর উদ্দেশ্যে ফায়ারপ্লেসের সামনে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল সাবেক সেনাপ্রধান।

'বলুন, মহামান্য।'

'তুমি একটা কাপুরুষ।'

বলতে বলতেই খাপ থেকে তলোয়ার বের করে আনলো উরি-টেশুপ, চোখের পলকে বাদুকের বুকে আমূল গেঁথে দিল অস্ত্রটা।

দৃশ্যটা দেখে হতোবাক হয়ে গেল সেনাপতি।

'সেই সাথে বিশ্বাসঘাতকও,' অবজ্ঞার সুরে বলল উরি-টেশুপ। 'নিজের ভুল স্বীকার করেনি লোকটা। তারপর ক্ষেপে গিয়ে আমাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। তুমি সাক্ষী।' সেনাপতির উদ্দেশ্যে যোগ করলো ও।

মাথা নেড়ে সায় দিল সেনাপতি।

'কাঁধে বয়ে প্রাঙ্গণে নিয়ে যাও মৃতদেহটা। সৎকার ছাড়াই পুড়িয়ে ফেলো। সবাই দেখুক, পরাজিত সেনাপ্রধানের পরিণতি।'

বাদুকের দেহটা পোড়ানোর সময়টুকু নিজের ঘোড়ার গাড়ির চাকায় তেল লাগানোতে ব্যয় করলো উরি-টেশুপ। এটাতে চড়েই যুদ্ধ করবে সে। এখন শুধু রাজধানীতে পৌছানোর অপেক্ষা। তারপরই মিশরে রক্তের নদী বইয়ে দেবে।

ত্রিশ

এর থেকে উৎকৃষ্ট রাজধানী আর হতে পারে না, আনাতোলিয়ান মালভূমির মধ্যদিকে এগোতে এগোতে ভাবলো উরি-টেশুপ। গোটা হিট্টি সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই হাট্টুসা। পদে পদে কারিগরদের নৈপুন্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে শহরটা। পুরো এলাকাটাই পাহাড়ের পাদদশে নির্মিত। অন্যান্য সব স্থাপনার চেয়ে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়ে আছে রাজভবন। অনভিজ্ঞ চোখে হাট্টুসাকে পাথরের স্তরে স্তরে হিজিবিজি সাজানো গুটিকতক সাধারণ ঘরবাড়ির সমারোহ ছাড়া কিছু মনে হবে না। চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়চুড়া আক্রমণকারীদের থেকে সুরক্ষিত রাখে এই শহরকে।

এই সেই গর্বিত, অপরাজেয় হাট্টুসা; এই সেই অশান্ত আর ক্রুদ্ধ নগরী হাট্টুসা-যার নামের সাথে খুব শীঘ্রই একসাথে উচ্চারিত হবে উরি-টেশুপের নাম।

রাস্তার পাশে পাঁচ মাইল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কেল্লাগুলো যে কোনও সৈনিকের মনে শিহরণ জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

উচ্চভূমি-এর দুটো ফটক, তারপর সিংহদ্বার আর সম্রাটদ্বার পার হয়ে স্ফিংস ফটকের সামনে পৌঁছলো সে। প্রধান দুর্গে পা রাখতে হলে এই অংশটা পার হওয়া অত্যাবশ্যক।

সূর্যদেবতা আর ঝড়ের দেবতার মন্দির নিম্নভূমিতে অবস্থিত। তবে উরি-টেশুপ উচ্চভূমিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। সরকারি ভবনগুলোর দিকে তাকাতেও কেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করে ও।

শহরে ঢুকে ঐতিহ্য অনুযায়ী মহামান্বিত পাথরখন্ডের উদ্দেশ্যে তিন টুকরো রুটি আর মদ উৎসর্গ করলো সে। মুখে উচ্চারণ করলো প্রথাগত বাক্য-অনন্তকাল টিকে থাকুক এই পাথর।

গা ঘেঁষে থাকা তিনটা পাহাড়ের চূড়ায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজভবন। সুউচ্চ প্রাচীরের উপর কিছুদূর পরপর স্থাপিত তীরন্দাজদের মিনারগুলো সবসময় সুরক্ষা দিচ্ছে এটাকে। আস্তাবল, অস্ত্রাগার, নিরাপত্তারক্ষীদের থাকার জায়গা ইত্যাদি প্রাসাদের সীমার ভেতরেই অবস্থিত।

হিট্টি সাম্রাজ্যের ইতিহাসজুড়ে ঘটে যাওয়া ক্ষমতাসংক্রান্ত উত্থান পতন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন বর্তমান সম্রাট, মুওয়াত্তালি। এই সতর্কতা আর বুদ্ধিই তাকে এখনও পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে।

আশেপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিদর্শকরা। প্রথাগত নিয়মে দেহ তল্লাসি করা

হলো উরি-টেশুপের। নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে উরি-টেশুপের নিয়োগের খবরে খুব উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছে তল্লাসরত নিরাপত্তাকর্মীকে।

তল্লাসি শেষ হলে, তাকে মোটা থামওয়ালা হলরুমের দিকে এগোতে ইশারা করলো এক উচ্চপদস্থ নিরাপত্তারক্ষী। এখানেই সাহায্যপ্রার্থীদের সাথে দেখা করেন সম্রাট। ঘরের দরজার সামনে সিংহ আর স্ফিংসের মুর্তিবসানো আছে। দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এযাবতকাল পর্যন্ত হিট্টিদের সব বিজয়গাঁথা। সেসব দেখে আত্মবিশ্বাস আরও গাঢ় হলো উরি-টেশুপের।

দুজন মানুষ প্রবেশ করলো ঘরে। প্রথমজন সম্রাট মুওয়াত্তালি নিজে। মাঝারি উচ্চতার,মধ্যবয়স্ক লোকটার দেহের কাঠামো পিপের মতো গোলগাল। পরনে লাল আর কালোতে মেশানো উলের আলখেল্লা, কালো রঙের সতর্ক চোখদুটো নজর রাখছে চারপাশে।

দ্বিতীয়জনের নাম হাট্টুসিলি, সম্রাটের ছোটভাই। দেহের গড়ন ভাই-এর তুলনায় বেশ খাটো আর চিকন। চুলগুলো মাথার পেছনদিকে টেনে বাঁধা। লোকটার পরনে বিভিন্ন রঙের মিশেল দেয়া আলখেল্লা। সূর্যদেবতার প্রধান উপাসক তিনি, বিয়ে করেছেন পুডুহেপা নামধারী এক ধর্মীয় নেতার মেয়েকে। উরি-টেশুপ ঘৃণা করলেও সম্রাটের কাছে তাদের উপদেশের কদর অনেক। নবনিযুক্ত সেনাপ্রধানের মতে, মারাত্মক এক চক্রান্ত মনে পুষে চলেছে হাট্টুসিলি।

হাঁটু গেড়ে বসে পিতার হাতে চুমু খেলো উরি-টেশুপ।

'বাদুককে খুঁজে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পিতা। মাশাতের দুর্গে।'

'নিজের পক্ষে কী সাফাই গেয়েছে সে?'

'ও আমাকে আক্রমণ করেছিল, যার কারণে লোকটাকে খুন করতে বাধ্য হই আমি। দুর্গের সেনাপতি গোটা ব্যাপারটার সাক্ষী।'

ভাই-এর দিকে ফিরলেন মুওয়াত্তালি।

'দুঃখজনক ব্যাপার,' বলল হাট্টুসিলি। 'তবে যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন আর কেউ মৃত সেনাপ্রধানকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

মনে দানা বেঁধে ওঠা বিস্ময়কে অনেক কষ্টে চাপা দিল উরি-টেশুপ। এই প্রথমবার চাচা তার পক্ষে কিছু বললেন!

'কথা সত্য,' বললেন সম্রাট। 'হিট্টি জনগণ পরাজয় পছন্দ করে না।'

'আমুরু আর কানানে একসাথেই আক্রমণ করার জন্য তৈরি আছি আমি,' সাহস করে বলল উরি-টেশুপ। 'আর তারপর সরাসরি হামলা করবো মিশরে।'

'লক্ষ্যের সামনে বিস্তর বাধাবিপত্তি আছে,' আপত্তি জানালো হাট্টুসিলি।

'এতো কঠিন ভাবার কোনও কারণ নেই। দুর্গ দুটোর মাঝে বেশ অনেকখানি দুরত্ব আছে। ওদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে আমরা সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালাব।'

'তুমি বিষয়টাকে খুব বেশি সহজ করে দেখছ। মিশরের বাহিনীর বর্তমান শক্তিশালী অবস্থানের কথাটা ভেবে দেখ একবার।'

'কিন্তু তাদের শত্রুদের অবস্থার দিকে একবার তাকান! আমাদের সামনে পড়লে কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে ওদের,' বলল উরি-টেশুপ।

'রামেসিসের কথা ভুলে গেলে?'

পিতার প্রশ্ন চুপ করিয়েদিল তাকে।

'আমি জানি, তুমি আমাদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারবে, উরি-টেশুপ। তবে প্রস্তুতি ছাড়া কিছু করতে যাওয়াটা বোকামি হবে। আমাদের এলাকা থেকে অতদূরের রাজ্যে আক্রমণ চালানো ঠিক হবে না।'

'তাহলে কোত্থেকে শুরু করবো?'

'মিশরীয় বাহিনীকে আবারও উত্তরদিকে টেনে আনবো আমরা।'

'তার মানে...'

'হ্যাঁ, কাদেশ। রামেসিসের পরাজয়ের জন্য কাদেশই হবে আদর্শ স্থান।'

'মিশরের অনুগত রাজ্যগুলোকে আমলে আনছেন না কেন?'

'গুপ্তচর আর কূটনীতিকদের প্রতিবেদন মনোযোগ দিয়ে পড়েছি আমি। সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলাম, রামেসিস আসলেই সত্যিকারের যোদ্ধা। আমরা যা ভেবেছি তার তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও। ওর সাথে লাগতে যাওয়ার আগে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিতে হবে।'

'আমরা কিন্তু খুব বেশি সময় নষ্ট করছি।'

'না। সময় বাঁচানোর চাইতে পূর্ণশক্তি নিয়ে আক্রমণ করাটা বেশি জরুরী।'

'আমাদের বাহিনী মিশরীয় মার্সেনারীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আর তাছাড়া, আমার সুচতুর পরিকল্পনা তো থাকবেই। ইতোমধ্যেসব হিসাবনিকাশ সেরে নিয়েছি আমি। এখন শুধু সৈন্যদের নিয়ে অভিযান শুরু করার অপেক্ষা মাত্র। তাহলে দেরি কেন?'

'আমি এখনও জীবিত আছি, উরি-টেশুপ। আমার আদেশ, শুধুমাত্র আমার আদেশ মোতাবেক কাজ করবে তুমি। এখন যাও, বিশ্রাম করো। ঘন্টাখানেকের ভেতর আমি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করব।'

সম্রাট অভ্যর্থনাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

হাট্টুসিলির দিকে রাগী চোখে তাকাল উরি-টেশুপ।

'আপনিই আমার সর্বনাশটা করছেন।'

'সেনাবাহিনীর সাথে তো আমার কোনও সম্বন্ধ নেই।'

'হাসাবেন না আমাকে। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই,কেএখানকার আসল শাসক।'

'নিজের পিতার প্রতি সম্মান দেখাও, উরি-টেশুপ। এখানকার সম্রাট মুওয়াত্তালি। আমি তার সেবক মাত্র।'

'সেবক? নাকি জল্লাদ...?'

'খুব বেশি কল্পনা করছো তুমি।'

'আপনার কুমন্ত্রনায় এখানকার বিচারালয় কলুষিত হয়ে আছে। সব চক্রান্তের

পেছনেই আপনার হাত আছে। তবে মাথায় রাখবেন, চাচা মহাশয়, শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে না।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো।'

'যতটুকু বুঝেছি, আপনি তার থেকেও অনেক বেশি ধুরন্ধর, হাট্রুসিলি।'

'পাগল হয়ে গেছো তুমি।'

'তাই নাকি?'

'সম্রাট তোমাকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তুমি সাহসী যোদ্ধা, সৈন্যদেরও বিশ্বাসভাজন। তবে এর থেকে বেশি কিছু আশা করলে বোকামি করবে।'

'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হাট্রুসিলি। এই রাজ্যে সৈন্যরাই আসলে ক্ষমতার চাবিকাঠি।'

'এখানে জনগণ সবচেয়ে বেশি কীসের কদর করে, জানো? তাদের বাড়িঘর, জায়গা-জমি, আঙুরক্ষেত, গবাদি পশু... '

'আপনি কী শান্তির বাণী প্রচার করছেন নাকি?'

'যতদূর জানি, যুদ্ধের কোনও ঘোষণা তো দেয়া হয়নি।'

'মিশরের সাথে শান্তি স্থাপনের কথা যে উচ্চারণ করবে, তাকে দেশদ্রোহী বলেই গণ্য করা হবে।'

'কথার উল্টো অর্থ করো না।'

'আমার কাজে বাগড়া দিতে এলে পস্তাতে হবে, হাট্রুসিলি।'

'হুমকি দেয়া দুর্বলের কাজ, উরি-টেশুপ।'

তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল রাজপুত্র। হাট্রুসিলি শান্ত চোখে তাকে কাজটা করতে দেখলেন।

'মুওয়াত্তালির ভাই-এর দিকে অস্ত্র তোলার দুঃসাহস দেখাতে চলেছো তুমি?'

চোখের দৃষ্টিতে তাকে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল উরি-টেশুপ।

একত্রিশ

সম্রাটের বক্তৃতা শুনতে আজ সবাই একত্রিত হয়েছে; উরি-টেশুপ, হাট্টুসিলি, বজ্র দেব আর সূর্য দেবীর প্রধান পূজারী, রাজ নির্মাতাদের প্রধান, এমনকি বাজার নিয়ন্ত্রকারী প্রধান পরিদর্শক। এছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ এসে জড়ো হয়েছেন এখানে।

মিশরের আশ্রিত রাজ্য গুলোর মাঝে অস্তিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটেছে। স্পষ্টতই, এর দায় চেপেছে প্রয়াত সেনাপতি বাদুকের ঘাড়ে। তবে কথা হলো, মুওয়াত্তালি পররাষ্ট্র নীতিতে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? উরি-টেশুপের পরিচালনায়, সামরিক বাহিনী গুলো ক্রমাগত মিশরের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে নিম্নশ্রেনীর, অনেক ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে বানিজ্য করতে। তারা যেকোনও উপায়েই চায় এই অরাজকতা বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসুক। হাট্টুসিলি, ব্যবসায়িদের এই দূর্ভোগের কথা সম্রাটকে জানালেন। নিজেদের কার্যক্রম চালানোর জন্য তারা উচ্চ শুল্ক প্রদান করে থাকে, যেটা দিয়ে সামরিক বাহিনীর সব খরচ চালানো হয়। এই ব্যবসায়িরা, শহর এবং গ্রামকে নিজেদের বানিজ্য কেন্দ্রে পরিণত করেছে। অর্থিনীতিকে আরও উন্নত করতে এরা উদ্ভাবন করেছে নতুন সব পদ্ধতি; দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন পন্য আনয়ন, লিখিত বানিজ্য পত্র, চালান পত্র, ঋন পত্র, এছাড়াও আরও বিভিন্ন নিয়ম কানুন। এমতাবস্থায়, যদি কোনও ব্যবসায়ি খুনের দায়ে অভিযুক্তও হয়, বড় মাপের অর্থের বিনিময়ে এই দায় এড়িয়ে যেতে পারবে সে।

সামরিক শক্তি আর উন্নত অর্থনীতি, এ দুটোই একজন সম্রাটের মূল শক্তি। সম্রাজ্য নিয়ন্ত্রনে এই দুই-এর সমন্বয় খুবই জরুরি। উরি-টেশুপ সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার পর, হাট্টুসিলি বানিজ্য প্রতিনিধির পদে উপনীত হন। আর তার স্ত্রী, পুডুহেপাকে দেয়া হয় যাজকদের নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব।

বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মুওয়াত্তালি, ভাই-এর বিরুদ্ধে ছেলের ষড়যন্ত্র গুলো বুঝতে পারছেন না। তবে প্রত্যেককে সীমিত পরিমান ক্ষমতা প্রদান করলেও, কর্তৃত্ব তিনি নিজের হাতেই রেখেছেন। কিন্তু আর কত দিন?

মিশর দখলে হাট্টুসিলির কোনও আপত্তি নেই, যদি না উরি-টেশুপকে বীর যোদ্ধা আর ভবিষ্যৎ রাজা মানতে হয়। কাজেই এখন তার সামরিক বাহিনীর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত, যাতে ঠিক সময়ে ভাগ্নের ভিত্তিকে দূর্বল করা যায়। একজন যুবরাজ হিসেবে, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যুর চেয়ে বেশি গর্বের আর

কিইবা থাকতে পারে? মুওয়াত্তালির নেতৃত্ব গুন সম্পর্কে হাট্টুসিলি অবগত, এমনকি খুশি মনেই তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবেন। তবে তার ছেলেকে নয়, এই ক্রমবর্ধমান সম্রাজ্যের জন্য উরি-টেশুপকে হুমকি স্বরুপই বলা যায়।

মুওয়াত্তালি ছেলের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাবোধ তো দূরে থাক, সাধারন সম্মানটুকুও আশা করে না; হিট্টি সংস্কৃতিতে পারিবারিক বন্ধনকে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর আইন মোতাবেক, সম্পৃক্ত ব্যক্তি বর্গের বড় কোনও ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত অত্যাচারকে স্বাভাবিক মানা হয়। যদিও এর অন্যথায় কাউকে আজ পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়নি, বরঞ্চ কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে বিনা শাস্তিতে ছেড়েও দেয়া হয়। সুতরাং, ছেলে হয়ে নিজ বাবাকে ক্ষমতার লোভে হত্যা করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে উরি-টেশুপকে নিযুক্ত করাটা ছিল একটা মোক্ষম কাজ; এতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও নিজ বাবাকে খুন করারা চিন্তা মাথা থেকে দূরে থাকবে। তবে আগে পরে যখনই হোক, বিপদ ঠিকই আসবে। এখন হাট্টুসিলির একটাই কাজ, বর্তমান অস্থিতিকর পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভাগ্নেকে দূর্বল করে দেয়া, যাতে সে খুব একটা ক্ষতি করতে না পারে।

শহরের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে, শীতের আগমনী বার্তা জানাচ্ছে। সবাই অভ্যর্থনা কক্ষের ভেতর রাখা কয়লাদানির সামনে জড়ো হয়ে আছে, তাপ পোহাচ্ছে।

এইমুহূর্তে পরিস্থিতি খুবই গুরুগম্ভীর আর উদ্বিগ্ন। জনসম্মুখে আসা এবং ভাষন দেয়া, কোনটাই মুওয়াত্তালির পছন্দ না; তিনি আড়ালে থেকেই কল কাঠি নাড়তে পছন্দ করেন।

প্রথম সারীতে নতুন যুদ্ধবর্মে উরি-টেশুপকেদেখা যাচ্ছে, পাশেই সাদাসিধে পোশাকে রয়েছেন হাট্টুসিলি। লাল গাউন পরিহিত পুডুহেপাকে একজন যোগ্য রাণির মতোই দেখাচ্ছে। তার সারা গায়ে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে, এমনকি মিশরের স্বর্ন ব্রেসলেটও রয়েছে।

মুওয়াত্তালি সিংহাসনে বসলেন, স্থুল পাথরের সাদামাটা একটি সিংহাসন। তার এহেন উপস্থিতিতে সবাই অবাকই হয়েছে, সাধারন দেখতে এক লোক কীভাবে এমন গর্বিত আর শক্তিশালী সম্রাজ্যের রাজা হতে পারে! তবে তার উদ্ধত দৃষ্টি আর দেহভঙ্গি ঠিকই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেল। সম্রাটের চোখ থেকে যেন দাউ দাউ করে আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুওয়াত্তালি একই সাথে চতুর এবং পাশবিকও, বৃশ্চিকের ন্যায় যেকোনও মুহূর্তে আক্রমণ করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তার রয়েছে।

'বজ্র দেব আর সূর্য দেবীর সৃষ্টি এ রাজ্য,' সম্রাট বলতে শুরু করলেন। 'আর আমি হলাম তার রক্ষাকর্তা। আমি, স্বয়ং সম্রাট, কথা দিচ্ছি, এই হিট্টি সম্রাজ্যকে রক্ষা করব। যত শক্তি আর অস্ত্র লাগবে আমি দেব।'

এই যুগান্তরকারি ভাষন থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মুওয়াত্তালি একাই সব ক্ষমতার আধার; তার ছেলে আর ভাই যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, বাধ্যতা স্বীকার করতেই হবে তার কাছে। একটা ভুলপদক্ষেপ আর সাথে সাথেই মৃত্যু। সম্রাটের কথার উপর আর কোনও কথা হবে না।'

'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম, চারদিকেই আনাতোলিয়ান মালভূমি এবং পাহাড় দিয়ে ঘিরা আমাদের এই দেশ,' মুওয়াত্তালি বলে চললেন। 'এতো সুরক্ষিত আর বড় সীমানাকেও যখন শহরবাসী সামান্য বলে ভাবছে, তাহলে এর সীমানাকে নীল নদের তীর পর্যন্ত বর্ধিত করা হোক।'

মুওয়াত্তালি উঠে দাড়ালেন, তার বলা শেষ হয়েছে।

অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিলেন তিনি। এখন শুধু যুদ্ধের অপেক্ষা।

উরি-টেশুপ সেনা দলের অধিনায়ক হওয়াতে এক ভোজ সভার আয়োজন করেছে। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সেনাপ্রাধান থেকে শুরু করে আরও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গরাও এসেছেন। তারা একে অন্যের সাথে অতীতের কাজ কর্ম আর ভবিষ্যৎ বিজয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। যুবরাজ নিজ সেনা দল নিয়ে যে পরিকল্পনা করে রেখেছে তার রূপরেখা আঁকছে; নিজের জন্য একটি রথ আর দলের জন্য অশ্ব।

নিকটবর্তী যুদ্ধ ঘ্রাণে বাতাস ভারী হয়ে আছে।

শ'খানেক ক্রীতদাসীর আগমন ঘটল জমজমাট এ আসরে। হাট্টুসিলি ও তার স্ত্রীও চলে এলেন। উরি-টেশুপের অতিথিদের জন্য উপহার এই ক্রিতদাসীরা। আজ রাতের জন্য এদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করানো যাবে, নয়তুবা শাস্তি পেতে হবে কিংবা মেরে লবন খনিতে ফেলে দেয়া হবে। এই লবন খনি হিট্টিদেশের সম্পদের একটি বৃহৎ অংশও আবার।

'এতো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে?' ভাতিজা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল।

'কালকের দিনটা খুবই ব্যাস্ততায় কাটাতে হবে, তাই,' পুড়ুহেপা উত্তর দিল।

'চাচা হাট্টুসিলি না হয় আরেকটু থেকে যাক। এদের মাঝে ষোলো বছরের একটা এশিয়ান মেয়েও আছে, বড়ই চমৎকার দেখতে। তুমি চলে যাও, চাচি পেডুহেপা। চাচা না হয় থেকে যাক, শেষবারের মত একটু ভালো সময় কাটাক।'

'সব পুরুষ যে ইতর হবে তা কিন্তু নয়,' সরাসরি বলল পুড়ুহেপা। 'আর ভবিষ্যতে, এসব আমন্ত্রণ আমাদের না দেয়াই উত্তম হবে।'

হাট্টুসিলি ও পুড়ুহেপা নিজেদের ঘরে ফিরলেন। হাতে বোনা কার্পেটের উজ্জ্বল রং এর জন্যই যেন নিরস এই ঘরটাকে আলোকিত লাগছে। দেয়ালে ঝুলে আছে কিছু শিকারের স্মৃতিস্মারক, আর কিছু বর্ম আড়াআড়ি করে রাখা।

পুড়ুহেপা এখনও উত্তেজিত হয়ে আছে, ভৃত্যদের চলে যেতে বলে নিজেই বিছানা গুছিয়ে নিলো।

'উরি-টেশুপ একটা বদ্ধ উন্মাদ,' গজগজ করে বলল।

'তবুও, ও সম্রাটের ছেলে।'

'আর তুমি সম্রাটের ভাই।'

'অধিকাংশ মানুষ ওকে মুওয়াত্তালির উত্তরসূরি ভাবে।'

'কী... সম্রাট এই ভুল করবে না নিশ্চয়ই!'

'আপাতত কথাটাকে গুজবই বলা চলে।'

'তাহলে বন্ধ করছ না কেন?'

'কারণ আমি এসবে কান দেই না।'

'তুমি কীভাবে এতো স্থির থাকো?'

'বুঝতে পারছ না কেন, উদ্বিগ্ন হওয়ার মত এখনও তো কিছু ঘটেনি।'

'তোমার কি মনে হয়, আমি কিছুই বুঝি না?'

'শোন, উরি-টেশুপ যা চেয়েছিল সেটাই ও পেয়েছে। এখন ওর বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কোনও অবকাশ পাবে না।'

'বোকার মত কথা বলো না। ও সবসময়ই সিংহাসনের পিছেই ছুটেছে।'

'এটাই তো স্বাভাবিক, পুড়ুহেপা। তবে কি মনে হয় তোমার, ও কি এতো সহজেই সেটা পেয়ে যাবে?'

স্বামীর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে আছে পুড়ুহেপা। দৈহিক দিক দিয়ে বিশেষত্বহীন হলেও, হাট্টুসিলির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আর দূরদর্শিতা শুরু থেকেই তাকে আকর্ষিত করেছে। হাট্টুসিলি একজন তুখর কূটনীতিবিদ।

'উরি-টেশুপ দূরদর্শী নয়,' হাট্টুসিলি বললেন। 'সম্মুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওর কোনও ধারনাই নেই। হিট্টি সেনাদের নিয়ন্ত্রন কোনও ছেলেখেলা নয়।'

'কিন্তু বাকিরা যে বলে, ও একজন নির্ভীক যোদ্ধা।'

'তা ঠিক আছে, তবে কোনও দলকে নিয়ন্ত্রন করতে গেলে যেমন দরকার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, তেমনি প্রয়োজন ভিন্ন দৃষ্টি শক্তি ও পরিস্থিতি সামলানোর যোগ্যতা। এগুলো একমাত্র অনুশীলন আর অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়।'

'হ্যাঁ, তোমার কথা এবার বুঝতে পেরেছি। ওর মাঝে এসবের কোনটাই আমার নজরে পড়েনি।'

'এর চেয়ে ভালো আর কি-ই বা হতে পারে, বল? বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে নিজের জীবনটা হারাবে। পরিস্থিতি অচিরেই আরও গরম হয়ে উঠবে, খুব শিঘ্রই এই সম্মান ওর গলায় কাটার মতো বিঁধবে।'

'কিন্তু মুওয়াত্তালি যেহেতু যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছেন, ছেলেকে নিয়ে নিশ্চয়ই

তার কোনও না কোনও পরিকল্পনা আছে।'

'বলা যায় না, পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে বদলে যেতেও পারে।'

'তুমি নিশ্চিত করেই বলছ?'

'আমি আবারও বলছি, উরি-টেশুপ নিজেকে খুব বড় ভাবছে। ও যে যুদ্ধে অংশ নিতে যাচ্ছে তা খুবই কঠিন। ওর এই দিবাস্বপ্ন অচিরেই পদাতিক সৈন্যদের ঢালের আঘাতে ভেঙ্গে যাবে আর রথের চাকার তলায় পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। শুধু তাই না...'

'উত্তেজিত হয়ো না, প্রিয়তম, বুঝতে পেরেছি।'

'তবে মুওয়াত্তালি একজন মহান সম্রাট।'

'তিনি কি তাহলে ছেলের দূর্বলতাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছেন নাকি?'

হাট্টুসিলি মুচকি হাসলেন। 'আমাদের সম্রাট একাধারে শক্তিশালী আবার ভঙ্গুরও। সামরিক দিক থেকে তিনি শক্তিশালী, আর ভঙ্গুর এই কারণে যে আমাদের চারপাশ জুড়েই রয়েছে বিদ্বেষী প্রতিবেশিরা। একটু দুর্বলতা পেলেই ছোঁ মেরে বসবে। মিশরকে জয় করার লক্ষ্যকে উত্তম বলা চলে, তবে একটি ভুল পদক্ষেপ সাথে সাথেই বয়ে আনবে সমূহ বিপর্যয়। শকুনেরা আমাদের মাথার উপরেই উড়ছে, ওদের অপেক্ষা শুধু সুযোগের।'

'তোমার ভাতিজার মতো একটা উন্মাদকে মুওয়াত্তালি সামলাতে পারবে তো?'

'উরি-টেশুপ এখনও ওর বাবাকে চিনতে পারেনি। তিনি যদি ওকে ভিতরের খবর দিয়েও থাকেন, আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনও ধারনাই দেননি।'

'কিন্তু তোমাকে তো সবটাই বলেছেন, তাই না?'

'এই সম্মানটুকু তিনি আমাকে দিয়েছেন, পুডুহেপা। আর বিশ্বাস করে আমাকে একটা দায়িত্বও দিয়েছেন; উরি-টেশুপকে আঁধারে রেখে, তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ চালিয়ে নেয়ার।'

নিজের ঘরের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে, এক দৃষ্টিতে নতুন উদিত চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছে উরি-টেশুপ। সেখানেই ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, ওর ভবিষ্যৎ। এক পর্যায়ে চাঁদের সাথে কথা বলল ও, হিট্টি সেনাদের নিয়ে বিজয়ে আকাঙ্ক্ষার কথা জানালো তাকে, আরও জানালো, যে ওর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে খুন করতেও পিছ পা হবে না ও।

যুবরাজ শ্রদ্ধার সহিত একটি পাত্র উচিয়ে ধরল চাঁদের দিকে। পাত্রের তরলে চাঁদ তার রহস্য ফুটিয়ে তুলবে। সব হিট্টি এই অনুশীলনটা করে, তবে সরাসরি চাঁদের কাছে কোনও কিছু চাওয়া দুঃসাহসের পর্যায়েই পড়ে। সবাই তা করার সাহস পায় না।

চাঁদের নিস্তব্দতাও ভয়াবহ, অর্ধ বৃত্ত চাঁদটা দেখতে কোনও খঞ্জরের ফলার মতই লাগছে। যেকোনও মুহূর্তে আক্রমণকারীর গলায় বসে যাবে যেন, দেহ থেকে ধড়টাকেআলাদা করে দেবে।

বিচক্ষণ, খামখেয়ালী রাতের রাণি চাঁদের উপাসনা করছে উরি-টেশুপ। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চাঁদ নিশ্চুপ রইল।

তারপরই পাত্রের জল কাঁপতে শুরু করল, বুদ্বুদ উঠতে শুরু করল সেখান থেকে। পাত্রটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে, কিন্তু ও সেটা ফেলে দিল না।

হঠাৎ করেই পাত্রের জল স্থির হয়ে গেল, এবং মিশরের মুকুট মাথায় একটা মানুষের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল।

রামেসিস।

এই তাহলে উরি-টেশুপের ভবিষ্যৎ। রামেসিসকে হত্যা করে মিশরকে পায়ের তলে নিয়া আসা!

বত্রিশ

ভারী, ঢিলেঢালা আলখেল্লা পরনে, সিরিয়ান ব্যবসায়ী রাইয়া সব কাজ ফেলে আহমেনির কার্যালয়ে এসেছে। রাজার ব্যাক্তিগত সচিবের কাছে তলব পড়েছে ওর।

'শুনলাম, আপনি নাকি আমার খোঁজে পুরো শহর চষে বেড়াচ্ছেন,' অস্বস্তি নিয়ে বলল রাইয়া।

'ঠিকই শুনেছ। সেরামানার আদেশ অনুযায়ী, আমার সাথে দেখা করার কথা তোমার, প্রয়োজনে বলপূর্বক হলেও।'

'বলপূর্বক? কিন্তু কেন?'

'তোমার চারপাশের পরিস্থিতি খুবই সন্দেহজনক ঠেকছে আমাদের কাছে।'

সিরিয়ান ব্যবসায়ী বিস্ফোরিত চোখে তাকাল। 'সন্দেহজনক ঠেকছে মানে?'

'আগে বলো, কোথায় লুকিয়ে ছিলে?'

'কোথাও লুকিয়ে ছিলাম না তো! বন্দরে, আমার গুদামঘরেই ছিলাম আমি, একটা বিশেষ চালানের বন্দোবস্ত করছিলাম। যখনই শুনলাম, আমাকে খোঁজা হচ্ছে, কালক্ষেপণ না করে চলে এসেছি। আমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, বছরের পর বছর ধরে মিশরে ব্যবসা করছি, আজ পর্যন্ত আমার কাজে কোনও দোষ পাওয়া যায়নি। বিশ্বাস না হলে, আমার কর্মচারী আর ক্রেতাদের থেকে জেনে নিতে পারেন! দিন দিন আমার ব্যবসা আরও প্রসার লাভ করছে। আমার পণ্যদ্রব্য দেশের আনাচে কানাচে যাচ্ছে, এমনকি থিবস, মেমফিস ছাড়াও পাই-রামেসিস তো আছেই। মাঝে সাঝে আমি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি পণ্যদ্রব্য।' রাইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বলল।

'তোমার ব্যবসার তরিকা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই,' আহমেনি বলল।

'তাহলে আমার দোষটা কিসের?'

'তুমি কি লিলিয়া নামের কোনও মহিলাকে চেনো, পাই-রামেসিসেরই স্থানীয়?'

'না তো।'

'তুমি বিবাহিত নও, তাই না?'

'ব্যবসা নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এসব নিয়ে ভাববার সময় পাইনি।'

'কারও সাথে অন্তরঙ্গতা আছে নিশ্চয়ই!'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তোমার এহেন কথায় আমি আরও কৌতূহলী হয়ে গেলাম।'

রাইয়া ইতস্তত করতে লাগল। 'আমার ব্যবসার মতোই, শহরের আনাচে কানাচে কিছু মেয়ে বন্ধু আছে। সত্যি বলতে, আমি এতো বেশি পরিশ্রম করি যে মাঝেমধ্যে ক্লান্ত হয়ে যাই। তখন একটু ফূর্তির জন্য দুই একজনের সাথে সময় কাটাই আর কি।'

'তাহলে তুমি লিলিয়াকে চেনো না বলছ?'

'অবশ্যই না।'

'পাই-রামেসিসে তোমার নতুন গুদামঘরের কথা জানো তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! বন্দরের পাশেই গুদামঘরটা আমি ভাড়া নিয়েছি, শীঘ্রই আমার আরও জায়গা লাগবে বলে। আগামী মাসের শুরুতেই সেটা ব্যাবহার করা শুরু করব।'

'ঐ জমির মালিক কে?'

'রেনফ নামের একজন, মিশরীয়, ব্যবসায়িক খাতিরেই তার সাথে জানাশুনা হয়েছে। অত্যন্ত ভালো মানুষ আর সৎ। জায়গাটা প্রথমে সে-ই কিনেছিল, ব্যবহার করে না বলে আমার কাছে ভাড়া দিচ্ছে।'

'সেটা এখনও খালি পড়ে আছে, মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'এর মাঝে গিয়েছিলে সেখানে?'

'এক বার গিয়েছিলাম শুধু, তাও ভাড়া নেয়ার আগে, চুক্তিপত্রে সই করতে আর জায়গাটা দেখার জন্য।'

'লিলিয়ার মৃত দেহ পাওয়া গেছে সেখানে, রাইয়া।'

রাইয়া কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'মেয়েটাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে,' আহমেনি বলে চলল। 'ওকে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেছিল তার নাম ফাস করতে চেয়েছিল বলে।'

রাইয়ার হাত কাঁপছে। মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে। 'খুন...তাও আবার রাজধানীর ভেতরেই! কী ভয়ঙ্কর ঘটনা... আমার নিজেরই তো ভয় লাগছে।'

'তুমি কোত্থেকে এসেছো, রাইয়া?'

'সিরিয়া, আমার জন্মস্থান।'

'প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যাকে খুঁজছি, সেও কিন্তু সিরিয়ান।'

'আমার মত কয়েক হাজার সিরিয়ান এই মিশরেই বসবাস করছে।'

'প্রথমত, তুমি সিরিয়ান, আর দ্বিতীয়ত, তোমার ভাড়া নেয়া গুদামঘরেই লাশটা পাওয়া গেছে। কি চমৎকার মিল, তাই না?'

'কাকতালীয়, পুরোপুরি কাকতালীয়।'

'এটা কোনও সাধারণ খুন নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে আরও বড় একটা ঘটনা। আর তাই ফারাও আমাকে এর তদন্তের ভার দিয়েছেন।'

'আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, নিতান্তই সাধারন একজন লোক। আমি জানি, ভিনদেশি একজন এসে উন্নতি করলে, তাতে অনেকেই মনক্ষুন্ন হয়। তবে আমি

আজ যাই সুনাম কামিয়েছি, উন্নতি করেছি, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই করেছি। কারও সাথে প্রতারণা বা চুরি করে না।'

'যদি রাইয়াই খুনি হয়ে থাকে,' আহমেনি মনে মনে ভাবছে, 'তাহলে নিঃসন্দেহে ও একজন পাকা অভিনেতা।'

'দেখ,' রাইয়ার দিকে রক্ষি বাহিনীর প্রতিবেদন বাড়িয়ে দিল আহমেনি, 'লিলিয়ার মৃতদেহের প্রমাণপত্র এটা।'

'ঘটনার দিন তুমি কোথায় ছিলে?'

'মনে করতে দিন। ব্যবসার জন্য এতো ঘুরাঘুরি করতে হয় যে, ঠিক মনে থাকে না... হ্যাঁ মনে পড়েছে... বুবাস্টিস এ ছিলাম খুব সম্ভবত, আমার দোকানের কাজে।'

বুবাস্টিস, একটা মনোরম শহর, বিড়াল দেবী বাস্টেট এর আবাস্থল, পাই রামেসিসের দক্ষিণেই। আবহাওয়া প্রতিকুলে থাকলে, নৌকায় করে পাঁচ কি ছয় ঘন্টার পথ মাত্র রাজধানী থেকে।

'কোনও সাক্ষী বা প্রমাণ আছে?'

'হ্যাঁ, আমার কর্মচারী আর স্থানীয় প্রতিনিধিরা।'

'সেখানে কতদিন ছিলে?'

'শুধু ওই দিনই। পরে দিন সকালে মেমফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যেত হয় আমাকে।'

'দারুণ অজুহাত, রাইয়া।'

'যা সত্য আমি তাই বললাম।'

'তোমার কর্মচারিদের নামের তালিকা দাও।'

রাইয়া একটি প্যাপিরাসে করে নিজের কর্মচারিদের নাম লিখে দিল।

'আমি খোঁজ নিয়ে দেখব,' আহমেনি বলল।

'আমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ পাবেন আপনি!'

'তবে একটা কথা, পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত তুমি পাই-রামেসিস ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

'আমাকে আটক করা হচ্ছে নাকি?' জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল রাইয়া।

'তোমাকে হয়তো আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হতে পারে।'

'তাহলে আমার ব্যবসার কি হবে! এইতো, সবে মাত্র একটা অর্ডার পেয়েছি যেটা আমাকে নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে...'

'তোমার ক্রেতাদের অপেক্ষা করতে বলে দাও।'

'এমন করলে আমি বিশ্বাস যোগ্যতা হারাবো! আমি সর্বদাই ঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করে এসেছি।'

'পরিস্থিতি এখন আর তোমার নিয়ন্ত্রনে নেই। এখানে কোথায় থাকো তুমি?'

'বন্দরে আমার গুদামঘরের পেছনেই একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমাকে এভাবে কতদিন সন্দেহের নজরে রাখা হবে?'

'চিন্তার কোনও কারণ নেই, খুব শীঘ্রই এর সুরাহা করা হবে।'

তিন গ্লাস বিয়ারও সেরামানার রাগ দমাতে হিমসিম খাচ্ছে। ও বুবাস্টিস গিয়েছিল খোঁজ খবর নিতে, ঠিক সময়ে ফিরেও এসেছে।

'আমি রাইয়ার সব কর্মচারিদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি,' ও আহমেনিকে বলল।

'কি বুঝলে, রাইয়ার কথাই ঠিক?'

'তাই তো দেখলাম।'

'ওরা কি আদালতে এসেও একই কথা বলতে পারবে?'

'ওরা সিরিয়ান, আহমেনি! বিচারসভার, মৃত্যুর ভয় ওদের নেই। এমনকি এখানে দাঁড়িয়েই নির্জলা মিথ্যা বলে ফেলবে, আর আপনি বুঝতেও পারবেন না। ওরা মা'ত এর নিয়ম মানেনি কোনও কালেও। যদি আমার পদ্ধতি ওদের উপর প্রয়োগ করার আদেশ দিতেন, তাহলে...'

'তুমি আর এখন জলদস্যু নও, আর ন্যায়বিচারই মিশরের বৈশিষ্ট্য।'

'তাহলে, গুপ্তচর রাইয়াকে ছেড়ে দেবেন?'

হুট করে কেউ একজন চলে আসাতে ওদের কথায় ভাটা পড়ে গেল। একজন সৈন্য ওদেরকে রামেসিসের কার্যালয়ে নিয়ে গেল।

'নতুন কী খবর এনেছ?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'সেরামানার বিশ্বাস যে রাইয়া একই সাথে খুনি এবং গুপ্তচর।'

'তোমার কী ধারণা?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'প্রমাণ করতে পারবে?' সেরামানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

'না, মহামান্য,' স্বীকার করল সেরামানা।

'অনুমানের উপর নির্ভর করে ওকে আটকে রাখা যাবে না, ছাড়া পাওয়ার জন্য আবেদন করবে, তখন ঠিকই ছেড়ে দিতে হবে।' রাজা বলল।

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' আহমেনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'এদিকটা আমাকে সামলাতে দিন, মহামান্য,' সেরামানা বলল।

'ব্যবস্থা যা করার আগেই করা হয়েছে, সেরামানা।'

মাথা নত করে ফেলল সার্ড।

'আমরা এখন কানাগলির মুখে আছি,' আহমেনি বলল। 'সব সম্ভাব্যতাই বলছে, রাইয়া হিট্টিদের দলের গুপ্তচর, হয়তো বা গুপ্তচরদের প্রধানও হতে পারে। লোকটা বেশ চালাক, পিচ্ছিল প্রকৃতির। আর চমৎকার অভিনয়ও জানে। নিজের অভিব্যক্তিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রন করতে তা ওর ভালোই জানা আছে। তবে এটাও ঠিক যে, সৎ এবং কঠোর পরিশ্রমি হিসেবে ওর খুব নাম ডাক আছে। লোকটা নাকি

নিজের ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আরও একটা দিক হলো, এই ব্যবসার কাজেই তাকে বিভিন্ন দেশে, শহরে যেতে হয়, অনেক বিখ্যাত লোকের সাথেজানাশুনা আছে। এমনও হতে পারে যে এটা ওর গুপ্তচরবৃত্তিরই একটা অংশ?'

'রাইয়া লিলিয়ার সাথে শুয়েছে,' সেরামানা সরাসরি বলল। 'আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্য টাকাটাও লিলিয়াকে সে-ই দিয়েছে। ও ভেবেছিল মেয়েটা বুঝি চুপ থাকবে; এখানেই ভুলটা করেছিল। মেয়েটা উল্টো ওকে হুমকি দিতে শুরু করে। তাই শেষ পর্যন্ত ওকে খুন করতে হয়।'

'প্রতিবেদন মোতাবেক,' রামেসিস বললেন। 'রাইয়া মেয়েটাকে, ওর ভাড়া করা গুদামঘরে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও এরকম কাজ করার কারণ কী হতে পারে?'

'জায়গাটা এমনিতেও ওর নামে না,' আহমেনি বলল। 'মালিককে খুঁজে পাওয়া একটু কষ্ট সাধ্যই হবে, যদিও লোকটার এতে কোনও হাত নেই, আর তার মাধ্যমেই পরে রাইয়াকে ধরা যাবে।'

'রাইয়া হয়তো এরই মাঝে মালিককে খুন করার পরিকল্পনা করেছে, যাতে সে কিছু বলতে না পারে,' সেরামানা বলল। 'তবে তার আগেই আমারা রাইয়াকে পেয়ে গেছি। তারপরেও, আমার কেন যেন মনে হয়, রাইয়া মেয়েটা মারতে চায়নি। এমন একটা জাগায় নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল, যেখানে ওকে কেউ চিনবে না। কিন্তু পরিস্থিতি বিধিবাম রূপ ধারণ করে। মেয়েটা একটু বেশিই চেয়ে বসে, সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয়। রাইয়া তখন খুনটা করতে বাধ্য হয়, আর কাকপক্ষি টের পাওয়ার আগেই কেটে পড়ে।'

'এই মুহূর্তে হিট্টিদের সাথে আমাদের রেষারেষির সম্পর্ক,' রামেসিস বললেন। 'তার উপর আমাদের সীমানায় একজন গুপ্তচর বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেও শোভনীয় নয়। নাটকীয় তবে বিশ্বাসযোগ্য, এমন একটা ঘটনা সাজাও, আর এর মূল উদ্দেশ্য থাকবে কীভাবে রাইয়া গুপ্তসংবাদ পাঠায় শত্রুপক্ষের কাছে তা বের করা।'

'ওকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে...' সেরামানা বুদ্ধি দিল।

'গুপ্তচর কখনওই মুখ খুলবে না।'

'মহামান্য, আপনিই একটা উপায় বলে দিন তাহলে?' আহমেনি বলল অবশেষে।

'তাকে হালকা জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দাও। যাতে সে ভাবে আমরা এই ব্যাপারটা উপেক্ষা করছি।'

'ও আমাদের চালাকি বুঝে যাবে!'

'না, বুঝবে না,' রাজা জোর কণ্ঠে বললেন। 'তবে ও যদি বিশ্বাস করে যে, আমরা তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছি, তাহলে খুব শীঘ্রই ওর সঙ্গী সাথীদের মাধ্যমে এ খবরটা পাঠাবে। আমি দেখতে চাই, কাজটা সে কীভাবে করে।'

তেত্রিশ

নভেম্বর মাসের শেষ সময় এখন, মাটি ফুড়ে নতুন চারা উঁকি দিল বলে। মিশরবাসীকে রাঙ্গাতে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে নতুন প্রাণের আলো নিয়ে প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে।

জিনিসপত্র নামাতে হোমারকে সাহায্য করলেন রামেসিস। সরু নদীর ধারে এক শ্যামল উদ্যানে, তাদের জন্য একটি টেবিল পেতে রাখা হয়েছে। শীতের সকালের দুর্বল সূর্যের নিস্তেজ তাপ, কবির প্রবীণ মস্তিষ্কে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল।

'ভাবলাম, একটু নিভৃতে সময় কাটানো যাক,' রামেসিস বললেন।

'চমৎকার,' হোমার খুশি হলেন। 'আপনার রাজ্যের উপর দেবতাদের কৃপা দৃষ্টি আছে।'

'আর আমিও তাদের শ্রদ্ধায় মন্দির স্থাপন করেছি।'

'এই ভূমি বড়ই রহস্যময়, মহামান্য, ঠিক আপনারই মতো। রাজ্য থেকে দূরে, এই শান্ত পরিবেশ, বৃক্ষ উদ্যান, সূর্যের মৃদু উষ্ণ আলো, সুস্বাদু খাবার... সব কিছুতেই কী সুন্দর একটা আমোদে ভাব। আপনারা, মিশরবাসীরা এক মায়া রাজ্য সৃষ্টি করেছেন, আর এই মায়ার রাজ্যেই আপনাদের বসবাস। কিন্তু কতদিন, কতদিন টিকে থাকবে এই শান্তি?'

'যত দিন মা'ত আর তার আইন আছে।'

'এই রাজ্যের বাইরেও যে কিছু আছে, তা ভুলে গেলে চলবে না, রামেসিস, ওরা আপনার এই আইনের ধারায় চলে না। আপনার কী মনে হয়, মা'ত পারিবেন হিট্টিদের আটকাতে?'

'আমি মনে করি, ন্যায্যতাই আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।'

'আমি জীবনে বহু যুদ্ধ দেখেছি, রামেসিস। স্বার্থ, হিংস্রতা, ক্রোধ সবচেয়ে বিচক্ষন ব্যাক্তির ভেতরটাও বিষিয়ে তোলে। যুদ্ধ মানবতাকে দূরে সরিয়ে দেয়, ধ্বংস করে দেয় মানবসভ্যতার অটুট বন্ধনকে। মিশরও এখন সে দিকেই এগোচ্ছে।'

'ঠিক বলেছেন, হোমার। আমাদের এ দেশ এক রহস্যের চাদরে আবৃত,তবে আমরা নিজেরাও প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও রহস্য সৃষ্টি করছি। তবে বিপদ যে দিক থেকেই আসুক, আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।'

কবি চোখ বন্ধ করলেন। আমি এখন আর বন্দী নই, মহামান্য। যদিও গ্রীসের আতিথেয়তা আমি কোনওদিনও ভুলব না, তবে এটাই এখন আমার আবাসস্থল। এখানে আমি স্বর্গের সাথে সন্ধি করি-তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই এখানে

যুদ্ধের ঘন্টা বাজবে।'

'এমনটা ভাবার কারণ?'

'রাজ্য জয় করা হিট্টিদের একটা সহজাত অভ্যাস। আমার স্বদেশীদের মতই, ওরাও যোদ্ধা প্রকৃতির। এতো সহজে ওরা ভয় পাবে না।'

'অতর্কিত হামলার জন্য আমার সেনারা সদা প্রস্তুত আছে।'

'আপনি সত্যিই অদ্ভুত, মহামান্য। চিতা যেমন বিপদ দেখে ভয় পায় না, বরং শান্ত থাকে, স্থির থাকে। হাজার আঘাতের পরেও দমে যায় না, বরং ক্ষিপ্রতার সাথে লড়ে যায়,আপনিও ঠিক তেমই এক চিতা।

শানারের বাড়িয়ে দেয়া চিরকুটটা হাতে নিলেন নেফারতারি। হিট্টিদের পত্রবাহক সেটা উত্তর সিরিয়াতে পৌঁছে দিয়েছে। আর স্বরাষ্ট্র বিভাগের বার্তাবাহক নিয়ে এসেছে এখানে। তিনি পড়তে শুরু করলেন।

আমার প্রিয়তম বোন, মিশরের রাণি, নেফারতারি,

আমি, পুডুহেপা, হিট্টি সম্রাটের ভাই হাট্টুসিলির স্ত্রী, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা দুজন দু প্রান্তের, এমনকি আমাদের ভূমি এবং মানুষজনও আলাদা, তাই বলে কি আমাদের মাঝে সন্ধি হওয়া অনুচিত? যদি তুমি আর আমি মিলে আমাদের প্রজাদের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করি, সেটা কি খুব খারাপ কোনও কাজ হবে, বলো? আমার কথা যদি বলো, আমি এটাই চাই। শুধু কথায় না কাজেও। আমি কী তোমার থেকেও এটাই আশা করতে পারি না?

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।

'এর মানে কী?' রামেসিসকে প্রশ্ন করলেন রাণি।

'আসল বলেই তো মনে তো হচ্ছে। দুই প্রাদেশিক সীল গালা, আর হাতে লিখা - এতেও কোনও ভুল নেই।'

'উত্তর পাঠানো কি ঠিক হবে?'

'যদিও পুডুহেপা কোনও রাণি নয়, তবে মুওয়াত্তালির স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাকেই সেই সম্মাননা দেয়া হয়।'

'তার স্বামী, হাট্টুসিলির কি সম্রাট হওয়ার কথা নাকি?'

'মুওয়াত্তালি মনে হয় ছেলের পক্ষই নেবেন, উরি-টেশুপ, যে কিনা মিশরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে তো এই চিঠির কোনও মানেই হয় না।'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখা উচিত, এখানে প্রধান ধর্ম যাজক আর প্রধান ব্যবসায়িক প্রতিনিধির পূর্ন সমর্থন দেখতে পাচ্ছি। তারা ভয় পাচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হলে অনেক আর্থিক ক্ষতি হবে।'

'যুদ্ধটাকে পাশ কাটানোর কোনও উপায় কী আছে?'

'সে আভাস তো পাচ্ছি না।'

'যদি পুডুহেপার উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে, তাহলে আমি কেন প্রতিউত্তর পাঠাব না? হয়তো এই ছোট্ট একটা কাজের মাধ্যমে হাজারো জীবন বেঁচে যাবে।'

সিরিয়ান ব্যবসায়ি রাইয়া নিজের দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে।

'আমরা তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করে দেখেছি,' আহমেনি বলল।

'শুনে খুশি হলাম।'

'হওয়াই উচিত। তোমার কর্মচারিরা সব কিছুই ঠিক বলেছে।'

'যা সত্যি তাই বলেছি আমি। লুকানোর মত কিছু নেই।'

আহমেনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাত নাড়াচাড়া করছে। 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার ব্যাপারে ভুল ভেবেছিলাম আমরা।'

'অবশেষে! আমি তো শুরু থেকে একই কথা বলে এসেছি।'

'অন্তত এ কথাটা তো বুঝতে পেরেছ যে, সমস্ত প্রমাণ তোমার বিপক্ষেই ছিল। যাই হোক, আশা করি আমাদের দিকটা বুঝবে।'

'মিশরীয় ন্যায় বিচারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে,' বলল রাইয়া।

'দেবতারা তা অক্ষুন্ন রাখুক।'

'আমি কি এখন যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে তোমার উপর আরোপিত সমস্ত বাঁধা উঠিয়ে নেয়া হলো।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, রাইয়া।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। আশা করি খুব শীঘ্রই সত্যিকারের খুনিকে খুঁজে পাবেন।'

চালানের খোঁজ খবর নিতে, রাইয়া বন্দরে চলে গেল, ওর গুদামঘরের পাশে।

আহমেনির চালাকি রাইয়াকে বোকা বানাতে পারেনি। নাটকীয় একটা অজুহাত

যাচাই করেই ওকে ছেড়ে দেয়ার মানে কী হতে পার? রাইয়ার গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপারটা বোধহয় সে বুঝে ফেলেছে।

রাইয়া যতই ভাবছে, ততই বুঝতে পারছে পরিস্থিতি কতটা কঠিন রূপ ধারন করেছে। আহমেনি শীঘ্রই বুঝে যাবে যে, প্রায় সব সিরিয়ান এর সাথে সম্পৃক্ত, এবং হিট্টিদের সাথে মিলে একটা গুপ্তসংঘ গড়ে তুলেছে। একবার ধরপাকড় শুরু হলেই সব ভেস্তে যাবে।

ও চাইলেই এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে, ব্যবসায় মনোযোগ দিতে পারে, তবুও ভয় থেকেই যায়।

যত তারাতারি সম্ভব শানারের সাথে কথা বলতে হবে, কোনও রকম সন্দেহের আঁচ যাতে না লাগে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবার।

রাইয়া পাই-রামেসিসের যেসব ব্যক্তিদের কাছে পণ্য বিক্রি করে, শানারও তাদের মাঝে একজন নিয়মিত খরিদ্দার। কিছু সময় বাদে, সে শানারের সাথে দেখা করতে গেল।

'মহামান্য এখানে নেই।' খানসামা জানাল।

'আহ...আসতে দেরি হবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না।'

'দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমি তার ফেরার অপেক্ষা করতে পারব না। মেমফিসে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ন কাজ আছে, বিগত কিছুদিন ধরে আমি এখানে আটকে ছিলাম বলে অনেক কাজকর্ম জমে গেছে। আপনি কি একটু অনুগ্রহপূর্বক দেখবেন, যাতে মহামান্য এই ফুলদানিটা যাচাই করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।

'ধন্যবাদ। আমার পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানাবেন। আরেকটা কথা, ফুলদানিটা খুবই মুল্যবান, সহজে পাওয়া যায় না। ওনাকে বলবেন যে, আমি পরে এসে কথা বলব।'

দক্ষিণে যাত্রা করার আগে রাইয়া আরও তিনজনকে পণ্য দিয়ে আসল।

নিজের কাজ সম্পর্কে ও খুব ভালো ভাবেই জানে; মিশরের প্রধান কার্যনির্বাহীর সাথে আপোষ করতে হবে, সেরামানা কিছু করে বসবার আগেই যাকে যাকে পারে ওর দলে টেনে আনতে হবে।

রাষ্ট্র সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী দৌড়ে শানারের কার্যালয়ের দিকে গেল। নিজের পদ এবং দায়িত্বের কথা এখন তার মনে নেই, সহকর্মীর ভয়ে সব ভুলে গেছে।

শানারকে পাওয়া গেল না।

লোকটা বুঝে উঠতে পারল না যে অপেক্ষা করবে, নাকি সরাসরি রাজাকে গিয়ে জানাবে ব্যাপারটা? যেটাই করুক না কেন খুব দ্রুত করতে হবে। সে দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলো।

আহমেনি ওকে স্বাগতম জানাল। যত দ্রুত সম্ভব সবটা বলল কেরানি।

সিরিয়া থেকে একটা পত্র এসেছে, তাতে হিট্টি সম্রাট মুওয়াত্তালির সীল গালা।

'রাষ্ট্র সচিব কার্যালয়ে নেই। তাই আমি ভাবলাম এখানে আসাই ভালো হবে।'

'ঠিক কাজই করেছ তুমি, ভয় পেও না। রাজা তোমার কাজের জন্য খুশী হবেন।'

আহমেনি পরীক্ষা করে দেখল, একটা কাঠের ফলক, কাপড় দিয়ে মোড়ানো, আর কয়েক জায়গায় বিভিন্ন রকম সীল গালা, হিট্টি সীল।

আহমেনি চোখ বুজল, ব্যাপারটাকে দুঃস্বপ্ন ভাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

ওর গলা শুকিয়ে গেছে। ধীর পায়ে রামেসিসের কার্যালয়ের দিকে এগোল সে। কৃষি সচিব আর সেচ কর্মকর্তাদের সাথে একটা ব্যস্ত দিন কাটানোর পর, রাজা তার কার্যালয়ে বসে পরিখাগুলোর পরিচর্যার জন্য একটা ফরমায়েশ লিখছিলেন।

'তোমাকে বিষন্ন লাগছে, আহমেনি।'

আহমেনি কিছু না বলে সরাসরি কাঠের ফলকটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'যুদ্ধের ঘোষণাপত্র,' বিড়বিড় করে বললেন রামেসিস।

চৌত্রিশ

কোনও রকম দ্বিধা না করে, সীল ভেঙ্গে, মোড়ক খুলে ফলকের লিখন পড়তে লাগলেন রামেসিস।

আহমেনি আবার চোখ বুজল। সমগ্র নরক নেমে আসার আগে, ফারাও-এর যুদ্ধ ঘোষণা দেয়ার আগে, মিশরের সাথে হিট্টিদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে শেষবারের এই মুহূর্তটাকে উপভোগ করতে চায় সে।

'গম্ভীর হয়ে আছো কেন, আহমেনি?'

প্রশ্নটা ওকে অবাক করল। 'কারণটা তো আপনি জানেন।'

'কী যে বলো! চল আজ একটু বিশেষ কিছু পান করা যাক, আগে এটা পড়।'

আহমেনি পড়তে লাগল;

হিট্টি সম্রাট, মুওয়াত্তালির পক্ষ থেকে, রামেসিস, সৌর পুত্র, মিশরের ফারাওকে।

আশা করি আপনি, আপনার মা টুইয়া, স্ত্রী নেফারতারি, আর সন্তানেরা, সবাই ভালো আছেন। দিনকে দিন আপনার আর আপনার স্ত্রীর সুনাম বেড়েই চলেছে, এমনকি হিট্টি রাজ্যেও আপনার বীরত্বের কথা সবাই স্মরণ করে।

আপনার ঘোড়াগুলো ঠিক আছে তো? আমাদের গুলো কিন্তু খুবই ভালো আছে। চমৎকার প্রানি বলতেই হবে, আমার মনে হয় সৃষ্টির এক অদ্ভুত লীলা এই প্রাণীগুলো।

প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে, হিট্টি এবং তার জমজ রাজ্যকে সর্বদা রক্ষা করুন তিনি।

আহমেনির মুখে প্রশস্ত হাসি ফুটে উঠল। 'আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আমার খটকা লাগছে,' রামেসিস বললেন।

'এটা তো সাধারন একটা কূটনৈতিক বার্তা, কোথাও যুদ্ধ ঘোষণা বা এমন কিছু নজরে পড়ল না।'

'শুধু মাত্র আহসা ই বলতে পারবে সত্যটা।'

'মুওয়াত্তালির ওপর আপনারর একটুও ভরসা নেই...'

'বর্বরতা আর ছলচাতুরিই তার শক্তির আধার। সেখানে কূটনৈতিক বার্তা একটা নতুন কৌশল মাত্র; এখানে শান্তির কথা লিখলেও, সে যে শান্তি চায় না সেটা খুব ভালোই জানি।'

'সে কি আসলেই যুদ্ধই চায়? তাহলে আপনিও দেখিয়ে দিন, যেভাবে কানান আর আমুরু পুনর্দখল করেছিলে সেভাবে-মিশরীয়রাও কম যায় না।'

'যুদ্ধ তো সে চায়-ই। সাধারন খোঁজ খবরের ছলে আমাদের ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলো। হোমার ঠিকই বলেছিলেন, তাকে এই খবরটা দিয়ে দিও।'

'যদি মুওয়াত্তালির মনে যদি পরিবর্তন আসে? ব্যবসায়িরা যদি সাধারন মানুষের চেয়ে এগিয়ে যায়? পুডুহেপার পত্রে কিন্তু এমনটাই লিখা ছিল।'

'অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে সামরিক বাহিনী, আর হিট্টিরা তো জন্ম থেকেই যোদ্ধা। যোদ্ধারা যত বড় হবে, ব্যবসায়িদের ততই লাভ।'

'তাহলে, যুদ্ধ হবেই।'

'আমার কথা ভুল প্রমাণিত হলেই ভালো হবে। একমাত্র আহসা-ই নিশ্চিত করতে পারবে সেটা। ও যদি কোনও রনকৌশল,সৈন্য-সামন্তের চিহ্ন না পায়, তাহলেই ভালো।'

আহমেনি বিপাকে পড়ে গেল। একটা উটকো ধারনা ওর মনকে বিচলিত করছে। 'আহসা'র প্রধান কাজই হলো আমাদের নিরাপত্তার আর ঝুঁকিমূলক দিকগুলো খতিয়ে দেখা, আর সাথে সাথে আপনাকে খবর দেয়া। এর জন্যই তো ওকে হিট্টিদের দেশে যেতে হয়েছে, নাকি?'

'হ্যাঁ' রামেসিস বলল।

'স্রেফ পাগলামী। একবার যদি ও ধরা পড়ে যায়...'

'চাইলেই ও যেকোনও মুহূর্তে এই কাজ থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিতে পারে।'

'ও আমাদের বন্ধু, রামেসিস। বাল্যকাল থেকেই আমরা এক সাথে চলেছি। আমি আপনার প্রতি যতটা বিশ্বস্ত , সেও ঠিক ততটাই।'

'আমি জানি, আহমেনি। এর জন্যই আমি ওর উপর ভরসা করেছি।'

'আমার ধারণা, ওর বেঁচে ফিরে আসার সুযোগ সীমিত। কোনও ভাবে হয়তো আমাদের কাছে বার্তা পাঠাতে পারে, তবে ধরা ও পড়বেই।'

এই প্রথমবারের মতো ফারাও-এর বিচার বুদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হলো ও। মিশরের ভালো দিকটা আগে দেখছেন, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে একজন বন্ধুর জীবন বিপন্ন করে? তাও আবার এমন একজন, যে কিনা হাজারে একটা মিলে, এমনকি হাজার বছর বেঁচে থাকার অধিকারও তার রয়েছে।

'এখন আমার একটা বার্তা পাঠাতে হবে, হিট্টি সম্রাটের উদ্দেশ্যে। তাকে বলে দেয়া হোক আমার পরিবার এবং আমার আস্তাবল দুটোই ভালো আছে।'

আপেল কামড়াতে কামড়াতে ফুলদানিটা খতিয়ে দেখছে শানার।

'তুমি নিশ্চিত, এটা রাইয়া নিজে এসে দিয়ে গেছে?'

'অবশ্যই, মহামান্য।'

'ও ঠিক কি বলেছে, বলো তো।'

'সে বলছে, এটা নাকি খুব দামী, সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তিনি নিজে এসে আপনার সাথে কথা বলে যাবেন।'

'আমাকে আরেকটা আপেল এনে যাও, আর সবাইকে বলে দাও, কেউ যাতে বিরক্ত না করে।'

'আজ রাতের জন্য যাকে আনার কথা ছিল...'

'অন্যদিনের কথা বলে দাও।'

শানারের চোখ ফুলদানির দিকেই নিবদ্ধ। জিনিসটা নকল, এতোটাই বাজে আর সস্তা যে, কাপড় দিয়ে মোড়ানোর পরেও বুঝা যাচ্ছে।

তবে জিনিসটা পাঠানোর অর্থ পরিষ্কার। ওর গুপ্তচরবৃত্তির অবসান ঘটেছে, আর তাই যুবরাজকে সে আগেই সাবধান করে দিল। রাইয়ার সব চাল বরবাদ হয়ে গেছে। শানার ভাবছে, হিট্টিদের সাথে যোগাযোগ না করে, ও কীভাবে সামনে এগুবে।

তবে দু'টো পথ এখনও খোলা আছে।

প্রথমটা, হিট্টিরা মিশর থেকে সব গুপ্তচর সরিয়ে নেবে না। সহজেই হয়তো রাইয়াকে সরিয়ে নিয়ে ওর পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠবে। নতুন লোক এসে শানারের সাথে আবার যোগাযোগ করবে।

আর দ্বিতীয়টা, আহসা, যে কিনা একদম সঠিক অবস্থানে আছে, সহজেই ওর কাছে থেকে খবরা খবর নেয়া সম্ভব।

ওফিরের কথা ভুলে গেলেও চলবে না, রামেসিসের উপর ওর যাদু ভালোই কাজ করে।

তবুও, রাইয়ার কথা অতটা না ভাবলেও চলবে। পরিস্থিতি সামলে নিতে, সিরিয়ানটা ঠিকই একটা না একটা পথ খুঁজে বের করে ফেলবে।

সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত পাই-রামেসিস দুর্গ। বিকেলের পার্থনা শেষে, আমনের মন্দিরে মিলিত হলেন রামেসিস আর নেফারতারি, মন্দিরটা নির্মানের কাজ এখনও শেষ হয়নি। দিনকে দিন রাজধানীটা আরও সুন্দর হচ্ছে। বাগানে হাঁটতে লাগলেন তারা দু'জন। মনোহর পুষ্পবৃক্ষের পাশাপাশি বাগানটাতে জুজুবা, পেরসিয়াস, ডুমুর গাছ শোভা পেয়েছে।

'উত্তর থেকে আসা চিঠিগুলো সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?' রামেসিস জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাকে খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছে,' নেফারতারি বললেন। 'হিট্টিরা দীর্ঘদিনের শান্তিতে হস্তক্ষেপ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'আমি ভাবছিলাম, হয়তো এখানেও কোনও আশার আলো দেখতে পাবে তুমি।'

'তোমার কাছে কোনও কিছু লুকানো মানে আমাদের ভালোবাসাকে অবমাননা করা। আমি সর্বদাই তোমাকে সত্যটা বলি, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।'

'এমন শান্ত পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধের কথা একটুও কল্পনা করতে পারছি না, যুদ্ধ মানেই হাজারো প্রাণের আলো নিভে যাওয়া।'

'পরিত্রাণের কোনও পথ দেখছি না, রামেসিস।'

'অভ্যন্তরীণ খবর থেকে যা জানতে পারলাম, ওদের সীমানা খুব একটা বড় না। আমরা ভেবেছিলাম মুওয়াত্তালি হয়তো আমার বাবার করে দেয়া সীমানার ভেতরেই থাকবে, কাদেশে। ভুল ভেবেছিলাম, সম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখন ওর নজর পড়েছে মিশরের উপর।'

'আহসা কি এর মাঝে কোনও সংবাদ পাঠিয়েছে?'

'এখন পর্যন্ত ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়নি।'

'তুমি ওর প্রাণনাশের আশঙ্কায় আছো, তাই না?'

'আমিই ওকে শত্রুদের দেশে পাঠিয়েছি, এমন কিছু হলে আহমেনি আমাকে কখনও মাফ করবে না।'

'এ বুদ্ধি কে দিয়েছিল তোমাকে?'

'মিথ্যা বলব না, নেফারতারি। আমার নিজেরই বুদ্ধি ছিল, আহসার এতে কোনও হাত ছিল না।'

'ইচ্ছে করলেই না বলতে পারত সে।'

'ফারাও-এর আদেশ অমান্য করার সাহস কার আছে বলো।'

'তবুও, ও জেনে বুঝেই গেছে বলা চলে।'

'যদি ও ধরা পড়ে, এর দায় আমারই। আর যদি ও মারা যায়...'

'আহসা মিশরের জন্য জীবন দেবে, তুমি হলেও তাই করতে। ও অবশ্যই চাইবে যে মিশর সুরক্ষিত থাক।'

'হ্যাঁ, যাওয়ার আগে একথাটাই বলেছিল সে। আমারা সারা রাত ধরে হিট্টিদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। যদি ও কাজটা করতে সক্ষম হয়, তাহলে হয়তো এই যুদ্ধটাকেপাশ কাটানো যাবে।'

'আচ্ছা তুমি-ই আগে আক্রমণ চালালে কেমন হয়?'

'আমিও তাই ভাবছি...তবে আহসা কি সংবাদ পাঠায় আগে সেটা দেখে নিই।'

'হাট্টুসার চিটি পড়ে মনে হলো ওরা সময় চাচ্ছে আরও। খুব সম্ভবত অভ্যন্তরীন কোনও গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি আগে আক্রমণ চালাই, তাহলে হয়তো এক ধাপ এগিয়ে থাকা যাবে, যেমনটা তুমি আশা করছ।'

নেফারতারির সুরেলা কণ্ঠে বলা কথাগুলো ঠিক একজন সত্যিকারের রাণির মতই শুনালো। টুইয়ার মত, নেফারতারিও স্বামীর সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছে, শক্তির আধার হিসেবে।

'আজকাল মোজেসের কথাও ভাবছি আমি,' রামেসিস বললেন। 'এই মুহূর্তে ও কি করত? ওর ধর্মীয় মনোভাব বাদে দিলে, আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি ও আমাদের সাথে যোগ দিত, মিশরকে রক্ষা করতে।'

সূর্য অস্ত গেল। নেফারতারি মৃদু কেঁপে উঠল। 'পুরাতন শালটার অভাব অনুভব করছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'শালটা খুবই উষ্ণ ছিল।'

পঁয়ত্রিশ

আকাবা উপসাগরের পূর্বে এবং ইদমের দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ মিদিয়ান। সিনাই উপদ্বীপে যাযাবরদের আনাগোনায় কদাচিৎ শান্তি আর নীরবতার ব্যাঘাত ঘটে। তবে মিদিয়ানরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শতাব্দী ধরে তারা মেষপালন করে আসছে, ঝগড়া বিবাদকে পাশ কাটিয়েই জীবন অতিবাহিত করছে তারা।

এক বৃদ্ধ যাজক, সাত কন্যা সন্তানের জনক, এই সম্প্রদায়ের প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

বৃদ্ধ এক মেষশাবকের পায়ের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল, এমন সময় দূর থেকে আগত শব্দে তার মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটালো।

'ঘোড়া,' সে ভাবল। 'ঘোড়ার রথ, খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।'

একদল মিশরীয় সৈন্য...যদিও আগে কখনও এখানে আসেনি। মিদিয়ানরা কোনও লড়াই ঝগড়ার মাঝে নেই। তাদের নিম্ন জীবিকার জন্য কোনও প্রকার করও দিতে হয় না।

মিশরীয় সেনাদের দেখে মহিলা, শিশুরা ভয়ে তাদের বনিয়াদি তাবুর ভেতর ঢুকে পড়ল। বৃদ্ধ যাজক উঠে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের সামনে এগিয়ে গেল।

'কে তুমি?' সেনাদলের প্রধান ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি এখানকার লোক, মিদিয়ানের যাজক।'

'তুমিই কি এখানকার প্রধান?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের বেঁচে থাকার উৎস কি?'

'মেষ পালন, খেজুর আর শাক-সবজির চাষ, পানের জন্য কুয়ার জল, ব্যস।'

'হাতিয়ার আছে কোনও?'

'আমাদের রীতিনীতির সাথে ওসব যায় না।'

'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তোমাদের তাঁবু গুলোর তল্লাশি নেয়ার।'

'করতে পারেন। আমাদের লুকানোর মত কিছু নেই।'

'আমরা খবর পেয়েছি, তোমরা বেদুইন ডাকাতদের আশ্রয় দিয়েছ।'

'আমরা অতটা উন্মাদ নই, জনাব। জেনে শুনে ফারাও-এর ক্রোধের কারণ হতে যাব কেন? সামান্য একটুকরো অনুর্বর জমি হলেও, আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলও এটাই। আইন ভঙ্গ করে ভূমিহীন হওয়ার কোনও ইচ্ছে আমাদের নেই।'

'ভালো বলেছ, যাজক। তবুও আমাদের তল্লাশি নিতেই হবে।'

'আমি তো বলেছিই, তল্লাশি নিন। তবে এর আগে, আমি কি আপনাদের আপ্যায়নের সুযোগ পেতে পারি? আমার কন্যাদের মাঝে একজন পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে। এই উপলক্ষে একটি ভোজসভার আয়োজন করেছি।'

সেনা প্রধান অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'এরকমটা আসলে আমাদের নিয়মের মাঝে পড়ে না।'

'আপনার বাকি সৈন্যরা তল্লাশি নিক, আপনি আসুন, আগুনের সামনে বসুন আমাদের সাথে।'

বৃদ্ধ বাকি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, সৈন্যদের সহযোগিতা করতে।

সেনা প্রধান যাজকের আমন্ত্রণ গ্রহন করল, খেতে বসল ওদের সাথে। শিশুটির মা বিশ্রাম নিচ্ছিল, বাবা কোলে করে আগলে রেখেছে শিশুটিকে।

'সে–ও মেষপালক,' যাজক বলল। ' ওর বৃদ্ধ বয়সে, এই ছেলেটিই হবে এক মাত্র অবলম্বন।'

সৈন্যরা কোনও প্রকার হাতিয়ার বা সন্দেজনক কাউকেই খুঁজে পেল না।

'এভাবেই আইন মেনে চললে, আশা করি তোমার লোকেরা নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে পারবে,' মিদিয়ানের প্রধানকে উদ্দেশ্য করে, সেনা প্রধান বলল।

ধীরে ধীরে রথটা তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। সদ্য বাবা হওয়া লোকটা উঠে দাঁড়াল। সেনাপ্রধান যদি দেখত, কীভাবে একজন সাধারণ মেষপালক চোখের পলকে এক বলিষ্ঠ দেহের মানুষে পরিণত হলো, তাহলে অবাকই হতো বৈকি।

'তুমি এখন সম্পূর্ন নিরাপদ, মোজেস,' জামাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল যাজক। 'ওরা আর ফিরে আসবে না।'

থিবেসের পশ্চিম তীরে, পাথর খোদাইকারী, ভাস্কর্য শিল্পী, এবং অন্যান্য নির্মাতারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, রামেসিয়াম, ফারাও-এর অমর মন্দির নির্মাণের। মা'ত এর আইন আনুসারে, অন্তর্বর্তী মন্দির-ই আগে তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দিরে যে দেবতাকে রাখা হবে তা নশ্বর মানুষের কাছে কখনওই উন্মুক্ত করা হয় না। প্রচুর পরিমানে বেলেপাথর, ধূসর গ্রানাইট পাথর, আর কৃষ্ণশিলা মজুদ করে রাখা হয়েছে নির্মানাধীন স্থাপত্যের এক পাশে। দেয়াল, এমনকি পিলোন, স্তম্ভ তৈরিও শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি চলছে প্রাসাদ নির্মাণের কাজও। রামেসিসের ইচ্ছানুযায়ী, তার অমর মন্দির হবে এক কালজয়ী পৌরাণিক স্মৃতিস্তম্ভ, যেখানে তার বাবার স্মৃতিকে সর্বকালের জন্য স্বীকৃত করা হবে। আর এটাই হবে রামেসিসের সব শক্তির অদৃশ্য আধার, যার মাধ্যমে তিনি রাজ্য শাসন করবেন।

নেবু, কারনাকের উচ্চপদস্থ যাজক, হাসছেন। তার মতো বয়স্ক একজন লোককে

যখন মিশরের সবচেয়ে বড় আর সমৃদ্ধশালী মন্দিরের দায়িত্বভার দেয়া হয়, সভাসদেরা সেটাকে কোনও এক রাজনৈতিক চাল হিসেবেই ধরে নেয়। নেবু নিজেও অবাক হয়েছিলেন ফারাও–এর আদেশে!।

নেবুর দৃঢ়তা অন্যদের অবাক করে দেয়ার মত ছিল। মাধুর্যহীন ও শ্লথ গতির লোকটি মাথা ঠাণ্ডা রেখে তার সব কার্য পরিচালনা করেন। পূর্বসুরীদের মতো ফারাও-এর বিরুদ্ধে যাওয়ার ভুল করেনি নেবু, বরং অনুগত্য স্বীকার করেছেন। রামেসিসের সেবা করা নেবুর জন্য যেন ছিল অমৃতসুধা পানের সমতুল্য।

তবে আজ নেবু সবকিছুকে উপেক্ষা করে একটি বাবলা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কারনাক, বিশাল এই মন্দিরের দায়িত্ব, যাজকের কাজ, এমনকি গ্রাম্য ব্যাবস্থাপকের দায়িত্বকেও তিনি মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গাছটি স্বয়ং রামেসিসই লাগিয়েছিলেন, অমর মন্দিরের নির্মাণ শুরু করার আগে। নেবু কথা দিয়েছিলেন চারাগাছটির দেখভাল করবেন। যদিও এটাকে এখন আর চারাগাছ বলা যাবে না, প্রায় পূর্নাঙ্গ গাছে পরিণত হয়ে গেছে। এই জায়গার জাদুবলে গাছটা যেন খুব দ্রুতই বেড়ে উঠেছে।

'গাছটা তো দেখছি ভালোই বেড়ে উঠেছে, নেবু।'

কারনাকের যাজক পাশ ফিরে তাকাল। 'মহামান্য! আপনার আগমনের সংবাদ কেউ আমাকে দেয়নি।'

'কেউ জানলে তো বলবে। কাউকে না জানিয়েই চলে এসেছি। গাছটা সত্যিই চমৎকার।'

'এমন গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি। এ যেন আপনারই এক প্রতিরূপ। এমন কিছুর যত্ন নেয়া আমার সৌভাগ্যই বটে। আপনার রাজত্বকাল থাকতেই গাছটা পরিণত হয়ে উঠবে।'

'আমিও তাই চাই। বাধ ভাঙ্গা ঝড়ের অন্তত শেষ মুহূর্তেও আমি থিবস, রামেসিয়াম আর এই গাছটাকে দেখতে চাই।'

'যুদ্ধ তাহলে হবেই, মহামান্য?'

'হিট্টিরা ভান ধরে আছে, ওদের নিঃশ্বাসেরই কোনও বিশ্বাস নেই। সেখানে ওদের সাথে পূনর্মিলনের ভুল কে করবে, বলো?'

'তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করে বলছি, কারনাকের সবকিছুই আপনার জন্য বরাদ্দ, মহামান্য। এর সব ঐশ্বর্যে শুধু মাত্র আপনার অধিকার, আমি শুধু দায়িত্ব পালন করছি।'

'তোমার শরীরের অবস্থা এখন কেমন, নেবু?'

'যতদিন এই শরীরে প্রাণ আছে, আমি আপনার সেবা করে যাব। যদি কখনও আমাকে ত্যাগও করতে চান, মহামান্য, আমি টু শব্দটিও না করে মেনে নেব। আমি পবিত্র দীঘির পাড়ে বসে পাখিদের দিকে তাকিয়েই দিন পার করতে পারি, অধিকাংশ সময় আমি তাই করি।'

'এতো সহজে তোমাকে ছাড়ছি না, ওই ভ্রম মন থেকে ঝেড়ে ফেল।'

'পা আমার সঙ্গ ছেড়ে দিতে পারলেই বাঁচে, শ্রবন শক্তি করে প্রতারনা, ব্যথায় ককিয়ে উঠে শরীরের হাড়গুলো...'

'তোমার মতো বুদ্ধিমান আর এক কথার মানুষ আর দ্বিতীয়টি হয় না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, নেবু। আর এই গাছটার দিকেও খেয়াল রেখো। যদি আমি আর ফিরে না আসি, তুমিই হবে এর উত্তরাধিকারী।'

'আপনি ফিরে আসবেন, আপনাকে আসতেই হবে।'

রামেসিস ঘুরে ঘুরে নির্মান কাজ দেখলেন। মিশরকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, তবে এখানকার দালান কোঠা, অমর মন্দির এসব কিছু তৈরি করেছে পাথরখোদাইকারী আর ভাস্কর্য শিল্পীরা। ওরাই পেরেছে মনুষ্য স্বভাবের বন্যতা আর আদিম প্রবৃত্তিকে ঢেকে দিতে। আলোর পুজা করা এবং মা'ত এর নিয়ম মানব জাতিকে সরল এবং সৎ পথে নিয়ে এসেছে, অহমিকা আর স্বার্থপরতাকে উপেক্ষা করে।

ধীরে ধীরে রাজার স্বপ্নগুলো সত্যিতে পরিনত হচ্ছে। কালজয়ী এই মন্দিরিটি স্বগৌরবে মাথা উচু করে দাড়াচ্ছে, মন্দিরের গায়ে আঁকা হায়ারোগ্লাফিক নক্সা, আর ছবিগুলো নিজেদের যাদুশক্তি খাটানো শুরু করে দিয়েছে। সদ্য তৈরি হওয়া উপাসনালয়ে হাঁটার সময় রামেসিস কা-কে স্মরণ করলেন, স্বর্গ আর মর্তকে এক সূত্রে গেঁথেছেন যিনি। নিজ স্বার্থে নয় বরং আগত বিপদের-হিট্টিদের মুখামুখি হতে, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। যাতে তিনি এই পবিত্র ভূমির দিকে ধেয়ে আসা ঝড়কে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে পারেন।

রামেসিস তার পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করলেন, যে ফারাওগণ মিশরকে বিশ্বব্রহ্মান্ড রূপে সাজিয়েছেন।

মূহুর্তের জন্য, সাতাশ বছরের তরুন রাজা যেন একটু হোচট খেলেন। এখন অতীতকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। না, দায়িত্বের বোঝা হিসেবে নয়, বরং পথ প্রদর্শক হিসেবে। এই অমর মন্দিরে, পূর্ব পুরুষরা যেন ওকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

মেমফিসের কিছু উচ্চ শ্রেনীর খরিদ্দারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে রাইয়া। নিজের ব্যবসা কৌশল সম্পর্কে ও সবসময়েই সতর্ক, যেমন সরাসরি যোগাযোগ, ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তোষামোদি করা।

পণ্য সরবরাহ করেই রাইয়া মেরুর একটি স্বনামধন্য হারেমের পথ ধরল। শেষবারে যখন এখানে এসেছিল, তারও দুবছর হয়ে গেছে। আহমেনি আর সেরামানার পাঠানো টিকটিকিদের হা হয়ে যাওয়া মুখের কথা কল্পনা করে ও মনে

মনে হাসছে। ওরা হয়তো ভেবেছে এখানে ওর কোনও সহযোগী আছে। নিশ্চিত ভাবেই ভুল জায়গায় সময় নষ্ট করছে লোকগুলো।

রাইয়া ওদের বিভ্রান্ত করার জন্য পথ ঘুরে হারেমের পাশের একটি গ্রামে ঢুকল। অনেক সময় নিয়ে স্থানীয়দের সাথে আলাপ আলোচনা করল। পিছু নেয়া লোকগুলো যে আহমেনির চর তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর।

অবশেষে, সিরিয়ান ব্যবসায়ী তার এই কানামাছি খেলার অবসান ঘটিয়ে মেমফিসে ফিরে এল। পাই-রামেসিস এবং থিবেসের উদ্দেশ্যে পাঠানো চালান গুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে জাহাজে তুলে দিল।

সেরামানার গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে। 'টিকটিকিটা আমাদের নাকে ডগায় ঘুরাচ্ছে। ওকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে তা সে বুঝে গিয়েছে, তাই ইচ্ছা করেই আমাদের আরও বিভ্রান্তিতে ফেলছে।'

'শান্ত হও,' আহমেনি বলল। 'আগে হোক আর পরে, কোনও একটা ভুল সে করবেই।'

'কী রকম ভুল?'

'আমার ধারণা, হিট্টিদের থেকে ও যে সংবাদ পায় সেটা খুব সম্ভবত ঐ চালানের ভেতরেই আছে। ওগুলো কিন্তু দক্ষিণ সিরিয়া হয়েই আসে।'

'চলুন তাহলে তল্লাশি করে দেখি!'

'এখন না, কাজটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত হয়ে যাবে। আমাদের শুধু জানতে হবে ও কীভাবে বার্তা পাঠায়, এবং কাদের মাধ্যমে পাঠায়। এই পরিস্থিতিতে, ও একবারের জন্যে হলেও হিট্টিদের কাছে খবর পাঠাবে যে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। লক্ষ রাখো, কখন ও সিরিয়ার উদ্দেশ্যে পণ্য পাঠায়।'

'আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে,' সেরামানা বলল।

'বৈধ তো?'

'যদি রাইয়াকে ধরার উপযুক্ত কারণ এবং প্রমাণ এনে দিতে পারি তাহলেই তো হয়, নাকি?'

'কতো সময় লাগবে?'

'কালকের মাঝেই হয়ে যাবে।'

ছত্রিশ

বাসেটের স্মরনে বুবাস্টিসে এক প্রমত্ততা অনুষ্ঠান উদযাপন করা হচ্ছে। বিড়াল দেবী বাসেট আবার বিলাসিতার দেবীও। পুরো সপ্তাহ জুড়ে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যুবক যুবতীরা প্রেম বিনিময় করে। হইচই করে আনন্দ উপভোগ করে, সুরা পান করে সময় কাটায়। ছেলেরা কুস্তি লড়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেয় এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করে তাদের কসরতের মাধ্যমে।

রাইয়া তার কর্মচারীদের দুই দিনের ছুটি দিয়েছে। গুদামঘরের দায়িত্বে থাকা সিরিয়ান কর্মচারী কয়েকবার করে পরীক্ষা করে দেখল, ভেতরের সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর ভালো করে দরজায় তালা লাগাল। উৎসবে সে-ও যাবে, মেয়েদের সাথে আনন্দ ফূর্তি করার ইচ্ছা কার না হয়! মালিক হিসেবে রাইয়া খুবই কঠোর, ছুটি বলতে গেলে দিতেই চায় না। তাই একবার যখন সুযোগ মিলেছে, সদ্বব্যবহার তো করতে হবেই!

উৎসবের কথা মনে পড়তেই ওর মন নেচে উঠল। গুদামঘরের সামনের সরু রাস্তা দিয়ে সামনে এগুতেই দেখল, আনন্দ উৎসবকারীরা দলে দলে চত্বরের দিকে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটি ভারী হাত এসে ওর চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, আরেকটা হাত চেপে ধরল ওর মুখ। চিৎকার করার সময়টুকুও পেল না বেচারা।

'কোনও চালাকি না,' সেরামানা হুকুম দিল। 'নয়ত সাধের জীবনটা হারাবে।'

ঘাবড়ে গেল ছেলেটা, সেরামানা ওকে টেনে একটা দোকানের পিছনে নিয়ে গেল।

'রাইয়ার সাথে কত দিন যাবত কাজ করছ?'

'চার বছর।'

'ভালো বেতন দেয় বুঝি?'

'তেমন না।'

'তুমি কি তাকে ভয় পাও?'

'অল্প সল্প।'

'রাইয়াকে গ্রেফতার করা হবে,' সেরামানা সরাসরি বলল। 'ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, হিট্টিদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। আর ওর সহযোগীদেরও একই শাস্তি হবে।'

'আমি শুধু একজন কর্মচারী মাত্র।'

'মিথ্যা বলাও যে অপরাধ জান নিশ্চয়ই।'

'আমি শুধু এই গুদামঘরের কাজ করি, কোনও গুপ্তচর নই।'

'তোমার কথা অনুযায়ী রাইয়া বুবাস্টিসে ছিল, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমার মালিক তখন পাই-রামেসিসে খুন করতে ব্যস্ত ছিল।'

'কী? খুন...না, আমি এর কিছুই জানি না!'

'এখন তো জানলে। তুমি কি আরেকবার জবাবদিহি করবে?'

'হ্যাঁ.. মানে না, জানতে পারলে আমাকে খুন করে ফেলবেন তিনি!'

'তোমার আর কোনও পথ খোলা নেই, বন্ধু। যদি কথা মতো কাজ না কর, তাহলে তোমার মাথা পিষে ফেলব।'

'আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন!'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি কতোজনকে মেরেছি! সেই হিসেবে তুমি তো নাদান।'

'রাইয়া আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না।'

'ও কখনো তোমার নাগাল পাবে না।'

'জবান দিচ্ছেন?'

'নিশ্চিত ভাবেই।'

'ঠিক আছে তাহলে। রাইয়া আমাকে টাকা দিয়েছিলেন, যাতে আমি বলি তিনি বুবাস্টিসে ছিলেন।'

'তুমি লিখতে জান?'

'খুব একটা না।'

'আমরা এখন অনুলেখকের কার্যালয়ে যাব। সে তোমার জবানবন্দী লিখবে, এর পরেই তুমি উৎসবে যোগ দিতে পারবে।

নজরকাড়া ঠোঁট আর বুদ্ধিদীপ্ত সবুজ নয়না, সুন্দরী, যুবতী ইসেটকে আজ আগের থেকেও বেশি প্রাণবন্ত লাগছে। শীতের বিকেল বলেই, গায়ে শাল জড়িয়েছে ও।

হীম শীতল বাতাস বইছে থিবেসের উপর দিয়ে। ইসেট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখা ছিল কোথায় আসতে হবে; 'মেমফিসের মতোই, ছনের ঘর। দক্ষিণ তীর ধরে, লাক্সর মন্দিরের পাশ কাটিয়ে, গম খেতের কিনারে।'

তারই হাতের লিখা.. কোনও ভুল নেই। কিন্তু এভাবে নিমন্ত্রনের কারণ কী? অতীতের স্মৃতিকে আবার কেন নতুন করে জাগিয়ে তোলা?

ইসেট একটি সেচ পরিখা পেরিয়ে, গম খেতের দেখা পেল। সূর্যের আলোয় গমের মাঠ যেন সোনালী আভা ছড়াচ্ছে চারদিকে। পাশেই একটি ছনের ঘর দেখতে পেল সে। ঘরে ঢোকার সময় এক পসলা বাতাস এসে শালের আচল টেনে ছনের সাথে আটকে দিল।

ঝুঁকে আচলটা ছাড়িয়ে নিতে যাবে, আর ঠিক তখনই একটা হাত এসে আচলটা ছাড়িয়ে দিল।

'আজও তুমি ঠিক আগের মতই সুন্দর, ইসেট। আমার নিমন্ত্রন গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ।'

'সত্যি বলতে, আমি খুব অবাকই হয়েছি।'

'রাজভবনের বাইরেই তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল আমার।'

ফারাও-কে দেখে ইসেট নিজেও মুগ্ধ। তার পেটানো শরীর, রাজকীয় আচরণ, দৃষ্টিশক্তি, সবকিছুই, ঠিক যেন আগের মতোই। কখনওই তাকে ভুলতে পারেনি ও। যদিও জানে যে নেফারতারির সাথে ওর তুলনা হবে না। মহান রাণি রামেসিসের হৃদয় হরণ করে আছেন, সেখানে কোনও ভাগ হবে না। ইসেটের তাতে বিন্দু মাত্রও হিংসা বা ঈর্ষা নেই। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ও, বরং মনে মনে খুশিও, রাজার পুত্র সন্তানের মা হওয়াতে। ইতিমধ্যেই, খা'র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে ও।

তবে রামেসিস যখন নেফারতারিকে বিয়ে করেন, ইসেট খুব কষ্ট পেয়েছিল, ভালবাসার মানুষকে একান্ত নিজের করে না পাওয়ার কষ্ট। তাই বলে রামেসিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়নি ইসেট। যে মানুষটি ওকে এতো ভালোবাসা দিয়েছে, ওর দেহমন আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে তাকে ধোঁকা দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কখনোই সেটা করবে না ও।

'এতো গোপনীয়তা কেন... আর কেনই বা সব কিছু সেই প্রথম রাতের মতো?'

'এসব নেফারতারির বুদ্ধি।'

'নেফারতারি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ও চায় আমাদের আরও একটি পুত্র সন্তান হোক, যদি খা'র কিছু হয় সেই ভয়ে।'

ইসেট মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, রামেসিস ওকে আগলে ধরলেন।

'আমি নিশ্চয়ই কোনও স্বপ্ন দেখছি,' বিড়বিড় করে বলল ইসেট। 'বড়ই সুখকর স্বপ্ন। যেখানে আপনি রাজা নন, আমি ইসেট নই, এমনকি আমরা থিবেসেও নেই। শুধু একটা স্বপ্নই হোক না কেন, কিন্তু আমি সারাজীবনই এমন স্বপ্ন দেখতে রাজি আছে।'

রামেসিস গায়ের টিউনিকটা নিচে বিছিয়ে দিল। গা থেকে পোশাক খুলে নিতে ব্যাকুল হয়ে পড়ল ইসেট।

ওর শরীর আদিম বন্যতায় মেতে উঠল, রামেসিসকে পুত্র সন্তান উপহার দিতে ব্যাকুল সে শরীর।

পাই-রামেসিসে ফিরে যাচ্ছেন রাজা, নৌকায় তিনি একাই বসে আছেন, চোখে উদাস দৃষ্টি। নেফারতারির চেহারা এক মুহূর্তের জন্যেও তার মন থেকে মোছেনি। ইসেটের ভালোবাসা সত্য হলেও, নেফারতারির জন্য তার মন যেমন ব্যাকুল হয় ইসেটের জন্য হয় না। প্রথম দেখাতেই নেফারতারি রামেসিসের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন, অনুভূতিটা ছিল সূর্যের ন্যায় প্রখর আর মরুর মত বিশাল। দিন দিন সেটা আরও বাড়তেই থাকে। ঠিক এই অনুভূতিটাই তাকে রামেসিয়াম নির্মানের অনুপ্রেরণা দেয়।

নেফারতারির মূল উদ্দেশ্যের কথা ইচ্ছে করেই ইসেটকে বলেননি রামেসিসঃ ইসেট শুধু নামেই ওর দ্বিতীয় স্ত্রী হবে না, ওর একাধিক সন্তানের জননীও হবে। যেহেতু রাজার পুরুষত্ব আর বীরত্বসূচক বৈশিষ্ট্য তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্য একটু বেশিই ভারী। এটা আসলেই একটা বড় সমস্যা। দ্বিতীয় পেপির বেলায় এমনটা হয়েছিল, নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশিদিন জীবিত ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুর পর সে শূন্যস্থান পূরন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে। যদি রামেসিসও তার দুই সন্তান, খা আর মেরিটামন এর থেকে বেশি দিন বাঁচেন, বা ওরা দুজন মিলে তার রাজ্য সামলাতে না পারে তাহলে?

একজন ফারাও কখনওই সাধারণের মত জীবন যাপন করতে পারে না। এমনকি তার ব্যক্তিগত জীবন আর পরিবারও পারে না, সবটাই রাজকার্যের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়।

আর এখানেই নেফারতারির তারিফ করতে হয়, সব নারীর মাঝে তিনি অনন্যা। রামেসিস বিচলিত হলেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, নিজের কাজে আর কোনও অবহেলা করবেন না। প্রেমে উন্মুখ হবার সময় এখন নয়।

উত্তরগুলো নীল নদই দিয়ে দিল, মহিমাধর এই নদ প্রতিবছরই নতুন প্রাণের সঞ্চার করে থাকে প্লাবনের মাধ্যমে।

পাই-রামেসিসের সভা কক্ষে আজ সব সভাসদেরা একত্র হয়েছে, চারপাশে গুঞ্জন কলরব বইছে। যদিও বাবার মত, রামেসিসও এসব অধিবেশন খুব একটা পছন্দ করেন না। এর চেয়ে কাছের লোকদের নিয়ে বৈঠক করাই তার পছন্দ। তাতে সময়

আর শ্রম দুইটাই কম লাগে, সভাসদরা তো শুধু কথা প্যাঁচাতে পারলেই ভালো মনে করে।

ফারাওকে আসতে দেখে, অনেকেরই বুক কেঁপে উঠল। ডান হাতের একটি দণ্ড মুঠো করে ধরে আছেন তিনি। এর অর্থ হলো রামেসিস এখন খুবই গুরুত্বপূর্ন কিছু আদেশ দেবেন। এই দন্ডের নিজস্ব অর্থ আছে; একটি রশি দণ্ডটিকে জড়িয়ে রেখেছে, যা কিনা রাজার আজ্ঞাকে কোনও রকম তর্ক ছাড়াই মেনে নেয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

সভাকক্ষের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। কারও মনেই আর সন্দেহ রইল না, হিট্টিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন রামেসিস। রামেসিসের পক্ষ থেকে হিট্টিদের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠানো হবে।

'এখন আমি যা বলব তা রাজকীয় আদেশ হিসেবেই মানা হবে,' রামেসিস ঘোষণা করলেন। 'সবাই কান খুলে শুনে নিন এবং লিখে নিন, যাতে রাজ্যের সব গ্রাম আর নগরী, এমনকি সব নাগরিকেরাই যেন এটা জানতে পারে। আজ থেকে শুরু করে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত, রাজ ভবনের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সব শিশুদের "রাজপুত্র" ও "রাজকন্যা" উপাধিতে ভূষিত করা হচ্ছে। যেমনটা আমার নিজের সন্তান খা এবং মেরিটামন পেয়ে থাকে তেমন সব সুবিধা তারা পাবে। ঠিক কত জন এই সুযোগ পাবে তার কোনও ইয়ত্তা নেই, তবে তাদের মাঝে থেকেই আমি যে কোনও একজনকে আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করব।'

সবার মাঝে চাঞ্চল্য আর বিস্ময় দেখা দিল। সব বাবা-মায়েরাই মনে মনে চাইছে যাতে তাদের সন্তানই ভাগ্যবানদের একজন হয়। কেউ কেউ তো মনে মনে গুছিয়েও ফেলল, নেফারতারি আর রামেসিসকে কীভাবে তার সন্তান অভিভূত করবে।

রামেসিস একটি শাল এনে নেফারতারির গায়ে জড়িয়ে দিলেন। জ্বরের প্রকোপ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

'সাইসের সবচেয়ে নামকরা শাল এটা। প্রধান ধর্মযাজিকা শুধুমাত্র তোমার জন্যেই এটা নিজ হাতে বুনেছেন।'

রাণী মৃদু হাসলেন, মনে হলো যেন মেঘলা আকাশে সূর্য এক ফালি আলো ছড়িয়ে দিল।

'শীতের সময় আমার দক্ষিণে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না।'

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, নেফারতারি। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'ইসেট কি তাহলে তোমাকে আরেকটা সন্তান উপহার দিচ্ছে?'

'দেবতা যদি সহায় হন।'

'ভালো। আবার কবে দেখা করছ ওর সাথে?'

'এখনও বলতে পারছি না।'

'কিন্তু তুমি তো কথা দিয়েছ...'

'আমি একটি নতুন আদেশ জারি করেছি মাত্র।'

'এর সাথে ইসেটের কি সম্পর্ক?'

'তোমার ইচ্ছা ঠিকই পূরন হবে, নেফারতারি। আমাদের সহস্র সন্তান হবে, ছেলে-মেয়ে মিলিয়েই এবং এদের মাঝে থেকেই কেউ একজন আমার উত্তরাধিকারী হবে।'

সাইত্রিশ

'রাইয়া যে মিথ্যা বলছে তা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব,' সেরামানা অধৈর্য হয়ে বলল।

আহমেনি পাথরের মত বসে আছে।

'আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ পাচ্ছি,' রাজার ব্যাক্তিগত সচিব উত্তর দিল।

আহমেনির এমন আচরণের কারণ বুঝতে পারল সেরামানা। কাজের চাপে দুই তিন ঘন্টার বেশি ঘুম হচ্ছে না ওর।

'রাইয়ার গুদামঘরের দেখভাল করা ছেলেটার জবানবন্দী আছে আমার কাছে। কর্মচারিদের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ রেখেছে, তার প্রমাণ মিলেছে। লিলিয়ার মৃত্যুকালে ও এই শহরেই ছিল।'

'তোমাকে অভিবাদন জানাই, সেরামানা। খুব ভালো কাজ করেছ। ওই ছেলেটা কি এখনও জীবিত আছে?'

'জবানবন্দী দিয়েই ও উৎসবে যোগদান করতে চলে যায়-বাসেটের স্মরণে উৎসব হচ্ছে ওখানে।'

'সত্যিই খুব ভালো কাজ করেছ।'

'আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না, রাইয়ার মিথ্যা ধরা পরে গেছে। চাইলে এখনই ওকে আমরা কাঠগড়ায় দাড় করাতে পারি।'

'সম্ভব না।'

'কেন? এখন কি সমস্যা?'

'রাইয়াকে অনুসরনের জন্য যাদের পাঠিয়েছিলাম, ওরা ফিরে এসেছে। সে নাকি মেমফিসের কোনও এক গলির ভেতর উধাও হয়ে গেছে।'

শানারকে সতর্ক করার পর, এবার রাইয়া নিজেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাবস্থা করল। যদিও জানে আহমেনি দক্ষিণ সিরিয়ায় যাওয়া প্রতিটা চালানেই নজর রাখছে, এমনকি শুকনো মাংস, খাবারের বাক্সেও। এই মুহূর্তে হিট্টিদের সাথে যোগাযোগ করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। ওদের গুপ্ত দলের কাউকে দিয়ে বার্তা পাঠানোও দুষ্কর

হয়ে পড়েছে। এখন একটাই পথ খোলা আছে ওর সামনে, ওদের মিশরীয় গুপ্তদলের প্রধানের সাথে দেখা করা, নিষেধাজ্ঞা স্বত্ত্বেও।

পিছে লেগে থাকা রক্ষি বাহিনীর দলকে ঘোল খাওয়ানো ছেলে খেলা না। রাইয়া মনে মনে বজ্র দেবতাকে ধন্যবাদ জানালো। উপায়ন্তর না দেখে একটা কারখানায় ঢুকে পড়ে পেছন দিক দিয়ে পালিয়েছে ও।

ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, যখন সে গুপ্তচর প্রধানের পরিসীমানায় পৌঁছল, আকাশের অবস্থা তখন খুব একটা ভালো না। বজ্রপাত হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চারপাশে বইছে ঝড়ো হাওয়া।

পুরো বাড়িটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত, আর দেখতেও পরিত্যাক্ত লাগছে। কষ্টে-সৃষ্টে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল রাইয়া, প্রধান কক্ষে আসতেই অন্ধকারে ওর চোখ সয়ে এল। চাঁপা একটি আর্তনাদ শুনতে পেলো ও।

সিরিয়ান সতর্ক ভাবে পা ফেলছে, এখন একটু অস্বস্তিই লাগছে ওর।

আবারও চিৎকারটা ভেসে এল, যেন কেউ খুবই কষ্টে আছে। সামনের দরজা থেকে এক ফালি আলো উকি দিতে দেখা গেল।

প্রধান কি তাহলে ধরা পড়ে গেছে? তাকেই কি অত্যাচার করা হচ্ছে? কিন্তু তা তো অসম্ভব! কেউই তার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, এমনকি রাইয়াও না।

দরজাটা সাঁ সাঁ করে খুলে গেল, আলোর তীর্জক রেখা এসে প্রায় অন্ধ করে দিলে ওকে। রাইয়া চোখ মুদল, আলো থেকে চোখ রক্ষা করতে সামনে এক হাত উঁচিয়ে ধরল।

'রাইয়া... তুমি এখানে কি করছ?'

'ক্ষমা করবেন, এছাড়া আর কোনও পথ ছিল না আমার।'

সিরিয়ান শুধু একবারই তার দেখা পেয়েছিল, তাও মুওয়াত্তালির রাজসভায়। ওই একবারেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে লোকটা। উঁচু-লম্বা, সরু আর প্রশস্ত চোয়াল, সবুজাভ চোখ, যেন কল্পনার কোনও প্রাণী।

হঠাৎ করেই রাইয়ার মনে ভয় ঢুকে গেল, ওফির আবার ওকে মেরে না ফেলে। যদিও লিবিয়ানের মাঝে তেমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

গবেষণাগারের ভেতর থেকে মুহুর্মুহু এক রমনীর গোঙানির আওয়াজ আসছে।

'মেয়েটিকে একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত করছিলাম,' দরজা বন্ধ করে ওফির বলল।

ঘরটা আবার আগের মত অন্ধকার হয়ে গেল, রাইয়াও সতর্ক হয়ে উঠল। কালো জাদু, এই মুহূর্তে ওর এটাই মনে হচ্ছে।

'যদিও এখানে নিরাপদে কথা বলা যাবে, তবে এটা যে নিয়মের বাইরে তা জান নিশ্চয়ই।'

'তা অবশ্য জানি, তবে কথা হলো সেরামানার লোকেরা আমার পিছু নিয়েছে, আরেকটু হলে ধরাই পড়ে যেতাম।'

'মনে হয়, পুরো মেমফিস চষে বেড়াচ্ছে তোমার খোঁজে।'

‘হ্যাঁ, তবে আমি ওদের ঘোল খাইয়েছি।’

‘যদি কোনও ভাবে ওরা তোমার পিছু নিয়ে এখানে চলেই আসে, তাহলে এই দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে এক মুহূর্তও লাগবে না। সেরকম কিছু হলে, তোমাকে খুন করে আমি আত্মরক্ষা বলে চালিয়ে দেব।’

তন্দ্রাচ্ছন্ন ডোলোরা ঢুলতে ঢুলতে উপরতলায় যাচ্ছে। ওফিরের হয়ে সাক্ষী দিতে দ্বিধাবোধ করবে না সে।

‘বললাম তো, ওদের আমি ঘোল খাইয়েছি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বলো এসব হলো কীভাবে?’

‘কপাল মন্দ হলে যা হয় আর কি।’

‘নাকি অতি চালাকের গলায় দড়ি?’

শুরু থেকে সবকিছু বলে গেল রাইয়া, কোনও কিছুই বাদ দিল না। ও জানে এখন মিথ্যে বলে লাভ নেই, ওফির মানুষের মনের কথা পড়তে পারে।

রাইয়ার কথা শুনে, অনেকক্ষন চুপ অরে রইল ওফির। ওফিরের একটা বৈশিষ্ট্য, না ভেবেচিন্তে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না।

‘সত্যিই দেখছি তোমার কপাল খারাপ। পুরো সংগঠনই এখন হুমকির মুখে।’

‘এখন উপায় কী? আমার ব্যবসা, গুদাম, সুনাম...’

‘হিট্টিরা মিশর দখল করলে সবই ফিরে পাবে।’

‘যুদ্ধ দেবতা যেন সহায় হয়।’

‘তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে নাকি?’

‘না! মিশরীয় সৈন্যরা একদমই অদক্ষ। গোপন সূত্র মতে, ঠিক মত যুদ্ধ প্রস্তুতিই ওদের নেই। সেনাপ্রধানেরা ভয়ে কাঁপছে রীতিমত, পারে তো এখনই হিট্টিদের জয়ী ঘোষণা করে দেয় সে।’

‘আত্মবিশ্বাস ভালো, তবে সেটা যেন অহংকারে পরিনিত না হয়,’ সতর্ক করে দিল ওফির। ‘তবে এমুহূর্তে, রামেসিসকে হারানোর প্রতিটা কৌশল আমাদের জানা দরকার।’

‘শানারকে কি আরও ব্যাবহার করবেন?’

‘কেন, ওকেও সন্দেহ করা হচ্ছে নাকি?’

‘না, তবে রামেসিস ভাইকে ঠিক বিশ্বাস করেন না। তবে তিনি কখনও ধারণাই করতে পারবেন না যে, শানার আমাদের দলে। কে-ই বা বিশ্বাস করবে এ কথা? রাজবংশেরই এক সদস্য, তা-ও আবার রাষ্ট্র সচিব একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক? আমি মনে করি এই খেলার তুরুপের তাসই হচ্ছে শানার। থাক সে কথা, এখন বলুন আমাকে বদলানোর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?’

‘সেটা তোমার না জানলেও চলবে, রাইয়া।’

‘আমার নামে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, ওফির।’

‘সেটা আমি করব, আর ভালো কথাই লিখব। হিট্টিদের অনেক উপকার করেছ তুমি। সম্রাট তোমার কাজে খুশি হবেন।’

'আমার পরবর্তী কাজ কি?'

'মুওয়াত্তালির কাছে থেকে জেনে, আমি তোমাকে জানাব।'

'আতেনের ব্যাপারটা কী সত্য?'

'ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না যদিও, তবে ধর্মালম্বিদের টেনে আনাতে একটা সুবিধা আছে। আর যেহেতু আমারটাই খাচ্ছে পড়ছে, সেহেতু সুযোগের সদ্বব্যবহার করাই যায় একটু।'

'আর গবেষণাগারের ঐ মেয়েটা...'

'একটা বোকা   , তবে খুব ভালো একজন মিডিয়াম। মেয়েটা আমাকে এমন সব তথ্যের যোগান দিয়েছে যা আমি কখনওই পেতাম না। এখন তো মনে হচ্ছে, রামেসিসকে ঘিরে রাখা জাদু শক্তির বলয়কে ভেঙ্গে ফেলা সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

মোজেসের কথা ভাবল ওফির, এমন একজনকে হারিয়ে সত্যি খুব আফসোস করে ও। ধ্যানের মাঝে লিটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে হিব্রু লোকটা এখনও জীবিত আছে।

'আমি কি কিছুদিন এখানে থাকতে পারি?' রাইয়া জিজ্ঞাসা করল। 'এতো চাপ আর নিতে পারছি না।'

'নাহ, বিপদ হতে পারে। তারচেয়ে বরং বন্দরে চলে যাও, দক্ষিন পার্শ্বে, আর প্রথম তরীতে করেই পাই-রামেসিসের উদ্দেশ্যে রওনা করো।'

দক্ষিণ সিরিয়া আর কানান হয়ে, রাইয়াকে নিরাপদে মিশরে যাওয়ার সব দিকনির্দেশনা আর চিরকুট দিয়ে দিল ওফির।

রাইয়া বেরিয়ে যেতেই, লিটা ঠিক মত ঘুমুচ্ছে কিনা দেখল ওফির। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

অসময়ের ঝড়ো হাওয়াটা এখন ওর খুব কাজে দিল। সবার নজর এড়িয়ে, রাইয়াকে বদলি করার সংবাদটা জানিয়েই আবার ফিরে আসতে পারবে ও।

শানার পাগলের মত গোগ্রাসে খাবার গিলছে। যদিও জানে যে চিন্তার কোনও কারণ নেই, তবে স্নায়ুকে শান্ত করতেই ও এভাবে খাচ্ছে। সবে মাত্র একগাদা রোস্ট সাবাড় করেছে, এমন সময় ভৃত্য এসে জানান দিল, মেবা এসেছে। রাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের, এই লোকটাকে রামেসিসের উপর ভড়কে দিয়েছে শানার। সে এখন ভাবে, রামেসিসই তার সব দূর্ভোগের কারন।

মেবা মানুষ হিসেবে নিষ্ঠাবান এবং দৃঢ়, বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাক্তিবর্গদের একজন সে। শক্তির অনেক হাতবদল হলেও, সে নিজের অবস্থানে দৃঢ় ছিল। কোনও ঝগড়া বিবাদ না করে উন্নতির কথা ভাবাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। শানার রাষ্ট্র সচিব হওয়ার আগে,

মেবা এই পদে আসীন ছিল। শানারই যে তাকে বিতাড়িত করেছে, তথ্যটা তার জানা নেই। এখন সে মেমফিসের বাইরে নিজের আবাসস্থলে থাকে, রাজসভায়ও খুব খুব একটা আসে না আজকাল।

শানার হাত-মুখ ধুয়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে নিলো। মেবা আবার যেকোনও কিছুতেই দোষ ধরতে তৎপর, আর ওর নিজেরও বেহুদা ঝামেলা করার কোনও ইচ্ছে নেই।

'প্রিয় মেবা! তোমাকে পাই-রামেসিসে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। কাল সন্ধ্যায় যদি আমার নৈশ ভোজের সঙ্গী হও, আরও আনন্দিত হবো।'

'আমিও আনন্দিত।'

'বুঝতে পারছি, সময় আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে না। তাই বলে তো আর থেমে থাকা যায় না। রাজাও চেষ্টা করছেন সব কিছু স্বাভাবিক রাখার।'

মেবার প্রশস্ত ও সুশ্রী চেহারা, অঙ্গভঙ্গি আর মার্জিত কণ্ঠস্বর সত্যিই আকর্ষনীয়।

'নিজের পদ নিয়ে খুশি তো আপনি, শানার?'

'কাজটা সহজ নয়, তবুও আমার সর্বোচ্চটাই দেয়ার চেষ্টা করি। নিজের দেশের জন্য এইটুকু তো করতেই হবে।'

'সিরিয়ান বণিক, রাইয়ার সাথে কি আপনার পরিচয় আছে?'

যুবরাজ হালকা কাশি দিল। 'ওর কাছে থেকে কিছু পণ্য সামগ্রী কিনেছিলাম, যদিও দূর্লভ তবে সে আন্দাজে দামও বেশিই রেখেছে।'

'বেচাকেনা ছাড়াও কি ওর সাথে অন্য কিছু নিয়ে আলাপ হতো ওর সাথে?'

'কি বলতে চাইছ তুমি, মেবা?'

'আমাকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, মহামান্য।'

'তোমাকে ভয় পাব মানে?'

'আপনি বোধহয় রাইয়ার পরিবর্তে অন্য কারো অপেক্ষায় ছিলেন, তাই না? আমি এসে গেছি।'

'তুমি?'

'আমি ব্যস্ত ছিলাম। হিট্টি দলের লোক আমার সাথে যোগাযোগ করা মাত্র হ্যাঁ বলেছি। রামেসিসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার এই একটাই সুযোগ। আমি আশা করছি, আপনি ক্ষমতায় এলে, আমাকেও রাষ্ট্র সচিবের পদ ফিরিয়ে দেবেন।'

পরাজিতদের মত মুখ করে আছে শানার।

'কথা দিন, শানার।'

'দিলাম, মেবা। কথা দিলাম।'

'মিত্রদের কাছ থেকে সব প্রকার নির্দেশনা এনে দেব আপনাকে। আপনি কোনও বার্তা পাঠাতে চাইলেও, আমাকে জানাবেন। যেহেতু আহসার অনুপস্থিতিতে আমাকেই আপনার সহকারী পদে নিযুক্ত করেছেন, সেহেতু বারবার দেখা করলেও কেউ আর সন্দেহ করবে না।'

আটত্রিশ

হিট্টি সম্রাজ্যের রাজধানী, হাট্টুসায় তুষারপাত শুরু হয়েছে। শহরের তাপমাত্রা অনেক নেমে গিয়েছে, মানুষজন দলবেঁধে চলাচল করছে, আগুন পোহাচ্ছে। এই সময়টায় সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয় শিশুদের। যে বাচ্চা এই দূর্ভোগ কাটিয়ে উঠতে পারে, ধরে নেয়া হয় সে উপযুক্ত সৈনিক হবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ধরা হয় বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রি হিসেবে।

মন্দ আবহাওয়া স্বত্ত্বেও, উরি-টেশুপ, সম্রাটের পুত্র এবং সেনাদলের প্রধান, যুদ্ধ প্রস্তুতির অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে সে খুবই অসন্তুষ্ট। ওদের দিয়ে পালা করে রোজ কুচকাওয়াজ করায় সে, যেন কোনও দূর অভিযানে যাচ্ছে। কারও কারও তো প্রায় আধমরা অবস্থা। বুঝতে পেরে বিরতি দিল উরি-টেশুপ। এভাবে চলতে থাকলে সব মরে পড়ে থাকবে, আর শকুনের দল এসে তাতে ভাগ বসাবে।

যুবরাজ এবার অর্শ্বারোহীদের নিয়ে পড়ল, ঘোড়া আর রথ চালনার আদেশ দিল। বেশ কয়েকবার দূর্ঘটনার ফলে সে বুঝতে পেরেছে, রথচালকেরা এখনও অদক্ষই রয়ে গিয়েছে।

তবে কেউ কোনও প্রতিবাদ করলো না। উরি-টেশুপ যে ওদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়াচ্ছে তা সবাই বুঝতে পেরেছে। জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে, মনের বিরক্তিও বাড়ছিল সেনাপ্রধানের, মুওয়াত্তালির সর্বাধিনায়ক হওয়াটা সে মেনে নিতে পারছে না। তারুপর আনাতোলিয়া দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়াও একটা চিন্তার বিষয়, যদিও এটা ওর জানার কথা না। উরি-টেশুপ বাবার কাজের উপর ভালোই নজরদারি রাখে, এমনকি হাট্টুসিলির উপরেও।

হাট্টুসিলির পার্শ্ববর্তী দেশে যাওয়ার খবর শুনে, একই সাথে নিশ্চিন্ত ও বিস্মিত হলো উরি-টেশুপ। বিস্মিত হলো কারণ, হাট্টুসিলি রাজ্যের বাইরে খুব কমই যান, আর নিশ্চিন্ত হলো কারণ এই সুযোগে বনিক সম্প্রদায়ের উপর ও জুলুম খাটাতে পারবে।

বণিকদের দুই চোখে দেখতে পারে না সে। ভেবে রেখেছে, রামেসিসকে হারানোর পর মুওয়াত্তালিকে সিংহাসনচ্যুত করবে। হাট্টুসিলিকে লবনের খনিতে পাঠাবে, আর অহংকারী, বিধর্মী নারী, পুডুহেপাকে পাঠাবে কোনও এক গণিকালয়ে। আর বাকি রইল বনিকের দল, সবকটাকে ধরে সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবে।

হিট্রিদের ভবিষ্যৎ ওর হাতেই আবদ্ধ। একনায়কতন্ত্রে গড়ে উঠবে রাজ্য, আর উরি-টেশুপ হবে সেই রাজ্যের প্রভু।

এই মুহূর্তে মুওয়াত্তালির বিরুদ্ধে কিছু করাটা হবে চরম মূর্খতা, কেননা এতো বছর ধরে সম্রাট শক্ত হাতে এই রাজ্য শাসন করেছেন। অগত্যা ওকে ধৈর্য ধরতেই হবে উপযুক্ত সময়ের জন্য । আর যখন সময় আসবে, সম্রাট নিজেই সিংহাসন ত্যাগ করবেন। নতুবা তার ছেলেই বাধ্য করবে তাকে।

একটা বড় চাদর গায়ে জড়িয়ে, সম্রাট আগুনের সামনে বসে আছেন। সামান্যই উষ্ণতা দিতে পারছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে, শীতের প্রকোপ যেন বেশি গায়ে লাগছে। তবুও বরফে আবৃত পাহাড়চূড়া না দেখে তিনি থাকতে পারেন না। একসময় মনে ইচ্ছা জেগেছিল, রাজ্যশাসন বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনে মন দেবেন। পরে ইচ্ছাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেয়ে, নাগরিকদের জন্য নতুন রাজ্য জয় করাই উপযুক্ত মনে হয়েছে তার কাছে। মিশর অর্জন করা মানে অনন্ত লক্ষী ভান্ডার হাসিল করা। রামেসিসের বড় ভাই, শানারকে, অন্তর্বর্তী প্রশাসনের দায়িত্বে রাখা যাবে। পরে সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতকটাকে পালটে দেয়া যাবে, যাতে বিদ্রোহ না শুরু হয়।

তবে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তার নিজের পুত্র, উরি-টেশুপকেনিয়ে। এখন কিছু করাটাকে সমীচীন মনে করছেন না সম্রাট। আপাতত ওকে দিয়ে সৈন্যদের প্রস্তুত করিয়ে নেয়া যাক, তাদের ভেতর যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তবে উরি-টেশুপকেতার উদ্দেশ্য হাসিল করতে দেয়া যাবেনা। নিঃসন্দেহে ও একজন ভালো যোদ্ধা, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে ওর বিন্দু মাত্র ধারনা নেই।

হাট্টুসিলি আবার অন্য রকম। সাম্রাটের ভাই হয়তো শারীরিক ভাবে অনাকর্ষনীয়, কিন্তু চমৎকার একজন প্রশাসক। সে জানে কীভাবে নির্লিপ্ত থেকেও কাজ করিয়ে নেয়া যায়, কেউ ঘুনাক্ষরেও তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না।

কাজ শেষ করে হাট্টুসিলি সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'সফর কেমন কাটল, ভাই?'

'আপনি শুনে খুশি হবেন,' কথার মাঝে কাশতে শুরু করলেন হাট্টুসিলি।

'ঠাণ্ডা বাধিয়েছ দেখছি!'

'সরাইখানাটা খুব একটা উন্নত ছিল না। তবে চিন্তার কিছু নেই, পুডুহেপা আমাকে মশলা পানীয় বানিয়ে দিবে, ওটা খেলেই ঠিক হয়ে যাব।'

'ওরা তোমাকে দেখে খুশি হয়েছিল নিশ্চয়ই?'

'প্রথমে অবাকই হয়েছে, পরে আবার এই ভেবে ভয় পেয়েছে যে আমি বোধহয় শুল্ক বাড়ানোর জন্যই গিয়েছি।'

'ভয় পাওয়া ভালো, না হলে রাজার কথা মনে থাকবে না।'

'হ্যাঁ, আমিও আকারে ইঙ্গিতে, কাজের ফাঁকে ওদের দলনেতাকে তার অতীতের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।'

'সত্যিই তুমি কূটনীতি কৌশল সম্পর্কে পটু।'

'এর জন্যও অনুশীলন প্রয়োজন। কাজের কথায় আসা যাক, কেউ কোনও আপত্তি না জানিয়েই রাজি হয়ে গেছে...আমাদের প্রস্তাবে।'

'তোমার কাজের প্রশংসা করতে হয়, হাট্রুসিলি। তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে কেমন সময় লাগবে?'

'তিন থেকে চার মাস।'

'সরকারি ভাবে কোনও লিখিত কাগজ পত্র লাগবে?'

'কোনও দরকার নেই, হাট্রুসিলি বলল। 'আর যেহেতু আমাদের গুপ্তচর বাহিনী মিশরে প্রবেশ করতে পেরেছে, তাহলে ওরাও পেরেছে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে।'

'সত্য কথাই বলেছ। আমাদের আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

'আমাদের মিত্ররা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, মিশরের পতন দেখার জন্য। সম্রাটের কাছে মাথা নত করার শপথও গ্রহন করেছে ওরা। কাজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ওরা নিশ্চুপ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

জ্বরের প্রকোপে চোখ জ্বালাপোড়া করছে হাট্রুসিলির, তাও ভালো ঘরের পরিবেশ আরামদায়ক। প্রতিটি জানালায় মোটা পর্দা টানা।

'সেনাদলের কি অবস্থা?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'উরি-টেশুপ এক্ষেত্রে খুব মুন্সিয়ানা দেখাচ্ছে,' মুওয়াত্তালি উত্তর দিলেন। 'শীঘ্রই ওরা পাকা যোদ্ধাদের মতো দক্ষ হয়ে উঠবে।'

'তোমার কি মনে হয়, পুডুহেপা আর তোমার লেখা পত্রে রামেসিস ও তার স্ত্রীকে ধোঁকা দেয়া যাবে?'

'ফারাও আর তার স্ত্রী কিন্তু বন্ধুসুলভ বার্তাই পাঠিয়েছে, চিঠিটা ওদের মাঝে একটা অপ্রস্তুত ভাবের জন্ম দিয়েছে। আচ্ছা, মিশরীয় গুপ্তচরের কি খবর?'

'সিরিয়ান বণিকের পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তবে গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান, লিবিয়ান ওফির, সুরক্ষিত অবস্থানেই আছে।'

'সিরিয়ানটাকে তাহলে কি করা হবে?'

'আমি ওকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, তবে ওকে নিয়ে ওফিরের অন্য পরিকল্পনা আছে।'

'আচ্ছা আর কষ্ট করতে হবে না, এখন যাও, গিয়ে স্ত্রীর সেবা গ্রহণ কর।'

পুড়ুহেপার বানানো পানীয় পান করে জ্বর আর মাথা ব্যথা দুটোই সেরেছে। গরম পানিতে পা ডুবিয়ে রাখা যেন এক স্বর্গীয় সুখ। পুড়ুহেপা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষৌরকারকে দিয়ে স্বামীর দাঁড়ি কামিয়ে নিয়েছে, পরিচারিকা দিয়ে শরীর মালিশ করিয়েছে।

'যে কাজে গিয়েছিলে, তা সম্পন্ন হয়েছে?' সবাই চলে যাবার পর জিজ্ঞাসা করল পুড়ুহেপা।

'হ্যাঁ, হয়েছে, প্রিয়তমা।'

'তোমার অনুপস্থিতিতে আমিও কিছু কাজ করে নিয়েছি।'

'কী কাজ?'

'তুমি তো জানই,আলস্য আমার একদমই পছন্দ না।'

'হেঁয়ালি করো না তো।'

'বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।'

'তুমি কী তাহলে...'

'হ্যাঁ, প্রিয়তম। তুমি যখন সম্রাটের কাজে দূর দেশে, আমি তখন তোমার শত্রু-এক মাত্র শত্রুর দিকে নজর রেখেছি।'

'উরি-টেশুপ ?'

'আর কে আছে তাহলে? ও আজকাল ধরেই নিয়েছে যে সিংহাসন পেয়ে গেছে।'

'মুওয়াত্তালি ওর সামনে কলা ঝুলিয়ে রেখেছেন, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'তোমরা দুজনেই সমূহ বিপদকে ছোট করে দেখছ।'

'তুমি ভুলভাবছ, পুড়ুহেপা। সম্রাট জানেন, তিনি কী করছেন। ছেলেকে সেনাদলের প্রধান বানানোর উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীকে দক্ষ করে তোলা। তাই বলে দেশ চালানোর মত যোগ্যতা যে ওর হয়নি সেটা মুওয়াত্তালি ভালো করেই জানেন।'

'তিনি কি নিজের মুখে এমন কথা বলেছেন?'

'না, তবে এটাই হবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। উরি-টেশুপ একাধারে হিংস্র আর বিপজ্জনক। আমাদের দুজনকেই ও ঘৃণা করে, আমাদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে ও একটুও দ্বিধা করবে না। আর যেহেতু তুমি সম্রাটের ভাই, তাই সরাসরি কিছু বলবে না তোমাকে। তবে পিঠ পিছে ছোরা ঠিকই ঢুকাবে।'

'একটু অপেক্ষা করো, পুড়ুহেপা, উরি-টেশুপের এই দিবা স্বপ্ন নিজ থেকেই ভাঙ্গবে।'

'আমাদের অপেক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'কেন নেই?'

'আমি ইতিমধ্যেই ব্যাবস্থা নিয়ে ফেলেছি।'

হাট্টুসিলি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'বণিকদের সংঘ থেকে এক প্রতিনিধি উরি-টেশুপের প্রশিক্ষণ শিবিরের দিকে রওয়ানা হয়েছে। সে রাজকুমারের কাছে সহযোগীতা চাইবে। বিশ্বাস যোগাবে যে, তারা একজোট হয়ে মুওয়াত্তালির শাসনের অবসান ঘটাবে। উরি-টেশুপকে বোঝাবে, সম্রাট হিসেবে তারা ওকেই চায়। তারপর সুযোগ বুঝে ছুরি চালাবে ওর বুকে। পতন ঘটবে রাক্ষসটার।'

'উরি-টেশুপকেএই মুহূর্তে হিট্টিদের প্রয়োজন...এতো আগেই এমন কিছু করা ঠিক হবে না। যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের পারদর্শি করতে হবে আগে।'

'তুমি ওকে বাঁচাতে যাবে নাকি?' পুডুহেপা অবিশ্বাসের সুরে বলল।

ব্যথিত, জ্বরাক্রান্ত, হাট্টুসিলি দৃঢ় ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি,' শুধু এতো টুকু বললেন তিনি।

উনচল্লিশ

উত্তর সিরিয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে আহসা। অভিজাত কূটনীতিক আজ মোটা আর ছেঁড়া চাদরে নিজেকে ঢেকে রেখে পত্রবাহকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। শক্তিশালী এক গাধার পিঠে চড়ে এগোচ্ছে সে। পিছনে আরও দুই গাধার পিঠে বোঝাই করা চিঠির পোটলা। একসাথে তারা হিট্টি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল।

আহসা কয়েক সপ্তাহ কানান এবং আমুরু তে অতিবাহিত করেছে। অধীনস্থ দুই রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে সে। শত্রু ঘাঁটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য সাংগঠনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মিশরীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে।

আমুরুর রাজকুমার বেনতেশিনা, আহসাকে কায়মনোবাক্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আহসা একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে সময় কাটিয়েছে সেখানে। অতিথি হিসেবে তাকে আদর্শ বলা যায়, কোনও অমূলক চাহিদা নেই, সবকিছুতে সন্তুষ্ট। রাজপুত্রের কাছে তার একটাই দাবী ছিল, হিট্টিদের কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের খবর পেলে সাথে সাথে যেন রামেসিসকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

প্রাদেশিক পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আহসা বাড়ির পথ ধরল-অন্তত আমুরু আর কানানের লোকজন সেটাই জানতো। আহসার আদেশ মতো, তার অধীনস্থ কর্মচারীরা দক্ষিণের উপকূলীয় পথ ধরে যাত্রা শুরু করল। আর এদিকে, পরনের মিশরীয় পোশাক ছিড়ে ফেলে নতুন ছদ্মবেশধারণ করল সে। তারপর পাড়ি জমাল উত্তরের পথে।

আহসার ধারণা, হিট্টিদের শক্তিশালী ভাবমূর্তিই তাদের ক্ষমতার মূল রহস্য। অভেদ্য এবং পৃথিবী শাসন করার জন্য প্রস্তুত-এই ধারণাটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে তারা। কিন্তু আসলেই কী তাই? এই প্রশ্নের উত্তর তাকে পেতে হবে।

ত্রিশজন সশস্ত্র সৈনিক হিট্টিদের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখে মুখে ক্রুদ্ধতার ছাপ। চার পদাতিক সৈন্য আহসা আর ওর গাধাদের ঘিরে দাঁড়াল। ছদ্মবেশী পত্রবাহক ভাবলেশহীন ভাবে দাড়িয়ে রইল সেখানে।

বামপাশে দাঁড়িয়ে একজন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করতে লাগল ওকে।

'তোমার পরিচয়?'

কাপড়ের নিচ থেকে হিট্টিদের বার্তা সম্বলিত একটি কাঠের ফলক বের করে আনল আহসা। সৈনিক লেখাটা পড়ে তার পাশের জনকে দিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল সে-ও।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বণিকদের জন্য চিঠি আর চালান নিয়ে হাট্টুসা যাচ্ছি।'

'দেখাও সেগুলো।'

জিনিসগুলো গোপনীয়।'

'সেনাবাহিনীর কাছে গোপনীয় বলতে কিছু নেই।'

'আমি প্রাপকদের সাথে কোনও ঝামেলা পাকাতে চাই না।'

'আমাকে জিনিসগুলো না দেখালে, তোমার আরও অনেক ঝামেলা হবে।'

আহসার আ ল অবশ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বাঁধন খুলতে শুরু করল সে।

'এগুলো ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত,' তথ্যগুলো খুটিয়ে দেখে ঘোষণা করল সৈনিক। 'আগামাথা কিছুই বুঝিনি। আমরা তোমাকে তল্লাশি করব।'

আহসার কাছে কোনও অস্ত্র না পেয়ে সৈন্যরা হতাশ হলো। হিট্টি সীমান্তরক্ষী আশা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কোনও গ্রামে প্রবেশের আগে তুমি অস্থায়ী ঘাঁটিতে জানিয়ে যাবে।'

'আগে কখনও এমন করতে হয়নি।'

'এখন করতে হবে। প্রতিটা অস্থায়ী ঘাঁটিতে তোমার পরিচয় দিয়ে যাবে। নয়তো আমরা তোমাকে শত্রু হিসেবে ধরে নেব এবং খুঁজে বের করব।'

'হিট্টি সাম্রাজ্যে কোনও শত্রু নেই।'

'যেমন বলা হয়েছে তেমনটা কর।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'এখন যাত্রা শুরু কর।'

আহসা সচেতন ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করল। গাধাদের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আনাতোলিয়ার প্রাণকেন্দ্র হাট্টুসার দিকে এগোতে লাগল সে।

মাঝে মাঝে নীল নদকে দেখার জন্য এদিক ওদিক তাকাল সে। উত্তরের এই এবড়োথেবড়ো ভূমির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো খুব কষ্টকর। খরস্রোতা নদী, উপত্যকা-কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই এখানে। শ্যামল শস্যভূমি আর মরুভূমির পৃথক হয়ে যাওয়ার সীমারেখার অভাব বোধ করছে আহসা। মনোহর সূর্যাস্তের দৃশ্যের কথা ভেবে ওর প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এখন আর মিশরের কথা চিন্তা করার সময় নেই, ভাবতে হবে শুধু হাট্টির কথা। শীতল এই শুষ্ক ভূমির গোপনীয়তা জানাই এখন ওর মূল উদ্দেশ্য।

মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে নেমে এল ভারী বর্ষণ। গাধাগুলো সাবধানে পানির আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে থামছে ঘাস খাওয়ার জন্য।

এ রাজ্যে শান্তির কোনও স্থান নেই। বর্বরদের মাঝে লড়াই করে বেঁচে থাকাটা সাধারন মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। যে যোগ্যতা অর্জন করবে সেই টিকে থাকবে ভবিষ্যতে। কত প্রজন্ম পেরিয়ে এই মরুভূমি তৃণভূমিতে পরিণত হবে, সৈনিকরা পরিণত হবে কৃষকে? সে প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। এখানে মানুষের জন্ম হয় লড়াই করার জন্য।

প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশমুখে অবস্থিত অস্থায়ী ঘাঁটিতে থামানো হলো আহসাকে। হিট্টিরা কি সত্যিই সন্দেহ করে যে তাদের দেশে গুপ্তচর আছে? নাহলে এতো কড়াকড়ির তো কোনও প্রয়োজন ছিল না! সামরিক বাহিনীর এই বাড়তি সতর্কতাকে আহসার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বলে মনে হলো। হিসেবে কারণে মিলিটারিদের নিশ্ছিদ্র এই অস্বাভাবিক সতর্কতা নিজেই একটি সূত্র ছিল। শিকারীর তীক্ষ্মদৃষ্টি থেকে রণকৌশল গোপন রাখতে মরীয়া হয়ে উঠেছে সেনাবাহিনী।

আরও দুইবার ভ্রাম্যমান পাহারাদারেরা তার চিঠির থলি তল্লাশি করল। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো ওকে। প্রতিবারই পার পেয়ে গেল ছদ্মবেশী পত্রবাহক।

একটা শস্যাগারে রাত অতিবাহিত করল আহসা। শুকনো রুটি আর পনির খেয়ে সকাল সকাল যাত্রা আরম্ভ করল আবার। এতোক্ষণে সে বুঝে গিয়েছে, তার ছদ্মবেশ বোঝার সাধ্য কারও নেই। দুপুরবেলা সে এমন এক পথে এগোতে শুরু করল, যেখানে মানুষের আনাগোনা কম। আশপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে কয়েকটা কাঠের ফলক মাটিচাপা দিয়ে দিল। যে জিনিসের প্রাপকের কোনও অস্তিত্ব নেই, খামোখা সেগুলোকে বোঝার মতো বয়ে নিয়ে চলার কোনও মানে হয় না।

বনভূমি এক জায়গায় এসে খাড়া গিরিখাতে পরিণত হয়েছে। এবড়ো-খেবড়ো ওকগাছের শিকড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঢালের ওপর।

গাধার পিঠ থেকে একটা থলে নামিয়ে খুলে ফেলল আহসা। আড়াল থেকে কেউ ওকে পর্যবক্ষেণ করছে বলে মনে হলো। পশুপাখিরা হঠাৎ অশান্ত হয়ে পড়েছে। গাছের উপর জমায়েত হয়েছে পাখির ঝাঁক।

অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে আহসা কয়েকটা পাথর আর এক টুকরা কাঠ তুলে নিল। ঘোড়ার পদশব্দ শুনে ভাঙ্গা এক গাছের গুঁড়ির পিছনে গিয়ে লুকালো সে। কিছুক্ষণের ভেতর চারজন অশ্বারোহী এসে গাধাগুলোকে ঘিরে ফেলল। তারা সৈনিক নয়, তবে ধারালো ছুরি আর তীর আছে সাথে। হাট্টিতেও ডাকাত আছে তাহলে!

আহসা মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। চার অশ্বারোহীর একজনও যদি ওকে দেখতে পায়, সাথে সাথে মুন্ডুকর্তন করবে। ওদের সর্দার কুকুরের মতো করে

বাতাসে ঘ্রাণ শুঁকলো।

'দেখো,' সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল সে, 'এখানে কিছু কাঠের ফলক পড়ে আছে। তোমরা কেউ কি জানো, কীভাবে পড়তে হয় এসব?'

'কখনও শেখার সময় হয়নি।'

'এগুলো কি আমাদের কোনও কাজে লাগবে?'

'নাহ।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফলকগুলো ভেঙ্গে ফেলল দস্যু সর্দার।

'গাধাদের মালিক বেশি দূরে যায়নি। আর লোকটার শরীরে অবশ্যই টিনের পাত রয়েছে।'

'ছড়িয়ে পড়,' সর্দার নির্দেশ দিল।

ভয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রইল আহসা। মনে মনে আত্মরক্ষার কৌশল ভাবতে লাগল।

ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটার দিকে এগিয়ে এল এক ডাকাত।

সাত-পাঁচ না ভেবে পাথর দিয়ে ডাকাতের মুখ আর ঘাড়ে আঘাত করল আহসা। লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'ওখানে!' চিৎকার করে উঠল তার এক সাথী। বন্ধুকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে লোকটা।

কিছুক্ষণ আগে যে লোকটাকে আহত করেছে, তার কোমরে একটা ধারালো ছুরি গাঁথা ছিল। আহসা সেটা তুলে নিতে দেরী করল না। ওর দিকে এগিয়ে আসা ডাকাতের বুকে বসিয়ে দিল ছুরিটা।

অন্য দু'জন তাদের তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলো। এবার আর দৌড়ানো ছাড়া কোনও পথ নেই আহসার। গিরিখাতে লুকাতে চাইল সে, ঠিক তখনই একটা তীর ওর কান ঘেষে চলে গেল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকটা তীর ছুটে এসে আঘাত করল ওর ডানবাহুতে। হাতের আঘাত নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। দৌড়াতে শুরু করল সামনের দিকে।

যতক্ষণ পারল দৌড়ালো আহসা। একসময় ওর দম ফুরিয়ে এল। শত্রুবাহিনী ওকে ধরে ফেললে, লড়াই করার মতো শক্তিও অবশিষ্ট নেই আর। কিন্তু সেরকম কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। নীরব নিস্তব্ধ হয়ে আছে গিরিখাত। কালো মেঘ দেখে দল বেঁধে চেঁচাতে শুরু করেছে একঝাঁক কাক।

রাত নামার আগ পর্যন্ত আহসা সেখানে ঠায় বসে রইল। এরপর ঢাল বেয়ে উঠে গেল ওপরের দিকে। গাধাগুলোকে যেখানে বেঁধে রেখেছিল, কিছুক্ষণ পর সে জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল।

ডাকাতদের মৃতদেহ ছাড়া সেখানে আর কাকপক্ষীরও অস্তিত্ব নেই। আহসার ক্ষতগুলো খুব একটা গভীর নয়, তবুও ব্যথায় টনটন করছে। ঝর্ণার পানিতে ক্ষতস্থান ধুয়ে নিয়ে সেখানে পাতার রস লাগিয়ে নিল সে। এরপর প্রায় সমান্তরাল দুই গাছের গুঁড়ি দেখতে পেয়ে, সেখানে শুয়ে পড়ল।

ঘুমের ভেতর আহসা স্বপ্ন দেখল, শানার ওকে আরামদায়ক নরম বিছানা উপহার দিয়েছে। আরও দেখল, লম্বা পামগাছের নিচে শান্ত পুকুর, মদ, পানপাত্র; বাঁশিতে মন মাতানো সুর তুলেছে এক বংশীবাদক। এমন সুখের স্বপ্নে প্রশান্তি লাভ করল ওর দেহ-মন।

বৃষ্টির শীতল ছোঁয়ায় ভোরের আগেই ওর ঘুম ভাঙল। আরেকবার উত্তরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল সে।

গাধা আর কাঠের ফলক-দুটোই হারাতে হয়েছে। এ অবস্থায় পত্রবাহক হিসেবে কেউ ওকে মেনে নেবে না, দেখামাত্র গ্রেফতার করা হবে। এখন আর পরিচয় না বদলে উপায় নেই।

বনে রাত কাটালে রক্ষীবাহিনীকে না হয় কোনওভাবে সামলানো যাবে। কিন্তু বনবিড়াল, ভাল্লুক আর ডাকাতবাহিনীর সাথে কী করে পেরে উঠবে? পানির হয়তো অভাব নেই, কিন্তু খাবারের কী হবে? ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রেখে ফেরিওয়ালা সাজার সিদ্ধান্ত নিল আহসা। আত্মগোপনের একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে এখন।

পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, কিন্তু সে হার মানবে না। যেভাবেই হোক ওকে হাট্রুসা পৌঁছাতে হবে। জানতে হবে, হিট্টি সেনাবাহিনী কতটুকু শক্তিশালী!

চল্লিশ

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দিনের শেষে উরি-টেশুপ হিমশীতল পানিতে স্নান করে প্রাণ জুড়িয়ে নিল। পুরোটা দিন আজ অশ্বারোহী সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে কেটেছে। হাড়ভাঙা প্রশিক্ষণ এর ফল আসতে শুরু করেছে ইদানীং, কিন্তু তাতেও সম্রাটপুত্র খুশি হতে পারছে না। মিশরীয় সেনাদলকে ঢুকতে দেয়ার মতো এক আ ল জায়গাও ছাড়া উচিত নয় হিট্টিদের।

হালকা বাতাসে শরীর শুকানোর চেষ্টা করছিল সেনাধ্যক্ষ। এমন সময় শিবির সহকারী এসে জানালো যে হাট্টুসা থেকে এক বণিক এসেছে। লোকটা সেনাধ্যক্ষের সাথে কথা বলতে চায়।

'আগামীকাল ভোরবেলায় ওর সাথে দেখা করব, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করুক। ব্যবসায়ীদের জন্মই হয়েছে আদেশ মেনে চলার জন্য।'

'লোকটাকে দেখে মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে।'

'অপেক্ষা করুক। সবচেয়ে খারাপ তাঁবুতে থাকতে দাও ওকে।'

'যদি প্রতিবাদ করে?'

'করতে দাও।'

হাট্টুসিলি এবং তার সহচরগণ ক্ষীপ্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে। দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের উরি-টেশুপ এর তাঁবুতে পৌঁছাতে হবে। ঠাণ্ডা-জ্বরকে উপেক্ষা করে ছুটে এসেছেন তিনি।

মাঝরাতে শিবিরে পৌঁছে নৈশপ্রহরীদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন হাট্টুসিলি। প্রহরীদলের প্রধান তাকে উরি-টেশুপ এর তাঁবুর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

হাট্টুসিলির সাথে কথা বলতে কখনওই স্বাচ্ছন্দবোধ করে না সেনাধ্যক্ষ। মাঝরাতে সে রীতিমত বিরক্তই হলো।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না? কী এমন গুরুত্বপুর্ণ কথা?' বিরক্তিভরে জিজ্ঞেস করল সেনাধ্যক্ষ।

'তোমার জীবন।'

'কী বলতে চান?'

'তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।'

'কী যা তা বলছেন?'

'অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি। এই মুহূর্তে শুধু বিশ্রাম নিতে চাই। তোমার কি মনে হয়? বিনা কারনেই আমি হাট্রুসা থেকে সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসেছি?'

'কে? কে আমাকে হত্যা করতে চায়?'

'তুমি জান, আমি বণিকদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি...যাই হোক, আমি মাঝখানে কিছুদিনের জন্য শহরের বাইরে ছিলাম। তখন ওদের একজন আমার স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছে যে তার এক বন্ধুর মতিভ্রম হয়েছে। লোকটার ধারণা মিশরের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে তার ব্যবসায় ধ্বস নামাবে। তোমাকে খুন করে তাই যুদ্ধ থামাতে চায়।'

'কী নাম লোকটার?'

'জানি না। খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই আমি তোমাকে সাবধান করতে ছুটে এসেছি।'

'আপনি নিজেও তো এ যুদ্ধের পক্ষপাতি নন, তাই না?' জিজ্ঞাসা করল উরি-টেশুপ।

'ভুল করছ বাছা। আমি যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি। জয়ের সাথে সাথে আমাদের রাজ্য বড় হবে। আর সম্রাট তোমাকে সেনাপতি করেছেন, কারণ তিনি যোদ্ধা এবং নেতা হিসেবে তোমাকে যোগ্য মনে করেন।'

চাচার এমন কথা শুনে হতবাক হলো উরি-টেশুপ। তবে তাতে চাচার উপর থেকে তার সন্দেহ দূর হলো না। লোকটা চাটুকারিতায় ওস্তাদ।

তবে এটাও ঠিক, তার সাথে দেখা করতে একজন বণিক এসেছে। তখনই ওই দর্শনপ্রার্থীর মনের খায়েশ মেটালে উরি-টেশুপ হয়তো এখন আর জীবিত থাকত না। চাচার কথা যাচাই করার একটা সহজ উপায় আছে বটে।

সারা রাত চোখের পাতা এক করেনি বণিক, মনে মনে পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে ভেবেছে। ছোরাটা উরি-টেশুপ এর গলায় এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে সে কোনও শব্দ করতে না পারে। এরপর ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে শিবির এলাকা পার করে গতি বাড়িয়ে দেয়া যাবে। দ্রুতগামী ঘোড়াটা পাশের জঙ্গলে বেঁধে রাখা। জঙ্গলে পৌছে ওটার পিঠে একবার উঠতে পারলেই হল।

এই কাজে বিপদ অনেক। কিন্তু এসব উপেক্ষা করেই সামনে এগুতে হবে। বছর খানেক আগে বণিক এর দুই ছেলে যুদ্ধবাজ সেনাধ্যক্ষের উচ্চাভিলাষী অভিযানে মারা পড়েছে। বিশজন যুবক সেদিন প্রাণ হারিয়েছিল। গুপ্তহত্যার এই পরিকল্পনা শোনামাত্র, রাজি হতে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি বণিক। ধরা পড়লে প্রাণ যাবে, কিন্তু পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পিছপা হয়নি সে। দেশ থেকে অন্তত একটা জানোয়ার কমবে।

শিবির সহকারী ভোর বেলা বণিককে তাবু থেকে ডেকে নিল। উরি-টেশুপ এর তাঁবুর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বণিক তার সহচর বন্ধুদের কথা বলতে লাগল, যারা সম্রাটপুত্রের সিংহাসন আরোহণ এর অপেক্ষায় আছেন। শিবির সহকারী বণিকের শরীর হাতিয়ে দেখল, কোনও হাতিয়ার পাওয়া গেল না। পাবে কী করে? ছোট্ট ছোরাটা বণিকের উলের টুপির মাঝে লুকানো।

'সেনাধ্যক্ষ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বণিকের দিকে পিছন ফিরে উরি-টেশুপ একটা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে আছে।

'ধন্যবাদ এই অধমকে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য।'

'কী কাজে এসেছেন?'

'বণিক সম্প্রদায় দুই ভাগ হয়ে পড়েছে। একদল বিরাজমান শান্তির পক্ষে, আর একদল শুনতে চায় যুদ্ধের দামামা। আমি দ্বিতীয় দলের লোক।'

'হুম।'

এর থেকে ভালো সুযোগ আর হয় না। এখনও মানচিত্রের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়ে রেখেছে উরি-টেশুপ, রণকৌশল ঠিক করতে ব্যস্ত।

বণিক ধীর লয়ে কথা বলতে বলতে টুপিটা খুলে ফেলল, ছোরা হাতে একটু একটু করে এগোল সেনাধ্যক্ষের দিকে।

'আমার আর আমার বন্ধুদের বিশ্বাস সম্রাটের পক্ষে এই বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার মত একজন জন্মগত যোদ্ধা, এমন একজন সেনাধ্যক্ষ....' হঠাৎ সুর পাল্টাল বণিক, 'তোর দিন শেষ, নরাধম। আমার হাতে আজ মরবি তুই, যেভাবে আমার ছেলে দুটোকে মেরেছিস।'

মরণ আঘাতের জন্য তেড়ে আসতেই সেনাধ্যক্ষ ঘুড়ে দাঁড়াল। বাম হাতের মুঠোতে শক্ত করে ছোরা ধরা। আক্রমণকারীর ছোরাটা ওর গলায় গেঁথে গেল, একই সাথে সেনাধ্যক্ষ এর ছোরাটা বসল বণিক এর হৃদপিন্ডে। দুজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আসল উরি-টেশুপ তাবুর কপাটের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। সত্যিটা জানতে একই গড়নের একজন সৈনিকের জীবনকে ব্যবহার করেছে সে। বোকাটা মেরেই ফেলেছে বণিককে, বেঁচে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেত। মুখ খোলাতে পারলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যেত। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ যা দেখেছে, সেটা চাচার কথা যাচাই করার জন্য যথেষ্ট।

হাট্টুসিলি বাস্তববাদী ও সাবধানী। সে সম্ভাব্য যুদ্ধজয়ীর সাথে থাকতে চায়। যখন সময় আসবে তখন এর প্রতিদান হিসেবে হাট্টির কর্তা হতে চাইবে। কী ভুলটাই না ভেবে রেখেছে হাট্টুসিলি।

আহসা কোনও সহযাত্রীকে আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা খুজে পেল না, এর থেকেও সহজ শিকার পেয়েছে সে। আরিনা নামের একজন নিঃসন্তান বিধবা, বিশের মত বয়স। বন্যার সময় কাদেশে যুদ্ধরত তার সৈনিক স্বামী মারা গিয়েছে ওরোন্টসে। তার রেখে যাওয়া ছোট খামার চালিয়ে জীবন চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল সে।

ক্লান্ত শরীরে আহসা দরজার কাছে পৌঁছল, বলল কিভাবে ডাকাতদের কাছে সব হারিয়েছে, কেমন করে দুর্গম কাঁটা গাছের ভিতর দিয়ে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। রাতটা এখানে আশ্রয় দিলে বেঁচে যায় সে।

মাটির তৈরি একটা বড় পানির পাত্র দিয়ে অতিথিকে সাফ-সুতরো হতে দিল সে। তার লজ্জা ভেঙে জেগে উঠল তীব্র কামবাসনা। অনেকদিন ধরে একাকী থাকায় নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। আরিনা নগ্ন হয়ে, পেছন থেকে আহসাকে জাঁপটে ধরল। সুডৌল কোমল স্তনযুগল চেপে ধরল আহসার পিঠের সাথে। আহসা বাঁধা দিল না।

দুদিন ধরে, তারা দুজন খামারের ভেতরেই পড়ে রইল। আরিনা কিছুটা আনাড়ি হলেও খুবই ব্যাকুলভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে জানে। এমন প্রেমিকা পাওয়া দুষ্কর।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

আহসার পাশে নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে আরিনা। প্রেমিকার শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে।

'তুমি কে আসলে?'

'বলেছিলাম তো, ভ্রাম্যমান এক ফেরিওয়ালা। ডাকাতরা যাকে লুটে নিয়েছে।'

'বিশ্বাস হয় না তোমার কথা।'

'কেন?'

'তুমি অনেক পরিপাটি, বেশ অভিজাত, চলনে-বলনে মনেই হয় না।'

আহসা উপলব্ধি করল। নিজের ছদ্মবেশ যতোটা ভালো বলে সে মনে করেছিল,আসলে ততটা ভালো নয়।

'তুমি হিট্টিদের মত উন্মত্ত নও। আমাদের একান্ত সময়ে তুমি আমার খেয়াল রাখতে জানো। আমার স্বামী কেবল নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ক তুমি?'

'তোমাকে এই কথাটা গোপন রাখতে হবে।'

'ঝড়ের দেবতার নামে শপথ করে বলছি, আমি তা গোপন রাখব।' সে উত্তেজনায় চনমনে হয়ে উঠল।

'ব্যাপারটা এতো সহজ নয় কিন্তু...।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি তার যথেষ্ট প্রমাণ কি আমি দেইনি?'

আহসা ওর সঙ্গিনীকে আলতো করে চুমু খেল।

'আমি এক সম্ভ্রান্ত সিরিয় পরিবারের সন্তান। আমি হিট্টিদের সেনাদলে যোগ দিতে চাই, কিন্তু আমার বাবা বিপদের আশংকায় আমাকে যোগ দিতে বাঁধা দিচ্ছেন। তার ভয়, অনেকে নাকি প্রশিক্ষণের মাঝেই মারা পড়ে। আমি তাই পালিয়ে এসেছি, সেনাদলে যোগ দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করে দেখাব।'

'তুমি পাগল হয়েছ! আমাদের সেনাদল তোমাকে আস্ত খেয়ে ফেলবে।'

'আমি মিশরীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। আমরা বাঁধা না দিলে, ওরা সিরিয়াতে আমার সব সম্পত্তি দখল করে নিবে। আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।'

আহসার বুকে মাথা রেখে বলল আরিনা, 'আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি।'

'কিন্তু এর কি কোনও বিকল্প আছে?'

'সবার ধারণা আমরা যে কোনও দিন যুদ্ধে যাব।'

'তুমি কি জানো, কোথায় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছে?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন, কেউই জানে না।'

'কোনও সেনাদলকে এদিক দিয়ে পার হতে দেখেছ?'

'নাহ। জায়গাটা খুবই জনবিরল, আশপাশে কিছুই নেই।'

'তুমি আমার সাথে হাট্টুসা যাবে, প্রিয়তমা?'

'উমমম... আমি আসলে আগে কখনও যাইনি।'

'তাহলে এবার চল। রাজধানীতে পৌঁছে সেনা কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিতি হব। তাদেরকে জানিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারব আমি।'

'কেন যেতে চাও তুমি? স্রেফ মারা পড়বে!'

'আমি যদি দ্রুত কিছু না করি, আমার প্রদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কিন্তু হাট্টুসা তো অনেক দূরে।'

নীরবতায় কেটে গেল কিছু সময়। আহসা আবার বলতে শুরু করল।

'আমি আঙিনায় চালার মধ্যে বাসন-কোসন দেখেছি। তোমার স্বামী বানিয়েছে ওগুলো?'

'সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে সে কুমার ছিল।'

'ওগুলো বেঁচে আমরা হাট্টুসায় থাকতে পারব, শুনেছি একবার গেলে নাকি শহরটাকে আর ভোলা যায় না।'

'কিন্তু এই খামার...?'

'এমনিতেও শীতের সময় এখানে করার কিছুই নেই। তাহলে কালই রওয়ানা দেই আমরা, কী বলো?'

আরিনা তার স্বর্গপ্রদত্ত প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল।

একচল্লিশ

হেলিওপোলিসের হাউজ অফ লাইফ, মিশরের প্রাচীনতম জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র। প্রতিদিন সাধারণত ধর্মগুরুরা আলোচনা সভায় বসেন; যাদুকরের দল তুকতাক করে অশুভ ছায়াকে দূরে সরিয়ে রাখেন, জোতির্বিদরা আসন্ন মাসগুলোতে কী হতে যাচ্ছে, সেসব তালিকাভুক্ত করে রাখেন; বৈদ্যরা ব্যস্ত থাকেন মন্ত্রপূত পানীয় বানাতে। এখানকার পাঠাগারে সংরক্ষিত রয়েছে লাখো ঐতিহাসিক স্ক্রল। তবে আজকের দৃশ্যপট একেবারে ভিন্ন, সাধারণের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আজ শুধুমাত্র এক বিশেষ অতিথির জন্য পাঠাগারের দ্বার উন্মুক্ত; রামেসিস।

গতকাল রাতে এখানে এসেছেন ফারাও। পাথরের দেয়ালে বন্দী হয়ে একের পর এক প্রাচীন মিশরীয় পুঁথি ঘেটে যাচ্ছেন। পরিচিত বিশ্ব আর পরকাল-দুই জগতের তথ্য সম্বলিত এই পুঁথিগুলো মিশরের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল আধার। নেফারতারির স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি এতোই চিন্তিত যে নিজে এখানে না এসে আর উপায় ছিল না।

রাজমহিষী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজবৈদ্য কিংবা সেটাউ, কেউই তার রোগ ধরতে পারেনি। রাজমাতা টুইয়া অবশ্য আগেই বলেছিলেন, এসব কালো যাদুর আছর। রাণিকে বাণ মারা হয়েছে।

দশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রামেসিস তার পূর্ব পুরুষদের জ্ঞানগ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। প্রত্যাশিত জিনিসটা খুঁজে পাওয়া মাত্র ফিরতি যাত্রা করলেন রাজধানীর উদ্দেশ্যে।

নেফারতারি এক বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন। রাজ্যের প্রতিটি মন্দির থেকে মহিলা তাঁতিরা এসে জমায়েত হয়েছে। পরবর্তী প্লাবনের আগেই শাস্ত্রীয় মতের আনুষ্ঠানিক পোশাক বোনার আদেশ দিলেন তিনি। লাল, সাদা, সবুজ আর নীল কাপড় বরাদ্দ করার পর রাণি সভা ত্যাগ করলেন। দুজন যাজিকা তাকে বিশেষ ধরণের এক স্ট্রেচারে করে প্রাসাদে নিয়ে গেল।

রাজবৈদ্য পারিয়ামাকু তড়িঘড়ি করে রাণির বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। শক্তিবর্ধক ওষুধ দেয়ার সময় তিনি ভাবলেন, কোনও লাভ হবে না। এই দূর্বলতা

ধীরে ধীরে নেফারতারিকে পঙ্গু করে ফেলছে। রামেসিস ঘরে প্রবেশ করা মাত্র বেরিয়ে গেলেন তিনি।

স্ত্রীর হাত আর কপালে চুম্বন করলেন রাজা।

'আমি খুব ক্লান্ত।' মৃদুস্বরে বললেন রাণী।

'তোমার এখন সব কাজকর্ম থেকে বিরতি নেয়া উচিত।'

'এই অসুখটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে আমার ভেতর... মনে হচ্ছে, আমার জীবনরস শুষে নিচ্ছে একটু একটু করে।'

'রাজমাতা টুইয়ার ধারণা, তোমার অসুখটা শুধু শরীরের নয়।'

'তিনি ঠিকই বলেছেন।'

'কেউ একজন আমাদের বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি প্রয়োগ করছে।'

'আমার শাল..সেই প্রিয় শালটা! না জানি কোন অসভ্য যাদুকরের হাতে পড়েছে!'

'ধৈর্য্য ধরো, প্রিয়তমা। আমি সেরামানাকে খোঁজ লাগাতে বলেছি।'

'যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, রামেসিস।'

'আরেকটা উপায় আছে, নেফারতারি। তবে সেটা করতে হলে, কাল সকালে আমাদের পাই-রামেসিস ছেড়ে যেতে হবে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?'

'এমন এক জায়গায়, যেখানে আমাদের গোপন শত্রু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

আহমেনির সাথে কয়েক ঘন্টা সময় নিয়ে আলোচনা করলেন রামেসিস। ফারাও-এর ব্যাক্তিগত সচিব সবকিছু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করল। রাজা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আহমেনিকে দায়িত্ব দিলেন যাতে মন্ত্রণালয়ের সবাইকে নিজ নিজ কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়।

দিনের শেষে রামেসিস তার মা-এর সাথে দেখা করতে বাগানে গেলেন। রাজমাতা সাধারনত এসময়টায় বাগানে বসে ধ্যান করেন।

'আমি নেফারতারিকে নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করছি, মা। এখানে থাকাটা ওর জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।'

'সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ, বাছা। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটানো যায়, ততদিন রাণিকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে রাখতে হবে।'

'আমি আপনাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বানিয়ে যাচ্ছি। জরুরী অবস্থায়, আহমেনি আপনাকে সব নির্দেশনা দেবে।'

'যুদ্ধের কী খবর?'

'এখন পর্যন্ত সবকিছু শান্ত স্বাভাবিক। হিট্টিরা মুখে কুলুপ এটে বসে আছে। আর মুওয়াত্তালি আমাকে একের পর এক অর্থহীন চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছে।'

'এমনও তো হতে পারে যে ওরা স্থানীয় বিদ্রোহ সামলাতে ব্যাস্ত? ক্ষমতায় আসার আগে মুওয়াত্তালি প্রচুর শত্রু বানিয়েছে। এখনও তার বিরুদ্ধাচারী লোকের অভাব নেই।'

'সেরকম কিছু হলে তা আমাদের জন্যই ভালো,' রামেসিস মন্তব্য করলেন। 'নতুন করে যুদ্ধ করার আগে রাজ্যের ভেতর ঐক্য স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ।'

'হিট্টিরা নিশ্চয় কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।'

'আশা করি, আমাদের ধারণা ভুল। মুওয়াত্তালি হয়তো রক্ত ঝরাতে ঝরাতে ক্লান্ত।'

'মিশরীয়দের মতো ভাবলে হবে না, বাছা। হিট্টিদের অভিধানে শান্তি বলে কোনও শব্দ নেই। একজন সম্রাট হয় রাজ্য বিস্তার করবেন, নতুবা তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়া হবে।'

'আমি বাইরে থাকা অবস্থায় যদি আক্রমণ হয়, তবে আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করবেন না। কঠোর হস্তে দমন করতে হবে তখনই।'

টুইয়ার মুখ শক্ত হয়ে গেল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা দিলেন। 'ব-দ্বীপের সীমানা পেরিয়ে একটা হিট্টিও এখানে ঢুকতে পারবে না।'

দেবী মা'তের মন্দিরে সেখমেতের তিনশ পঁয়ষট্টিটা পাথরের মূর্তি রয়েছে। সিংহরুপী দেবী সেখমেতের এই মূর্তিগুলোকে ঘিরে সকালবেলার অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার জন্যও ঠিক একই সংখ্যক মূর্তি রয়েছে। অসুখ-বিসুখ আর তার প্রতিবিধানের গোপন রহস্য জানতে রাজ্যের বড় বড় সব ওঝা-বৈদ্যরা এখানে ধর্না দেন।

নেফারতারি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, যে মন্ত্রপাঠে সিংহীর মারণ প্রকোপ বদলে গিয়ে জীবনীশক্তির আশির্বাদে পরিণত হয়। রাণি নিজের আত্মাকে দেবীর কাছে সঁপে দিতে চাইলেন। সাতজন যাজিকা একই সাথে স্তব বিনিময় করলেন তখন। প্রার্থনাকক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন খুপরি থেকে আলোর মুখ দেখা গেল।

সিংহরূপী দেবীর মাথায় পানি ঢাললেন প্রধান যাজিকা। দেবীর শরীর বেয়ে সে পানি গড়িয়ে পড়ল। এক সহকারী পাত্রে করে সংগ্রহ করল সেই পবিত্র পানি।

নেফারতারি পুরোটাই পান করলেন। সেখমেতের যাদুশক্তিকে ধারণ করলেন নিজের ভেতর। দেবীর ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাকে অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শক্তি যোগাবে। এরপর সেখমেতের সাথে রাণি অতিবাহিত করলেন সারাদিন, সারারাত।

নৈশব্দ আর আধারে ঢেকে গেল চারপাশ।

পরদিন রামেসিসের কাঁধে করে নীলনদ পেরোলেন নেফারতারি। গত কয়েক সপ্তাহের চেয়ে নিজেকে অনেক সবল মনে হচ্ছে। রাজার ভালোবাসায় যেন আরও মহান এক যাদুর সৃষ্টি হয়েছে, দেবীর শক্তির চেয়ে যা কোনও অংশে কম নয়। রথে করে তারা পাথরের মন্দির দেইর এল-বাহরিতে এসে পৌঁছালেন। রাণি হাটসেপসুর নির্মিত এক মহান স্থাপনা এই মন্দির। সামনে বিস্তৃত ফুলের বাগান। এই অংশটুকু দেবী হাথরের শাসনক্ষেত্র। প্রেম আর সৌন্দর্যের দেবী হাথর, দেবী সেখমেতের বিপ্রতীপ প্রতিবিম্ব।

মন্দিরের একটা ভবনে রোগীদের নিয়মিত গোসলের ব্যাবস্থা রয়েছে। উষ্ণ জলধারা বিশিষ্ট এসব স্নানাগারে খোঁদাই করা আছে পবিত্র হায়ারোগ্লিফ, যার মহিমায় অসুখ সেরে যায়।

'তোমার বিশ্রাম নেয়া উচিত, নেফারতারি।'

'আমার রাজদায়িত্ব...

'তোমার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জীবন টিকিয়ে রাখা। আমাদের পবিত্র ঐক্যই মিশরের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে থাকবে। আমাদের বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে শত্রুরা মিশরের ধ্বংস ডেকে আনতে চায়।'

রাণী হাটসেপসুর মন্দিরের বাগান যেন অন্য এক জগতের অংশ। শীতের কোমল সূর্যের আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঠিকরে পড়ছে।

নেফারতারি অনুভব করলেন, প্রতি মুহূর্তে রামেসিসের প্রতি তার প্রেম বেড়ে যাচ্ছে। এ ভালোবাসা যেন মুক্ত আকাশের ন্যায় অসীম। রামেসিসের চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, তিনিও একই রকম অনুভব করছেন। কিন্তু তাদের এই সুখের অনুভূতি সাময়িক...অত্যন্ত সাময়িক।'

'আমার জন্য সমগ্র মিশরকে ত্যাগ করো না, রামেসিস। তোমার জীবন শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের জন্য নিবেদিত, কোনও মানুষের একার জন্য নয়। জনগণের কল্যাণ নির্ভর করে তোমার প্রতিশ্রুতির ওপর; আমাদের সভ্যতা, উন্নয়ন, সবকিছুর ভবিষ্যৎ তোমাকে ঘিরে। আমি আমার মনপ্রাণ উজাড় করে তোমাকে ভালোবাসি। মৃত্যুশয্যায়ও আমি আমাদের প্রেমের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকব। কিন্তু তোমাকে ধরে রাখার কোনও অধিকার আমার নেই। ফারাওকে সবার কথা ভাবতে হয়, রামেসিস।'

তারা একটা প্রস্তরখন্ডের ওপর বসে ছিলেন। স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন রামেসিস।

'তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, নেফারতারি। একমাত্র তুমিই আমাকে একই সাথে হোরাস আর সেটি'র প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখতে পাও। তোমার চোখের দৃষ্টিতেই ফারাও বেঁচে থাকে; তোমার চোখের তারায় প্রতিফলিত আলো ঝরে পড়ে জোড়া রাজ্যের ওপর। আমার আগে যতজন ফারাও এসেছেন, প্রত্যেকেই মা'তের আইনকে ধারন করে শক্তি অর্জন করেছেন। আর আমার আত্মার শক্তি আসে তোমার অনন্য চোখের দিকে তাকিয়ে, নেফারতারি। মিশর আর ফারাও-দু'টোই তোমার চোখের ওপর নির্ভরশীল।'

নেফারতারি যেন নতুন করে প্রেমে পড়লেন আবার।

'হাউজ অফ লাইফের পাঠাগারে, আমি আমাদের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় খুঁজে পেয়েছি। সেখমেট আর হাথরের শক্তি ধারণ করে পুনরুজ্জীবিত হবে তুমি।'

'তুমি কি পাই-রামেসিসে ফিরে যাবে?'

'না, নেফারতারি। তোমার অসুখ নিরাময়ের একটা উপায় বোধহয় আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'নিরাময়ের উপায়?'

'প্রাচীন পুঁথি অনুসারে নুবিয়াতে এমন এক স্থান আছে, যা হাথরের কৃপায় পবিত্র।'

'জায়গাটা কোথায়, জানো?'

'ঠিকানাটা সঠিকভাবে কারও জানা নেই, কয়েক শতাব্দী আগেই হারিয়ে গিয়েছে। তবে আমি সেটা খুঁজে বের করবই।'

'তুমি বেশিদিন দূরে সরে থাকতে পারবে না।'

'পানির বেগবান স্রোতকে ধন্যবাদ, ফিরতি যাত্রায় খুব বেশি সময় লাগবে না। দেবী হাথরের যাদুর পাথরটা খুঁজে পেলে, আমি খুব শীঘ্রই ফিরে যেতে পারব।'

'কিন্তু হিট্টিরা...'

'মা-কে আমি সব ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে এসেছি। হিট্টিরা আক্রমণ করলে তুমি সাথে সাথে খবর পাবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

ধূপ গাছের ছায়ায় একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন তারা। নেফারতারি মনে মনে ভাবলেন, স্বামীকে যদি চিরকাল এভাবে আগলে রাখা যেত! শান্তিপূর্ণ মন্দিরে যদি কাটিয়ে দেয়া যেত সারাজীবন!

কিন্তু সেরকম কিছু ভাবার অবকাশ নেই। তিনি মহিয়সী রাণি, আর রামেসিস মিশরের ফারাও।

বিয়াল্লিশ

যাদুকর ওফিরের দিকে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল লিটা।

'তোমাকে কাজটা করতেই হবে,বাছা।'

'না! আমি ব্যথা পাই।''

'তার মানে মন্ত্রটা কাজ করছে। কাজটা চালিয়ে যেতে হবে।'

'আমার পোড়া ঘা...'

'ডোলোরা সেগুলোর যত্ন নেবে। সেরে উঠবে তুমি, একটা দাগও থাকবে না।'

ওফিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আখেনাতনের পরনাতনি।

'না, আমি আর সহ্য করতে পারব না।'

'অনেক ঘ্যানঘ্যান হয়েছে। যা বলছি তা করো, নাহলে তোমাকে মাটির নীচের ঘরে আটকে রাখব।'

'ওখানে না, মিনতি করছি। ওখানে রেখো না আমাকে।'

ওফিরের দেয়া সমস্ত শাস্তির ভেতর, ভূগর্ভস্থ ঘরে আটকে থাকাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় মেয়েটা। অন্ধকার বদ্ধ ঘরে ওর দম আটকে আসে।

'তাহলে, আমার কর্মশালায় এসো। পিঠ পর্যন্ত কাপড় নামিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।'

লিটার ওপর এহেন অত্যাচার দেখে ডোলোরার মনে দুঃখ হলো। তবে একাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছে, দুরারোগ্য অদ্ভুত ব্যাধিতে ভোগা নেফারতারি থিবেসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। বর্তমানে দেইর এল-বাহরি মন্দিরে অবস্থান করছেন তিনি। তার অকাল মৃত্যুতে রামেসিস ভেঙে পড়বেন, রাজ্যশাসনের কাজ তাকে দিয়ে আর হবে না।

ক্ষমতার পথ শানারকে স্বাগতম জানাচ্ছে।

রামেসিসের প্রস্থানের পর সেরামানা সেনাবাহিনীর চার বিভাগীয় প্রধানদের ডাকল, প্রশিক্ষন কর্মসূচী আরও জোরদার করতে হবে। এদিকে ভাড়াটে সৈনিকের দল বাড়তি অর্থ দাবি করেছে। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বেঁকে বসেছে স্থানীয়

সৈনিকেরাও।

এধরনের সমস্যার সমাধান সার্ডের সামর্থ্যের বাইরে। আহমেনিকে ব্যাপারটা জানাতেই সে রাজমাতা টুইয়ার কাছে খবর পৌছে দিল। তাৎক্ষনিক সমাধান দিলেন তিনি, সৈনিকেরা নিজ দায়িত্ব পালন করবে নতুবা তাদের জায়গায় নতুন সৈনিক নিয়োগ দেয়া হবে। যারা ঠিকমত কাজ করবে, সেরামানাতাদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। পরবর্তী সময়ে টুইয়া বেতন বাড়ানোর কথা ভেবে দেখবেন।

সৈনিকেরা হাল ছেড়ে দিল। সেরামানার নির্দেশ অনুযায়ী আবারও কাজে লেগে গেল তারা। যে যাদুকরের হাতের ইশারায় রোমাই রাণির শাল চুরি করার দু:সাহস দেখিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। রামেসিস তার আশংকার কথা খোলাখুলি আলোচনা করেছেন সার্ডের সাথে, রোমাই-এর আকস্মিক মৃত্যু থেকে শুরু করে রাণির অদ্ভুত ব্যাধি পর্যন্ত সবকিছু।

আজ রোমাই বেঁচে থাকলে ওর পেট থেকে সব কথা বের করে নিত সেরামানা। অত্যাচার করে মুখ খোলানোর নির্মম প্রথা মিশরে প্রচলিত নয়। তবে রাজপরিবারের বিরুদ্ধে যাদুটোনার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতেই পারে।

রোমাই-এর মৃত্যুর সাথে সাথে সব গোপন তথ্যও চিরতরে হারিয়েছে। তবে সত্যিই কী তাই? জীবদ্দশায় লোকটা অত্যন্ত বাঁচাল প্রকৃতির ছিল। অধীনস্থ কোনও কর্মচারী, কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুন্দরী কোনও দাসী; কাউকে না কাউকে তো এসব বলার কথা!

রোমাই-এর আশেপাশের মানুষদের ঠিকমত জেরা করলেই তথ্য বেরিয়ে আসবে। আহমেনির কার্যালয়ের দিকে পা বাড়াল সেরামানা। লিপিকারকে বোঝাতে হবে যে ও ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

প্রাসাদের সমস্ত কর্মচারীকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। পরিচারিকা, কেশ বিন্যাসকারিনী, পোশাকের পরিচর্যাকারী, পাচক, মেথর, চাকর সব শ্রেণীর উপস্থিতিতে ভরে গিয়েছে জায়গাটা। সেরামানার তীরন্দাজ বাহিনীর সৈনিকেরা কঠোর মুখে পায়চারি করছে চারদিকে।

সার্ডের উপস্থিতিতে সবাই থমকে গেল। শিরস্ত্রান আর বক্ষবন্ধনীতে ঢাকা লোকটাকে দেখে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

'প্রাসাদে চুরির আলামত পাওয়া গিয়েছে,' সেরামানা বলতে শুরু করল। আমি জানি, চোর হচ্ছে প্রয়াত প্রধান খানসামা রোমাই-এর এক শাগরেদ, নিজের কুকর্মের মাধ্যমে দেবতাদের রাগিয়ে দিয়েছে যে। আজ আমি একে একে তোমাদের সবাইকে জেরা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি কোনও খেই পাই। নিজে থেকে কেউ দোষ

স্বীকার না করলে সবাইকে মরুভূমিতে অবস্থিত জেলে আটকে রাখা হবে।'

আহমেনির কাছ থেকে এমন একটা বিধিবিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বনের স্বীকৃতির জন্য সার্ডকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কর্মচারীদের যে কেউ এগিয়ে এসে সরাসরি সেরামানার বিরুদ্ধাচার করতে পারে। তখন সেরামানার এই ভুয়া হুমকি আর ধোপে টিকবে না।

যাই হোক, রাজার ব্যাক্তিগত দেহরক্ষীর মনে ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। নিজের কার্য হাসিলে দৃঢ় প্রত্যয়ী সে।

লোকটার কপাল ভালো বলতে হয়। জেরা চলাকালীন সময়ে তৃতীয় যে মেয়েটা ঢুকল, অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল তার কাছ থেকে।

'আমার কাজ হচ্ছে বাগানের ফুলের পরিচর্যা করা,' বলল মেয়েটা। 'আর আমি ওই মোটকু রোমাই ব্যাটাকে ঘৃণা করতাম।'

'কেন?'

'ও আমার সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। বলেছিল, ওর সাথে বিছানায় না গেলে আমার চাকরী চলে যাবে।'

'তুমি যথাস্থানে অভিযোগ করলে ওর নিজেরই চাকরী চলে যেত!'

'আমি ভয় পেয়েছিলাম...আর তাছাড়া রোমাই বলত, সে আমাকে বিয়ে করবে। সুন্দর ভবিষ্যৎ...'

'নিজেকে ধনী বলে দাবী করত নাকি লোকটা?'

'এই ব্যাপারে সে কখনওই মুখ খুলত না। তবে একান্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আমি ওর মুখ থেকে কিছু কথা বের করতে সক্ষম হয়েছি।'

'বলতে থাক।'

'লোকটা বলেছিল, সে নাকি দুর্লভ কোনও এক বস্তু হাতে পেতে যাচ্ছে।'

'আর সেটা হাতানোর জন্য সে কী পরিকল্পনা করেছিল?'

'রাণির খাসমহলের কোনও এক পরিচারিকাকে হাত করেছিল সে।'

'তুমি কি জান, দুর্লভ বস্তুটা কী ছিল?'

'তা বলতে পারি না। তবে এটা জানি যে, কিপটে রোমাই আমাকে একটা কানাকড়িও দেয়নি। আচ্ছা, এতো কিছু বলার জন্য আমি কোনও পুরষ্কার পাব না?

রাণির খাসমহলের এক পরিচারিকা! আহমেনির সাথে দেখা করতে ছুটল সেরামানা। নেফারতারির শাল চুরি যাবার দিন কারা কোথায় কাজ করেছে, সে তথ্যগুলো টুকে রাখা ছিল। এক তরুণ লিপিকার সেগুলো বের করে আনল।

সত্যিই তো, ন্যানি নামের এক তরুণি সেদিন রাণির পোশাক পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। প্রধান পরিচারিকা মেয়েটার বর্ণনা দিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

ন্যানির বাড়ির ঠিকানাটা পর্যন্ত মনে করতে পারল পরিচারিকা।

'ওকে জেরা করো,' আহমেনি আদেশ দিল সেরামানাকে। 'তবে গায়ে হাত উঠানো অথবা এজাতীয় কোনও বেআইনি কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।'

'বেআইনি কাজের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না,' সেরামানা প্রফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিল।

শহরের পূর্বদিকে এক বৃদ্ধা তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছিলেন। সেরামানা তার কাঁধ ধরে আলতো করে ঝাঁকাল।

'উঠুন, বুড়িমা।'

বৃদ্ধা চোখ খুলে তাকালেন। একটা মাছি অনেকক্ষণ যাবত আশেপাশে উড়ছে, হাত নাড়িয়ে সেটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেন।

'কে তুমি?'

'সেরামানা, ফারাও-এর ব্যাক্তিগত দেহরক্ষী।'

'আমি তোমার কথা শুনেছি। তুমি আগে জলদস্যু ছিলে না?'

'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, কথাটা শুনেছেন তো? আমি এখনও আগের মতোই পাষণ্ড আছি। বিশেষ করে যারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, তাদের জন্য আমি রীতিমতো ভয়ংকর।'

'আমি তোমার সাথে মিথ্যা বলতে যাব কেন?'

'কারণ, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি।'

'বেশি কথা বলা পাপ।'

'সেটা আসলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। আমার সাথে কথা বলতে আপনি

বাধ্য।'

'মুখ সামলে কথা বলো, জলদস্যু। এই বয়সে আমি কারও সাথে কথা বলতে বাধ্য নই।'

'ন্যানি নামের কোনও মেয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে?'

'আমাকে এ প্রশ্ন করার কারণ কী?'

'কারণ এই বাড়ির ঠিকানাটা ওই মেয়ের নামে।'

'ও আর এখানে থাকে না।'

'রাজবাড়িতে চাকরি পাবার পরও সে পালাবে কেন?'

'ও পালিয়েছে, তা তো বলিনি।'

'তাহলে কোথায় গেল?'

'আমি জানি না।'

'আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, আমি মিথ্যা কথা পছন্দ করি না।'

'তুমি কি অসহায় বৃদ্ধার গায়ে হাত তুলতে চাও, জলদস্যু?'

'রামেসিসকে বাঁচাতে যদি সেরকম কিছু করতে হয়, তবে তাই সই!'

বৃদ্ধা রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। 'আমি বুঝলাম না। ফারাও-এর কোনও বিপদ হয়েছে নাকি?'

'আপনার নাতনি চোর, সম্ভবত তার চেয়েও খারাপ কিছু। সে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর আপনি যদি মুখ না খোলেন, তাহলে ধরে নেব আপনিও চক্রান্তে জড়িত।'

'আশ্চর্য। ন্যানি এসবের সাথে জড়াবে কী করে?'

'আমার কাছে প্রমাণ আছে, বুড়িমা।'

মাছিটা আবার ভোঁভোঁ করতে শুরু করেছে। হাতের আঘাতে ওটাকে চ্যাপ্টা করে ফেলল সেরামানা।

'দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের পর মৃত্যু মানুষের জন্য সৌভাগ্য হয়ে আসে, জলদস্যু। একসময় স্বামী, সন্তান নিয়ে আমার সুখের সংসার ছিল। তারপর একদিন আমার ছেলে এক জঘন্য মেয়েমানুষকে বিয়ে করে ঘরে আনে। তাদের ঘরে এক মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। আমার স্বামী মারা যায়, ছেলে আর বৌ-এর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে আমি পেলেপুষে বড় করি। ওর খাওয়া পরা থেকে শুরু করে সবরকম যত্ন নেওয়া, সঠিক বেঠিকের মাঝে তফাত শেখানো-সবই আমি করেছি... আর এখন আমার শুনতে হচ্ছে, মেয়েটা চোর? বিশ্বাসঘাতক?'

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মুখ থেকে কিছু শোনার আশায় সেরামানাও চুপ করে রইল। বৃদ্ধা মুখ না খুললে, সে ওখান থেকে চুপচাপ চলে যাবে।'

'ন্যানি মেমফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। ক'দিন ধরে বকবক করছিল, চিকিৎসা কেন্দ্রের পাশে মনোরম এক বাগানবাড়িতে আয়েশ করে জীবন কাটাবে। আর আমাকে এই ভাঙ্গা কুটিরে পড়ে থেকে মরতে হবে।'

সেরামানা সাথে সাথে আহসার কাছে খবর পাঠাল।

'তুমি বৃদ্ধার সাথে বেশি খারাপ ব্যবহার করলে, সে অভিযোগ করতে পারে।'

'আমাকে সমর্থন করার লোক কিন্তু আছে। আমি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।'

'এরপর কী করতে চাও?'

'বৃদ্ধা আমাকে তার নাতনির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাসাদের পরিচারিকার দেয়া বর্ণনার সাথে তা হুবহু মিলে গেছে। মেয়েটাকে খুঁজে বের করা আমার জন্য অনেক সহজ হবে।'

'কিন্তু ওকে খুঁজবে কীভাবে?'

'মেমফিসে ওর মহল্লার বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালাব।'

'বৃদ্ধা যদি নাতনিকে বাঁচাতে মিথ্যা বলে থাকে?'

'এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আমাকে আমার কার্জ করতে হবে।'

'মেমফিস খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু এখানে তোমাকে প্রয়োজন হতে পারে।'

'আপনি নিজেই তো বললেন, জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। একবার ভেবে দেখুন, যদি আমি ন্যানিকে খুঁজে পাই আর মেয়েটা আমাকে জাদুকরের কাছে নিয়ে যেতে পারে: রামেসিস কিন্তু ঠিকই অনুমোদন দেবেন।'

'অনুমোদন খুব দূর্বল একটা শব্দ।'

'তাহলে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে আমার এখতিয়ার ভুক্ত করে দিন।'

তেতাল্লিশ

আহসা এবং আরিনা হাট্টুসার প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছাল। হিট্টি সাম্রাজ্যের এই রাজধানী কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত। উচ্চভূমির তিনটি প্রবেশদ্বার-রাজদ্বার, সিংহদ্বার আর স্ফিংসদ্বার-সাধারণ বণিকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত নয়। কপোত-কপোতিকে তাই বাধ্য হয়ে নিম্নভূমির জোড়াদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। সেখানে পাহারায় নিয়োজিত অস্ত্রধারী সৈনিকেরা ওদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

আহসা মাটির পাত্রগুলো দেখিয়ে নিজেকে একজন ফেরিওয়ালা বলে দাবী করল, এমনকি এক প্রহরীর সাথে দরদামও করতে শুরু করে দিল। সৈনিকদের একজন এগিয়ে এসে ওকে ধমক দিয়ে ভেতরে ঢোকার রাস্তা দেখাল। ধীরগতিতে শহরের ভেতর প্রবেশ করল তারা। যেদিকটায় দোকানদার আর কারিগরেরা মালপত্র বিছিয়ে রাখে সেদিকে পা বাড়াল দুজন।

পাথুরে ঘাট, আঁকাবাঁকা সোপান, ঝঞ্ঝাদেবের মন্দিরের দেয়াল, আরও কত কী! আরিনা মুগ্ধ নয়নে হাট্টুসার চারপাশ পর্যবেক্ষন করতে থাকল। কিন্তু আহসার কাছে শহরটাকে কেমন প্রাণহীন বলে মনে হলো। ক্ষমতা আর জৌলুসের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখানে যেন শান্তির কোনও নাম গন্ধ নেই; শহরের প্রতিটা পাথরে যেন সহিংসতার ছাপ ফুটে আছে।

মিশরীয় লোকটা চারপাশে বাগান, গাছপালা, ঝর্ণা খোঁজার চেষ্টা করল। সেরকম কিছু চোখে পড়ল না ওর। আচমকা এক শীতল হাওয়ার দমকে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, মনে পড়ল নিজের দেশের কথা।

সেনাবাহিনীর লোক চারদিকে গিজগিজ করছে। অলিগলি, রাস্তাঘাট-সবদিকে সশস্ত্র প্রহরীর উপস্থিতি।

আহসা একটা দোকানের সামনে এসে থামল। সাংসারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসপত্র বিক্রি হয়ে সেখানে। দোকানদারের কাছে নিজের বেসাতি প্রদর্শন করলো সে। হাট্টি প্রথা অনুযায়ী, আরিনা চুপচাপ পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

'চমৎকার,' দোকানদার বলল। 'এক সপ্তাহে এমন কয়টা বানাতে পার?'

'যা বানিয়েছি, সবগুলো সাথে করে এনেছি এবার। আমি এই শহরে থাকতে চাই।'

'এখানে তোমার কোনও থাকার জায়গা আছে?'

'এখন পর্যন্ত না।'

'নিম্নভূমিতে আমার একটা দোকান খালি পড়ে আছে। এক মাসের ভাড়ার

পরিবর্তে তুমি আমাকে এই পাত্রগুলো দিতে পার। থাকার একটা জায়গা পেলে মাসখানেকের ভেতর তুমি সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারবে।'

'ঠিক আছে। তবে আমাকে সামান্য কিছু অর্থ দিতে হবে।'

'সবকিছুতে এতো দরদাম করো কেন?'

'আমার কিছু খাবার কিনতে হবে।'

'আচ্ছা।'

আহসা এবং আরিনা সেদিনই একটা ছোটখাট, জানালাবিহীন, স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘরে উঠে গেল।

'আমার নিজের খামারই ভালো ছিল,' বিধবা বলল। 'অন্তত শীতে কাঁপতে হতো না।'

'আমরা এখানে বেশিদিন থাকব না। দোকানদার যে মুদ্রা দিয়েছে, তা দিয়ে কম্বল আর মুদি সামগ্রী কিনে নিয়ে এসো।'

'তুমি কোথায় চললে?'

'চিন্তা করো না, আমি রাতেই ফিরে আসব।'

হিট্টিদের মহল্লায় খোঁজ নিয়ে আহসা এখানকার একটা নামকরা সরাইখানার কথা জানতে পারল। দেরী না করে সেদিকে পা বাড়াল ও। তেলের প্রদীপের ধোঁয়ায় সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে আছে, স্থানীয় কারিগর আর ব্যবসায়ীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে চারপাশ।

দাড়িওয়ালা দু'জন লোক গল্প করছিল, আহসা যোগ দিল তাদের সাথে। যুদ্ধরথের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এরা। শুরুর দিকে অবশ্য ছুতারের কাজ করত। পরে উপলব্ধি করেছে যে কাঠের কাজের চেয়ে তাদের বর্তমান ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক।

'কী চমৎকার শহর!' আহসা আমুদে কণ্ঠে বলল। 'আমি জানতামই না, জায়গাটা এতো রাজকীয়!'

'তুমি বোধহয় প্রথমবার এসেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে আমি এখানে মৃৎশিল্পের জিনিসপত্রের ব্যবসা করব বলে ভেবেছি।'

'সামরিক বাহিনীকে যোগান দেয়ার চেষ্টা করো। নাহলে খুব বেশি লাভ করতে পারবে না।'

'শুনেছি, এখানে নাকি যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে...

দু'জন একসাথে গর্জন করে উঠল। 'ঠিকই শুনেছ, বন্ধু! খবরটা এখন আর গোপন নেই। সম্রাট নিজের ছেলে উরি-টেশুপকে সেনাদলের প্রধান বানানোর পর থেকে তারা রাত-দিন প্রশিক্ষণে নেমেছে। কোমর বেঁধে নেমেছে ওরা, মিশরের এবার আর নিস্তার নেই!'

'কখন শুরু হবে এই যুদ্ধ?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে আমাদের জন্য ব্যাপারটা বেশ লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায়, প্রচুর যুদ্ধরথ প্রয়োজন। আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সামনে

এমন একটা সময় আসবে, যখন চালকের চেয়ে রথের সংখ্যা বেড়ে যাবে।'

আহসা সুরার পাত্র খালি করে ঢেকুর তুলল। আজ একটু বেশিই পান করে ফেলেছে।

'যুদ্ধের নামে পান করছি! হিট্রিরা মিশরের দখল নিয়ে নেবে। আমরা রাস্তায় নেচে-গেয়ে উৎসব করব।'

'এখনই এতো খুশী হয়ো না। আক্রমণের ব্যাপারে সম্রাটের কোনও তাড়াহুড়া নেই।'

'তিনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?'

'আমরা কীভাবে জানব? তুমি বরং সেনাপতি কেনজর–কে জিজ্ঞেস কর।' কথা শেষ করার আগেই ছুতোরের দল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

'এই কেনজর আবার কে?'

'কেনজর হচ্ছে মুওয়াত্তালি আর তার ছেলের মধ্যকার সামরিক লিঁয়াজো। লোকটা যেমন সুদর্শন তেমন এক মূর্তিমান শয়তান, বিশ্বাস করো! ও শহরে পা রাখলে, মেয়েমানুষের আর হুশ থাকে না, সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই রাজ্যে ওর মতো বিখ্যাত কর্মকর্তা আর কেউ নেই!'

'যুদ্ধের নামে পান করছি! আরও পান করছি সুন্দরীদের নামে!'

কথোপকথনের বিষয়বস্তু আস্তে আস্তে শহরের গণিকালয় আর সুন্দরী রমণীদের দিকে গড়াল। নতুন বন্ধুকে পেট ভরে মদ খাওয়াল দুই শ্মশ্রুধারী।

আহসা প্রতিরাতে নতুন নতুন সরাইখানায় ভিড় জমাতে শুরু করল। নানান রকম মানুষের সাথে পরিচয় হলো, কিন্তু কারও সাথে খুব বেশি খোলামেলা ভাবে কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখল ও। সব জায়গাতে সেনাপতি কেনজর-কে নিয়ে একটু একটু করে আলাপ হলো।

এভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করে ফেলল আহসা। যেমন, কেনজর বর্তমানে হাট্টুসায় অবস্থান করছে।

সেনা প্রধানের অতি ঘনিষ্ঠজনের সাথে কথা বলতে পারলে অনেক সময় বেঁচে যাবে। কেনজরকে খুঁজে তার সাথে কথা বলার উপায় বের করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু কীভাবে? হঠাৎ, আহসার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

বাড়ি ফেরার সময় সে একটা জমকালো পোশাক আর সুগন্ধি চন্দন কাঠের টুকরা কিনে নিয়ে গেল।

'আমার জন্য?' আরিনার চোখ খুশীতে ঝলমল করছে।

'আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কে আছে?'

'এগুলো তো অনেক দামী বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তবে বেশ দরদাম করে কিনেছি।'

পোশাকটা ছুঁয়ে দেখতে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা।

'এখন না!'

'তবে কখন?'

'আমি একটা বিশেষ সন্ধ্যার কথা ভাবছি। যেদিন আমি আয়োজন করে তোমার সাথে প্রেম করতে পারব। আমাকে একটু ভাবতে দাও, কবে এমন করা যাবে।'

'তোমার কথা মতোই কাজ হবে।

আহসাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল আরিনা।

'তুমি তো জান...তোমাকে সবচেয়ে বেশি অপূর্ব দেখায়, যখন তোমার শরীরে কোনও পোশাক থাকে না তখন...'

রাজকীয় জাহাজ যত দক্ষিণে ভিড়ছে, ততোই প্রফুল্ল হয়ে উঠছে সেটাউ-এর মন। লোটাসকে কাছে আঁকড়ে ধরে আবারও সে নুবিয়ার চোখ ধাঁধানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছে। নীলনদের স্বচ্ছ পানিতে সে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়ে এক নৈস্বর্গিক মোহ সৃষ্টি করেছে।

নিজের কুঠারের সাহায্যে কাঠ কেটে সেটাউ এমন এক লাঠি বানিয়েছে, যা দিয়ে সহজেই দুই একটা বিষধর সাপকে ধরে ফেলা যাবে। স্বল্পবসনা লোটাস প্রাণ ভরে স্বদেশের মাটির গন্ধ নিচ্ছে।

রামেসিস নিজের হাতে জাহাজ চালাচ্ছেন। একদল অভিজ্ঞ সহযোগী তাকে দিক ঠিক রাখতে সাহায্য করে আসছে।

মাঝে মাঝে আবার জাহাজের মূল চালক হাল ধরছে। এরি মাঝে রামেসিস, সেটাউ আর লোটাস পেট ভরে দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। খাবারের তালিকায় ছিল শুকনো গোমাংস, সালাদ, মিষ্টি পেঁয়াজ আর মধু মাখানো প্যাপিরাসের কান্ড।'

'তুমি সত্যিই এক প্রকৃত বন্ধু, মহামান্য,' সেটাউ বলল, 'এতো মনোরম ভ্রমনের চেয়ে সুন্দর উপহার আর কী হতে পারে?'

'তুমি আর তোমার স্ত্রী মেধা দিয়ে আমাকে সাহায্য করে এসেছ।'

'আমাদের কানে কিছু গুজব আসছে ইদানীং। লোকে বলে, খুব শীঘ্রই নাকি মিশরে যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। কথাটা কি সত্যি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'এমন বিপদজনক পরিস্থিতিতে পাই-রামেসিস ছেড়ে আসাটা কি ঠিক হলো?'

'আমার কাছে নেফারতারির জীবন অধিক মূল্যবান।'

'আমি নিজেও তো রাজবৈদ্য পারিয়ামাকুর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারিনি,' সেটাউ–এর চোখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল।

'আপনি নুবিয়াতে অলৌকিক এক নিরাময়ের খোঁজে এসেছেন, তাই না, মহামান্য?' জিজ্ঞেস করল লোটাস।

'হাউজ অফ লাইফের পাঠাগারে পুঁথি ঘেঁটে আমি জেনেছি, এখানে এমন একটা জিনিস পাওয়া সম্ভব। গুপ্তস্থানে লুকায়িত রয়েছে এমন এক পাথর, যার ওপর দেবী হাথরের আশীর্বাদ আছে।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'পুঁথির বর্ণনা অনুযায়ী, নুবিয়ার প্রাণকেন্দ্রে তার সন্ধান মিলবে। নদী থেকে বেরিয়ে আসা এক খাঁড়ি, যেখানে সোনালি বালু চকচক করে, যেখানে পর্বত বিভাজিত হয়ে আবার একত্রিত হয়ে যায়।'

'খাঁড়ি... তার মানে নিশ্চয়ই নীল নদের নিস্তরঙ্গ অংশের কথা বলা হয়েছে।'

'আমাদের আগে খুঁজে দেখতে হবে,' রামেসিস বললেন। 'দেবী সেখমেটের সহায়তায় আমরা নেফারতারিকে কিছু সময়ের জন্য সাড়িয়ে তুলতে পেরেছি। দেবী হাথরের মন্দিরে তা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু অশুভ মন্ত্রের বিনাশ এখনও ঘটেনি। যাদুর পাথরটাই আমাদের শেষ ভরসা।'

দূর দিগন্তের পানে তাকাল লোটাস। 'আপনি নুবিয়াকে ভালোবাসলে, সে ভালোবাসার প্রতিদান পাবেন,' সে বলল। 'এই রাজ্যকে প্রশ্ন করুন, আপনি উত্তর পাবেন।'

হঠাৎ একটা পেলিকান এসে জাহাজের ধারে প্রশস্ত পাখা মেলে বসল। এই পাখিটা ওসাইরিসের অবতার। সেই দেবতা ওসাইরিস, যিনি মৃতদের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছিলেন।

চুয়াল্লিশ

সেনাপতি কেনজর পাড় মাতাল হয়ে পড়ে আছে।

রাজধানীতে তিনদিনের ছুটি মানেই হৈ-হুল্লোড় আর অবাধ মদ্যপানের সুযোগ। সৈনিক জীবনের ধকল ভুলে থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো দাওয়াই আর নেই। বিশালদেহী আর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী পুরুষ কেনজর। মেয়েদের প্রতি ওর সীমাহীন অবজ্ঞা, ওদেরকে ভোগ্য বস্তু ভাবতেই পছন্দ করে সে।

পেটে মদ পড়লেই কেনজরের ভিতরের আদিম পুরুষসত্ত্বা সচেতন হয়ে ওঠে। আর এখন একটা কড়া সুরার প্রভাবে নিজেকে আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিল না সে। সরাইখানা থেকে ক্ষেপা কুকুরের মতো বেরিয়ে পড়লো লোকটা। উদ্দেশ্য কাছের কোনও গণিকালয়ে যাওয়া।

শীতের মাঝেও উত্তেজনায় ঘামতে থাকলো সেনাপতি, তর সইছে না আর। এক্ষুনি একটা কুমারী মেয়েকে দরকার। ভীত, লাজে কম্পিত কুমারী, এমন পেলেই না মন ভরে যায়!

ধীর পায়ে একটা লোক এগিয়ে এল তার দিকে।

'সেনাপতি, আপনার সাথে কি একটু কথা বলতে পারি?'

'কী চাও তুমি?' চিবিয়ে চিবিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'আপনার জন্য আজ একখানা খাসা মাল এনেছি।' প্রস্তাব রাখলো আহসা।

কেনজরের মুখে হাসি ফুটল। 'হ্যাঁ?'

'একটা কুমারী মেয়ে।'

সেনাপতির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'কত চাও?'

'দশটা টিনের মুদ্রা হলেই চলবে।'

'এত বেশি চাচ্ছ কেন?'

'খাসা মাল, হুজুর... এর চেয়ে কমে হবে না।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এক্ষুনি নিয়ে এসো।'

'অবশ্যই। মেয়েটাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারেন আপনি।'

'কিন্তু আমার কাছে মাত্র পাঁচটা টিনের মুদ্রা আছে।'

'তাই সই! বাকিটা আগামীকাল শোধ করে দিতে পারেন।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করছো?'

'খদ্দের হারাতে চাই না আমি। আরও অনেক কুমারী মেয়ে আছে আমার কাছে।'

'তুমি ভালো লোক। এখন চলো। জলদি।'

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে কেনজর। নিম্নভূমির ঘুমিয়ে পড়া পথ ধরে দুজনকে রীতিমতো দৌড়ে এগিয়ে যেতে দেখা গেল।

গৃহের প্রবেশ পথ খুলে দিল আহসা।

সাজতে গিয়ে আজ কার্পণ্য দ্বিধা করেনি আরিনা। নতুন জমকালো পোশাকটা গায়ে চড়িয়েছে, সযত্নে বেঁধেছে চুল। কেনজর ক্ষুধার্ত হায়নার দৃষ্টি নিয়ে ওর পুরো শরীর নিরীক্ষণ করল।

'কুমারী বলে তো মনে হয় না... বয়স কত?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল সে।

কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই,আহসা সেনাপতির মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিল। এখনও চেতনা হারায়নি কেনজর। মিশরীয় লোকটা এরমাঝেই ওর ছোট তলোয়ারটা কেড়ে নিলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে চেপে ধরলো সেনাপতির গলায়।

'তুই কে রে?' হিট্টি লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। সেনাবাহিনী আর রাজপ্রাসাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয় তোমার মাধ্যমেই। এখন তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও। নইলে শেষ রক্ষা হবে না।'

কেনজর প্রতিরোধের চেষ্টা করলো। তার ফলে তলোয়ার আরও শক্ত করে চেপে বসলো গলায়। চামড়া কেটে সূক্ষ্ম রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে দেখলো সে। মদে চুর হয়ে আছে এখনও।

আহসার আতঙ্কিত প্রেয়সী ঘরের এক কোনায় সরে গেল।

'মিশরে কবে নাগাদ আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছ?'

বিস্ময়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল সেনাপতির। এই লোকটা এতো কিছু জানল কীভাবে?'

'আক্রমণ... গোপন তথ্য..'

'বলে ফেলো, যদি নিজের নামটা নিখোঁজ তালিকায় না লেখাতে চাও।'

'এত সাহস হবে না তোমার।'

'দেখতে চাও? ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবো তোমাকে। দরকার পড়লে তোমাদের আরও একশজনকে খুন করবো। আমি সত্যটা জানতে চাই।'

তলোয়ারের চাপ বাড়ালো আহসা। সেনাপতি গুঙিয়ে উঠল। আতঙ্কে চোখ ঢাকল আরিনা।

'একমাত্র সম্রাট জানেন সত্যটা... তারা আমাকে এসব তথ্য দেন না।'

'তাহলে, সেনাবাহিনী এতো রথ দিয়ে কী করবে? এই তথ্য তো তুমি জানোই!'

ঘাড়ে অসহনীয় ব্যথা। মাথা ভনভন করা শুরু করেছে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে লাগল কেনজর, যেন নিজেই নিজের সাথে কথা বলছে।

আহসার শুনতে একটুও ভুলহলো না। আতঙ্কে সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'পাগল হয়েছ?' কেনজরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল সে।

'না। এটাই সত্যি।'

'অসম্ভব!'

'বললাম তো। যা শুনেছ, সেটাই সত্যি।'

আহসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। সে এইমাত্র যে তথ্যটা পেয়েছে, তা হয়তো গোটা বিশ্বের ভবিষ্যতকে বদলে দেবে।'

সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল আহসার শরীরে। কেনজরের ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিল তলোয়ারটা। মুহূর্তের মাঝেই মৃত্যু হলো সেনাপতির।

'ঘুরে দাঁড়াও।' কোনায় ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা মেয়েটিকে বলল আহসা।

'না। চলে যাও এখান থেকে। আমাকে ছেড়ে দাও।'

হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রেয়সীর দিকে এগুল আহসা। 'আমি দুঃখিত, প্রিয়তমা। আমার পক্ষে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব না।'

'দয়া করো! আমি কিছু দেখিনি, কিছুই শুনিনি।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'সেনাপতি বিড়বিড় করছিল, আমি কিছুই শুনতে পাইনি। বিশ্বাস করো!'

আরিনা নতজানু হয়ে বসে পড়ল। 'আমাকে মেরো না। প্রাণ ভিক্ষা চাইছি আমি! এই শহর থেকে বের হয়ে যেতে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারব।'

আহসা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। মেয়েটার কথায় যুক্তি আছে। শহরের প্রবেশদ্বার রাতের বেলা বন্ধ। বের হতে চাইলে ভোর নাগাদ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আর আরিনা ওর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করলে পালাতে সুবিধাই হবে। পরে না হয় ওকে পথে কোথাও শেষ করে দেওয়া যাবে।

আহসা কেনজরের মৃতদেহের পাশে বসে পড়লো। সারারাত জেগে রইলো সে। ওর এই অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়া আবিষ্কার থেকে কিভাবে সর্বোচ্চ ফায়দা লোটা যায় তাই ভাবতে থাকলো।

শীতের সকালের কনকনে ঠাণ্ডা ভাব কেটে যাবার নুবিয়ার পর আবহাওয়া বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নদীর তীরে একপাল তেজি সিংহ দেখতে পেলেন রামেসিস। খেজুরগাছের মগডালে উঠে চেঁচিয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছে বাঁদরের দল।

তরী ভেড়ানোর পর, গ্রামবাসীরা রাজা আর তার সঙ্গীদের শ্রদ্ধাভরে বরণ করে নিল। তাদের আগমনের খবর আগে আগে থেকে না জানায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও, জংলী কলা আর দুধ দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হলো। রামেসিস গোত্রীয় প্রধানের পাশে বসলেন। ধবধবে সাদা চুলওয়ালা লোকটার বয়স নব্বই-এর বেশি হবে।

লোকজন চলে যাবার পর, বৃদ্ধ নতমস্তকে ফারাওকে কুর্নিশ করলেন। রামেসিস জোর করে থামিয়ে দিলেন তাকে।

'এই বয়সে ফারাও-এর সাক্ষাত পাবার সৌভাগ্যের জন্য আমি দেবতাদের ধন্যবাদ জানাই,' বৃদ্ধ বললেন, 'আমি কি তাকে শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি পাব না?'

'আমার নিজেরই উচিত আপনার জ্ঞানের প্রতি অভিবাদন জানানো।'

'আমি সামান্য এক গোত্রপ্রধান...'

'আপনি একজন মানুষ, যিনি দীর্ঘকাল ধরে মা'তের আইন মেনে চলেছেন। আপনার হৃদয় মন্দিরের পুরোহিতের চেয়েও পবিত্র।'

'আপনি দুই ভূমির শাসনকর্তা, মহামান্য।'নুবিয়াও আপনার প্রতি অনুগত। আমি তো শুধু এই ছোট্ট গোত্রের খেয়াল রাখি।'

'তারপরেও, আমি সাহায্য চাইতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনার স্মৃতিশক্তির কিছুটা আমায় ধার দিতে পারবেন?'

'আমার স্মৃতিশক্তি...' বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন। 'সে তো নীল আকাশ আর বাল্যকালের আনন্দময় উৎফুল্ল, নারীদের মিষ্টি হাসি, প্লাবন-এসব দিয়ে ভরা। সবই আপনার জন্য, মহামান্য ফারাও। আপনি না থাকলে আমার কোনও স্মৃতিশক্তি থাকত না, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেড়ে উঠত হৃদয়ের আবেগ ছাড়াই।'

'এমন কোনও পবিত্র স্থানের কথা মনে আছে, যেখানে প্রেমের দেবী একটা পবিত্র প্রস্তরখণ্ড লুকিয়ে রেখেছেন? নুবিয়ার প্রাণকেন্দ্রে, শহরের গভীরে কোথাও!'

হাতে ধরা লাঠির সাহায্যে, বালুর ওপর এবড়ো থেবড়ো একটা মানচিত্র আঁকলেন বৃদ্ধ। 'আমার পিতামহ গ্রামে এমন একটা পাথর নিয়ে এসেছিলেন। সেটা স্পর্শ করা মাত্র এখানকার নারীরা সেরে উঠেছিল। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীতে একদল যাযাবর সেটা হাওয়া করে দেয়।'

'কোথায় পাওয়া গিয়েছিল সেই পাথর?'

বৃদ্ধের লাঠিটা নীলনদের মানচিত্রের ওপর আরেকটা জায়গা চিহ্নিত করল।

'এই যে, কুশের ভূমিতে যেখান থেকে ঢুকতে হয়, রহস্যে ঘেরা এক স্থান।'

'আপনার গ্রামের জন্য আমার কাছে কী চান?'

'যা আছে, তার চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই। তবে সেটা চাওয়াই বা কম কী? আমাদের নিরাপদ রাখুন, ফারাও। নুবিয়াকে টিকিয়ে রাখুন।'

'আপনার মাধ্যমে আমি নুবিয়ার সাথে কথা বলতে পারলাম। উপলব্ধি করতে পারলাম, আমার কোন পথে এগোনো উচিত।'

ওয়াওয়াট বন্দর হয়ে কুশে প্রবেশ করল রাজকীয় জাহাজ। কয়েক বছর আগে সেটি আর রামেসিস মিলে এখানকার বিদ্রোহ দমন করে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

নীলনদ আশ্রিত এক বন্য আর রহস্যময় ভূমি এই কুশ। নদীর দুই তরে সামান্য পরিমাণে ফসলের জমি আছে। খেজুর গাছের ছায়ায় অপূর্ব শান্তিপূর্ন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

হঠাৎ তাদের চোখের সামনে একটা পর্বত দেখা দিল।

রামেসিস অনুভব করলেন, মানুষের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। নীলনদ এই মহিমান্বিত পরিবেশে প্রকৃতি বাদে আর কারও উপস্থিতি কামনা করে না।

লজ্জাবতীর মন মাতানো সুঘ্রাণ তাদের মনে এক অপার্থিব অনুভূতির জন্ম দিল।

দুই সারী পাথুরে শৈলশিরা নদীর বুকে গিয়ে মিশেছে, আদতে প্রায় সমান্তরাল। মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সংকীর্ণ এক বালুপথ। গ্রানাইট পাথরের ফাঁক দিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে ফুলে ভরা বাবলা গাছ।

"নদী থেকে বেরিয়ে আসা এক খাঁড়ি, যেখানে সোনালি বালু চকচক করে, যেখানে পর্বত বিভাজিত হয়ে আবার একত্রিত হয়ে যায়...," পুঁথির কথাগুলো মনে পড়ে গেল রামেসিসের।

দীর্ঘ সময়ের ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে ওঠার অনুভূতি হলো তার। আগে জিনিসটা বুঝতে পারেননি কেন, ভেবে পেলেন না।

'আমরা এখানে নামব, রাজা ঘোষণা দিলেন। 'ঠিক জায়গায় চলে এসেছি, ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।'

লোটাস নগ্নদেহে পানিতে নেমে গেল, সাঁতরে এগোতে লাগল উপকূলের দিকে। ক্ষিপ্র হরিণীর ন্যায় দ্রুতগামী মেয়েটার শরীরে রুপালী পানির কতা চকচক করছে। তীরে পৌঁছে পর্বতের দিকে দৌড়াতে শুরু করল সে। ছোট্ট একটা পাথর হাতে তুলে নিয়ে আবার ফিরে এল জাহাজের কাছে।

রামেসিস স্থির দৃষ্টিতে পর্বতের দিকে চেয়ে রইলেন।

আবু সিম্বেল..আবারও আবু সিম্বেলে ফিরে এসেছেন তিনি। সেই যাদুময় স্থান, যেখানে তিনি মন্দির নির্মান করতে চেয়েছিলেন। দেবী হাথরের রাজত্বকে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন তিনি।

লোটাসকে জাহাজে উঠতে সাহায্য করল আহসা। মেয়েটার ডান হাতে এক টুকরা বেলেপাথর ধরা।

'দেবী হাথরের যাদুর পাথর এটা। কিন্তু এই পাথরকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, তা এ যুগে কারও জানা নেই।'

পয়তাল্লিশ

স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট ঘরটার দেয়ালের ফোঁকর থেকে মৃদু আলো ভেসে আসছে। ভ্রাম্যমান রক্ষিবাহিনীর কথাবার্তার আওয়াজ শুনে আরিনার জ্ঞান ফিরল। সেনাপতি কেনজরের মৃতদেহ দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল সে।

'লাশটা এখনও পড়ে আছে?'

'প্রলাপ বকো না, মেয়ে,' আহসা ধমকে উঠল। 'আমাদের কিছু হবে না!'

'আমাদের? আমি তো কিছু করিনি!'

'সবাই তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে জানে। আমি ধরা পড়লে, তোমারও শাস্তি হবে।'

আরিনা লাফিয়ে উঠে আহসার বুকে দমাদম ঘুষি বসাল।

'আমি সারারাত ভেবে দেখলাম,' আহসা শান্তকণ্ঠে বলল।

থেমে গেল মেয়েটা, লম্বা শ্বাস নিল। প্রেমিকের চোখের দিকে তাকাল সে, কঠোর সে দৃষ্টিতে নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেল যেন। 'না, তোমার কোনও অধিকার নেই...'

'আমি চিন্তা করেছি,' আবারও বলল আহসা। 'হয় তোমাকে মেরে ফেলব, নাহয় তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

'সাহায্য? কিন্তু কীভাবে?'

'একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু মিশরীয়।'

হিট্টি মেয়েটা এমনভাবে ওর দিকে তাকাল, যেন ভূত দেখছে!

'আমি মিশরীয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার দেশে ফিরতে হবে। যদি আমি ব্যর্থ হই, তবে সীমান্ত পেরিয়ে তুমি আমার হয়ে একটা বার্তা নিয়ে যাবে মিশরে।'

'আমি কেন এমন ঝুঁকি নিতে যাব?'

'তোমার লাভ হবে তাতে। তোমাকে যে কাঠের ফলকটা দেব, সেখানে একটা বাড়ির ঠিকানা দেয়া থাকবে। ওখানে গেলে তুমি পরিচারিকার চাকরি পেয়ে যাবে। উপার্জনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। আমার নিয়োগকর্তা অনেক বড় মনের মানুষ।'

একজন গরীব বিধবার কাছে এর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। আরিনা রাজি না হয়ে পারল না।

'ঠিক আছে।'

'আমরা দু'জন ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাব।' আহসা বলল।

'তুমি যদি আমার আগে মিশরে পৌঁছে যাও?'

'তোমার অত কিছু ভাবতে হবে না। জায়গামতো বার্তা পৌঁছে দিতে পারলেই হলো।'

আহসা হায়ারেটিক অক্ষরে ছোট্ট একটা বার্তা লিখল। হায়ারোগ্লিফের সংক্ষিপ্ত এক লেখ্যরীতি এটা। তারপর প্রেমিকার হাতে পাতলা কাঠের ফলকটা ধরিয়ে দিল।

প্রেমিকার ঠোঁটে চুমু খেল সে, বাঁধা দেয়ার মতো শক্তি ছিল না আরিনার।

'পাই-রামেসিসে দেখা হবে।' আহসা আশ্বাস দিল।

নিম্নভূমিতে পৌঁছে বণিকদের ভিড়ে মিশে গেল আহসা। দলটা রাজধানী থেকে বেরোনোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়েছে।

চারপাশে সেনাবাহিনীর লোকজন কঠোর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষনরত।

এখন আর পিছু হটার সময় নেই। একদল তীরন্দাজ সাধারণ মানুষদের সারীবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। কাতর কণ্ঠে অনুনয়, আবেদন-সবই চলছে। কিন্তু প্রহরীরা ফটকের সামনে থেকে এক চুলও নড়ছে না।

'কী সমস্যা?' আহসা এক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করল।

'এক সেনা কর্মকর্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য শহরের প্রধান ফটক বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

'সেনা কর্মকর্তার নিখোঁজ হবার সাথে এর সম্পর্ক কী?'

'হিট্টি সেনারা কখনও নিখোঁজ হয় না। কেউ নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করেছে, মেরেই ফেলেছে হয়তো। গোপন শত্রুতার রেশ হিসেবে হয়তো। এই রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেউ ছাড় পাবে না।'

'কোনও সূত্র পাওয়া গেল?'

'সম্ভবত অন্য কোনও সেনা কর্মকর্তা...সম্রাটের ভাই আর উরি-টেশুপের ভেতর যে দা-কুমড়া সম্পর্ক! কেউ না কেউ তো মরবেই।'

'প্রহরীরা তো সবার ওপর তল্লাশি চালাচ্ছে...'

'তারা নিশ্চিত হতে চাচ্ছে, বণিকের ছদ্মবেশে যাতে কোনও অস্ত্রধারী সৈনিক এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।'

আহসা হাফ ছেড়ে বাঁচল।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। একটা লোককে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়া হলো। ওর বন্ধুরা প্রতিবাদ করে উঠল। লোকটার সাথে সামরিক বাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই, সাধারণ এক কাপড়ের ব্যবসায়ী। ছেড়ে দেয়া হলো তাকে।

এবার আহসার পালা।

কঠোর মুখের এক প্রহরী ওর শরীর হাতিয়ে দেখতে শুরু করল।

'তোমার পরিচয়?'

'আমি একজন কুমার।'

'শহর ছেড়ে বাইরে যাবার উদ্দেশ্য কী?'

'নতুন কিছু মাটির পাত্র নিয়ে এসে মজুদ করে রাখব।'

প্রহরী হাত সরিয়ে নিল। মাছি তাড়ানোর মতো করে ইশারা করল, 'যাও।'

আহ! আর মাত্র কয়েক পা... সামনে উন্মুক্ত পথ। মিশরে যাবার পথ খুলে গিয়েছে...

'থামো।' আহসার বামপাশ থেকে কে যেন কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল।

মাঝারি গড়নের একটা লোক। সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি, থুতনির কাছে সূঁচালো আকার ধারণ করেছে। লোকটার পরনে লাল-কালো ডোরাকাটা পশমি জামা।

'গ্রেফতার কর ওকে,' প্রহরীকে আদেশ দিল লোকটা।

সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা সামনে এগিয়ে এলেন। 'আমি এখানকার প্রধান,' জোরকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন তিনি।

'আমি রাইয়া,' দাঁড়িওয়ালা লোকটা বলল। 'আপনাদের মিত্রপক্ষের লোক।'

'কী দোষ করেছে এই বেচারা? ও তো সামান্য এক কুমার।'

'কুমার? একদমই না। এমনকি হিট্টি সম্প্রদায়-এরও নয়। লোকটা মিশরীয়, নাম আহসা। ফারাও-এর খুব কাছের উপদেষ্টাদের একজন সে।'

উত্তরমুখী স্রোত আর জাহাজের মসৃণ গড়ন, দুই-এর সমন্বয়ে রামেসিসের যাত্রা ত্বরান্বিত হলো। মাত্র দুই দিনেই আবু সিম্বেল আর এলিফ্যান্টাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। থিবেসে পৌঁছুতে আরও তিন দিনের মতো লাগবে।

ফিরতি যাত্রার পুরো সময় জুড়ে সেটাউ আর লোটাস যাদুর পাথর নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালো। এমন বেলেপাথর ওরা আগে কোনওদিন দেখেনি। কারনাকে পৌঁছে হাল ছেড়ে দিল ওরা।

'এই পাথরটা কীভাবে কাজ করে, আগামাথা কিছুই বুঝলাম না, সেটাউ স্বীকার করল। 'খুবই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই পাথর। অম্লের সাথে কোনও বিক্রিয়া করে না, অদ্ভুতভাবে রঙ বদলায়। এর ভেতর এমন এক শক্তি আছে, যা আমার পক্ষে মাপা সম্ভব নয়। পাথরের রহস্য উদঘাটন করতে না পারলে রাণির চিকিৎসা হবে কীভাবে?'

ফারাও-এর আবির্ভাবে কারনাকের মন্দিরের সবাই অবাক হয়ে গেল। সেটাউ আর

লোটাসকে নিয়ে তিনি মন্দিরের গবেষণাগারের দিকে পা বাড়ালেন। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

পরের ধাপে ফারাও–এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে গবেষণা শুরু হলো। পাঠাগারের সংগৃহীত তথ্য থেকে ধারণা মিলল, আবু সিম্বেলের যাদুর পাথরের সাথে কিসের কিসের মিশ্রণ ঘটানো সম্ভব। একমাত্র সঠিক মিশ্রণই পারে রাণির রক্তে মিশে গিয়ে সব অশুভ শক্তির দমন করতে।

একটা একটা করে উপাদান পরীক্ষা করে দেখতে গেলে মাসখানেক লেগে যাবে। গবেষণাগারের প্রধান রামেসিসের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলেন।

'সবগুলো উপাদান টেবিলের ওপর জড়ো করুন। এখানে আমাকে একা থাকতে দিন।' রাজা আদেশ দিলেন।

নিবিষ্ট মনে ভাবতে লাগলেন তিনি। এরপর পিতার দেয়া ভাগ্য নির্ধারক যষ্টি হাতে তুলে নিলেন। সেটি তাকে ছোটবেলায় দেখিয়েছিলেন, তপ্ত মরুভূমির বুকে কীভাবে পানি খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রত্যেকটা উপাদানের ওপর একবার একবার করে যষ্টি স্পর্শ করালেন রামেসিস। যেগুলোর ওপর এসে হাতে ঝাঁকুনি লাগল, সে উপাদানগুলোকে আলাদা করে রাখলেন। ভালোভাবে মিলিয়ে নেয়ার পর আবারও তিনি যষ্টির সাহায্যে সঠিক অনুপাতের পরিমাপ বের করে নিলেন।

বাবলা গাছের আঠা, মৌরি, ডুমুরের দানা, তামা আর যাদুর পাথরের কতা–এসবের মিশ্রণেই প্রস্তুত হবে সেই অলৌকিক প্রতিষেধক।

ভাস্বর নেফারতারি আজ ঝলমল করছেন। দক্ষ এক লিপিকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ নাবিক সিনুহর বিখ্যাত গল্প পড়ছিলেন, এমন সময় রামেসিস ঘরে প্রবেশ করলেন। স্ক্রোল ভাজ করে রেখে স্বামীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। পাপিয়া আর হুপু–র মুহুর্মুহু কলতানে মধুর হয়ে উঠল সে দীর্ঘ আলিঙ্গন।

'দেবী হাথরের যাদুর পাথরটা খুঁজে পেয়েছি,' রামেসিস জানালেন। 'কারনাকের গবেষণাগারে আমি সবকিছু প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি, নেফারতারি।'

'প্রতিষেধকটা কাজ করবে তো?'

'পিতার ভাগ্য নির্ধারক যষ্টির সাহায্যে সঠিক অনুপাতে সব উপাদানের মিশ্রন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কয়েক শতাব্দী আগে হারিয়ে গিয়েছিল এই গোপন কৌশল।'

'নুবিয়াতে পাথরটা খুঁজে পেলে কীভাবে?'

'নদী থেকে বেরিয়ে আসা এক খাঁড়ি, যেখানে সোনালি বালু চকচক করে, যেখানে পর্বত বিভাজিত হয়ে আবার একত্রিত হয়ে যায়...পুঁথির কথা বাদ দেই। আবু সিম্বেলে

পেয়েছি। সেই আবু সিম্বেল, যেখানে আমি মন্দির স্থাপন করতে চেয়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছি। সেই আবু সিম্বেল, যেখানে আমাদের ভালোবাসাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম।'

রামেসিসের শরীরের উষ্ণতায় যেন নেফারতারি একটু একটু করে জীবনীশক্তি ফিরে পাচ্ছেন।

'স্থপতি আর কারিগরদের একটা দল পাঠাচ্ছি আজ বিকালে,' রাজা বলে গেলেন। 'নদী সংলগ্ন পর্বতগুলো জোড়া মন্দিরে পরিণত করা হবে। চিরকালের জন্য রচিত হবে অমর বন্ধন, ঠিক তোমার আর আমার মতো।'

'আমি কি সেই স্থাপত্যকে দেখে যেতে পারব?'

'অবশ্যই, রাণি।'

'ফারাও–এর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

'হতেই হবে, নয়তো আমি এই সম্মানের যোগ্য নেই।'

নীলনদ পেরিয়ে কারনাকের দিকে এগোলেন দু'জন। আমনের গুপ্তমন্দিরে তারা অর্চণার কাজ সম্পন্ন করলেন; রাণি এরপর একা দেবী সেখমেতেরর বেদীতে প্রার্থনা করলেন। প্রস্তরনির্মিত দেবী; অর্ধেক সিংহী, অর্ধেক নারী–নেফারতারির দিকে তাকিয়ে যেন হাসলেন তিনি।

ফারাও নিজের হাতে রাণির দিকে পানপাত্র বাড়িয়ে দিলেন। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তুতকৃত সম্ভাব্য প্রতিষেধক আছে সেখানে।

পানীয়টা উষ্ণ আর মিষ্টি স্বাদসম্পন্ন।

সবটুকু পান করে রাণি মূর্ছা গেলেন। রামেসিস বসে রইলেন তার পাশে। দীর্ঘ রজনীর শেষে রাণির দূর্বল দেহে পরিবর্তনের আভাস দেখা দিল। দেবী হাথরের যাদুশক্তি নেফারতারির জীবনরস ক্ষয়কারী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছে।

ছেচল্লিশ

আহমেনি এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

'শান্ত হও,' রাজমাতা বললেন।

'কিন্তু মহীয়সী, এ তো যুদ্ধের আহবান!'

'আমরা এখনও যুদ্ধের কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাইনি।'

'সেনাপতিরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, ঘাঁটিতে বিশৃঙ্খল অবস্থা–সবদিকে পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি বিরাজমান।'

'এতসব বিভ্রান্তির কারণটা কী?'

'নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না, আমি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি, সৈন্যরা আমার আদেশ আর মানবে না।'

টুইয়া প্রধান পুরোহিত আর প্রাসাদের দুজন কেশ বিন্যাসকারীকে ডেকে পাঠালেন। অর্পিত পবিত্র দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাতে শকুনির দেহের আঙ্গিকের পরচুলা ধারণ করলেন তিনি। পাখির দুই ডানা তার কপালে ছড়িয়ে পড়ে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। শুকুনিকে দায়িত্ববান মা–এর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই প্রতীক ধারণ করে টুইয়া পূর্ণ উদ্যম ফিরে পেলেন।

সোনালী চুড়ি দিয়ে তার কব্জি এবং গোড়ালিকে অলঙ্কৃত করা হল; কণ্ঠে ধারণ করলেন সাত রত্নখচিত মণিহার। দীর্ঘ জমকালো পোশাক আর সাজসজ্জায় তিনি সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী রূপে আবির্ভূত হলেন।

'আমার সাথে উত্তরের ঘাঁটিতে চল,' তিনি প্রস্তাব করলেন।

'না! ওদিকে যাবেন না, রাজমাতা। পরিস্থিতি শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

'একটা কথা মনে রেখো, কোনও সমস্যার কখনও নিজ থেকে সমাধান হয় না। আমাদের যা করার দ্রুত করতে হবে।'

পাই–রামেসিসে নানারকম গুজব আর কানাঘুষা চলছে। অনেকের দাবী, হিট্টিরা ব-দ্বীপের দিকে এগোতে শুরু করেছে। কেউ কেউ তো এখনই যুদ্ধের বিবরণ দিতে পারে।

উত্তর ঘাঁটির প্রবেশদ্বারে গেটে কোনও রক্ষীই ছিল না। ঘোড়ার গাড়িটা আহমেনি এবং রাজমাতাকে নিয়ে সোজা চত্বরে ঢুকে গেল। নিশ্চিতভাবেই বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

ঘোড়াগুলো ঠিক চত্বরের মাঝে এসে থেমে গেল।

এক অশ্বারোহী সেনা কর্মকর্তা রাজমাতাকে চিনতে পেরে তার সহকর্মীদের

জানাল। দশ মিনিটেরও কম সময়ে শত শত মানুষ হাজির হলো টুইয়া এর বক্তব্য শুনতে। রাজমাতা তার ক্ষুদ্র জীর্ণ শরীর নিয়ে সশস্ত্র, বলশালী মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন, চোখের পলকে যারা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম। আহমেনি ভয়ে কাঁপতে লাগল, রাজমাতার হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্তটা হয়তো আত্মঘাতী হতে চলেছে। সেরামানার নিরাপত্তাবাহিনীর প্রহরায় প্রাসাদে থাকাটাই তার জন্য নিরাপদ ছিল। তবে, ঠিকমতো গুছিয়ে কথা বলতে পারলে হয়তো পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হবে।

চারদিকে নীরবতা নেমে এল।

রাজমাতা অবজ্ঞা সহকারে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কাপুরুষের দল' তীক্ষ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি। কথাটা আহমেনিকে বজ্রাঘাতের মতো আঘাত করল। 'কাপুরুষ আর নির্বোধের দল, যাদের নিজের রাজ্যকে রক্ষা করার যোগ্যতা নেই। কারণ যুদ্ধের গুজবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।'

আহমেনি চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে এবং টুইয়া, কেউই আজ এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

'মহিয়সী, আপনি এভাবে আমাদের অপমান করছেন কেন?' অশ্বারোহী বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলে উঠল।

'আমি এখানে যা দেখছি, তাই বললাম। কথাটা অপমানজনক? আবার বলছি, তোমাদের আচরণ বোকার মতো এবং সমর্থনের অযোগ্য। বিশেষ করে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আচরণ তাদের অধীনস্থদের থেকেও নিন্দনীয়। আমরা হিট্টিদের সাথে যুদ্ধে জড়াব কিনা, ফারাও–এর অনুপস্থিতিতে সেটা কে নির্ধারণ করবে? আমি?'

নিস্তব্ধতা আরও ভারী হয়ে উঠল। রাজমাতার বক্তব্যের উপর পুরো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

'আমি হিট্টি সম্রাটের কাছ থেকে কোনও যুদ্ধের আহবান পাইনি।'

সৈন্যরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। টুইয়া তাদের সাথে মিথ্যা বলেননি।

সেটি'র বিধবা স্ত্রী নিশ্চুপভাবে ঘোড়ার গাড়িতে বসে রইলেন। সৈনিকেরা উপলব্ধি করল, রাজমাতার আরও কিছু বলার আছে। আবারও নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

'এখনকার মতো শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি যে টিকে থাকবে, সে কথা ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে, ওরা আমাদের চূড়ান্ত মোকাবেলায় আসতে বাধ্য করতে চায়। রামেসিস খুব শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরে আসবে। আমি চাই সে যেন তার সেনাবাহিনীর সামর্থ্যের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারে, গর্ব করতে পারে তাদের নিয়ে।'

সৈন্যদের উল্লাস এবার আরও উচ্চকিত হল।

আহমেনি চোখ মেলে তাকাল। সব মানুষ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে।

গোড়ার গাড়ি চলতে শুরু করল। সবাই রাজমাতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

'আমরা কি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি, মহিয়সী?'

'না, আহমেনি। যতদূর জানি, অস্ত্রাগারেও একই সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছে?'

রাজার ব্যক্তিগত সচিব মাথা নীচু করলেন।

রাজমাতা টুইয়ার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে অস্ত্রাগারে শৃঙ্খলা ফিরে এল। পূর্ণ শক্তিতে কাজ শুরু হলো আবার। বর্শা, ফলা, তীর, তলোয়ার, যুদ্ধবর্ম, ঢাল, রথের যন্ত্রাংশ–সবকিছু প্রস্তুত করা হচ্ছে। যুদ্ধ শুরু হচ্ছে এই গুজব থেকে নয়, বরং প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো যাবে–এই কথাটা মাথায় রেখে সবাই কাজ করে যাচ্ছে।

রাজমাতা নিজেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করলেন, পরিকল্পনা গুছিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে রাজধানী থেকে ভীতির ছাপ মুছে গিয়ে সহনশীল উন্নয়নমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

নেফারতারির নিখুঁত কোমল হাতে হাত রাখলেন রামেসিস। রাণির আকর্ষণীয় সরু, দীর্ঘ আঙুলগুলোতে একে একে চুমু খেয়ে মুঠোবন্দী করে ফেললেন,সারাজীবন যেন এভাবেই থাকতে চান। দেবতাগণ একদিকে যেমন তার কাঁধে পাহাড়সম দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে পুরস্কৃত করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে মোহনীয় নারীর সঙ্গলাভের সুযোগ দিয়ে।

'সকাল হয়েছে, নেফারতারি। এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো, খুবই ভালো। মনে হচ্ছে, যেন আমার শরীরে আবারও রক্ত চলতে শুরু করেছে।'

'তুমি কি একটু বাইরে ঘুরে আসতে চাও?'

রামেসিস একজোড়া বয়স্ক, ধীরপ্রকৃতির ঘোড়া বেছে নিয়ে তার রথের সাথে বেঁধে দিলেন। থিবেসের পশ্চিম তীরে সেচ-খাল এর পাশ দিয়ে ধীরে সুস্থে ভ্রমণ করলেন তারা।

প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে নেফারতারির দেহ থেকে সমস্ত অশুভ শক্তির প্রভাব কেটে গেল। রথ থেকে নেমে স্বামীর হাত ধরে নদীর পারে হাঁটতে লাগলেন তিনি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রামেসিস উপলব্ধি করলেন, দেবী হাথরের যাদুর পাথর রাণিকে বাঁচিয়ে তুলেছে। তাদের পবিত্র ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ গড়ে তোলা আবু সিম্বেলের নির্মানাধীন মন্দির দর্শনে আর কোনও বাঁধা নেই।

ডোলোরা মধু এবং বাবলা গাছের রসে ভেজানো পট্টিটা ক্ষতস্থান থেকে তুলে নিল। সেদিকে তাকিয়ে মর্মস্পর্শীভাবে হাসল লিটা। পোড়াচিহ্ন গুলো প্রায় মুছেই গিয়েছে।

'ব্যথা লাগছে,' মেয়েটা গুঙিয়ে উঠল।

'তোমার ক্ষতগুলো সেরে উঠছে।'

'আমার সাথে মিথ্যে বলো না, ডোলোরা। এগুলো যাবে না।'

'তোমার ধারণা ঠিক নয়। এই চিকিৎসা প্রমাণিত।'

'ওফিরকে বলো অন্য কাউকে খুঁজে বের করতে। আমি আর এভাবে পারছি না।'

'তোমার জন্য আমরা নেফারতারি এবং রামেসিস এর মাঝে কিছুটা চির ধরাতে পেরেছি। একটু অপেক্ষা কর। তোমার ওপর অত্যাচার চালানো বন্ধ হয়ে যাবে।'

ডোলোরাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। লিবিয়ান যাদুকরের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় সে। বাহিরে যতই উদার দেখাক, সম্রাটের বোন প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত। তার সব অনুভূতি ঘৃণার চাদরে ঢাকা।

'ঠিক আছে,' লিটা বিড়বিড় করল।

'আমি জানতাম, তোমার অনেক সাহস! এখন বিশ্রাম নাও। ন্যানি তোমার রাতের খাবার দিয়ে যাবে'

ভৃত্যদের মাঝে শুধু ন্যানিরই লিটার ঘরে যাওয়ার অনুমতি আছে। ন্যানিই তাই শেষ ভরসা। ডুমুর আর গরুর মাংসের রোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকতেই, লিটাওর জামা খামচে ধরল।

'আমাকে বাঁচাও, ন্যানি !'

'কী চান আপনি?'

'আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।'

ওর মুখ কালো হয়ে গেল। 'কাজটা খুবই বিপদজনক।'

'আমার জন্য দরজাটা খোলা রেখে যাও।'

'আমি আমার চাকরিটা হারাব।'

'ন্যানি, আমি হাতজোড় করে বলছি।'

'আপনি আমাকে কত টাকা দেবেন?'

'আমার সমর্থকদের কাছে স্বর্ণ আছে.. যতো চাও পাবে।'

'ওফির ঠিকই আমাকে খুঁজে বের করবে।'

'ধর্মসভা আমাদের লুকিয়ে রাখতে পারবে।'

'আমাকে তাহলে একটা ঘর আর একপাল গবাদি পশু দিতে হবে।'

'তোমার খুশিমতো জিনিস পাবে।'

নেফারতারির শাল চুরি করে ন্যানি ইতোমধ্যে একবার ভালো দাও মেরেছে। কিন্তু ওর লোভের কোনও শেষ নেই। এদিকে লিটা তো পারলে ওকে স্বর্গটাই এনে দেয়!'

'কখন পালাতে চান আপনি?'

'অন্ধকার নামতেই।'

'আমি চেষ্টা করব।'

'কাজটা করে দাও ন্যানি। তুমি ধনী হতে চাও না?'

'কাজটা সহজ হবে না কিন্তু... ভালো কথা! আমার বিশ গজ লিনেন কাপড়ও চাই।'

'পাবে। আমি কথা দিলাম।'

সেদিন ভোররাতে লিটার মানসপটে একটা দৃশ্য ভেসে উঠলঃ নীলনদের পাড়ে হাসিমুখে হেটে যাচ্ছে অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমণী। দীর্ঘদেহী, ক্ষমতাশালী এক পুরুষ তার হাত ধরে রেখেছে।

লিটা উপলব্ধি করল, ওফিরের মন্ত্র কাজ করছে না। খামোখা ওর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে যাদুকর।

চিকিৎসালয়ের পেছনের মহল্লায় সব বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সেরামানা আর ওর লোকজন। ন্যানি'র একটা হাতে আঁকা ছবি নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সার্ড। এখন পর্যন্ত কারও কাছে সাড়া মেলেনি।

সেরামানা অত্যন্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। ওর জলদস্যু সত্ত্বা জানান দিচ্ছে, শিকার কাছাকাছি কোথাও আছে। হঠাৎ দেখতে পেল, ওর লোকজন একজন রুটি বিক্রেতাকে ধরে আনছে। সার্ডের পেট মোচড় দিয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

লোকটার সামনে ছবিটা মেলে ধরল সেরামানা।

'তুমি এই মেয়েকে চেন?'

'এই এলাকায় দেখেছি, কারও ভৃত্য হবে হয়তো। খুব বেশিদিন হয়নি এখানে এসেছে।'

'ও কোথায় কাজ করে?'

'পুরাতন কুপের কাছেই, বড় বাড়িগুলোর একটাতে।'

রক্ষীবাহিনীর শখানেক লোকজন জায়গাটা ঘিরে রেখেছে।

যে যাদুকর মিশরের রাণির উপর কালো জাদু করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, সে এখন সেরামানার হাতের নাগালেই আছে। খুব সহজেই ওকে ধরে ফেলতে পারবে সার্ড।

সাতচল্লিশ

পড়ন্ত বিকেল।

লিটার পালিয়ে যাবার সময় ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। শীঘ্রই ওফির ওকে নিজের কর্মশালায় আটকে রাখবে। ন্যানি এতো দেরী করছে কেন?

সেই সুন্দর মুখটা এখনও তাড়া করে ফিরছে ওকে, সুখী আর উজ্জ্বল একটি মুখমিশর এর সম্রাজ্ঞী। লিটা নিজেকে সেই নারীর কাছে ঋণী ভাবে। ওফিরের কাছ থেকে পালানোর আগে, যেকোনও মূল্যে সেই ঋণ শোধ করতে হবে।

পা টিপে টিপে ঘরের দিকে এগোলো স্বর্ণকেশী তরুণী। যাদুকর এখন তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত, ডোলোরা ঘুমাচ্ছে।

নেফারতারির শালের শেষটুকরোটা কাঠের বাক্স থেকে বের করে আনল লিটা। আর হয়তো দুই তিনবার কাজ চালানো যাবে। কাপড়ের টুকরোটাকে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করল। লাভ হলো না তাতে, অত্যন্ত শক্ত করে বোনা। তাছাড়া ওর আঙ্গুলগুলোতে এখন আর অত শক্তিও নেই।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল।

তাড়াহুড়া করে কাপড়ের টুকরোটা জামার হাতার নীচে লুকানোর চেষ্টা করতেই, ওর চামড়া পুড়ে গেল।

'কে, ন্যানি নাকি?'

'তুমি প্রস্তত আছ তো?'

'এক মিনিট।'

'তাড়াতাড়ি কর, লিটা।'

রান্নাঘরে ঢুকে মশালের আগুনে শালের শেষ টুকরাটা পুড়িয়ে দিল লিটা।

'আমি এখন মুক্ত!'

কালো ধুঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেল। রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে অপশক্তির অবসান ঘটলো তখনই।

প্রাচীণ রাজ বংশের শেষ রাজকুমারী স্বর্গের দিকে তার হাতদুটো মেলে ধরল, নতুন জীবনের জন্য প্রার্থনা করল আতেনের কাছে।

'চলো' তাড়া দিল ন্যানি। গত কয়েক ঘন্টায় বাড়ির সমস্ত তামার বাসনগুলো হাতিয়ে নিয়েছে।

দেরী না করে তারা দুজন পিছনের দরজা দিয়ে বেরোতে উদ্যত হলো।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওফিরের সাথে ধাক্কা খেল ন্যানি, লোকটা স্থিরভাবে দাড়িয়ে আছে।

'কোথায় যাচ্ছ?'
ন্যানি পিছিয়ে গেল, লিটা ওর পিছনে দাড়িয়ে আছে। সে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত।
'লিটা তোমার সাথে... হচ্ছেটা কী এখানে?'
'ও... ও অসুস্থবোধ করছিল।'
'তোমরা দুজন কি পালিয়ে যাচ্ছিলে?'
'সব দোষ লিটার। ও আমাকে বাধ্য করেছে।'
'ও তোমাকে কি বলেছে, ন্যানি?'
'কিছু না... কিছুই বলেনি।'
'মেয়ে, তুমি আমাকে মিথ্যে বলছ।'
গৃহপরিচারিকার গলা শক্ত করে চেপে ধরল ওফির, তাকে বাধা দেবারও কোনও সুযোগ পেল না ন্যানি। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। চোখ উল্টে লুটিয়ে পড়ল যাদুকরের গায়ের ওপর। ওফির ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল লাশটা।
'লিটা. . কী হয়েছে তোমার?
ভেতরে তাকিয়ে, ওফির মশাল আর কালো ভস্ম দেখতে পেল। চোখগুলো দপ করে জ্বলে উঠল ওর। পড়ে থাকা একটা খঞ্জর হাতে তুলে নিয়ে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল পরক্ষণেই, 'তুই নেফারতারির শাল পুড়িয়ে দিয়েছিস, আমার সমস্ত কাজ নষ্ট করে দিয়েছিস।'
লিটা পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মাটিতে পড়ে থাকা একটি মশালের তেলে পা পিছলে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। ঈগলের ক্ষিপ্রতায় ওর চুলের মুঠি ধরে ফেলল যাদুকর।
'তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, লিটা। আমি আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না।'
'তুমি একটা হিংস্র দানব।'
'তোমাকে মারতে আমার কষ্ট হবে। মিডিয়াম হিসেবে তুমি চমৎকার ছিলে।'
লিটা নতজানু হয়ে আকুল আবেদন জানাল, 'আতেনের দোহাই...।'
'আমাকে হাসিও না, গাধা কোথাকার। আমার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই।'
খঞ্জরের সুদক্ষ নিশানায় লিটার গলা চিরে ফেলল যাদুকর।
ডোলোরা দ্রুত ঘরের ভেতর প্রবেশ করল।
'রাস্তা রক্ষীবাহিনীর লোকে ভরা...ওহ লিটা! লিটা !'
'মেয়েটা আমার দিকে ছুড়ি নিয়ে তেড়ে আসছিল। আত্মরক্ষার জন্য ওকে মারতে হয়েছে আমার। আর রক্ষীবাহিনীর কথা কী বলছিলে?
'ঘরের জানালা দিয়ে ওদের দেখতে পেয়েছি আমি।'
'এই বাড়ি থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।'
ডোলোরাকে এ গুপ্তদ্বারের দিকে নিয়ে গেল ওফির। এই গোপন সুড়ঙ্গ একটি গুদাম ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত।
লিটা আর ন্যানির মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'আর একটা মাত্র বাড়িই বাকি আছে,' সেরামানাকে জানাল এক প্রহরী।

'আমরা কড়া নেড়েছিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি।'

'তাহলে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হবে।'

'সেটা তো আইনের পরিপন্থী!'

'আমরা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ একটি বিষয় নিয়ে তদন্ত করছি।'

'তবুও আমাকে বাড়ির মালিকের সাথে যোগাযোগ করে, তার অনুমতি নিতে হবে।'

'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।' চেঁচিয়ে উঠল।

'মালিকের অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকতে হলে গ্রেফতারি পরোয়ানা লাগবে। নিয়মের বাইরে কিছুই করা যাবে না।'

আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে করতে সেরামানার মুল্যবান এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হলো।

শেষমেশ চারজন বলবান প্রহরী মিলে দরজাটা ভাঙার পর তারা সবাই বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। সার্ড প্রবেশ করল সবার আগে। স্বর্ণকেশী এক নারীর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখল সে। পাশে আরেকটা মেয়ের মৃতদেহ। সেরামানা চিনতে পারল, ন্যানি ।

'ঠাণ্ডা মাথায় দুটি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে', নিরাপত্তা প্রধান বাড়ি তল্লাশির আদেশ দিলেন।

যাদুকর এখানে কালো জাদু চর্চার প্রচুর প্রমাণ রেখে গিয়েছে। পোড়া কাপড়ের নমুনা দেখে সেরামানা আরও নিশ্চিত হলো। এই টুকরোটাই হয়তো রাণির পুরনো শালের ধ্বংসাবশেষ।

রামেসিস এবং নেফারতারি রাজধানীতে প্রবেশ করতেই চারদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। সামরিক বাহিনী বেষ্টিত অবস্থায় রাজধানীতে প্রবেশ করল তারা। বেশির ভাগ লোক অস্ত্র আর রথ তৈরিতে নিয়োজিত। আমোদপ্রিয় পুরো শহরটাই যেন অস্ত্রের কারখানায় রূপ নিয়েছে।

রাজদম্পতি বিলম্ব না করে টুইয়াকে ডেকে পাঠালেন।

'হিট্টিরা কী যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে, মা?'

'না, তবে আমি নিশ্চিত, ওদের নীরব থাকাটা কোনও শুভ লক্ষণ নয়। নেফারতারি . তুমি কি সুস্থ হয়ে উঠেছ?'

'অনেকটাই।'

'ভালো। এতোকিছু দেখভাল করতে গিয়ে আমি হাপিয়ে উঠেছিলাম। এই বিশাল রাজ্য পরিচালনার মতো শক্তি বোধহয় আমার আর নেই। সেনাবাহিনীকে আরও ক্ষমতাশালী করে গড়ে তোলা উচিত তোমাদের। বিচারকার্যেও একটু নজর দেওয়া দরকার।'

রামেসিস দীর্ঘসময় ধরে আহমেনি এর সাথে মতবিনিময় করলেন। এর মাঝেই মেমফিস থেকে ফিরল সেরামানা। ওর কথা শুনে বোঝা গেল, কালো যাদুর অবসান ঘটেছে। রাজা তবুও নির্দেশ দিলেন, নিরাপত্তা প্রধান যেন এই তদন্ত নিয়ে আরও অগ্রসর হন। অভিশপ্ত সেই বাড়ির মালিককে সনাক্ত করতে হবে। সেই সাথে খুঁজে বের করতে হবে স্বর্ণকেশীর হত্যাকারীর পরিচয়ও।

ফারাওকে আরও অনেকগুলো দিক সামলাতে হবে। তার টেবিলে কানান এবং আমুরু থেকে আসা সংবাদ স্তূপ তৈরি করেছে। হিট্টি সেনাদের সমরসজ্জার জনশ্রুতি বিষয়ে মিশরীয় উপনিবেশিক সেনাপতি সংবাদ পাঠিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও আহসার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও তথ্য মিলেনি, যার ওপর ভিত্তি করে এই বিভ্রান্তিকর তথ্য যাচাই করে দেখা সম্ভব। কোথায় কোথায় দুই রাজ্যের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করবে এই যুদ্ধের পরিণতি। প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত, যুদ্ধ প্রতিরোধ অথবা উত্তরের রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া নিয়ে সম্রাট দ্বিধায় আছেন। সাহসী পদক্ষেপ নেয়াটা তার স্বভাবজাত। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে তিনি এতোগুলো মানুষের জীবনের ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না।

রাণির উপস্থিতিতে রাজসভা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। নেফারতারিকে অভিনন্দন জানাল সবাই, আশ্বস্ত করল এমন ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ।

এসব গল্পে আহ্লাদিত হবার মতো সময় এখন নেই। আহমেনির প্রতিবেদন উল্টেপাল্টে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের হালচাল দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শানার সম্রাটকে অভিবাদন জানাল।

'ভালোই নাদুস নুদুস হয়েছ দেখছি।' ভাইকে দেখে টিপ্পনি কাটলেন রামেসিস।

'বসে থাকতে থাকতে কিন্তু এমন হয়নি,' রাজ্যসচিব আপত্তি জানাল। 'দুশ্চিন্তা হলে আমার বেশি ক্ষুধা লাগে। সবদিকে যুদ্ধের গুজব আর সৈন্যদল... মিশর এর কী হয়ে গেল?'

'হিট্টিরা দ্রুত আক্রমণ করতে বাধ্য হবে, শানার।'

'তোমার ধারণা সঠিক হতে পারে। কিন্তু আমরা কোনও যথার্থ প্রমাণ পাইনি। মুওয়াত্তালি কি এখনও তোমাকে বন্ধুসুলভ পত্র পাঠাচ্ছে না?'

'বন্ধুত্বের ভান করা।'

'আমরা যদি শান্তি রক্ষা করতে পারি তাহলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বেঁচে যাবে'

'তুমি জান, সেটাই আমার প্রধান লক্ষ্য।'

'এই মুহূর্তে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সংযমী এবং সতর্ক থাকা।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমাদের এখন কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া উচিত?'

'অবশ্যই না। কিন্তু উচ্চাভিলাষী সেনাধ্যক্ষরা অপরিণামদর্শী কিছু করে কিনা তা নিয়ে আমি শঙ্কিত।'

'নিশ্চিন্তে থাক, শানার। সেনাবাহিনীর উপর আমার নিয়ন্ত্রণ আছে। তেমন কিছুই হবে না।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'তোমার সহযোগী হিসেবে মেবা কেমন কাজ করছে?'

'সে প্রশাসনিক কাজে আমার অধীনে ফেরত আসতে পেরে খুবই খুশি। বাধ্যতামূলক অবসর থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। পেশাদার লোকদেরও মাঝে মাঝে একদম নতুন করে কাজ শুরু করা উচিত। উদারতা মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ, কী বলো?'

আটচল্লিশ

মেবার সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত শানার। তার সহকারী স্বভাবতই একগাদা স্ক্রল নিয়ে হাজির হয়েছে।

'রামেসিসের সাথে দেখা হয়েছে আমার,' শানার বলল। 'কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে, তা নিয়ে এখনও দ্বিধাগ্রস্থ। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।'

'চমৎকার,' বলে উঠল মেবা।

আহসার কোনও খোঁজ খবর নেই, বিপদে না পড়লে এমনটা হবার কথা না। রামেসিসের মতোই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল যুবরাজ।

'আমরা আসলে কী অবস্থায় আছি, মেবা?'

'আমাদের গুপ্তচরদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও খুলে বলতে গেলে, যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফারাওকোনভাবেই আর জয়ী হতে পারবে না।'

'তুমি এতোটা নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?'

'সময় গড়ানোর সাথে সাথে হিট্টিদের যুদ্ধ সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়ে চলেছে। তাতে করে আপনি চূড়ান্ত ক্ষমতার আরও কাছাকাছি চলে আসছেন, মহামান্য। আপনি চাইলে এর মাঝে প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।'

'হুম। তবে ওই আহমেনি আমার দিকে সবসময় বাজপাখির মতো কড়া নজরে তাকিয়ে থাকে। আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।'

'আহমেনি বেশি সমস্যা করলে তারও সমাধান আছে।'

'এখনও সে সময় আসেনি। উল্টাপাল্টা কিছু করলে আমার ভাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়বে।'

'আমার কথা শুনুন। এই সপ্তাহটা দেখতে দেখতেই চলে যাবে। আর হিট্টিদের কাছ থেকে সংকেত পাওয়া মাত্র সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।'

'এই সময়টার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। চিন্তা করো না, মেবা। আমি প্রস্তুত থাকব।'

ডোলোরা বিমূঢ় হয়ে ওফিরকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। লিটার ক্ষত-বিক্ষত নিথর দেহ, বাড়ির চারপাশ রক্ষীবাহিনীর ঘিরে ফেলা, মেমফিস থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া... সে আর কিছুই চিন্তা করতে পারছে না। ডোলোরাকে তার স্ত্রীর ভান করার জন্য বলল যাদুকর। জানতে চাইল আতেনকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে পুনঃস্থাপিত করার লড়াই এ সে অংশীদার হবে কিনা? ডোলোরা সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

ওফির দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছে। সব প্রসাধনী মুছে ফেলেছে ডোলোরা। সাধারণ চাষীর বেশ ধরে একটা গাধা কিনল ওরা। সে ভাল করেই জানত মেমফিস এর উত্তরে আর সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি চলবে। খুব অপ্রত্যাশিত কিছু না করলে, ওরা কখনওই এখান থেকে বের হতে পারবে না।

সৌভাগ্যক্রমে রক্ষীবাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার আগেই যাদুকর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটা পায়, সাথে সাথে মেবাকে জানিয়ে দেয় সেটা। মুওয়াত্তালি তার পরিকল্পনা স্থির করেছেন। দুই রাজ্যের ভেতর যুদ্ধ শুরু হওয়াটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। রামেসিসের মৃত্যুর ঘোষণা আসতেই শানার নেফারতারি এবং টুইয়াকে সরিয়ে দেবে, তারপর স্বাগতম জানাবে হিট্টিদের। সে বুঝতে পারছে না, এভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার কোনও ইচ্ছাই মুওয়াত্তালির নেই। অল্পদিনের ভেতর শানারকে সরিয়ে দুটি রাজ্যই হিট্টিদের দখলে এসে পড়বে।

ওফির নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। বেশ শান্তভাবে মিশরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগল সে।

পদানুসারে নিম্নশ্রেণীর কারাগারে জায়গা পাবার কথা থাকলেও, আহসাকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে। খাবার ও বিছানা ব্যবহার করতে কষ্ট হলেও বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়েছে সে।

গ্রেফতার হওয়ার পর কোনও জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি। যে কোনও দিন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

'কেমন আছ তুমি?' রাইয়া জিজ্ঞেসকরল।

'বেশ ভাল।'

'দেবতাগণ তোমার উপর রুষ্ট হয়েছেন, আহসা। আমি যদি তোমাকে না চিনতে

পারতাম, তাহলে কখনওই তুমি ধরা পড়তে না।'

'আমি কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম না।'

'সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই।'

'চোখের দৃষ্টিও কিন্তু মাঝে মাঝে ধোঁকা দিতে পারে।'

'আমি জানি তুমি আহসা, রামেসিস এর কাছের বন্ধু। আমি তোমাকে মেমফিসে দেখেছি, এমনকি তোমার পরিজনদের কাছে ফুলদানিও বিক্রি করেছি। রাজা তোমাকে তার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে এখানে পাঠিয়েছেন। তুমি গুপ্তচর হিসেবে বেশ দক্ষ এবং বিপদজনক।'

'তুমি ভুল করছ। রামেসিস আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমি আরেকজনের হয়ে কাজ করছি। তথ্যগুলো তাকেই পাঠাতে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি অন্য কোনও মনিবের কথা বলছ?'

'রামেসিস এর বড় ভাই, শানার, মিশরের হবু ফারাও।'

রাইয়া দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবল, সত্যিই কি আহসা হিট্টিদের চর? কিন্তু একটা হিসাব কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে কুমার এর বেশ ধরেছিলে কেন?'

'জেনেও না জানার ভান করছ!'

'আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছি।'

'মুওয়াত্তালি অবশ্যই একজন সম্রাট, কিন্তু তার সমর্থনের কোনও ভিত্তি আছে? তার ক্ষমতার ব্যাপ্তিই বা কতটুকু? তার সন্তান আর ভাই-এর ভেতর কি এখনও দা কুমড়া সম্পর্ক? এখনও কি তারা একে অপরের পিছে লেগে আছে নাকি নিষ্পত্তি হয়েছে সে বিবাদের?'

'মুখ সামলে কথা বলো!'

'এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানতে হতো। বুঝতেই পারছ আমি কেন পরিচয় গোপন করে ছিলাম। এখন হয়তো তুমি আমাকে তথ্য দিতে পার।'

রাইয়া দরজাটা সজোরে বন্ধ করে চলে গেল।

আহসা একটা সুযোগ খুঁজছিল। সিরিয়ানটাকে উসকানি দেয়া ছাড়া নিজের মাথা অক্ষত রাখার আর উপায় ছিল না।

রাজপোশাকে সম্রাট মুওয়াত্তালি একঝাঁক দেহরক্ষী নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। নিম্নভূমির পবিত্র মন্দিরের দিকে এগোচ্ছেন তারা। ঝড়ের দেবতার কাছে প্রার্থনা করবেন সম্রাট। হিট্টিদের কাছে যুদ্ধের সবথেকে বড় আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে দেবতাদের কাছে অজেয় শক্তি প্রার্থনা। কারা প্রকোষ্ঠে বসে আহসা বাইরের হৈ চৈ

শুনতে পেল।

হিট্টিদের ভেতর খুব কম সংখ্যকই ঝড়ের দেবতার আরাধনা করে থাকে। দেবতাদের খুশি করতে পুরোহিতগণ মূর্তিগুলো পরিষ্কার করেছেন। এখন থেকে কোনও মতানৈক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সরাসরি কাজে নেমে পড়ার সময় চলে এসেছে।

পুডুহেপা মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করল, যার মাধ্যমে উর্বরতার দেবীগণ হিংস্র নারী যোদ্ধার প্রতিরূপ ধারণ করবেন। তারপর সে একটা শুকরছানার শরীরে সাতটা লোহার পেরেক, সাতটা তামার পেরেক আর সাতটা ব্রোঞ্জের পেরেক পুঁতে দিল। সম্রাটের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিচালিত হবে, এই অর্চণার মাধ্যমে।

প্রার্থনাসঙ্গীত শেষ হবার পর সম্রাট তার পুত্রের দিকে তাকালেন। বর্ম আর শিরস্ত্রানে সুসজ্জিত উরি-টেশুপ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

এদিকে হাট্টুসিলিকে বেশ শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে।

বাকি সব প্রতিযোগীদের পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা দু'জন সম্রাটের আস্থাভাজনের খাতায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে উরি-টেশুপ ওর চাচা-চাচিকে ঘৃণা করে, হাবভাবে তা বুঝিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না কখনওই।

মিশরের বিপক্ষে এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অন্তর্বর্তী রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান ঘটবে। সেই সাথে রাজ্যসীমার বৃদ্ধিরও পথ খুলে যাবে। নিকট প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য। স্বর্গের দুয়ার যেন মুওয়াত্তালির জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে সম্রাট তার সেনাপতি ও অধীনস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে ভোজসভায় হাজির হলেন। অর্চনার জন্য চার ভাগ খাবার উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে ভোজসভা শুরু হলো। প্রথম ভাগ সিংহাসনে, দ্বিতীয় ভাগ অগ্নিকুণ্ডে, তৃতীয় ভাগ খাবার টেবিলে এবং চতুর্থ ভাগ খাবার ঘরের দরজার সামনে রেখে দিল খানসামা। পেট ভরে খেল অতিথিরা, মনের সুখে পান করল–এবারই যেন তাদের শেষ ভোজন।

সবশেষে মুওয়াত্তালি উঠে দাঁড়ালেন। পুরো ঘরে গুনগুন আওয়াজ শুরু হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আর মাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতাই বাকি।

সম্রাট তার দলবল নিয়ে উচ্চভূমির পথ ধরে এগোলেন। স্ফিংসদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পর্বতচূড়ায় আরোহণ করলেন তিনি। উরি-টেশুপ আর পুডুহেপাকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

মেঘের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন সবাই।

'ওই যে, ওখানে!' উরি-টেশুপ চিৎকার করে উঠল।

একটা শকুন রাজধানীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। নিশানা ঠিক করে সম্রাটপুত্র তীর ছুড়ে মারল। শকুনের বুক চিরে বেরিয়ে গেল তীরটা।

এক কর্মচারী এসে পাখির মৃতদেহটা তুলে নিল। তারপর সেটার পেট চিরে ভেতর থেকে বের করে আনল দলা পাকানো নাড়িভুঁড়ি।

'ভালো করে দেখ,' পুডুহেপাকে আদেশ করলেন সম্রাট। 'আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে?' ভবিষ্যৎ নিয়ে কি দেখতে পেলে?'

পুডুহেপা কিছুটা সময় নিয়ে বলল, 'ভাগ্য আমাদের সাথেই আছে।'

উরি–টেশুপের যুদ্ধের উল্লাসে কেঁপে উঠল পাহাড়-পর্বত।

উনপঞ্চাশ

ফারাও রাজসভার সবাইকে নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। মন্ত্রীরা সব গোমড়া মুখ করে বসে আছে। সামরিক বিপর্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে ভাগ্য গণনার সমস্ত ফলাফল। সবাই রামেসিসের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছে।

'মহামান্য,' বলে উঠলেন সভাপরিচালনাকারী, 'হিট্টিদের সাথে যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, তা নিয়ে পুরো জাতি আজ উৎকণ্ঠিত।'

'হ্যাঁ, আছে।' রামেসিস জবাব দিলেন।

তার এই সংক্ষিপ্ত অথচ ভয়াবহ জবাব পুরো সভাকে যেন নিস্তব্ধ করে দিল।

'যুদ্ধটা কি অবশ্যম্ভাবী?'

'হুম।'

'আমাদের সেনাবাহিনী কি লড়তে প্রস্তুত?'

'অস্ত্রাগারগুলো নতুন অস্ত্র তৈরি করতে একনাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে। অল্প কিছু সময় পেলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি না।'

'কেন, মহামান্য?'

'কারণ, খুব শীঘ্রই আমাদের উত্তরের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। মিশরের মাটি থেকে বহু দূরে শত্রুর মোকাবেলা করব আমরা। তবে একটা ভালো দিক হচ্ছে, কানান এবং আমুরু আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে এখন। কোনও ঝামেলা ছাড়াই ওদিক দিয়ে পার হয়ে যেতে পারব আমরা।'

'আমাদের নির্দেশনা প্রদানকারী সেনাপতি কে হবেন?'

'আমি নিজেই সে দায়িত্ব পালন করব। আমার অবর্তমানে রাজমাতা টুইয়ার সাহায্যে নেফারতারি রাজ্য পরিচালনা করবে।'

বড় সড় একটা শামুকের খোলকে তুলসি পাতা ভরে ধূমপান করছেন হোমার। লেবু গাছের নিচে বসে বসন্তের উষ্ণ হাওয়া উপভোগ করছেন তিনি। শুভ্র দাঁড়ি জুড়ে প্রবাহিত হয়ে সে বাতাস তার হাড়ের ব্যথাকে উপশম করে দিচ্ছে। কবির কোলে বসে আছে তার সাদা কালো বিড়াল, হেক্টর।

'আপনি রওয়ানা হবার আগেই আমি দেখা করতাম, মহামান্য। সত্যিই তাহলে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, তাই না?'

'মিশরের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, হোমার।'

'নতুন কয়েকটা চরণ শুনুনঃ
"নির্জন স্থানে বসেও, মানুষ জলপাই বৃক্ষের স্তুতি গেয়েছে। সগৌরবে মাথা উঁচু করে রাখা, প্রাণরসে পরিপূর্ণ, শুভ্র পুষ্পমঞ্জিত এই বৃক্ষ। অথচ দমকাহাওয়ার তোড়ে কতো সহজেই না সে সমূলে উৎপাটিত হয়, লুটিয়ে পড়ে মাটির বুকে।"

'আর যদি গাছটা ঝড়কে মোকাবেলা করতে পারে?'

রাজার দিকে মৌরি আর জিরা মেশানো একপাত্র সুরা বাড়িয়ে দিলেন হোমার। সেই সাথে নিজের হাতে ধরে রাখা পেয়ালাতেও চুমুক বসালেন একবার।

'যদি তাই হয়, আমি আপনার মহাকাব্য লিখে রাখব রামেসিস।'

'এত ব্যস্ততার ভিড়ে, আপনার কি সে সময় হবে?'

'এ পৃথিবীতে আমার জন্মই হয়েছে যুদ্ধ আর দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা লিখে রাখার জন্য। আমি বীরের পূজারী।'

'আর যদি আমি পরাজিত হই?'

'ভাবতে পারেন? হিট্টিরা আমার বাগানে আক্রমণ করে লেবু গাছ কেটে ফেলছে, আমার টেবিল ভেঙে ফেলছে, হেক্টরকে ভয় দেখাচ্ছে? দেবতারা কখনওই তা হতে দেবেন না। আচ্ছা, কোথায় শুরু করতে চাচ্ছেন যুদ্ধটা?'

'সর্বোচ্চ পর্যায়ের গোপন তথ্য হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি, শত্রুর সাথে কাদেশে সাক্ষাত হতে যাচ্ছে আমাদের।'

'কাদেশের যুদ্ধ, শুনতে ভালই লাগছে। তবে একটা কথা, আমি শুভ সমাপ্তি কামনা করি।'

'আমি চেষ্টা করব, হোমার। আশা করি আপনাকে হতাশ করব না।'

আহমেনি উত্তেজনায় ছটফট করছে। রামেসিসের জন্য প্রচুর প্রশ্ন জমে আছে তার মনে, প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ দেখানো বাকি। কিছু বিষয় নিয়ে দ্বিধায় আছে, সে সব বিষয়ে একমাত্র ফারাও-ই পারেন সমাধান দিতে।

রাষ্ট্রসচিবকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে তার চেহারা। শ্বাস-প্রশ্বাস শ্লথ হয়ে আসছে, হাতও কাঁপছে ।

এমন অবস্থা থেকে রাজা তাকে বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।

'কিন্তু আপনি তো বেরিয়ে যাচ্ছেন! কত দিনের জন্য কে জানে! আমার ভুলে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি আহমেনি, আর তোমাকে দিক নির্দেশনা দেবার জন্য রাণি তো আছেনই।'

'দয়া করে আমাকে সত্যি কথাটা বলুন, রামেসিস। হিট্টিদের পরাজিত হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা কি আছে?'

'তোমার কি মনে হয়, আমি খামোখাই জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছি?'

'সবাই বলে, হিট্টিরা অপরাজেয়।'

'কোনও কিছুই অপরাজেয় নয়, শত্রুকে শুধু চিনতে হয়। মিশরকে ভালো রেখো,আহমেনি।'

শানার ভেড়ার মাংস ভাজা ও শাক দিয়ে রাতের খাবার খাচ্ছে। খাবার কিছুটা পানসে, তাই সে কিছু মশলা ছিটিয়ে নিল। খানসামাকে ডেকে পাঠাল যুবরাজ। তার আগেই এক অপ্রত্যাশিত আগন্তুক এসে হাজির হলেন।

'রামেসিস! বসে পড়ো।'

'নাহ।'

তার এই চাঁচাছোলা জবাবে শানারের মেজাজ চড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালো সে।

'চলো, বাগানে হেঁটে আসি, রামেসিস।'

'চলো, যাওয়া যাক।'

অস্বস্তি নিয়ে একটা বেঞ্চে বসল শানার। রামেসিস দাড়িয়ে রইলেন, নীল নদের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'তোমাকে কিছুটা বিরক্ত মনে হচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে নিশ্চয়ই?'

'আমার অসন্তুষ্ট হওয়ার আরও কারণ আছে।'

'অবশ্যই। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কোনও কারন নেই।'

'আছে শানার, আছে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, আমার কাজকর্মে তুমি সন্তুষ্ট।'

'তুমি সব সময় আমাকে অপছন্দ করতে, তাই না?'

'রামেসিস! আমি স্বীকার করছি, আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সেসব এখন অতীত।'

'তুমি কি সত্যিই তাই ভাব?'

'তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'শানার, তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। তাতে যতো নিচেই নামতে হোক না কেন।'

শানারের মনে হলো বাতাসের ধাক্কায় নীচে পড়ে যাবে সে।

'কেউ কি আমার নামে মিথ্যে গুজব রটাচ্ছে?'

'আমি গুজবে কান দেই না। প্রমাণ সহকারেই কথা বলছি।'

'অসম্ভব!'

'সেরামানা সম্প্রতি মেমফিস এর একটা বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল। সেখানে সে দুজন মহিলার লাশ আর এক যাদুকরের গোপিন সামগ্রী খুঁজে পায়-রাণির উপর যে লোকটা জাদুটোনা করে রেখেছে।'

'এসব নোংরা কাজের সাথে আমাকে কীভাবে জড়ানো হচ্ছে?'

'কারণ বাড়িটি তোমার। যদিও মালিক হিসেবে তুমি ডোলোরার নাম দিয়ে রেখেছ। কিন্তু খাজনার কাগজ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাড়ির মালিক তুমি নিজে।'

'আমি অঢেল সম্পত্তি, রামেসিস। বিশেষ করে মেমফিসে আমার প্রতিপত্তির অভাব নেই। সেখানে আমার কতগুলো বাড়ি আছে তা আমি মনেও রাখতে পারি

না। কোথায় কী হচ্ছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।'

'সিরিয়ান বণিক রাইয়া এর সাথে কি তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না?'

'সে শুধু আমার কাছে ফুলদানি বিক্রি করতে আসতো।'

'লোকটা হিট্টিদের হয়ে গুপ্তচরগিরি করেছে।'

'তাহলে... ব্যাপারটা নিছক প্রতারণা। আমি কীভাবে জানব? আরও অনেকেই ওর কাছ থেকে কেনাকাটা করত।'

'তুমি বেশ ভালোভাবেই নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করছ, শানার। কিন্তু এবার তা আর কোনও কাজে আসবে না। আমি জানি, তোমার নোংরা উচ্চাভিলাষ-ই তোমাকে রাজ্যের সাথে বেইমানি করতে বাধ্য করেছে। হিট্টিদের এমন একজন লোক দরকার ছিল, যে আমাদের অত্যন্ত কাছের। তুমিই সে কাজটা করে দিয়েছ। তুমি, শানার! আমার ভাই হওয়া সত্ত্বেও।'

'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, রামেসিস। কীভাবে ভাবলে যে আমিই সর্ষের ভিতর লুকিয়ে থাকা ভূত?'

'আমি জানি, তুমি আসলেই তাই।'

'আমার মনে হয়, আমাকে এভাবে অপমান করতে পেরেই তুমি খুশি।'

'তোমার ভুলটা কোথায় হয়েছে, আমি বলছি। তুমি ভেবেছিলে সব মানুষকেই অর্থ দিয়ে কেনা যায়। আমার সব থেকে কাছের বন্ধুর দিকেই হাত বাড়িয়েছ তুমি। কখনও ভাবনি যে বন্ধুত্ব এমন ইস্পাতের মত দৃঢ় হতে পারে। এসব করতে গিয়েই তুমি আমার ফাঁদে পা দিয়েছ।'

শানার চোখ ঘুরিয়ে নিল।

'আহসা কখনওই তোমার চর ছিল না। ও শুরু থেকেই আমাকে সব জানিয়ে গেছে।'

শানার তার চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে রাখল।

'আমি জানি তুমি কী চাইছিলে,' রামেসিস বলতে থাকল। 'তুমি একটা আস্ত শয়তান, শানার। আর তুমি কখনও বদলাবেও না।'

'আমি... আমি ন্যায়বিচার চাই।'

'হ্যাঁ, তুমি তা পাবে। রাজ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। যেহেতু এখন যুদ্ধকালীন সময়, মেমফিসের প্রধান কারাগারে পাঠানো হবে তোমাকে। সেখান থেকে মরুভূমির কোনও কারাপ্রকোষ্ঠে। বিচার শুরু হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানেই থাকবে। আইন অনুযায়ী, অন্য রাজ্যের সাথে যুদ্ধের আগে ফারাওকে অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

শানার বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'আমাকে হত্যার সাহস তোমার নেই। কারণ, আমি তোমার ভাই...আর হ্যাঁ, হিট্টিদের হাতেই প্রাণ দিতে হবে তোমার! তোমার মৃত্যুর পর ওরা মিশরকে আমার হাতে তুলে দেবে।'

'শয়তানের চোখের ভাষা পড়ার ক্ষমতা একজন রাজার থাকতে হয়,' রামেসিস শান্তকণ্ঠে বললেন। 'ধন্যবাদ তোমায়, শানার। যোদ্ধা হিসেবে আমাকে আরও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করেছ তুমি।'

পঞ্চাশ

আহসার সাথে পরিচয় থেকে শুরু করে তাদের সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযানের কথা রামেসিসকে খুলে বলেছে আরিনা। কীভাবে মিশরে এসে পৌঁছেছে, তার বর্ণনা দিয়েছে। সীমান্তে এসে বার্তা পৌঁছাতেই, ওকে দ্রুত ফারাও–এর সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়।

আহসার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আরিনাকে পাই–রামেসিসে ভালো একটা ঘর আর ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন ফারাও। আরিনা ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, ইচ্ছা করলেও সে সম্রাটকে আহসার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। ওর নিজেরই কোনও ধারনা নেই।

রামেসিস ভেবে দেখলেন, তার সহচর হয় আটকা পড়েছে, নাহয় তাকে হত্যা করা হয়েছে। আহসা অবশ্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারে। শত্রুপক্ষের কাছে বলতে পারে যে, সে শানার ও হিট্টিদের হয়ে কাজ করছে। তবে সে সুযোগটাও সে পেয়েছে নাকি সন্দেহ ।

পরিণতি যাই হোক, আহসা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। ওর পাঠানো বার্তায় মাত্র তিনটি কথা লেখা ছিল, কিন্তু তা রামেসিসকে যুদ্ধে পাঠানোর জন্য যথেষ্টঃ

কাদেশ। যত দ্রুত সম্ভব। বিপদ।

ভুল হাতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় সে বেশি কিছু লেখেনি। প্রেমিকার কাছেও কিছু প্রকাশ করেনি। কিন্তু যা বলার, ওই তিনটি শব্দেই বলে দিয়েছে।

ওষ্ট্র পরিষদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে, কথাটা জানামাত্র মেবা ওর স্নানাগারে ঢুকে বমি করল। মুখের ঝাঁঝালো গন্ধ দূর করতে দামেস্কের গোলাপের সুগন্ধি ব্যবহার করল সে।

শানারকে গ্রেফতারের পর, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর মেবা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এখন পালিয়ে যাওয়া মানেই অপরাধ স্বীকার করা নেওয়া। তাছাড়া ওফিরের সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

প্রাসাদের দিকে যেতে যেতে মেবা ভাবল, এমনও তো হতে পারে যে রামেসিস ওকে সন্দেহ করেননি! রাজা জানতেন, শানারের সাথে ওর সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। হবেই বা কী করে, ওকে সরিয়েই তো রাজ্য সচিব হয়েছে শানার। রাজসভা হয়তো তাই ভাবছে, রামেসিসও। এই সময়টায় ওকে বলির পাঠা সেজে থেকে নিজেকে নিষ্পাপ হিসেবে দেখাতে হবে। পরবর্তীতে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। রামেসিস বিজয়ী হলে তো হলোই, আর হিট্টিদের জয় হলে আস্তে করে রঙ পাল্টে ফেলা যাবে।

রাজসভায় সেনাধ্যক্ষগণ ও তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। রাজদম্পতি পাশাপাশি আসন গ্রহণ করলেন।

'উত্তরপ্রান্ত থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মিশর হিট্টিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আমার অধীনে, সৈন্যরা আগামীকাল সকাল সকাল শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। আমরা সম্রাট মুওয়াত্তালিকে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি অন্ধকারের কালো ছায়া দূর হয়ে রাজ্যে আবার সুদিন ফিরবে। মা'তের আইনে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হবে এই দেশ।'

ফারাও-এর শাসনামলে এরচেয়ে ক্ষণস্থায়ী সভা আর হয়নি। কোনও আলোচনাই ছাড়াই শেষ হলো সবকিছু।

রামেসিস তার সন্তান, খা এবং মেরিটামনের কপালে চুমু খেলেন। কৃষিসচিব নেদজেম এর তত্ত্বাবধায়নে তারা হায়ারোগ্লিফে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। ভাই-বোনের জন্য আজকের দিনটা আর দশটা দিনের মতোই। যতক্ষণ না নেদজেম তাদের গল্প শোনাতে রাজি হলো, তারা তাকে টানাটানি করতেই থাকল।

ঘাসের উপর বসে রামেসিস এবং নেফারতারি তাদের বিশেষ মুহূর্তকে উপভোগ করছেন। রাজার পরণে সাধারন একটি কিল্ট, রাণি পরে আছেন একটি ঘাগরা জাতীয় পোশাক।

'ভাই-এর বিশ্বাসঘাতকতায় খুব দুঃখ পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করলেন নেফারতারি।

'ও আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেই বরং আরও বেশি অবাক হতাম। তবে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতে পারে। ওই শয়তান যাদুকর এখনও ধরা পড়েনি। শানারের

হয়তো রাজ্যের ভেতরে বাইরে আরও সহযোগী আছে। সতর্ক থেকো, নেফারতারি।'

'নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজ্যকে রক্ষা করছ তুমি। আমারও নিজের থেকে মিশরের দিকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে।'

'আমি সেরামানাকে আদেশ করেছি, পাই-রামেসিসে থেকে তোমাদের দিকে নজর রাখবে। যুদ্ধ করতে মুখিয়ে ছিল সে, এমন আদেশ পেয়ে আমার প্রতি খুবই রুষ্ট হয়েছে।'

নেফারতারি রামেসিসের কাঁধে মাথা রাখলেন। তার বাঁধনহারা চুল রাজার হাতের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

'আমি মাত্র যাদুকরের শাপ থেকে মুক্ত হয়েছি, আর এখনই তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে। আমি ভাবি, তোমার বাবা-মা যেভাবে শান্তিতে সময় কাটিয়েছেন, আমরা কখনও কি তার ছোঁয়া পাব?'

'হয়তো পারব, যদি আমরা হিট্টিদের শায়েস্তা করতে পারি। এই সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া মানে মিশরের ধ্বংস ডেকে আনা। আমি যদি ফিরে না আসি, নেফারতারি, তুমি হবে পরবর্তী ফারাও। সব দুর্যোগ সামলে তুমি রাজ্য পরিচালনা করবে। মুওয়াত্তালি তার প্রজাদের দাস বানিয়ে রাখে। আমার বিশ্বাস, আমরা কখনওই এতোটা নিচে নামব না।'

'যাই ঘটুক না কেন, আমরা সব সময় সুখেই ছিলাম। সুখের ছোঁয়ায় উন্মত্ত ছিলাম আমরা, সুগন্ধির মতো ভেসে বেড়িয়েছি, স্নিগ্ধ বাতাসের মতো অবাধ বিচরণ করেছি। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো, সূর্যালোকের স্পর্শে ফোঁটা ফুলের মতোই আমি তোমার, রামেসিস।'

রামেসিসের ঠোঁট আলতো করে নেফারতারির উষ্ণ আর সুবাসিত দেহ ছুঁয়ে গেল। ধীরে ধীরে রাণির মোহনীয় শরীর থেকে কাপড়ের বাকি অংশ খুলে ফেললেন তিনি।

রামেসিস আর নেফারতারি একে অপরের সাথে মিলিত হলেন। প্রাসাদের বাগানে এক ঝাঁক বুনো রাজহাঁস উড়ে গেল।

ভোর হবার একটু আগে রামেসিস আমনের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন।

শান্ত চিত্তে সূর্যোদয় এর দৃশ্য অবলোকন করলেন তিনি। এই সূর্যদেবই তার রক্ষক। প্রতি রাতেই সূর্য কালো আঁধারের সাথে যুদ্ধে বেরিয়ে যায়–সেই একই যুদ্ধে তিনিও নেমেছেন আজ।

যুগ যুগ ধরে ফারাওগণ একই প্রার্থনা করে আসছেন। রামেসিস শান্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন–

'জয় হোক পবিত্র আলোকের, বিশুদ্ধ আদি জলকতা থেকে যার জন্ম, নিজের

সৌন্দর্যে যা জোড়া ভূমিকে মোহনীয় করে রাখে। শূন্য থেকে আবির্ভূত জীবন্ত আত্মা, ক্ষিপ্র বাজপাখির ন্যায় যে আকাশে উড়ে বেড়ায়, যার উপস্থিতিতে সব অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে। রঙিন পালকে ছাওয়া যার ডান পাখায় রাত আর বাম পাখায় দিনের অস্তিত্ব বিরাজমান; মঙ্গল আলোকের ছত্রছায়ায় পুরো বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে রাখেন যিনি।'

কাদেশে রামেসিসের মৃত্যু হলে, আর কখনওই এ আচার পালন করা হবে না।

শহরেরর চারটি ঘাঁটিতে সৈন্যরা শেষবারের মতো তালিকা মিলিয়ে নিচ্ছে। সম্রাট নিজে সব কিছুর তদারকি করায় তাদের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। ভাল মানের অস্ত্র সরবরাহ করায় তার বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। সৈন্যরা শহরের সদর দরজায় উপস্থিত হতেই রামেসিস তার রথ নিয়ে আমনের মন্দির থেকে সেটের মন্দিরে গেলেন। শহরের প্রাচীনতম অংশে অবস্থিত এই মন্দির।

আজ রামেসিস বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। যাদুশক্তির মাধ্যমে তিনি সেট আর ঝড়ের দেবতার শক্তির মাঝে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করবেন। সেই ঝড়ের দেবতা, সিরিয়ান আর হিট্টিরা যার উপাসনা করে। অর্জিত শক্তিকে তিনি নিজের মাঝে ধারণ করবেন, অথবা ব্যবহার করবেন শত্রুর বিরুদ্ধে।

দেবতা সেটের মূর্তির ক্রোধান্বিত চোখে চোখে মেলালেন রামেসিস। বেদী কেঁপে উঠল। পাথরের দেবতা যেন সামনে এগিয়ে এলেন,

'হে মহানুভব, সেট, সব শক্তির ধারণকর্তা, আপনার কা'এর সাথে আমাকে সমন্বিত হতে সাহায্য করুন। আপনার শক্তিতে বলীয়ান হবার সুযোগ দিন।'

দেবতার কঠোর দৃষ্টি শিথিল হলো। ফারাও-এর আবেদন মঞ্জুর করেছেন সেট।

মিদিয়ানের বৃদ্ধ পুরোহিত আর তার কন্যারা বেশ চিন্তিত। মোজেস, গোত্রের প্রধান ভেড়ার পাল চড়াতে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার আরও দুই দিন আগে ফেরত আসার কথা।

বৃদ্ধ পুরোহিত জানেন, তার মেয়ে জামাই গভীর জঙ্গলে ধ্যান করে, অলৌকিক সাড়াও পায় সে। সে সবসময় মিশরের কথা চিন্তা করে, তার জন্মভূমি, যেখানে সে উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে।

'তোমার কি ধারণা? সে কি কখনও ওখানে ফিরে যাবে?' বৃদ্ধের কন্যা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় না।'

'ও মিদিয়ানে লুকিয়ে আছে কেন?'

'আমি জানি না, জানতেও চাই না। মোজেস নিষ্ঠাবান, কর্মঠ। আর স্বামী

হিসেবেও ভাল। এর চেয়ে বেশি আর কী–ই বা চাইতে পারি।'

'তাকে দেখে মনে হয় কিছু একটা লুকাচ্ছে।'

'বাছা! ও যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দাও। এতেই তুমি সুখী হবে।'

'ও ফিরবে তো?'

'বিশ্বাস রাখ, মা।'

মোজেস ফিরে এল, কিন্তু তার চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। ভ্রূতে ভাঁজ পড়েছে, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে তার চুল। স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মোজেস?'

'আমি একটা ঝোপে আগুন জ্বলতে দেখি। আগুনে জলতে থাকলেও তা পুড়ছিল না। ঝোপের মাঝখান থেকে, ঈশ্বর আমাকে ডাকছিলেন। আমাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। স্রষ্টা এক, অবশ্যই তাঁকে মেনে চলতে হবে আমাদের।'

'মেনে চলতে হবে? তার মানে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? আমাকে, তোমার সন্তানকে?'

'আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে, কেউই স্রষ্টাকে অমান্য করতে পারে না। তার আদেশ তোমার আর আমার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কী? শুধুই তার ইচ্ছার অংশ।'

'তুমি কোন দায়িত্বের কথা বলছ, মোজেস?'

'সময় আসলেই দেখতে পাবে।'

নিজের তাঁবুতে গিয়ে বসল হিব্রু। আব্রাহাম, আইজাক আর জ্যাকবের ঈশ্বরের কথা স্মরণ করতে লাগল।

সহসাই হট্টগোলের আভাসে তার ধ্যানভগ্ন হলো। অশ্বারোহী এক পুরুষ বিরাট সেনাবহর নিয়ে এই এলাকা পেরিয়ে গেলেন। ফারাও নিজেই সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হিট্টিদের মোকাবেলা করতে উত্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন তারা। বাল্যবন্ধু রামেসিসের কথা মনে পড়ল মোজেসের। নিজের ভেতর অদ্ভুত এক শক্তি অনুভূত হলো। রামেসিসের বিজয় প্রার্থনা করলো সে।

একান্ন

হিট্টি সেনাবাহিনী রাজধানীর কেল্লার সামনে সমবেত হয়েছে। উচু প্রহরাকক্ষ থেকে সারীবদ্ধ রথ, তীরন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীকে দেখতে পেল পুডুহেপা। সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবেই চলছে, তাদের অজেয় ক্ষমতা অচিরেই রামেসিসের মিশরকে হিট্টিদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করবে।

ফারাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কূটনৈতিক বার্তা সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে সাড়া দিয়েছেন মুওয়াত্তালি।

পুডুহেপা স্বামীকে কাছে রাখতে চাইলেও, সম্রাট তার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে হাট্টুসিলিকে ময়দানে থাকতে আদেশ দিয়েছেন।

সেনাধ্যক্ষ উরি-টেশুপ মশাল হাতে সৈন্যদের সামনে এগিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অব্যবহৃত একটা রথের পাশে থাকা শুকনো পাতায় আগুন জ্বেলে দিল সে। বৃহদাকার হাতুড়ি দিয়ে রথটি ভেঙে তার টুকরা গুলো আগুনে ঠেলে দিল তারপর।

'শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের কপালেও একই পরিণতি ঘটবে। তাদের উপর ঝড়ের দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে।'

রীতিভুক্ত প্রথা পালন শেষে উরি-টেশুপ তার সৈন্যদের প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলল। এরপর সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে মুওয়াত্তালির দিকে তুলে ধরল খোলা তলোয়ার।

সম্রাটের রথ কাদেশের দিকে এগিয়ে চলল। মিশরীয় বাহিনীর সমাধি রচনা হবে সেখানেই।

রাজরথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে রামেসিসের প্রিয় দুই তেজোদ্দীপ্ত ঘোড়া। সেনাবাহিনীর চারটি বিভাগ অনুসরণ করছে তাকে। প্রতি বিভাগে সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ হাজার। এই চার বিভাগকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন চার মহাপরাক্রমশালী দেবতা- আমন, রা, টাহ এবং সেট। প্রতি বিভাগের পাঁচ সেনাপতির আদেশ পদমর্যাদার ক্রমানুসারে পুরো বাহিনীতে পৌছে যাচ্ছিল। অস্ত্রসজ্জার কমতি নেই সৈন্যদলের মাঝে। বর্ম, শিরস্ত্রাণ, উরস্ত্রাণ, দুই মুখো ছোট ছোট কুঠার তো আছেই। আর সরবরাহ বিভাগ প্রয়োজনে

আরও অস্ত্র বিতরনে প্রস্তুত।

রামেসিসের রথচালক মেন্না, বেশ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক। সিরিয়ার পথ ঘাট নিজের হাতের তালুর মতই চেনা জানা ওর। সুবিশাল নুবিয়ান সিংহ যোদ্ধা তাকে মোটেই শিহরিত করতে পারছিল না। বাতাসে কেশর দুলিয়ে রথের সাথেই পাল্লা দিয়ে ছুটছে সিংহটা।

রাজার আপত্তি স্বত্বেও সেটাউ আর লোটাস চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে। তারা কাদেশ পর্যন্ত এতোদূর উত্তরে আগে আসেনি। স্থানীয় কয়েকটা বিরল প্রজাতির সাপও সংগ্রহে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ আছে তাদের।

রামেসিসের শাসনকালের পঞ্চম বছরের এপ্রিল মাসে সেনাবাহিনী রাজধানী থেকে রওনা হয়। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় তাদের অগ্রযাত্রা একবারও বিঘ্নিত হয়নি। সাইলের সীমান্ত পার হয়ে রামেসিস উপকূলবর্তী পথ ধরে এগিয়ে যান। তারপর কানান এবং আমুরু রাজ্য পার হয়ে আসেন।

বিবলসের কাছাকাছি সিডার বৃক্ষে আচ্ছন্ন একটা এলাকায় রাজা তার মজুদ সৈন্যদলের অবস্থা পর্যালোচনা করলেন। আশ্রিত রাজ্যের প্রতিরক্ষার দায়িত্বেনিয়োজিত ছিল তারা। তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো উত্তরে কাদেশের দিকে রওনা হবার জন্য। উত্তর পূর্ব দিক থেকে দুর্গটির দিকে তাদেরকে এগিয়ে যেতে বলা হলো। সেনাধ্যক্ষগনণ এই পরিকল্পনার বিরোধীতা সত্বেও রামেসিস নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

রাজা বেকা উপত্যকার মধ্যবর্তী একটা পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন, দুইপাশে সুউচ্চ পর্বতশ্রেনী। এই অনিকেত প্রান্তরে মিশরীয় সৈন্যরা দিশেহারা বোধ করছে। তাদের কেউ কেউ জানত কর্দমাক্ত স্রোতধারার আড়ালে অপেক্ষা করছে কুমির। দুর্ভেদ্য পাহাড়ি জঙ্গলে আবাস হিংস্র ভালুক, হায়েনা, বনবিড়াল আর নেখড়ের।

সাইপ্রেস, পাইন আর সিডার বৃক্ষের ঘন ছায়া মাটিতে দুর্গ রচনা করেছে সূর্যালোকের বিরুদ্ধে। মিশরীয় সৈন্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শেষমেষ একজন সেনাধ্যক্ষ বোঝাতে বাধ্য হলেন যে, তাদের মাথার ওপর থেকে আকাশ হারিয়ে যায়নি।

চার পরাক্রমশালী দেবতার কৃপায় সুরক্ষিত চারটি বিভাগ। সবার আগে এগিয়ে যাচ্ছে আমনের বিভাগ, তাকে অনুসরন করছে যথাক্রমে রা এবং টাহর নামে নামাঙ্কিত বিভাগ। সেট এগিয়ে যাচ্ছে বাহিনীর সর্বশেষ অংশ গঠন করে। নিজেদের ঘর ছেড়ে আসবার একমাস পর মিশরীয় সেনাবাহিনী কাদেশের প্রকাণ্ড দুর্গের দেখা পায়। বেকা উপত্যকার নির্গমন পথে ওরোন্টস নদীর তীরে তৈরী হয়েছিল এই দুর্গ। দুর্গটা হিট্টি সাম্রাজের সীমান্ত চিহ্নিত করে রেখেছে। আমুরু আর কানান প্রদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে এখান থেকেই সৈন্য পাঠানো হতো।

মে মাসের শেষ দিকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। এই বিপর্যয়ে অভিযোগ জানাতে শুরু করলো সৈন্যরা।

কাদেশের কয়েক মাইল আগে রামেসিস লাবুই বনের প্রান্তরে পরিদর্শন শুরু

করলেন। আক্রমণ পরিচালনার জন্য জায়গাটা আদর্শ বলেই মনে হলো। আহসার গোপন বার্তা–কাদেশ, জলদি, বিপদ–এখনও মনে ভাসছিল তার। তাই সাবধানতা অবলম্বনে কার্পন্য করলেন না তিনি।

সাময়িক যাত্রা বিরতির আদেশ দেয়া হলো। তীরন্দাজ বাহিনী এবং কয়েকটি রথ প্রহরায় সজাগ রইলো। নিজের যুদ্ধ পরিষদের সাথে তিনি আলোচনায় বসলেন। সেটাউ সাথেই ছিল, সাপুড়ে আর তার বউ ভালোই জনপ্রিয় সৈন্যদলের মাঝে। তাদের ছোট খাট আঘাত ওরাই সাড়িয়ে তোলে।

রামেসিস তার রথচালককে আহবান করলেন। 'মেন্না, মানচিত্র মেলে ধরো।'

এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমরা এখানে আছি,' বনের এক প্রান্তে আঙুল ছুঁয়ে দেখালেন। 'ওরোন্টস নদীর পূর্ব অববাহিকায়। বনের অন্য পাশে নদীর অগভীর অংশ দিয়ে আমরা পার হতে পারবো। সেখানে দুর্গের প্রহরায় থাকা তীরন্দাজদের সীমার বাইরে থাকবো আমরা। দ্বিতীয় অগভীর অংশটা দুর্গের খুব কাছাকাছি। দুর্গ থেকে যতটা দূরে সম্ভব অবস্থান করে উত্তর পূর্ব দিকে একত্রিত হব,দুর্গের পিছন দিক দিয়ে আমরা আক্রমণ করবো। তোমরা সবাই একমত?'

সেনাধ্যক্ষরা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

রাজার চোখ জ্বলে উঠল। 'সবাই কি জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো?'

'জঙ্গলের ভিতরের পথ আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে।' আমনের বিভাগের সেনাধ্যক্ষ বলে উঠলেন।

'আমি অবাক হচ্ছিলাম যে কখন তোমাদের খেয়াল হবে। তোমাদের কি ধারণা, হিট্টিরা অলস হয়ে বসে থাকবে? আমরা নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে যাব, দুর্গের পিছনে গিয়ে অবস্থান নেব–আর ওরা বসে বসে আঙ্গুল চুষবে? এই হলো তোমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার নমুনা! তোমাদের...আমার নিজের সেনাধ্যক্ষদের! দূর্ভাগ্যজনক ভাবে তোমরা একটা ছোট্ট জিনিসকে হিসাবে আনতে ভুলে গিয়েছো–হিট্টি সেনাবাহিনী!'

'কিন্তু শত্রুরা তাদের দুর্গের ভেতরেই নিরাপদে থাকবে।' টাহ বিভাগের সেনাধ্যক্ষ আপত্তি জানালো।

'মুওয়াত্তালি একজন সাধারন সেনাপতি হলে, তিনিও এমনটাই ভাবতেন। কিন্তু তিনি হিট্টি সাম্রাজ্যের সম্রাট। বনের ভেতর থেকে, নদীর অগভীর অংশে এবং তাদের দুর্গের সম্মুখভাগে একই সাথে আক্রমণ হবে। আমাদের মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে এবং প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করা হবে। হিট্টিরা শুধুমাত্র আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকার ভুল কখনও করবে না। শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে কেন তারা দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখবে? তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, এটা তাদের চরিত্রের সাথে একেবারেই খাপ খায় না।'

'আক্রমনের ভূখণ্ড নির্ধারন করাই ফলাফল নিশ্চিত করে দেবে।' সেট সেনাধ্যক্ষ বললেন।

'বনের ভেতরে যুদ্ধ চালানো আমাদের জন্য আত্মহত্যার সামিল। খোলা সমতলভূমি আমাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক। লাবুই বনের সামনে দিয়েই ওরন্টোস নদী পার

হয়ে যাওয়া যাক।'

'অসম্ভব! এখানে কোনও অগভীর অংশই নেই।'

'তাহলে বনটায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া যাক!'

'একটা ব্যাপার হলো, বাতাস আমাদের বিরুদ্ধেই এগিয়ে আসতে পারে। আর তাছাড়া পতিত গাছপালা ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াও কষ্টসাধ্য হবে।'

'উপকূলবর্তী পথ ধরে এগিয়ে আসা উচিত ছিল আমাদের,' রা বিভাগের সেনাধ্যক্ষ অভিযোগ করলেন। নিজের পূর্বপরিকল্পনার ভুল স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। 'কাদেশের উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করাই সঠিক সিদ্ধান্ত হতো।'

'হায়! অদৃষ্ট!' টাহ বিভাগের সেনাধ্যক্ষ মন্তব্য করে বসলেন। 'মহামান্যের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমুরু থেকে আগত মজুদ সৈন্যদল আমাদের সাথে একত্রিত হতে পারবে না। উপকূল থেকে আসা যে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করতে হিট্টিরা প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমরা যে পরিকল্পনা করেছি সেটাই সবচে উত্তম পন্থা।'

'অবশ্যই। এটাই সবচে উত্তম পন্থা!' সেট বিভাগের সেনাধ্যক্ষ ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন। 'কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা আছে। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারছি না। আমি বলবো এক হাজার সৈন্য বনের ভিতরে এগিয়ে যাক। দেখা যাক হিট্টিরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে।'

'এক হাজার সৈন্য বলি দিয়ে আমরা কি জ্ঞান লাভ করব?'

সেট-এর সেনাধ্যক্ষ মিইয়ে গেলেন।

'শত্রুর মোকাবেলা করার আগেই কি আমরা পিছিয়ে আসব? হিট্টিরা আমাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে। আর মাননীয় ফারাও এর সম্মান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

'কেমন মহিমান্বিত দেখাবে আমাকে? যদি আমি আমার সেনাবাহিনীকে নিশ্চিত ধবংসের দিকে এগিয়ে নেই? আমি মিশরকে রক্ষা করতে চাই, আমার সম্মানকে না।'

'আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন, মাননীয় ফারাও?'

সেটাউ তার দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করলো। 'একজন সাপুড়ে হিসেবে আমি একা একা কাজ করতে পছন্দ করি। অথবা কেবল আমার স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে থাকি। আমি যদি একশো সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাই তাহলে আমি একটা কোবরাও খুঁজে পাবো না।'

'এর মানে কি দাঁড়ায়?' সেট বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ব্যাখ্যা দাবি করলেন।

'অল্প কিছু সৈন্যকে বনের ভিতর এগিয়ে যেতে বলা হোক,' সেটাউ মতামত দিল। 'যদি তারা এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আমরা ধারণা করতে পারব পরবর্তীতে করনীয় কি।'

সেটাউ স্বেচ্ছায় একটা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল নিয়ে বনের ভিতর এগিয়ে গেল। বারো জন তরুন। সাথে থাকলো গুলতি, ধনুক আর ছুড়ি। তাদের প্রত্যেকেই নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারঙ্গম।

দিনের আলোতেও বনপথ আধারে ঢাকা। লাবুই বনে প্রবেশ করা মাত্রই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। গাছের আড়ালে কোনও তীরন্দাজ লুকিয়ে আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে লাগল।

নিজের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। সেটাউ কোনও শত্রুভাবাপন্ন উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারল না। বন থেকে সেই সবার আগে বেরিয়ে এল। অপেক্ষা করতে লাগল ঘন ঝোপের আড়ালে। অবিলম্বেই বাকিরাও যোগ দিল তার সাথে। উল্লেখযোগ্য কিছুই না ঘটায় অবাক হয়ে গেল সবাই।

নদীর প্রথম অগভীর অংশ চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। কোনও হিট্টি সৈন্যের উপস্থিতি নেই সেখানে।

সামান্য দূরত্বেই দাঁড়িয়ে আছে কাদেশের দুর্গ, সম্মুখের সমতল সম্পূর্ণ জনমানবহীন। চোখে বিস্ময় নিয়ে মিশরীয় সৈন্যরা একে অপরের দিকে তাকাল। আরও ঘন্টা খানেক পর্যবেক্ষন করলো তারা। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। অবশেষে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো দুর্গের আশে পাশে হিট্টি সেনাবাহিনী অনুপস্থিত।

'ওইদিকে,' সেটাউ বলল। নদীর তীরবর্তী ওক গাছের দিকে নির্দেশ করলো সে। 'একটা কিছু নড়াচড়া করছে।'

সেনা সদস্যরা অতিদ্রুত এগিয়ে গেল, ঘিরে ফেললো গাছটাকে। একজন সৈন্য পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আক্রমণ হলে দৌড়ে ফিরে যাবে, পরিস্থিতি বর্ণনা করবে রামেসিসের কাছে। কিন্তু ঘটনাবিহীন ভাবেই শেষ হলো তাদের অভিযান। শুধুমাত্র দুইজন বেদুইন সর্দার বন্দী হলো ওদের হাতে।

বাহান্ন

বন্দী দুজন বেশ ভীত সন্ত্রস্ত।

তাদের ভেতর একজন বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবান, অপরজনের সাস্থ্য গড়পড়তা, মুখে দাড়ি থাকলেও মাথায় চুল নেই। তাদের কেউই ফারাও-এর দিকে মাথা উঁচু করে তাকানোর সাহস করল না।

'তোমাদের নাম?'

'আমি আমোস,' টেকো মাথার লোকটি বলল, 'আমার বন্ধুর নাম কেনি।'

'তোমাদের পেশা?'

'বেদুইন গোত্রের প্রধান আমরা।'

'তুমি এখানে কি করতে এসেছ?'

'আমাদের উচ্চপদস্থ একজন হিট্টির সাথে দেখা করার কথা।'

'তার কারণ?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল তারা। কেনির মাথা আরও নুইয়ে গেল।

'জবাব দাও! 'ধমকে উঠলেন রামেসিস।

'হিট্টিরা চায় আমরা যেন তাদের সাথে মিলে মিশরীয়দের কাফেলায় হামলা করি।'

'তোমরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছ, তাই না?'

'না, আমরা কেবল আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।'

'তোমাদের সমঝোতার শেষ পর্যন্ত কী হলো?'

'কোনও সমঝোতাই হয়নি মহামান্য। দুর্গের ভেতর কোনও উচ্চপদস্থ হিট্টি নেই, শুধু একদল সিরিয়ান অবস্থান করছে।'

'হিট্টি সেনাবাহিনী কোথায়?'

'দু সপ্তাহ আগেই তারা কাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, শত শত নতুন রথ নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে আলেপ্পোর দিকে। জায়গাটা এখান থেকে উত্তরে, কয়েকদিনের পথ। কেনি আর আমি ওখানে যেতে রাজি ছিলাম না।'

'আমরা যে কাদেশে আসব, হিট্টিরা কি তা আশা করেনি?'

'জ্বি মহামান্য, কিন্তু আমাদের মতো যাযাবররা আপনাদের সৈন্য সংখ্যা বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। তারা এতো বড় সেনাবাহিনী মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আপনাদের আরও অরক্ষিত অবস্থায় পেতে চায় ওরা।'

'তুমি আর তোমার বেদুইন দল ওদেরকে আমাদের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছ?'

'আমাদের ক্ষমা করুন মহামান্য। হিট্টিদের পরাক্রমশালীতার কথা আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। তারা আমাদের অন্য কোনও সুযোগও দেয় নি। সাহায্য না করতে

চাইলে ওরা আমাদের হত্যা করত।'

'দুর্গের ভেতর এখন কতজন লোক আছে?'

'হাজার খানেকের বেশি সিরিয়ান থাকার কথা, **যারা মনে করে কাদেশ অভেদ্য।'**

'হিট্টি বাহিনী পিছু হটেছে,' রা বাহিনীর প্রধান বলল। 'আমরা কি একে বিজয় হিসেবে গণ্য করতে পারি, মহামান্য?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা যাবে না। কথা হচ্ছে, আমরা কি দুর্গ ঘেরাও করব কিনা?'

সৈন্যদের মাঝে মতবিভেদের সৃষ্টি হলো। তবে বেশিরভাগই আলেপ্পোতে অভিযান চালানোর পক্ষে মত দিল।

'হিট্টি বাহিনীর এখানে যুদ্ধ শুরু করতে না চাওয়ার একটাই কারণ হতে পারে,' সেটাউ বলতে লাগল, 'নিজেদের ভূমিতে আমাদের মোকাবেলা করতে চায় ওরা। সেক্ষেত্রে শত্রুর খুশিমতো সব সৈন্য ওখানে না পাঠিয়ে দুর্গকে ভিত্তি করে আক্রমণ চালানোটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।'

'তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।' আমন বাহিনীর সেনাপতি বাধ সাধলেন।

'আমরা তা মনে হয় না। হিট্টি সেনাবাহিনী কাদেশকে রক্ষা না করে পালিয়েছে। আমরা এই সুযোগটি নিতে পারি। সিরিয়ানদের অস্ত্রের জীবনের বিনিময়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হবে।'

সব শুনে রামেসিস ঘোষণা করলেন, 'আমরা কাদেশ এর দুর্গটা দখল করে নেব। এতে করে এই অঞ্চল ফারাও এর অধীনে এসে পড়বে।'

সম্রাটের অধীনে আমন বাহিনী লাবুই-এর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। দুর্গের উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থান নিল তারা। দুর্গের উঁচু মিনারে সিরিয়ান সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছে। রা বাহিনী দুর্গের সামনে অবস্থান নিল। টাহ বাহিনী ঘাঁটি গাড়ল বন আর নদীর মাঝামাঝি জায়গায়। আর সেট বাহিনী জঙ্গলের প্রান্তেই রইল।

পরের দিন, বিশ্রাম শেষে মিশরীয় বাহিনী কাদেশকে ঘিরে ফেলতে লাগল। দুর্গে আক্রমণ শুরু করল তারা।

প্রকৌশলীরা খুব দ্রুত ফারাও এর জন্য একটা ছাউনি তৈরি করে ফেলল।

আয়তাকার নকশায় মহামান্যের জন্য প্রশস্ত তাবু বানান হয়েছে। মোট তিনটি ঘর রাখা হয়েছে তাতে। উচ্চপদস্থ সেনাদের জন্য কয়েকটি তাবু তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ সৈনিকরা খোলা আকশের নিচেই ঘুমাবে, তবে বৃষ্টি হলে কাপড় দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা আছে। শিবিরের প্রবেশমুখ একটি কাঠের দরজা দ্বারা আটকানো। দুই সিংহের মূর্তির মাঝে একটা পায়ে চলা পথ রয়েছে। উপাসনালয়ে এসে শেষ হয়েছে সে পথ। সেখানে সম্রাট আমনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করবেন।

বাহিনী প্রধানেরা অস্ত্র নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিতেই সৈন্যরা আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘোড়া, গাধা আর ষাঁড়গুলোকে খেতে দেওয়া দরকার।

রথের চাকাগুলো মেরামত করা হলো। ধার করিয়ে নেয়া হলো ছোরা আর বর্ষা। ব্যস্ত সময় পার করে খাবারের জন্য সাময়িক বিরতি নিল তারা। সুঘ্রাণে সবাই কাদেশ, হিট্টি আর যুদ্ধের কথা ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্য। অনেকে জুয়া খেলতে লাগল, এমনকি কিছু উগ্র সৈন্য এই ফাঁকে কুস্তির আয়োজন করে ফেলল।

রামেসিস নিজ হাতেই তার ঘোড়ার পরিচর্যা করলেন, সিংহকে খেতে দিলেন। তারা ভরা আকাশের নিচে শিবিরের সব কিছুই ভালভাবে চলছে, রামেসিস বিশাল দুর্গের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। দুর্গ দখল করতে পারলে, হিট্টিদের জন্য তা বিশাল ক্ষতির কারণ হবে। রামেসিস এখানে একটি শক্তিশালী সেনাদল তৈরি করতে চান, যার সাহায্যে আগামীতে মিশরকে যেকোনও আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে।

বালিশে মাথা রাখতেই রামেসিস এর চোখ বুজে এল, নেফারতারির সুন্দর মুখ দেখতে পেলেন তিনি।

'উঠে দাঁড়াও শানার।'

'মুখ সামলে কথা বলো, নির্বোধ! জানো তুমি কার সাথে কথা বলছ?' রক্ষীকে ধমক দিয়ে উঠলেন শানার।

'জানি, একজন দেশদ্রোহীর সাথে, যার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।'

'আমি রাজার বড় ভাই।'

'তুমি এখন আর কিছুই নও। কিছুদিন পর তোমার নাম চিরতরে মুছে যাবে। উঠে দাঁড়াও, নাহলে চাবুক মেরে শায়েস্তা করব।'

'একজন বন্দীর সাথে দুর্ব্যবহারের কোনও অধিকার তোমার নেই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শানার।

মেমফিসের প্রধান বন্দীশিবিরে তার বিশেষ কোনও দুর্ভোগ পোহাতে হলো না। বাকি বন্দীদের কাজ করতে বাধ্য করা হলেও রাজকুমারকে ঘরে বসিয়ে রেখে দুবেলা খাবার দেওয়া হলো।

কারা পরিচালক তাকে একটি বড় ঘরে ঢুকিয়ে দিল। শানার ভেবেছিল তাকে

মরুভূমির উপনিবেশে পাঠানোর জন্য রথে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার বদলে বিশালাকার সৈন্যরা তাকে একটি কার্যালয়ে নিয়ে এল। রামেসিস আর আহসার পর সে যাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, সেই আহমেনি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'তুমি পরাজিত পক্ষকে বেছে নিয়েছ, আহমেনি। তোমার এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী।'

'শানার, তুমি কখনওই জানতে না কখন হাল ছেড়ে দিতে হয়।'

'হিট্টিরা রামেসিসকে গুড়িয়ে দিয়ে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে তুমি প্রাণ খুলে হেসে নিতে পার।'

'এভাবে বন্দী থেকে তুমি আবোল-তাবোল বকছ। তবে আশা করছি,তোমার স্মৃতিশক্তি এখনও নষ্ট হয়নি।'

'তুমি আমার কাছে কী চাও, আহমেনি?' চেচিয়ে উঠল শানার।

'তোমার সহযোগীদের নাম।'

'সহযোগী? পুরো দেশ, পুরো সভা। যখন আমি ওই সিংহাসনে বসব সবাই আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকবে।'

'আমি নামগুলো চাই, শানার।'

'তুমি খুব বেশি উৎসাহী, আহমেনি। আর তোমার কি মনে হয় না যে, কাজগুলো একা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে?'

'তোমাকে কেউ ব্যবহার করেছে, শানার। আর এই অবস্থায় এসে তারা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।'

'ভুল বুঝেছ। রামেসিস এর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'সহযোগিতা করলে তোমার বন্দী জীবন এর দুর্ভোগ কিছুটা কমবে।'

'আমি চিরকাল বন্দী থাকব না। তোমার জায়গায় থাকলে আমি এতোক্ষণে পালিয়ে যেতাম। আমি সব চিন্তা করে রেখেছি, আমার শিকারের প্রথম দিকেই থাকবে তুমি।'

'শেষবারের মত বলছি শানার, আমাকে তোমার সহযোগীদের নামগুলো বলো।'

'দানবেরা তোমার মুখে আঘাত করুক, তোমার নাড়িভুঁড়ি বের করে নিক।'

'বন্দী শিবিরে থাকলে তুমি আর কথা খুঁজে পাবে না।'

'তুমি আমার পার কাছে পড়ে থাকবে, আহমেনি।'

'ওকে নিয়ে যাও।' সচিব তার রক্ষীদের আদেশ করল।

যুবরাজকে দুটি ষাঁড়ে টানা রথে তুলে দেওয়া হল। একজন রক্ষী লাগাম টেনে ধরেছে। চারজন রক্ষীর পাহারায় রথটাকে মরুভূমির উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হবে। শক্ত কাঠের উপর বসে ঝাঁকুনি খাচ্ছে শানার। হাতের মুঠো থেকে বিজয় ছুটে যাওয়ায় তার মনে নতুন করে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে।

বেলা বাড়ছে, আর শানার বিজয়ের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে।

হঠাৎ ওর মুখে এক রাশ বালু এসে লাগল। হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল সে। ঘন কাল মেঘে পুরো আকাশকে ঢেকে রেখেছে। আকস্মাৎ প্রচুর বেগে ঝড় শুরু হলো। ভয় পেয়ে আরোহীকে ফেলে দিল ঘোড়াদুটো। সহযোগীরা তাদের তুলতে এগিয়ে যেতেই শানার রথের চালককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। লাগাম নিজের হাতে নিয়ে এগোতে শুরু করল ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু, শান্ত অংশের দিকে।

তেপ্পান্ন

মেঘাচ্ছন্ন সকালে কুয়াশার চাদর কেটে বেশ দেরীতেই কাদেশের দুর্গের দেখা মিলল। এর গঠনগত জটিলতার কারণে মিশরীয় বাহিনী ধাঁধাঁর ভেতর পড়ে গিয়েছে। নদী আর পাহাড়ি বনের মাঝে পড়ায় দুর্গটা তাদের কাছে অনাতিক্রম্য হিসেবে বিবেচ্য। রামেসিস তার অবস্থান থেকে রা বাহিনীকে দেখতে পাচ্ছেন, দুর্গের সামনের সমতল ভূমিতে অবস্থান করছে ওরা। টাহ বাহিনী নদী আর বনের মাঝে অবস্থান নিয়েছে। শীঘ্রই ওরা নদী অতিক্রম করে সেট বাহিনীর সাথে মিলিত হবে। তারপর চার বাহিনী একজোট হয়ে জয়ের জন্য আক্রমণ করবে।

সৈন্যরা তাদের অস্ত্র ভালভাবে দেখে নিল, ছোরা, বর্শা,তীর ব্যবহারের জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছে তারা। যুদ্ধের আভাস পেয়েই ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুপুরের একটু আগে সূর্যের প্রখরতা বাড়তেই, রামেসিস টাহ বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। সেট বাহিনীকে জানানোর জন্য একজন দূতকে পাঠানো হল।

ঠিক তখনই বাজ পড়ার শব্দ হলো।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনও মেঘ দেখতে পেলেন না রাজা। হট্টগোল শুরু হতেই হতবাক রামেসিস এর আসল কারণ বুঝতে পারলেন। শত শত রথ নিয়ে হিট্টি সেনাদল রা–বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে। আরেকটা বিশাল দল ধেয়ে আসছে টাহ বাহিনীর দিকে। রথগুলোর পেছনে হাজার হাজার সেনা রয়েছে।

এই বিশাল সেনাবাহিনী এতোক্ষণ দুর্গের পূর্ব পাশে লুকিয়ে ছিল। আর মিশরীয়দের ছন্নছাড়া অবস্থায় পাওয়া মাত্র সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসেছে।

হিট্টিদের ঝটিকা আক্রমণে রামেসিস স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুওয়াত্তালিকে তার রথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সব বুঝতে পারলেন তিনি। হাট্টির সম্রাটের চারপাশে সিরিয়া, মিত্তানি, আলেপ্পো, উগারিট, আরজাওয়া আর কারছেমিশ–এর রাজপুত্রদেরও দেখা যাচ্ছে। সাথে রয়েছে অন্যান্য উপজাতির সর্দারগণ। মুওয়াত্তালি এযাবতকালের সবচেয়ে বড় জোট নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রচুর সোনা, তামা খরচ করে উপকূলবর্তী

সব দেশ থেকেই সৈন্য যোগাড় করেছেন তিনি।

চল্লিশ হাজার সেনা, তিন হাজার রথ নিয়ে মিশরীয় বাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

টাহ বাহিনীর শত শত পদাতিক সেনা শত্রুদের তীরের আক্রমণের মাঝে পড়ে গেছে। জীবিতরা আশ্রয়ের আশায় বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এতে করে সেট বাহিনীর অগ্রসর হবার পথও রুদ্ধ হয়ে গেল। বলতে গেলে টাহ বাহিনীর প্রায় সব রথই ধ্বংস হয়ে গেছে। সেট বাহিনী বনের মধে আটকা পড়েছে। আর সমতল ভূমিতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অগ্রবাহিনী ছাড়া রা-বাহিনী শক্তি হারিয়ে ফেলছে; সৈন্যরা ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। জোটবাহিনী ব্যাপক পরিসরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রের আঘাতে মিশরীয় সেনাদের মাংস ছিঁড়ে হাড় ভেঙে নিচ্ছে তারা, ছোরা দিয়ে পেট ফুটো করে দিচ্ছে।

জোট বাহিনী মুওয়াত্তালি এর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সম্রাটের কৌশল দুর্দান্ত ভাবে কাজে এসেছে। রামেসিসের এতো ক্ষমতাশালী সেনাবাহিনীকে কোনও সুযোগ না দিয়েই এভাবে ধুলোয় প্রায় মিলিয়ে দিতে পারবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল!

জীবিতরা ভীত খরগোশ এর মতো পালিয়ে যাচ্ছিল; তারা কত দ্রুত দৌড়াতে পারে, তার উপরেই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আর যারা থেকে গেছে তারা কেবল মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করছে।

আমন বাহিনী এবং ফারাও এর শিবির এখনও অক্ষত আছে, তবে শত্রুপক্ষের সামনে খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না ওরা। মুওয়াত্তালি এর বিজয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। রামেসিসের মৃত্যুর পর, মিশর হাট্টির দাসে পরিণত হবে।

সেটি কখনওই ফাঁদে পা দেননি। কিন্তু কাদেশ রামেসিসেকে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল, এখন জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে।

'বাবা, এসব কী হচ্ছে?' উরি-টেশুপ জিজ্ঞেস করল। 'আমি সেনাবাহিনীর প্রধান। অথচ আক্রমণের সময় সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়নি কেন?'

'আমি তোমাকে দুর্গ রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছি।'

'কিন্তু দুর্গে তো কোনও সমস্যা নেই!'

'তুমি আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে, উরি-টেশুপ। আর তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যাচ্ছ-জোট বাহিনীর নেতৃত্বে তোমাকে রাখা হয়নি।

'কে তাহলে নেতৃত্ব...?'

'কে আবার, আমার ভাই হাট্টুসিলি।'

উরি-টেশুপ চাচার দিকে ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল। তলোয়ারের বাটে হাত চলে গেল ওর।

'তোমার কাজে যাও, সেনাপ্রধান।' সম্রাট বেশ রুক্ষ ভাবে বললেন।

হিট্টিদের ঘোড়সওয়াররা ফারাও শিবিরের বর্ম ঘুরিয়ে দিচ্ছে। মিশরীয় বাহিনীর যেসব সেনা বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে। এক অশ্বারোহী সেনা চিৎকার করে সৈন্যদের পালাতে মানা করছিলেন। হিট্টিদের ছোড়া তীর এসে তার গলায় আঘাত হানল, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তখনই।

দুই হাজারেরও বেশি রথ রাজ তাঁবুকে গুড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।

'মনিব,' রথচালক মেন্না বলল। 'মিশরের রক্ষাকর্তা, যুদ্ধের প্রভু, দেখুন! আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসাগরে নিমজ্জিত হব। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকাও উচিত হবে না। চলুন এখান থেকে।'

রামেসিস তার দিকে তাচ্ছিল্যের সাথে তাকালেন। 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও, কাপুরুষ কোথাকার।'

'মহামান্য, আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি! এখানে অবস্থান করা আপনাকে সাহসী নয়, উন্মাদ প্রমাণ করবে। আপনার জীবন মিশরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'মিশরের কোনও পরাজিত ফারাওকে দরকার নেই। আমি যুদ্ধ করব, মেন্না।'

রামেসিস তার নীল মুকুট আর যুদ্ধের পোশাক পরে নিলেন। বুকের কাছে ছোট ধাতুর তৈরি চাকতি বসানো। কব্জিতে সোনার বালা আর লাপিস লাজুলি জড়িয়ে নিলেন তিনি। শান্তভাবে, আর দশটা স্বাভাবিক দিনের মতোই সম্রাট, তার ঘোড়াগুলোর গায়ে লাল, নীল, সবুজ তুলার কম্বল বিছিয়ে দিলেন।

ফারাও তার সোনায় মোড়ানো যুদ্ধরথে চড়ে বসলেন। রথে দু'ধরনের তূণ সংযুক্ত রয়েছে। একটার সাহায্যে তীর, আরেকটার সাহায্যে বর্শা ছুঁড়ে মারা যায়। অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রামেসিস গোটা শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিলেন। অকুতোভয় ঘোড়াগুলো উচ্চস্বরে জানান দিল, যুদ্ধের জন্য তারাও প্রস্তুত। রামেসিসের সিংহ, যোদ্ধা রথের পাশে এগিয়ে চলেছে। মৃত্যুকে প্রতিহত করতে আজ এরাই রাজার সঙ্গী।

এদিকে আমন বাহিনীর পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈনিকেরা শত্রুর আবির্ভাবে পালিয়েছে।

'কখনও তোমার কোনও ভুল হলে,' সেটি তার ছেলেকে বলেছিলেন, 'তার দোষ অন্য কারও ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজেকে শুধরে নেবে। তোমাকে ষাঁড়ের মতো, সিংহের মতো, বাজপাখির মতো লড়াই করতে হবে। ঝড়ের মতো ক্ষিপ্র হতে হবে। তা না হলে পরাজয় নিশ্চিত।'

কানে তালা লাগানো গর্জনে, ধুলা উড়িয়ে প্রতিপক্ষ সৈন্যরা এগিয়ে আসছে।

মিশরের ফারাও দৃঢ়তার সাথে তার সোনালি রথ নিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছেন ।

রামেসিস শুধু তার প্রতি হওয়া অবিচারে কথাই ভাবছেন।

কেন তার ভাগ্য এভাবে বদলে গেল? কেন মিশর এভাবে বর্বরদের সামনে ভেঙে পড়ল?

দুর্গের সামনে অবস্থানকারী রা–বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অল্প সংখ্যক জীবিত সেনা পালিয়েছে দক্ষিণ দিকে। টাহ এবং সেট বাহিনী ওরোন্টসের পূর্ব তীরে আটকা পড়েছে। তার নিজের আমন বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা থাকলেও, তারা কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণ করার মত কোনও কর্মকর্তা নেই, ঢাল ধরবার মত কোনও সৈন্য নেই এমনকি কোনও তীরন্দাজও প্রস্তুত নেই এদিকে। পদবী যাই হোক, তার সৈন্যরা দেশকে ভুলে শুধু নিজের মাথা বাঁচানোর কথা ভাবছে।

মেন্না, রাজার রথচালক হাঁটু গেঁড়ে বসে মাথায় হাত দিয়ে রেখেছে। সে শত্রুর আক্রমণ দেখতে চায় না। পাঁচ বছর সিংহাসনে থেকে, সেটির আদর্শে অবিচল থেকেছেন রামেসিস। আজ এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতার অবসান ঘটবে। মিশর আর তার জনগন দাসে পরিণত হবে। নেফারতারি এবং টুইয়ার পক্ষে এই বর্বরদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। ব-দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে নীল নদকে কলঙ্কিত করে তুলবে ওরা।

ঘোড়া দুটোর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, প্রভুর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেছে ওরা।

রামেসিস আর সহ্য করতে পারলেন না। সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি, আলোর মাঝে থাকা দেবতার সাথে কথা বললেন। 'আমি আপনার সাহায্য চাই আমন। একজন পিতা কীভাবে তার সন্তানকে শত্রুদের মাঝে পরিত্যাগ করতে পারে? এমন শত্রু যারা মা'তের আইনকে অমান্য করে! কেন আমার এমন পরিণতি হবে? সব কটি দেশ আমার বিপক্ষে লড়ছে। আমার এতো বড় সেনাবাহিনী এখানে অসহায় নিরুপায় এর মতো ধুকছে। আপনার জন্য, আমার পিতার জন্য, আমি মন্দির বানিয়েছি। প্রতিদিন প্রার্থনা করেছি। আপনার নামে বৃহৎ স্থাপত্য নির্মাণ করেছি।

আমি সাহায্য চাই আমন। আমি একা, সম্পূর্ণ একা। আমি আমার হৃদয় দিয়ে আপনার জন্য কাজ করেছি। আমার বিপদের সময়, পিতা, আমাকে শক্তি দিন। আপনার কৃপা আমার জন্য লক্ষ সেনাবাহিনী, হাজারো রথের থেকে বেশি হয়ে কাজ করবে। আমনের সামনে পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী কিছুই না।'

শিবিরের মাঝখানের বেড়া ভেঙে ক্ষিপ্র গতিতে একের পর এক রথ ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মাঝেই তরুণ ফারাও জীবনাবসান ঘটবে।

'পিতা!' চিৎকার করে উঠলেন রামেসিস, 'কেন আপনি আমায় এভাবে পরিত্যাগ করলেন?'

চুয়ান্ন

মুওয়াত্তালি, হাট্টুসিলি আর সাথে থাকা রাজপুত্রগণ ফারাও–এর দৃঢ় মনোভাবের প্রশংসা করলেন।

‘একজন বীরের মতোই মারা যাবেন তিনি,’ সম্রাট বললেন। ‘হাট্টুসিলি, আমি তোমাকে কৃতিত্ব দিচ্ছি।’

‘ওই বেদুইনরা দারুণ ভাবে কাজ করেছে,’ জবাব দিলেন তার ভাই। ‘ওরা রামেসিসকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে আমরা কাদেশ থেকে অনেক অনেক দূরে আছি।’

‘উরি–টেশুপ তোমার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে ভুলকরেছে। সে সমতলে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিল। কথাটা আমার মনে থাকবে।’

‘সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শেষ বিজয় অর্জন, মিশরকে দখল করতে পারলেই হাট্টি চূড়ান্ত ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে।’

‘আগে রামেসিসকে শেষ করে দেই, তারপর সবকিছু এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।’

সূর্য যেন দ্বিগুণ তেজে জলে উঠল। মেঘহীন আকাশ থেকে ভেসে এল বজ্রের গর্জন।

রামেসিসের হয়তো দৃষ্টিভ্রম হলো। বিশ্বব্রহ্মান্ডের অপর পাশ থেকে ভেসে আসা এক বজ্রকণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি–‘আমি তোমার পিতা, আমন। তোমার হাত মানে আমার হাত। আমি তোমারই, বিজয়ীর পিতা।’

ফারাও সহসাই আলোকিত হয়ে উঠলেন। সূর্যের সোনালী রঙের মত জ্বলে উঠল তার শরীর। রামেসিস, রা–এর পুত্র, তার স্বর্গীয় শরীরে শক্তি ফিরে পেলেন। হতবিহ্বল প্রতিপক্ষের দিকে ছুটে গেলেন তিনি।

তিনি এখন আর ব্যর্থ কোনও অধিনায়ক নন, একাকী নন। রামেসিস একের পর এক তীর ছুড়ে, হিট্টিদের রথ চালকদের ঘায়েল করতে শুরু করলেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘোড়াগুলো পিছু হটছে, গুঁতো খাচ্ছে, রথ গুলো উল্টে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নুবিয়ান সিংহ যোদ্ধাও শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধারালো থাবায়, আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল ওদের শরীর। হিট্টিদের রক্তে রঞ্জিত হলো কাদেশের সমতল ভূমি।

যোদ্ধাকে নিয়ে শত্রুপক্ষের সীমানার ভেতর ঢুকে পড়লেন রামেসিস। হিট্টি পদাতিক বাহিনীর এক সেনা তার দিকে বর্শা তুলে ধরল। কিন্তু নিক্ষেপ করার আগেই ফারাও–এর বর্শা ওর বাম চোখ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। একই সাথে ওদের

রথচালককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো যোদ্ধার হাতে।

সংখ্যায় বেশি হলেও যৌথ বাহিনী ধীরে ধীরে পিছু হটতে শুরু করল।

মুওয়াত্তালি বলে উঠলেন, 'এটা কোনও মানুষের কাজ নয়। সেট নিজেই হাজির হয়েছেন এখানে। একমাত্র তিনিই হাজারের বিপক্ষে একা লড়তে পারেন! দেখ, আক্রমণের চেষ্টা করলে তোমাদের হাত নড়ছে না! তোমরা অস্ত্র চালাতে ভুলে যাচ্ছ!'

এমনকি সদা নির্বিকার হাট্টুসিলি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। রামেসিসের চোখ থেকে অগ্নিশিখা বেরোতে দেখেছেন তিনি।

বিশালদেহী এক হিট্টি, ফারাও-এর রথে উঠে ছুরিকাঘাতের বৃথা চেষ্টা করল। রামেসিস অথবা তার সিংহ, কেউই থামল না। তিনি টের পেলেন, আমনের হাত তাকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। বিজয়ী পিতা তার পাশে আছেন,পুরো সেনাবাহিনীর শক্তি দিয়ে যাচ্ছেন তাকে।

'আমরা এভাবে মার খাচ্ছি কেন? 'হাট্টুসিলি রেগে গেলেন।

'আমাদের সেনারা ভয় পেয়েছে। আলেপ্পোর রাজপুত্র বলল।

'ওদেরকে নিয়ন্ত্রনে নিয়ে এসো।' মুওয়াত্তালি আদেশ করলেন।

'রামেসিস একজন দেবতা...'

'যতোই তার অতিমানবের মতো সাহস থাকুক, রামেসিস একজন মানুষ! দ্রুত ব্যবস্থা নাও, রাজপুত্র। তোমার সৈন্যদের সাহস যোগাও। যুদ্ধ খুব দ্রুতই শেষ হবে।'

আলেপ্পোর রাজপুত্র অনিচ্ছাভরে ঘোড়া নিয়ে তার দায়িত্ব পালনে বেরোল। রামেসিসের রণে ভঙ্গ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে।

হাট্টুসিলি পশ্চিম পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে জমে গেলেন।

'মহামান্য, ওদিকে দেখুন... মনে হচ্ছে মিশরের রথ গুলো এদিকেই ছুটে আসছে।'

'কোন দিক থেকে আসছে ওরা?'

'উপকূলবর্তী পথ দিয়ে হবে হয়তো।'

'কিন্তু ওরা ওখানে গেল কীভাবে?'

'উরি-টেশুপ সড়কে বাঁধ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, ওর দাবী কোনও মিশরীয় কখনও সেদিক দিয়ে আসার সাহস করবে না।'

'পালিয়ে যেয়ো না!' আলেপ্পোর রাজপুত্র চেচিয়ে উঠল। 'রামেসিসকে ঠেকাও!'

খুব কম সৈনিকই সে আদেশ মান্য করল।

অল্প কিছু সৈনিক অবশ্য আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে গিয়েছিল। তবে যোদ্ধার হিংস্র থাবায় অঘোরে প্রাণ হারাতে হলো তাদের।

আলেপ্পোর রাজপুত্র হঠাৎ দেখতে পেল, ফারাও-এর সোনালি রথ তার দিকে ছুটে আসছে। তার হৃদস্পন্দন থেমে গেল যেন। পালিয়ে যেতে চাইল সে, হিট্টি সেনাদের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে দৌড়াতে লাগল। ঘোড়াগুলো সব নদীর দিকে ছুটতে শুরু করেছে। রথ ভেঙ্গে চুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে সৈনিকেরা। নিশ্চিত মৃত্যুর

হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে নদীর কাছে আশ্রয় খুঁজছে তারা। রাজপুত্রও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এদিকে মিশরীয় বাহিনী রামেসিসের কাজের ভার কমিয়ে দিতে শুরু করেছে। প্রতিপক্ষ সেনাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে ওরা। এক রথচালক আলেপ্পোর রাজপুত্রকে অজ্ঞান অবস্থায় নদী থেকে তুলে আনল।

এদিকে রামেসিস আদেশ প্রদানকারী শত্রুঘাটির দিকে এগোতে শুরু করেছেন।

হাট্রুসিলি সম্রাটকে পিছু হটার পরামর্শ দিলেন।

'পশ্চিম তীরে এখনও আমাদের সেনা মোতায়েন করা আছে।'

'সেটা যথেষ্ট নয়। রামেসিস নদী অতিক্রম করে তার দুই বাহিনীকেও নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখেন।'

সম্রাট কপাল চাপড়াতে শুরু করলেন।

'আমি বুঝতে পারছি না, হাট্রুসিলি, একজন মানুষ একা কীভাবে পুরো সেনাবাহিনীর বিপক্ষে লড়তে পারে?'

'ফারাও-এর পক্ষে সবই সম্ভব। রামেসিসের পক্ষে সবই সম্ভব...'

'আমি মানতে পারছি না, হাট্রুসিলি!'

'আমরা হেরে গিয়েছি, মহামান্য। সময় থাকতে চলুন, নিরাপদে বেরিয়ে যাই।'

'হিট্রিরা কখনও পিছু হটে না।'

'ধরে নিন, আরেকদিন যুদ্ধ করার জন্য নিয়ম ভঙ্গ করব আমরা।'

'তুমি কী পরামর্শ দিচ্ছ হাট্রুসিলি?'

'কেল্লায় গিয়ে গা ঢাকা দেয়া যায়!'

'সেক্ষেত্রে আমরা আটকা পড়ে যাব।'

'অন্য কোনও পথ নেই, মহামান্য। উত্তরে গেলে রামেসিস আর তার সৈন্যরা তাড়া করবে।'

'প্রার্থনা কর যেন কাদেশ সত্যিই অজেয় হয়।'

'ওটা সাধারন কোনও দুর্গ নয়। এমনকি সেটি নিজেও এই দুর্গ আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকেছেন।'

'কিন্তু তার ছেলে একে ধ্বংস করবে।'

হাট্রুসিলি বিচলিত হয়ে পড়ল। 'আর সময় নেই। দ্রুত আদেশ করুন, মহামান্য।'

ডান হাত উঁচিয়ে ভগ্নচিত্তে সৈন্যদের পিছু হটার আদেশ দিলেন মুওয়াত্তালি। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে উরি-টেশুপ হৃদয়বিদারক সে দৃশ্য দেখল। রক্ত গড়িয়ে পড়ল ওর ঠোঁট থেকে।

আলেপ্পোর রাজপুত্র সম্বিত ফিরে পেয়ে রক্ষাকারীর কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সাঁতরে নদী পার হয়ে কাদেশের দিকে পালিয়ে যাওয়া যৌথবাহিনীর সাথে মিলিত হলো সে। মিশরীয়রা তাদের দিকে তীর মেরে শতশত সেনার প্রাণনাশ ঘটাচ্ছে।

রামেসিস তার সোনালি রথ থেকে নেমে অনেকক্ষণ তার সিংহকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, হাত বুলিয়ে দিলেন ঘোড়ার গায়ে। তার সৈন্যদের দিকে ফিরেও তাকালেন না তিনি। মেন্না-ই প্রথমে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে এল।

হিট্টি ও যৌথ বাহিনী কাদেশের দুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকছে তারা। সময়ের অভাবে মিশরীয় বাহিনী তাদের বাঁধা দিতে গেল না।

'মহামান্য, আমরা জিতে গেছি।' মেবা চিৎকার করল।

দুর্গের দিকে তাকিয়ে থাকা রামেসিসকে গ্রানাইটের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে।

'হিট্টিদের নেতা পিছু হটেছে,' বলতে লাগল রথচালক, 'আপনি একাই হাজার সেনাকে খতম করেছেন, আপনার প্রশংসা করার মতো শব্দ কেউ খুঁজে পাবে না।'

রামেসিস ঘুরে তাকালেন।

মেন্না নীচে পড়ে গেল। ফারাও-এর আলোকশক্তি ওকে আঘাত করে বসতে পারে, এই ভয়ে সে নিজেকে সামলাতে পারল না।

'মেন্না, তুমি না?'

'জী মহামান্য, মেন্না, আপনার রথচালক এবং বিশস্ত ভৃত্য। ক্ষমা করুন আমাকে, ক্ষমা করুন আপনার সেনাবাহিনীকে। এই মহান বিজয় আপনাকে আমাদের ব্যর্থতা ভুলতে সাহায্য করুক।

'ফারাও কখনও ক্ষমা করেন না। ফারাও শাসন করেন আর নিদর্শন তৈরি করে যান।'

পঞ্চান্ন

আমন এবং রা-বাহিনী প্রচুর সেনা হারিয়েছে, দুর্বল হয়ে গিয়েছে টাহ বাহিনী। শুধু সেট বাহিনী অনেকটা অক্ষত আছে। মিশর হাজার হাজার সেনা হারিয়েছে। তবে ধ্রুব সত্য একটাই-রামেসিস জয়ী হয়েছেন।

ওদিকে মুওয়াত্তালি, হাট্টুসিলি, উরি-টেশুপ, যৌথবাহিনীতে যোগ দেয়া গোত্র প্রধান...এমনকি প্রায় ডুবতে বসা আলেপ্পোর রাজপুত্রও জীবিত আছে। দুর্গের ভেতর বেশ নিরাপদে আছে তারা। তবে হিট্টিদের অজেয় থাকার কিংবদন্তিটা হাওয়ায় উবে গেছে। হিট্টির সম্রাটের সাথে যোগ দেওয়া কিছু রাজপুত্র মিশরীয়দের তীরের আঘাতে অথবা পানিতে ডুবে মারা পড়েছে। অতঃপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলো বুঝতে পারল, মুওয়াত্তালির ঢাল তাদেরকে রামেসিসের রোষানল থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ফারাও তার সব জীবিত অধিনায়কদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। টাহ এবং সেট বাহিনীর প্রধানেরাও উপস্থিত আছেন। স্বর্ণাবৃত সিংহাসনে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন রামেসিস।

'এখানে উপস্থিত প্রতিটি লোকের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। যুদ্ধের আগে সবাই নিজেকে জাহির করেছে, কিন্তু আসল সময়ে সবাই কাপুরুষের মতো কাজ করেছ! আমি তোমাদের আহার দিয়েছি, কাপড় দিয়েছি, করমুক্ত রেখেছি, সম্মান দিয়েছি, বাহিনীর প্রধান বানিয়েছি। আর তোমরা সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে।'

সেট বাহিনীর অধিনায়ক এক পা সামনে এগিয়ে এল।

'মহামান্য...'

'তুমি কি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে?'

সেনাধক্ষ্য তার সারীতে ফিরে গেল।

'আমি তোমাদের আর বিশ্বাস করতে পারি না। আগামীকাল, তোমরা আমাকে আবারও ব্যর্থ করবে, বিপদের আভাস পেয়েই চড়ুই-এর মতো উড়ে যাবে সবাই। তোমাদের সবার পদাবনতি করা হলো। সাধারন সৈনিক হিসেবে নিজের দেশকে সেবা সুযোগ পাওয়ায় নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পার।'

কেউ কোনও প্রতিবাদ করল না। সবাই আরও ভয়াবহ শাস্তির অপেক্ষায় ছিল।

রামেসিস সেদিন নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত করলেন।

পরদিন, রামেসিস কাদেশের দুর্গে তার প্রথম আঘাত হানলেন। মিনারে হিট্টিদের পতাকা উড়ছিল।

মিশরীয়রা তীর ছুড়লেও সেগুলো দুর্গের শক্ত পাথুরে দেয়ালে লেগে ভেঙে পড়ছিল। পদাতিক বাহিনী তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে দুর্গের দেয়ালের গায়ে কাঠের মই ব্যবহার করতে গেল। হিট্টিদের দক্ষ নিশানা তাদের অধিকাংশকেই ঘায়েল করল, আর বাকিদের তাদের অবস্থান ত্যাগে বাধ্য করল। পরপর আরও তিনটি প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হল।

পরদিন, এবং তার পরদিন কিছু সাহসী সেনা অর্ধেক পথ পাড়ি দিলেও গোলার আঘাতে প্রাণ হারালো।

কাদেশ অজেয়—প্রচলিত সে উপকথা এখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

রামেসিস তার নতুন ঘোষিত যুদ্ধ পরিষদকে ডেকে পাঠালেন। নব নির্বাচিত অধিনায়কগণ সম্রাটকে খুশি করতে তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সবার বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে জলদি সভা শেষ করে দিলেন ফারাও। শুধু সেটাউকে থাকতে বললেন সেখানে।

'লোটাস আর আমি মিলে অনেকের প্রাণ রক্ষা করতে পারি।' পুরনো বন্ধুকে জানাল সেটাউ। 'অবশ্য তার আগে যদি ক্লান্তিতে আমরা নিজেরাই মারা না যাই। এভাবে চলতে থাকলে, আমাদের হাসপাতালের যোগান অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।'

'অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় নষ্ট করো না, সেটাউ।'

'আচ্ছা, তাহলে চলো, বাড়ি ফিরে যাই, রামেসিস।'

'কাদেশের দুর্গকে ফেলে রেখে?'

'আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়কে অর্জন করেছি।'

'কাদেশ মিশরের অধীনে না আসা পর্যন্ত, হিট্টিদের উৎপাত বন্ধ হবে না।'

'কাদেশ দখল করতে প্রচুর প্রাণ আর সম্পদহানি হবে। আমরা মিশরে ফেরত যাচ্ছি না কেন? আহতদের রক্ষা করতে হবে, নতুন করে সেনাবাহিনী ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের।'

'তার আগে এই দুর্গের পতন হতেই হবে।'

'তোমার এতো চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তা না হয়...'
'কাজের কথায় আসি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে এই স্থানে। তুমি আর লোটাস এখানে ওষুধ তৈরি করতে পার।'
'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আহসাকে দুর্গের ভেতর বন্দী করে রাখা হয়েছে?'
'তাহলে দুর্গ দখলের আরেকটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া গেল, আহসাকে মুক্ত করতে হবে।'
মেন্না এসে মাথা নুইয়ে সম্রাটকে সম্মান জানাল। 'মহামান্য! কেল্লা থেকে ওরা একটি বর্শা ছুড়ে এই বার্তা পাঠিয়েছে!'
'দেখি, আমার কাছে দাও।'
রামেসিস বার্তা পড়তে শুরু করলেন।

মিশরের ফারাও, রামেসিসের প্রতি,
প্রেরক—মুওয়াত্তালি, হাত্তির সম্রাট
আমাদের সংঘাত এগিয়ে নেওয়ার আগে, ভেবে দেখুন, আমাদের কি আলোচনায় বসা উচিত নয়? দুর্গ আর আপনার শিবির এর মাঝে, একটি তাবু টানানো হোক। আমি সেখানে একাই আসব, আগামীকাল, যখন সূর্য সব থেকে তেজদীপ্ত হবে। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসব আমি, একাকী।

তাঁবুর ভেতরে দুটি সিংহাসন, মুখোমুখি বসানো হয়েছে।
তাদের মাঝখানে একটি টেবিল বসানো, তাতে দুটি পেয়ালা আর একটা ঠাণ্ডা পানির কুঁজো রাখা।
দুজন সম্রাট একই আসন গ্রহণ করলেন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারা। গরম সত্ত্বেও লম্বা উলের আলখাল্লা পরে আছেন মুওয়াত্তালি।
'মিশরের ফারাও এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারায় খুবই আনন্দিত আমি। আপনার গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাক।'
'হাত্তির সম্রাট এর নাম যেখানে পৌঁছায় সেখানেই কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।'
'সেক্ষেত্রে আমার ভাই রামেসিস, আমাকে পিছে ফেলে দিয়েছে। আমি অজেয় এক যৌথ বাহিনী তৈরি করেছিলাম। আপনি একাই তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। আপনার সাথে দেবতাগণের আশীর্বাদ আছে নিশ্চয়।'
'আমন, বিজয়ীদের পিতা, আমাকে তার শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন।'
'ফারাও হোক আর না হোক, মর্ত্যের একজন মানুষ এভাবে লড়াই করতে পারে,

আমার তা এখনও বিশ্বাস হয় না।'

'আপনি তো নির্দ্বিধায় চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন।'

'সবই রণকৌশল। অন্য সব অস্ত্রের মতো, এই অস্ত্র দিয়ে আমি হয়তো আপনাকে হারাতে পারতাম, যদি না আপনি অতি-প্রাকৃতিক সহায়তা পেতেন। আপনার পিতা সেটির আত্মা আপনাকে অস্বাভাবিক সাহস দান করেছে।

'আপনি কি আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি মুওয়াত্তালি?'

'আপনি কি সব সময়ই এমন কাঠখোট্টা?'

'হাজার হাজার মানুষ হাট্টির সাম্রাজ্য বিস্তৃতির কূটচালে পড়ে নিহত হয়েছে। অলস আলাপ আলোচনার কোনও সময় আর নেই। আপনি কি আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি?'

'আমিকে সে সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন তো?'

'হ্যাঁ, হাট্টির সম্রাট, বিখ্যাত কাদেশ দুর্গে কোণঠাসা হয়ে আছেন।'

'আমার সাথে আমার ভাই হাট্টুসিলি, আমার পুত্র উরি-টেশুপ আর আমার সহযোগীরা আছে। এভাবে আত্মসমর্পণ করলে আমাদের সাম্রাজ্য পঙ্গু হয়ে যাবে।'

'পরাজিত হলেও একই পরিণতি হবে।'

'আমি স্বীকার করি আপনি কাদেশের যুদ্ধে জিতেছেন। কিন্তু দুর্গটা এখনও অক্ষত আছে।'

'এখন হোক আর পরেই হোক, দুর্গের পতন হবেই।'

'চেষ্টা করে দেখুন, আপনারা কতদূর পারেন। দুর্গের দেয়ালে একটা আঁচড়ও দিতে পারবেন না, সৈনিকেরা বিফলে প্রাণ হারাবে।'

'সে কারণেই আমি ভিন্ন কৌশল হাতে নিয়েছি।'

'এখানে আমরা দুজন-ই আছি, আমাকে আপনার পরিকল্পনা বলতে পারেন এখন।'

'আপনি কী বুঝতে পারেন নি? দুর্গের ভেতর অনেক মানুষ, শীঘ্রই আপনাদের খাবার ফুরিয়ে আসবে। তো আপনি কি চান? আত্মসমর্পণ নাকি অনাহারে নিঃশেষ?

'আপনি হয়তো এই দুর্গ সম্পর্কে জানেন না। গুদামে যে পরিমাণ খাবার আছে তাতে মাসের পর মাস পার করে দেওয়া যাবে। মিশরীয় বাহিনীর থেকেও আমরা বেশি সুবিধা পাব।'

'উদ্ভট।' রামেসিস বললেন।

'চিন্তা করে দেখুন। আপনার মিশরীয় বাহিনী আপনাদের ঘাটি থেকে অনেক দূরে। দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।'

'সবাই জানে আপনি আপনার রাজ্য থেকে দূরে থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। কিছুদিনের ভেতর শরৎকাল শুরু হবে। শরতের শীতল বাতাস অস্বস্তি আর রোগবালাই নিয়ে হাজির হবে। বিরক্ত হয়ে যাবে আপনার সেনারা।'

'নিশ্চিত থাকুন, রামেসিস, আমি আর আমার সহযোগীরা আপনাদের থেকে ভালো থাকব। আর আমাদের পানি নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। দুর্গের চৌবাচ্চা পূর্ণ আছে।'

রামেসিস এক চুমুক পানি পান করলেন, তৃষ্ণার্ত বলে নয়, এক মুহূর্ত চিন্তা করতে। মুওয়াত্তালির যুক্তিগুলো ফাঁকা বুলি নয়।

'আপনি কি একটু পান করবেন?' ফারাও প্রস্তাব করলেন।

'ধন্যবাদ, আমি ঠিক আছি।'

'পানিতে বিষ মেশানো, এই ভেবে ভয় পাচ্ছেন, তাই না? আমি শুনেছি হিট্টিদের সভায় নাকি এটি খুব পরিচিত।'

'সেদিন আর নেই, আমার ভৃত্যরা সব খাবার আগে পরীক্ষা করে নেয়। ও! আপনার আরও জানা উচিত আপনার ছোটবেলার বন্ধু আর ধূর্ত কূটনীতিক আহসা আমাদের রাজধানীতে কুমারের বেশে ধরা পড়েছিল। গুপ্তচর হিসেবে তার অনেক আগেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার কথা। আমার হস্তক্ষেপে তা হয়নি। আমার মনে হয়েছিল আপনি হয়তো আপনার কাছের কাউকে নিয়ে দর কষাকষি করতে পছন্দ করবেন।'

'মুওয়াত্তালি,আপনি ভুল করছেন। আমি একজন ফারাও।'

'আহসা শুধু আপনার বন্ধু নয়, সে আপনার কূটনীতিকদের প্রধান। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে থেকেও আপনি আপনার প্রধান পরামর্শককে বাচাতে চাইবেন নিশ্চয়।'

'আপনি কি প্রস্তাব করতে চাইছেন?'

'সাময়িক যুদ্ধবিরতি চাই আমি।'

'সাময়িক যুদ্ধবিরতি? অসম্ভব!'

'ভেবে দেখুন। আমি কিন্তু আমার পুরো বাহিনী নিয়ে আসিনি। আমার শক্তি বাড়াতে নতুন বাহিনী যাত্রা শুরু করেছে। আপনাকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে হবে। একই সাথে আমাদের এখানে আটকে রাখতে হবে। সেই জনবল কি আপনার আছে?'

'কাদেশের যুদ্ধে হেরে যাবার পরও আমাকে শান্তিপ্রস্তাব দেয়ার অহমিকা দেখাচ্ছেন আপনি।'

'আমি আনুষ্ঠানিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজি আছি। আপনি রাজি থাকলে দুর্গের উপর থেকে অবরোধ তুলে নিন। কাদেশ আমার রাজ্যের সীমানা বলে বিবেচিত হবে। আমার সেনাবাহিনী কখনওই আর মিশরের দিকে পা বাড়াবে না।'

ছাপ্পান্ন

আহসার কারা প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল।

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে এল সে। রক্ষী দুজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ধরা পরার পর থেকে প্রতিদিনই মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছে লোকটা। হিট্টিরা কখনওই গুপ্তচরদের প্রতি দয়া দেখায়নি।

ছুরিকাঘাত, কুড়ালের কোপ, পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করা? কোনও না কোনও নির্মম উপায়ে ওকে হত্যা করা হবেই!

আহসাকে একটি শীতল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো, ঢাল-বল্লম ছাড়া তেমন কিছুই নেই সে ঘরে। হিট্টিদের সাম্রাজ্যে সবকিছুতেই কেমন যেন যুদ্ধের ছাপ থেকে যায়।

'কেমন আছ?' যাজিকা পুড়ুহেপা জিজ্ঞেস করল।

'আমার আরও শরীরচর্চা করতে হবে আর এখানকার খাবার পছন্দ হচ্ছে না। তবে এখনও বেঁচে আছি। খুবই আশ্চর্যজনক কথা!'

'তুমি এমনটা বলতেই পার।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার সৌভাগ্য ফুরিয়ে আসছে। তবুও একজন সুন্দরী নারীকে দেখে ভালো লাগল। তুমি বোধহয় খুব বেশি কাঠখোট্টা নও!'

'হিট্টি নারীদের কাছ থেকে খুব বেশি সহানুভূতি পাবার আশা করো না।'

'আমি কি খেই হারিয়ে ফেললাম?'

যাজিকার দুচোখ রাগে জ্বলে উঠল। 'পরিস্থিতি কতটা অশান্ত তা কি তুমি বুঝতে পারছ?'

'মিশরের দূতরা মৃত্যুর সময় মুখে হাসি ধরে রাখাকেই শ্রেয় মনে করে।'

আহসা ভাবতে লাগল, সে হিট্টিদের হাতে ধরা পড়ায় রামেসিস-এর কী ক্ষতিটাই না হয়েছে! ফারাওকে হিট্টিদের জোটবদ্ধ আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করা যায়নি, মৃত্যুর পরও সেই আফসোস থেকে যাবে ওর মনে। আচ্ছা, ওই খামারবধূ কি সেই তিন শব্দের বার্তা নিয়ে পৌঁছাতে পেরেছিল? সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, কিন্তু যদি সে বার্তাটি পৌঁছে থাকে, রাজা ঠিকই তার অর্থ বুঝতে পারবেন।

তা না হলে, এতোক্ষণে মিশরীয় বাহিনী কাদেশে খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। শানার ইতোমধ্যে সিংহাসনের দাবী জানিয়ে বসেছে হয়তো। সব কিছু মিলিয়ে, এমন অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাটাই ওর কাছে ভালো মনে হচ্ছে।

পুড়ুহেপা বলল, 'তুমি রামেসিসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনি। আর শানারও

তোমাকে এ আদেশ দেয়নি।'

'বিচার বিশ্লেষণের ভার তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

'কাদেশের যুদ্ধ শেষ,' সে জানাল। 'রামেসিস যৌথবাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে।'

ঝিম ধরা মাথায় আহসা বলল, 'আমাকে হাসিও না।'

'আমি মজা করার মতো অবস্থায় নেই।'

'যৌথ বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে...' আহসা হতবুদ্ধিকর কথাটা বিড়বিড় করে বলল।

'আমাদের সম্রাট জীবিত এবং মুক্ত অবস্থায় আছেন,' যাজিকা বলে চলল। 'আর কাদেশ দুর্গ এখনও অক্ষত আছে।'

'তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে?'

'তোমার মতো গুপ্তচরকে আমি বেশ আনন্দ সহকারে আগুনে পোড়াতে চাই। কিন্তু সমঝোতার জন্য এই মুহূর্তে তুমি দারুণ এক গুঁটিতে পরিণত হয়েছ।'

মিশরীয় বাহিনী দুর্গের সামনে ঘাটি গেড়েছে। জুনের সূর্যের উত্তাপেও কাদেশের দুর্গের দেয়াল ধুসর হয়ে আছে। রামেসিস এবং মুওয়াত্তালি এর মাঝে আলোচনা হওয়ার পর ফারাও সেনারা আর কোনও আক্রমণ করেনি। কেল্লার উপর থেকে উরি-টেশুপ এবং হিট্টি তীরন্দাজরা তাদের প্রতিপক্ষের শান্ত চলাফেরা দেখল। রামেসিস তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আদেশ করেছেন।

সেট বাহিনীর নতুন অধিনায়ক ফারাওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহামান্য, আপনার সেনাপতিগণ অসহায় হয়ে বসে আছে।'

'আমাদের এমন দাপুটে বিজয়ের পরও?'

'মহামান্য, আমরা সবাই জানি আপনি একাই কাদেশে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখনও দুর্গে আক্রমণ করছি না কেন?'

'কারণ দুর্গ জয়ের তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমাদের সেনাবাহিনীর অর্ধেক লোক মারা পড়বে নিশ্চিত, তাও দুর্গ জয়ের কোনও নিশ্চয়তা ছাড়া।'

'কিন্তু কতদিন আর ওই পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায়?'

'মুওয়াত্তালির সাথে আমি একটি সমঝোতায় এসেছি।'

'মানে শান্তি চুক্তি?'

'কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটলেই তার বাস্তবায়ন হবে। নাহলে, আমরা আবারও আক্রমণ শুরু করব।'

'আমরা তা কখন জানতে পারব, মহামান্য?'

'আমি তাদের সপ্তাহান্ত পর্যন্ত সময় দিয়েছি। এরই মাঝে আমরা জেনে যাব, ওই সম্রাটের মুখের কথার দাম আছে কি না!'

উত্তরের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে কাদেশের দিকে ছুটে আসছে হিট্টিদের রথ। মিশর বাহিনীতে গুনগুন শুরু হলো। রামেসিস হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিলেন। নিজের রথে চড়ে বসলেন তিনি। নুবিয়ান সিংহ যোদ্ধাকে পাশে নিয়ে তিনি মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

রথ থেকে নেমে এল হালকা পাতলা গড়নের একজন। ধীরে ধীরে সম্রাটের দিকে এগিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানাল।

আহসা! হঠাৎ সব নিয়ম কানুন ভুলে রামেসিসের দিকে দৌড়ে গেল। ফারাও তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আমার বার্তা কি কোনও উপকারে এসেছে, মহামান্য?'

'হ্যাঁ এবং না। আমি জানি না কোনটা বলব, কিন্তু ভাগ্য মিশরের সাথে ছিল। তোমার জন্যই আমি এতো দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। তবে, এ বিজয় আমনেরই।'

'আমি ভেবেছিলাম, আর কখনও মিশরকে দেখতে পাব না। হিট্টিদের বন্দীশালা অভিশপ্ত এক জায়গা। তদন্তকর্তাদের কত বোঝালাম যে আমি শানার এর দলে আছি, আমাকে আমার জীবন বাঁচাতেই হবে। তারপর পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলে গেল। হিট্টিদের রাজধানীতে মৃত্যুটাই সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা হতো বলে আমার ধারণা।'

'আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে,আহসা। আমরা কি শান্তি চুক্তি করব নাকি আক্রমণ শুরু করব? তোমার মতামত চাই।'

তাঁবুর ভেতর বন্ধুকে হিট্টি সম্রাটের দেওয়া বার্তাগুলো দেখালেন ফারাও।

'আমি, মুওয়াত্তালি, রামেসিস এর বিশ্বস্ত ভৃত্য, আপনাকে আলোর পুত্র হিসেবে মেনে নিচ্ছি। আমার রাজ্য আপনার পদাবনত। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না! আপনার সার্বভৌমত্ব অক্ষত, শত প্রতিকূলতার পরও আপনি জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আপনার ভৃত্যের লোকদের নির্মূল করা নিষ্প্রয়োজন। আপনি কেন এমন অন্যায়ে নিজেকে জড়াবেন? আপনিই যেহেতু বিজয়ী, মেনে নিন, যুদ্ধ নয় শান্তিতেই মঙ্গল।'

‘বেশ অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা,’ আহসা মন্তব্য করল। ‘অভূতপূর্ব! হিট্টিদের পরাজিত করার ঘটনা নজিরবিহীন। কিন্তু তাদের সম্রাট নিজেই এবার আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আপনার অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শনে আরও এক নতুন মাইলফলক যুক্ত হলো।’

‘আমি কাদেশে একটা আঁচড়ও ফেলতে পারিনি।’

‘দুর্গ কোনও বড় ব্যাপার না। আপনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। অজেয় মুওয়াত্তালি আপনার মুখাপেক্ষী হয়েছেন, অন্তত কথার দিক থেকে হলেও। কাদেশ দখল আপনার অর্জনে সামান্যই গৌরব যোগ করত।’

পরাজয় স্বীকার আর আহসাকে মুক্ত করে মুওয়াত্তালি তার কথা রেখেছেন। অবধারিতভাবে, রামেসিসও তার বাহিনীকে শিবির গুটিয়ে মিশরে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছেন। চলে যাবার আগে রামেসিস দুর্গের দিকে ঘুরে তাকিয়ে রইলেন। এখানে তার বহু স্বদেশী প্রাণ হারিয়েছে। মুওয়াত্তালি, তার ভাই আর তার পুত্র আজ মুক্ত মানুষ হিসেবেই ফিরে গেল। ফারাও হিট্টিদের ক্ষমতার প্রধান প্রতীককে ধ্বংস করেননি। অবশ্য যৌথবাহিনীর পরাজিত হবার পর আর কতটুকুই বা সে ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে?

মুওয়াত্তালি তার প্রেরিত বার্তায় নিজেকে রামেসিসের ভৃত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এমনটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আর হ্যাঁ, যেভাবে স্বর্গীয় পিতা ফারাওকে সাহায্য করেছেন, তা তিনি কখনও ভুলবেন না। বিপদের চরম মুহূর্তে পিতার উপরেই ভরসা করেছিলেন তিনি। ভয়াবহ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে রামেসিসকে জয় এনে দিয়েছেন আলোর দেবতা।

‘দুর্গের সামনে কোনও মিশরীয় সেনাই আর নেই।’ কাদেশের প্রধান বললেন।

‘দক্ষিন, পূর্ব আর পশ্চিম দিকে লোক পাঠাও,’ মুওয়াত্তালি তার ছেলে উরি–টেশুপকে আদেশ করলেন। ‘রামেসিস হয়তো আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে হয়তো তার সৈন্যদের বনের ভিতর রেখে গিয়েছেন।’

‘আমাদের আর কতবার তাড়া করবেন তিনি?’ যুবরাজ আক্ষেপ প্রকাশ করল।

‘আমাদের হাট্টুসা ফিরতে হবে,’ সম্রাটের ভাই পরামর্শ দিলেন। ‘নতুন করে সাজাতে হবে আমাদের সেনা বাহিনী ও রণকৌশল।’

‘আমি কোনও পরাজিত সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলছি না। হিট্টির সম্রাটের সাথে কথা বলছি আমি।’ উরি–টেশুপ ক্ষেপে গেল।

‘শান্ত হও,বাছা,’ সম্রাট বললেন। ‘যৌথবাহিনীর প্রধান হিসেবে ওর ভূমিকায় আমি

লজ্জিত নই। আমরা সবাই রামেসিস-এর ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছি।'

'আপনি যদি আমার পরামর্শ আমলে নিতেন তাহলে আমরা বিজয় লাভ করতাম।'

'তুমি ভুল ভাবছ। মিশরীয় সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী আর ওদের রথগুলো আমাদের মতোই। কিছুক্ষেত্রে তো আমাদের চেয়েও ভালো। সম্মুখ আক্রমণ কখনওই আমাদের পক্ষে ফল নিয়ে আসত না। আমরা ব্যাপক পরাজয়ের মুখে পড়তাম।'

'তো, আপনি অপমানজনক পরাজয়েই থিতু থাকতে চান?'

'আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুর্গটা নিজেদের দখলে রেখেছি। হাট্টিও আক্রমণের স্বীকার হয় নি। আর হ্যাঁ, মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে...'

'আপনি এমন পত্রে স্বাক্ষর করার পরও কিভাবে যুদ্ধ চলবে?'

'ওটা শান্তি চুক্তি ছিল না,' হাট্টুসিলি বললেন, 'এক সম্রাটের উদ্দেশ্যে আরেক সম্রাটের লেখা নিছক এক পত্র। চাকচিক্য দেখে যেকোনও কিছুকে গুরুত্ব দেয়া, রামেসিস এর অনভিজ্ঞতাকেই সায় দেয়।'

'মুওয়াত্তালি নিজেকে রামেসিসের মুখাপেক্ষী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।'

'কিন্তু প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলে, এই মুখাপেক্ষী সম্রাট ঠিকই বিদ্রোহ করবেন।' হাট্টুসিলি মুচকি হাসল।

উরি-টেশুপ সরাসরি পিতার দিকে তাকাল। 'এই বেকুব লোকের কথা শুনবেন না, পিতা। আমাকে সেনাবাহিনীর দায়িত্বটা দিন। ছলনা আর কুটনীতির মাধ্যমে আমরা কোনওদিন এগোতে পারব না। কিন্তু আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, রামেসিসকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়।'

'হাট্টুসা ফিরে চল,' সম্রাট তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। 'পাহাড়ি হাওয়ায় আমরা আরও ভালো চিন্তা করতে পারব।'

সাতান্ন

রামেসিস জলাশয়ে নামলেন, নেফারতারি আগে থেকেই স্নান করছিলেন সেখানে। ডুবসাতার দিয়ে রাজা তার স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। বিস্মিত হবার ভান করে, নিজেকে পানির ভেতর টেনে নিতে দিলেন রাণি। তারপর দুজনে ধীরে ধীরে পানির উপরে মাথা ভাসালেন। হলুদ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে এগিয়ে এল জলাশয়ের দিকে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রামেসিস প্রতিবারই সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যান। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এবং শারীরিক মিলন ছাড়াও, কোনও এক অজানা শক্তি তাদের এক করে রাখে। নীলাভ সবুজ পানিতে তাদের মুখে শরতের সূর্যের মৃদু আলো এসে লাগল। পানি থেকে উঠে আসতেই ঘেউ ঘেউ থামিয়ে তাদের পা চেটে দিল প্রহরী। রাজার কুকুরটা জলাশয় অপছন্দ করে। ও কখনওই বুঝতে পারে না, কেন যে ওর প্রভু ভিজে এতো আনন্দ পান!

পুরো রাজ্য জুড়ে রামেসিসের জয়জয়কার। রাজধানীতে ফিরে আসার পর, বিপুলসংখ্যক মানুষ তার কাদেশ বিজয়কে উদযাপন করেছে। তিনি সেই ফারাও, যার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে হিট্টি বাহিনী! যথাযথ ভাবেই শহর এবং গ্রামে কয়েক সপ্তাহ ধরে এই বিজয় উদযাপিত হল। প্রত্যাশিত আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে আবারও চির রঙিন অবস্থায় ফিরে গেল মিশর।

সেটির পুত্রের শাসনের পঞ্চম বর্ষপূর্তির মাধ্যমে বিজয়োৎসবের অবসান ঘটল। তার সেনাবাহিনীর নতুন অধিনায়কেরা ভয় আর শ্রদ্ধায় অবনত। রাজসভা রামেসিসের প্রশংসায় বিমোহিত। ফারাও-এর যৌবন প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। তবে মাত্র আঠাশ বছর বয়স্ক রাজা এখনই তার অর্জনের সীমা ছাড়িয়েছেন।

লাঠিতে ভর দিয়ে রামেসিসের দিকে এগোলেন হোমার।

'মহামান্য, আমার অবস্থা খারাপ।'

'আপনি কি আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটবেন নাকি লেবু গাছের নিচে গিয়ে বসব

দুজন?'

'চলুন, হাঁটা যাক। আমার মাথা আর হাত এই কদিন খুব কাজ করেছে। এবার পাগুলোকে একটু খাটাই।'

'এই নতুন মহাকাব্য আপনার ইলিয়াডের কাজে বাগড়া দিয়েছে!'

'হ্যাঁ। তবে আপনি আমাকে দারুন বিষয়বস্তু দিয়েছেন!'

'তা দিয়ে কী করেছেন আপনি?'

'আমি সত্যের পক্ষে আছি, মহামান্য। নতুন কাব্যে আমি সবই তুলে ধরেছি, আপনার বাহিনীর পালিয়ে যাওয়া, স্বর্গীয় পিতার কাছে সাহায্যের আকুতি, আপনার এককভাবে লড়ে যাওয়া। আমি আপনার অভাবিত জয়ে দারুণ অনুপ্রেরনা খুজে পেয়েছি। শ্লোক গুলো আমার হলেও, দৃশ্যগুলো যেন নিজেরাই লিখে চলেছে। আপনার বন্ধু আহমেনি আমাকে ব্যাকরণের জ্ঞানে সাহায্য করেছে। মিশরীয় ভাষা সহজ না হলেও এর নম্রতা ও স্পষ্টতায় কাজ করে আনন্দ পেয়েছি।'

'কারনাকের দক্ষিণ দেয়ালে খোঁদাই করে রাখা হবে আপনার এ কাব্য,' রামেসিস জানালেন। 'কাদেশের যুদ্ধ নিয়ে রচিত এই চরণগুলোকে এরপর খোঁদাই করে রাখা হবে লুক্সরের মন্দিরের সভাকক্ষে, স্মারক তোরণের বহির্ভাগে, অ্যাবিডোসের উপাসনালয়ের দেয়ালে আর আমার শ্বাশ্বত মন্দিরের সম্মুখভাগে।'

'কাদেশের স্মৃতি চিরতরে পাথরের বুকে ফুঁতে থাকবে তাহলে।'

'আমার উদ্দেশ্য আমনকে সম্মান জানানো। বিশৃঙ্খলার ভেতর থেকে কীভাবে সবকিছু সুপরিচালিত করা যায়, তার নিদর্শন রেখে যেতে চাই আমি। মা'তের আইন বজায় রেখে রাজ্য পরিচালনা করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান অনুভব করছি।'

'আপনি আমাকে বিস্মিত করলেন, মহামান্য। আপনার রাজ্য আমাকে প্রতিদিনই বিস্মিত করে চলেছে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, যে রীতিকে আপনি সম্মান করেন তা আপনাকে এমন প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করবে।'

'মা'তকে মনে-প্রাণে ধারণ না করলে, আমার শাসন ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিতে পারত। নতুন কোনও ফারাওকে প্রয়োজন হতো মিশরের।'

আহমেনি প্রচুর খেতে পারে, তবে কেন যেন তার শরীর সেই হ্যাংলা পাতলাই থেকে যায়! সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব তার কার্যালয় ছেড়ে যায়নি, পছন্দের কর্মীদের নিয়ে বিপুল সংখ্যক দলিল ঘেটে যাচ্ছে। সে উজির এবং মন্ত্রীদের সাথে তাদের কাজের মুল্যায়ন করার পাশাপাশি যোগাযোগও রেখে যাচ্ছেন। যে ষড়যন্ত্র হতে যাচ্ছিল সে সম্পর্কে তার জানতে হবে।

বিভাগীয় প্রধান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, প্রতিটি তদারককারিকেই তার

অধীনস্থের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টাগন সহ পদাবনমন হওয়া কর্মকর্তারা আহমেনির কাজের ধারা জেনে গিয়েছে। একদমই স্বজনপ্রীতি দেখায়নি লোকটা।

রাজা পাই-রামেসিসে অবস্থানকালীন প্রতিদিন খতিয়ে দেখেন বন্ধুর করা প্রতিবেদনগুলো। এমনকি থিবস অথবা মেমফিস পরিদর্শনে বেরোলেও খোঁজ খবর রাখেন এসম্পর্কে।

আহমেনি মাত্র জনকল্যাণ বিভাগের বাৎসরিক পরিকল্পনা পেশ করতে যাবে, এমন সময় সেরামানা কার্যালয়ে প্রবেশ করল। তাকে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা গাদাখানেক প্যাপিরাসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। এরপর রাজার উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালো।

'তোমাকে এখনও কিছুটা অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে,' রামেসিস মন্তব্য করলেন।

'আমি থাকলে কি আর আপনাকে একা একদল সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে হতো?'

'আমার স্ত্রী এবং মাকে দেখা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব ছিল।'

'তা না হয় মানলাম। তবে আমি চেয়েছিলাম আপনার পাশে থেকে কয়েকটা হিট্টির মাথা ফেলতে! আশ্চর্য, দুর্গের ভিতর লুকিয়ে থেকে ওরা নিজেদের দাবী করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে!'

'আমাদের হাতে সময় খুব কম,' বাঁধ সাধল আহমেনি। 'তোমার তদন্তের কোনও নতুন খবর আছে?'

'না।' বিষণ্ন সেরামানা জবাব দিল।

'কোনও সন্ধান মেলেনি?'

আমি একটা রথ এবং রক্ষীদের মরদেহ পেয়েছি, কিন্তু শানারের কোনও হদিস পাইনি। কিছু মানুষের দাবী ভ্রমণকারী বণিকেরা শানারকে আশ্রয় দিয়েছে। মরুঝড় বরাবরের মতোই ভয়ানক, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিদিন থাকবে এবার। আমি একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারি, আমি এবং আমার লোকেরা মরুভূমিতে চিরুনি অভিযান চালিয়েছি।'

'ঝড়ের ভেতর,' আহমেনি বলতে লাগল, 'শানারের মরদেহ হয়তো নদীতীরে পড়ে আছে, একরাশ বালুর নিচে।'

'হুম, তা হতে পারে।' সেরামানা সায় দিল।

'আমি তোমাদের সাথে একমত নই।' রামেসিস বলে উঠলেন।

'সে ওখান থেকে কখনওই জীবিত অবস্থায় পালাতে পারবে না, মহামান্য। প্রধান সড়ক থেকে পালিয়ে হারিয়ে গিয়েছে লোকটা। বাতাসের দাপটে দিশেহারা হয়েছে। আর ক্ষুধা তৃষ্ণার কথানাই বা বললাম।'

'ওর তীব্র ঘৃণা ওকে খাবার ও পানি ছাড়া বাচিয়ে রাখবে। শানার মরেনি।'

দেবতা থোটের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন রাজা, বেদীতে পদ্মফুল আর প্যাপিরাসের কাণ্ড রাখা। জ্ঞানের দেবতাকে অর্ধচন্দ্রাকার মুকুট পরিহিত বেবুনের রুপে প্রকাশ করা হয়। স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন থোট, পার্থিব কোনও বিষয়ে যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা রামেসিসকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। আহসা, নতুন রাজ্য সচিব, রাজাকে অভিবাদন জানাতে নিজের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এল। ফারাও–এর পুরাতন বন্ধুকে রাজসভায় বীরোচিত সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে, নিযুক্ত করা হয়েছে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান পদে। আহসা জানে, ফারাও পাকা কথা দিতেই এখানে এসেছেন।

তরুণ কূটনীতিকের কার্যালয় আহমেনির থেকে ভিন্নতর। সিরিয়ান গোলাপের তোড়া, নার্গিস আর গাঁদাফুলের পল্লব, তৈলস্ফটিকের ফুলদানি, প্রদীপ, বাবলা কাঠের সিন্দুক, দেয়ালে টানানো রঙিন চিত্রকলা–সব মিলিয়ে এই ঘরটাকে গৎবাঁধা কার্যালয়ের চেয়ে বেশি অভিজাতদের বৈঠকখানা বলে মনে হয়।

আহসার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। নিজের কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখাটা ওর কাছে সমীচীন বলে মনে হয় না। যাবতীয় প্রয়োজনীয় আর গোপন তথ্য নিজের স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে পছন্দ করে সে।

'আমি হয়তো অচিরেই পদত্যাগপত্র জমা দিতে বাধ্য হব, মহামান্য।'

'কী ভুল করেছ তুমি?'

'আমি কাজটা করতে পারিনি। সম্ভাব্য সব পথে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মোজেসের টিকিটাও খুজে পাই নি। ও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, সে যদি নাম বদলে যাযাবরের দলের সাথে মিশে যায়, তবে ওকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে।'

'খুঁজতে থাক। আর হিট্টিদের গুপ্তচর সম্পর্কে কোনও তথ্য আছে?'

'সেই স্বর্ণকেশী তরুণীকে সমাহিত করা হয়েছে; সে কে...তা আমরা জানতে পারিনি। যাদুকর পালিয়েছে। আমাদের ধারনা একেবারে দেশ ছেড়েই ভেগেছে লোকটা। ওর দলের সব সদস্য একসাথে গায়েব! কারও কোনও হদিস নেই!'

'আমরা যে এখন নিরাপদ,তুমি কি সে ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'খুব জোর দিয়ে কিছু বলব না।' আহসা স্বীকার করল।

'খোঁজখবর নিতে থাক।'

'আমি ভাবছি হিট্টিরা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। কাদেশের ঘটনাটা তাদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। এমনিতেই ওদের ভেতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

আমি বিশ্বাস করি না তারা শান্তি চুক্তিতে স্থির থাকবে। অবশ্য পরবর্তীতে কিছু করার আগে তারা ভেবে চিন্তে করবে, তাতে সময় লাগবে।'

'মেবা কেমন করছে?'

'আমার পূর্বসূরি রাষ্ট্রবিভাগে এক দারুন সংযোজন। লোকটা বেশ গুছানো আর বিরামহীনভাবে কাজ করে যায়।'

'ওর দিকে নজর রেখো। আমার ধারণা, সে এখনও মনের ভেতর ক্ষোভ পুষে রেখেছে। আচ্ছা, দক্ষিণ সিরিয় উপনিবেশ থেকে কোনও তথ্য পেয়েছ?

'একদম শান্ত আছে সবকিছু, কিন্তু ওদের পর্যবেক্ষণে আমার বিশ্বাস খুব সীমিত। আমি নিজেই আগামীকাল আমুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। আক্রমনের আভাস পাওয়া মাত্রই প্রতিক্রিয়া দেখাতে সক্ষম এমন একটি বাহিনী গড়ে তোলা দরকার আমাদের।'

আটান্ন

রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পুডুহেপা লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। হিট্টিদের রাজধানীর সবচেয়ে পবিত্র জায়গা, উচ্চ ভূমির পাতালেপ্রকোষ্ঠে বসে চুপচাপ ভাবছে সে। কাদেশের পরাজয়ের পর সম্রাট তার ভাই এবং পুত্রকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, নিজের ক্ষমতাকে আরও কুক্ষিগত করেছেন। বিপক্ষ দলগুলোকে যেন তিনি একাই মোকাবেলা করতে পারেন।

পাতালের তীর্থস্থানে একটি বাঁকানো ছাঁদ আছে। দেওয়ালের খোদাইকৃত শিল্পকর্মে সম্রাটকে একজন যোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে। ডানাযুক্ত এক সৌর চাকতি তার মাথার উপর ঝুলে আছে। পাতালের বেদির দিকে এগিয়ে গেল যাজিকা, একটা রক্তমাখা তলোয়ার রাখা আছে সেখানে।

মুওয়াত্তালির ক্ষোভ থেকে স্বামীকে রক্ষা করে কীভাবে আবার সম্রাটের মন জয় করে নেয়া যায়, তা ভাবতেই এখানে এসেছে সে। ওদিকে উরি–টেশুপ, বরাবরের মতোই সেনাবাহিনীর উগ্র অংশকে নির্দেশিনা দিয়ে চলেছে। এবারসে আর হাট্টুসিলিকে সরানোর দাবী জানাবে না, চিরতরে শেষ করে দেবে।

গভীর রাত পর্যন্ত ধ্যানে মগ্ন রইল পুডুহেপা, একমনে স্বামীকে নিয়ে ভেবে চলল।

পাতাল দেবতার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল সে।

মুওয়াত্তালি, তার ভাই ও উরি–টেশুপের আলোচনা ভয়াবহ বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ হলো।

'আমাদের পরাজয়ের জন্য হাট্টুসিলি–ই দায়ী,' উরি–টেশুপ দাবী করল। 'যৌথবাহিনীকে আমি নেতৃত্ব দিলে, মিশর বাহিনীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতাম।'

'আমরা তাই করছিলাম,' হাট্টুসিলি মনে করিয়ে দিলেন। 'কিন্তু রামেসিস হঠাৎ হাজির হয়েই সব গরমিল করে দিলেন।'

'আমি তাকে অবশ্যই থামিয়ে দিতাম।'

'এত বড়াই করো না,' সম্রাট বাধ সাধলেন। 'যুদ্ধের সেই সময়ে তার অতিমানবীয় ক্ষমতাকে কেউই থামাতে পারত না। যখন দেবতা আদেশ করে, মানুষ অবশ্যই তা

মান্য করে।'

মুওয়াত্তালির বক্তব্যে তার পুত্র কিছুটা ক্ষান্ত হলো।

সে তখন অন্য এক বিষয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। 'আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী পিতা?'

'আমি চিন্তা করছি।'

'চিন্তা করার মতো সময় আর নেই! কাদেশ আমাদের হাসির পাত্র বানিয়েছে। এই অপমান যত দ্রুত সম্ভব মুছে ফেলতে হবে। যৌথবাহিনীর যতটুকু এখনও টিকে আছে তাদেরকে আমার অধীনে দিন, আমি মিশর আক্রমণ করতে চাই।'

'অযৌক্তিক,' হাট্টুসিলি প্রতিবাদ করলেন। 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নতুন করে জোট তৈরি করা। যৌথবাহিনীর যুবরাজগণ প্রচুর লোকবল হারিয়েছে। আমরা যদি আর্থিক সহায়তা না দেই তাহলে অনেকেই তাদের সিংহাসন হারাবে।'

'সস্তা অজুহাত,' সম্রাটপুত্র ক্ষেপে উঠল। 'হাট্টুসিলি আশা করছে, সময়ের সাথে সাথে লোকে ভুলে যাবে যে সে একজন পরাজিত কাপুরুষ।'

'মুখ সামলে কথা বল,' মুওয়াত্তালি সতর্ক করে দিলেন। 'কারও ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই।'

'আমি অনেক অপেক্ষা করেছি, পিতা। আমি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চাই।'

'আমিই সম্রাট, উরি-টেশুপ। কী করতে হবে তা নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না।'

'আপনি আপনার ভাই-এর কুপরামর্শ নিয়েই থাকুন। যতক্ষন না আমাকে সেনাজোটের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বিজয় আনতে বলছেন, আমি আমার কক্ষ থেকে বের হচ্ছি না। '

উরি-টেশুপ উদ্ধত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

'সে পুরোপুরি ভুল বলেনি।' হাট্টুসিলি স্বীকার করলেন।

'তুমি কী বলতে চাও?'

'পুডুহেপা পাতালের দেবতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছে।'

'তাই?'

'তারা বলেছেন, আমাদের কাদেশের ক্ষতি পূরণ করতে হবে।'

'তোমার কোনও পরিকল্পনা আছে?'

'একটা আছে, কিন্তু তা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।'

'তুমি আমার ভাই, হাট্টুসিলি। আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

'আমি মনে করি না কাদেশ নিয়ে আমার মতামত ভুলছিল। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করা। দেবতারা তাদের মত দিয়েছেন এবং আমি তাদের আদেশ বয়ে নিতে চাই।'

ব-দ্বীপ জুড়ে প্রবাহিত হওয়া উত্তরের বাতাস, আকাশের ঘন কালো মেঘকে সরিয়ে দিতে পারছে না। বাবার পেছনে ধূসর একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে খা, শীতে কাঁপছে।

'খুব শীত করছে,বাবা। আমরা কী আরেকটু ধীরে যেতে পারি না?'

'আমাদের একটু তাড়া আছে, বাবা।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'মৃত্যুকে দেখতে যাচ্ছি।'

'পশ্চিমের সেই সুন্দরী রমণী, যার মুখে সবসময় মিষ্টি হাসি লেগে থাকে?'

'না, সে তো ন্যায় পরায়ণদের মৃত্যুর প্রতিরূপ। তুমি এখনও তাদের মতো হতে পারনি।'

'কিন্তু আমি তাদের মতো হতে চাই।'

'তাহলে জলদি পা ফেলতে হবে যে।'

খা দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। বাবাকে সে কখনওই হতাশ করবে না।

রাজা এমন এক জায়গায় এসে থামলেন, যেখানে নীলনদের শাখার সাথে মিলিত হয়েছে একটা খাল। পাশে ছোটখাটো একটা গ্রানাইট পাথরের মঠ।

'মৃত্যু কি এখানেই থাকে?'

'মঠের ভেতরে। ভয় পেলে ভেতরে ঢুকতে যেও না।'

খা লাফিয়ে নামল, মনে মনে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্রগুলো পড়ছে। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। মঠের দিকে এগোনো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, বাবাকে বিরক্ত করা যাবে না।

এক টুকরো মেঘ এসে সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে দিল, গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারপাশে। ভয়ে ভয়ে পা ফেলতে লাগল ফারাওপুত্র, মাঝপথে একবার কিছুক্ষণের জন্য থামল। সামনে একটা কুৎসিত কালো সাপ পড়ে আছে।

খা ভয়ে জমে গেল, দৌড়ে পালানোরও সাহস পেল না। সাপটা ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কাছে...আরও কাছে।

সাপটা খুব শীঘ্রই ওর কাছে চলে আসবে। প্রাচীন মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চোখ বন্ধ করে ফেলল বাচ্চাটা। বিষধর সাপ পিছু হটল।

একটা সূচালো লাঠির আঘাতে সাপটাকে গেঁথে ফেলা হলো।

'মৃত্যু তোমার জন্য নয়,' সেটাউ ঘোষণা করল। 'এখনই বাবার কাছে যাও, খা।'

পিতার চোখে চোখ রেখে সরাসরি তাকাল খা।

'আমি সঠিক সময়ে সঠিক শব্দ উচ্চারণ করেছি, সাপ আমায় কামড়াতে পারেনি। আমি ন্যায়পরায়ণদের একজন হতে যাচ্ছি, বাবা।'

নিজের বাগিচায় একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে বসে আছেন রাজমাতা টুইয়া। গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে শীতের সূর্যের মিষ্টি আলো। দিঘল কালো কেশী এক নারীর সাথে কথা বলতে ব্যাস্ত তিনি। রামেসিস তাদের সাথে যোগ দিলেন।

'ডোলোরা!' বোনকে দেখে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন তিনি।

'ওর ওপর এতো চড়াও হয়ো না,' টুইয়া বললেন। 'তোমাকে অনেক কিছু বলতে চায় ও।'

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ডোলোরা ছুটে এসে রামেসিসের পায়ে পড়ল। 'আমাকে ক্ষমা করো, ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।'

'আগে আমাকে তোমার অপরাধের কথা বলো, ডোলোরা।'

'ওই শয়তান যাদুকর আমার চোখে ধূলো দিয়েছে। আমি ওকে ভালো মানুষ ভেবেছিলাম। মন্ত্র পড়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে।'

'কে সেই লোক?'

'কালো যাদুতে পারদর্শী এক লিবিয়ান। মেমফিসের এক বাড়িতে আমাকে বন্দী করে রেখেছিল সে। পরে নিজে পালানোর সময় আমাকেও সাথে নেয়। ওর সাথে না গেলে আমার গলা দু'ভাগ করে দেবে বলে হুমকি দিয়েছিল।'

'তোমাকে হুমকি দেবার কারণ কী?'

'কারণ...কারণ...' ডোলোরা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গেল। রামেসিস বোনকে উঠিয়ে চেয়ারে বসালেন।

'বলো আমাকে।'

'ওই যাদুকর... দুইজন মেয়েকে খুন করেছিল। একজন সামান্য পরিচারিকা, আরেকজনকে সে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করত। ওরা ওর আদেশ মানতে রাজি হয়নি।'

'খুনের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে?'

'না। আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখেছিল সে.. কিন্তু পালানোর সময় আমি ওদের লাশ দেখেছি।'

'যাদুকর তোমাকে বন্দী করে রাখল কেন?'

'সে ভেবেছিল আমাকে পরবর্তীতে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আমার মাধ্যমে তোমার কাছে পৌঁছানো যাবে। আমাকে তোমার বিরুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করেছিল সে... পরে লিবিয়াতে পালিয়ে যাবার সময় আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, রামেসিস। একবারও ভাবতে পারিনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব।'

'নিজের সঙ্গী সাথীর ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত তোমার।'

'আমি দুঃখিত। আমি কতোটা দুঃখিত, তা তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না।'

'তোমকে গৃহবন্দী করে রাখার আদেশ দিচ্ছি, ডোলোরা।'

উনষাট

আমুরু প্রদেশের রাজপুত্র বেনতেশিনার মতিগতি আহসা খুব ভালো করেই জানে। ধর্মের প্রতি তেমন ঝোঁক নেই বললেই চলে। রাজপুত্র ডুবে থাকে কেবল স্বর্ণ, সুরা আর নারীর নেশায়। নিজের পদমর্যাদা আর বিশেষ নাগরিক সুযোগ সুবিধা রক্ষা করাই আগাগোড়া দুর্নীতিগ্রস্ত এই লোকটার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কৌশলগত দিক দিয়ে আমুরুর ভূমিকা অনেক। এ কারণে রাজপুত্রকে হাতের মুঠোয় আনতে নতুন রাষ্ট্রসচিব সম্ভাব্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। প্রথমত আহসা নিজেই তার সাথে দেখা করতে যাবে মহান ফারাও এর দূত হিসেবে। উপহারসামগ্রীর কমতি থাকবে না তার সাথে। রেশমি বসন, দুর্লভ দ্রাক্ষা থেকে প্রস্তুত পানীয়, শ্বেতস্ফটিক নির্মিত বাসনপত্র, বিবিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানে প্রদর্শনযোগ্য অস্ত্র আর সাথে থাকবে একজন রাজার ব্যবহার উপযোগী আসবাবপত্র।

আমুরুতে অবস্থানরত অধিকাংশ মিশরীয় সৈন্য কাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল অনেকটাই নির্ধারিত করে দেয় এই সেনাদলের বীরত্ব। পুরস্কারস্বরুপ দীর্ঘকালীন অবকাশের অংশ হিসেবে তারা এখন মিশরেই অবস্থান করছে। আমুরুতে সামরিক শক্তির এই ঘাটতি পূরণ করা দরকার। তার অংশ হিসেবে পঞ্চাশজন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা স্থানীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষন দেবে। এছাড়াও এক হাজার সৈন্য এবং তীরন্দাজের একটা দল আহসার আদেশে আমুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে পাই রামেসিস থেকে।

পেলুসিয়াম থেকে জলপথে রওনা হয় আহসা। সমুদ্রের অনুকূল হাওয়া, শান্ত স্রোত আর মনোরঞ্জনের জন্য এক চপলা সিরিয়ান তরুনী ওর ভ্রমনকে সুখকর করে তোলে।

বৈরুত নৌবন্দরে রাজপুত্র বেনতেশিনা তার অনুচরবৃন্দ নিয়ে মিশরীয় দূতকে অভ্যর্থনা জানালেন। পঞ্চাশ ছুইঁছুঁই, ভদ্র, রাজসিক হালচাল আর চকচকে কালো গোঁফের অধিকারী রাজপুত্র সম্মান প্রদর্শনে কোনও কার্পণ্য করলেন না। আহসার দুই গালে চুমু খেলেন তিনি। কাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে মিশরের বিস্ময়কর বিজয় নিয়ে একটা বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন। উল্লেখ করতে ভুললেন না কীভাবে মহান রামেসিস একক প্রচেষ্টায় ক্ষমতার রদবদল ঘটিয়ে ফেলেছেন।

'বন্ধু আমার! বিস্ময়কর আহসা! আপনার ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। এতো অল্প বয়সেই এক মহান রাষ্ট্রের নেতৃত্বের কাতারে চলে এসেছেন আপনি! অভিবাদন জানাই আপনাকে।'

'ক্ষমা করবেন মাননীয় রাজপুত্র। আমি আপনার কাছে এসেছি বন্ধু হিসেবে।'

'রাজপ্রাসাদেই হবে আপনার স্থান। আপনার যাবতীয় চাহিদা মোচনে আমাদের দৃষ্টি সজাগ থাকবে,' বেনতেশিনার চোখে একটা হাসি খেলা করে যায়। 'হয়তো আপনার... একজন কুমারী বালিকাই পছন্দ হবে?'

'এহেন লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে অভদ্রতার সামিল। এখন আমাদের পক্ষ থেকে আনা উপহার বিবেচনা করে দেখুন, বেনতেশিনা। আমাকে জানান সেগুলো আপনাকে পরিতৃপ্ত করে কিনা।'

জাহাজ থেকে মালপত্র নামানো হলো।

বাকপটু রাজপুত্র ভাষা হারিয়ে ফেললেন। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত একটা পালঙ্ক দেখে শ্রদ্ধায় তার মাথা প্রায় নত হয়ে এল।

'আপনারা! কেবল মিশরীয়রাই জানে পৃথিবীতে কিভাবে স্বর্গ রচনা করতে হয়! এমন পালঙ্ক না হলে কি আর লীলাখেলা জমে?' তিনি স্বীকার করলেন। তার চোখে একটা কামাতুর চাহনি খেলা করে গেল।

রাজপুত্রের উৎফুল্লতা দেখে আহসা সিদ্ধান্ত নিলো সামরিক বাহিনী পুনঃস্থাপনের বিষয়টা এখনই খোলাসা করে নেয়া দরকার।

'এই সামরিক কর্মকর্তাগণ আপনার লোকবলকে প্রশিক্ষন দিবে। মিশরের বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। আমুরুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলা হবে যেন·হিট্টিরা এখানে আক্রমণ করার সাহস না পায়।'

'এটাই আমার বিনীত প্রার্থনা,' সায় দিলেন বেনতেশিনা। 'অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আমার দেশের মানুষ এখন শান্তিতে থাকতে চায়।'

'কয়েক সপ্তাহের ভেতর পাই-রামেসিস থেকে সৈন্যদল এসে উপস্থিত হবে। আর এরই মাঝে এই কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করে দেবেন।'

'চমৎকার, চমৎকার। হাট্টি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। আর মুওয়াতাল্লি, তার ছেলে আর ভাই-এর ক্ষমতার লড়াইয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

'সামরিক সমর্থন কোন দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে আপনার ধারণা?'

'ওরা দ্বিধাবিভক্ত। একটা অংশ সমর্থন করে উরি-টেশুপকে, অন্য অংশের সমর্থন হাট্টুসিলি-এর দিকে। পরিস্থিতি এখনও সম্রাটের হাতের মুঠোয়, কিন্তু একটা বিদ্রোহের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। মানবিক আর অর্থনৈতিক খাতে ক্ষয়ক্ষতি তো কম হয়নি। যুদ্ধে অংশগ্রহন করা নিয়ে জোটের অনেক সদস্যের এখনও ক্ষোভ বিদ্যমান... ফারাও-এর নেতৃত্ব যথেষ্ট সমর্থন পেতে পারে।'

'পরিস্থিতি বেশ আশাপ্রদ।'

'হ্যাঁ। আর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার আগমন স্মরনীয় হয়ে থাকবে।'

লেবানিজ এক সুন্দরী সেবাদাসী আহসার বিশ্রামকাল পরিপূর্ণ করে তুললো দেহজ ভালোবাসায়। ক্লান্ত পরিতৃপ্ত আহসার চোখ আরামদায়ক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

'এখন যাও।' আদেশ দিল সে।

মেয়েটা শান্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরেই আহসা ভুলে গেল ওর কথা। তার মাথা ব্যস্ত হয়ে পড়লো হিট্টিদের জোটের ব্যাপারে বেনতেশিনার দেওয়া তথ্য বিশ্লেষনে।

মুওয়াত্তালির সমর্থন নিম্নগামী। দ্বিধাবিভক্ত সদস্যদের সমর্থন এখন কোন দিকে ঝুকে পড়বে? অবশ্যই মিশরের দিকে না। ফারাওদের রাজ্য বহুদূরে অবস্থিত। সেখানকার সংস্কৃতি পূর্ব দিকের উন্নাসিক নৃপতিদের কাছে অপরিচিত। ধীরে ধীরে একটা অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওর মন। সে এতোটাই চিন্তিত হয়ে উঠল যে অবিলম্বে একটা প্রাদেশিক মানচিত্র দেখে পরিকল্পনা গুছিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল।

নিঃশব্দে কৃশকায় একজন মানুষ প্রবেশ করলো দরজা দিয়ে। অভিজাত পরিচ্ছদে সজ্জিত লোকটা ভারী কণ্ঠে নিজের পরিচয় ঘোষণা করলো।

'আমার নাম হাট্টুসিলি। আমি হাত্তি–এর সম্রাট মুওয়াত্তালির ভাই।'

আহসা বিপন্ন বোধ করলো। সে ক্লান্ত। দীর্ঘভ্রমন আর লীলাখেলার দেহজ শ্রান্তিতে তার কি দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে?

'তুমি স্বপ্ন দেখছো না, আহসা। মিশরীয় নেতৃত্বের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দেখে আমি আমোদিত বোধ করছি। শুনতে পাই তুমি নাকি ফারাও এর বেশ অন্তরঙ্গ মহলের মানুষ।'

'আপনি? এই আমুরুতে?'

'তুমি এখন আমার বন্দী, আহসা। পালানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। আমার লোকেরা তোমার সামরিক কর্মকর্তাদের বন্দী করে ফেলেছে। তোমার জাহাজ আর নাবিকরাও এখন আর তোমার হাতে নেই। হাত্তি আমারও আমরু প্রদেশের শাসক হিসেবে অধিষ্টিত হয়েছে। রামেসিস–এর উচিত হয়নি আমাদের অবমূল্যায়ন করা। আমরা পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক নই। পাল্টা জবাব দিতে দেরি হয় না আমাদের। জোটের নেতা হিসেবে কাদেশের পরাজয় আমার জন্য মানহানিকর ছিল। তোমার ফারাও এর নির্ভীক নেতৃত্ব না থাকলে মিশরীয় সামরিক শক্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম আমি। একারণেই আমাকে আমার নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে হবে। মিশর যখন যুদ্ধজয়ের উৎসবে ব্যস্ত, আমাকে তখন নিয়ন্ত্রন ফিরে পেতে হবে।'

'আমুরু–এর রাজপুত্র আবারও আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'বেনতেশিনাকে কিনে নিতে বেগ পেতে হয়নি আমাদের। কিন্তু আমি নিশ্চিত করবো যেন এই প্রদেশ আর কখনও মিশরের নিয়ন্ত্রনে না যায়।'

'আপনি বোধহয় রামেসিসের ক্রোধের কথা ভুলে যাচ্ছেন।'

'নাহ, সে ভয় আছে অবশ্যই। তাকে ক্ষেপানোর ঝুঁকি আর নিচ্ছি না আমি।'

'হিট্টিরা আমরু দখল করে নিয়েছে জানামাত্র তিনি আবারও আক্রমণ করবেন। কালক্ষেপণ না করেই। আর আমি নিশ্চিত তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সময় আপনার হাতে নেই।'

হাট্টুসিলি হাসলেন। 'ভালো বলেছো। কিন্তু রামেসিস সেই সুযোগ পাবেন না। যখন তিনি জানতে পারবেন, ততক্ষণে দেরী হয়ে যাবে অনেক।'

'আমার নীরবতাই তাকে যা জানানোর জানিয়ে দেবে।'

'তোমাকে নীরব থাকতে দেয়া হবে না, আহসা। তুমি চিঠি লিখবে রামেসিসকে। তুমি তাকে জানাবে আমুরুতে সব কিছু পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে। আর সামরিক কর্মকর্তারাও তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সৈন্যদল অন্ধের মত আপনার তৈরী ফাঁদে পা রাখবে।'

'হ্যাঁ, সেটা আমার পরিকল্পনার একটা অংশ তো বটেই।'

'আর বাকিটা?' আহসা হাট্টুসিলির চিন্তাধারা পড়ার চেষ্টা করলো। সে প্রদেশের অধিবাসীদের কথা ভাবলো। তাদের চরিত্র। ভালো দিক। মন্দ দিক। আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা। হঠাৎ করেই উত্তরটা পেয়ে গেল সে।

'আমাকেই বলতে দিন–বেদুইন জাতি!' আহসা ঘোৎ ঘোৎ করে বলে উঠল।

'এই পদ্ধতি আগেও কাজে এসেছে। সামনেও আসবে।'

'ওরা বর্বর, অবাধ্য আর লুটেরা জাতি।'

'মানতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু ওরাই আমাকে মিশরের মিত্রদের শান্তি নষ্ট করতে সাহায্য করবে।'

'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তাহলে গোপন এসব পরিকল্পনা এভাবে খোলাসা করে দিতাম না।'

'অতি সত্বর এসব আর গোপন পরিকল্পনা থাকবে না, ঘটনায় পরিণত হবে। পোশাক পরে নাও, আহসা। আমার সাথে চলো। চিঠিটা লিখে ফেলতে হবে তোমাকে।'

'আর যদি আমি না লিখি?'

'তোমাকে মেরে ফেলা হবে।'

'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি।'

'না, তুমি প্রস্তুত নও। নারীর প্রসাদ যেসব পুরুষ তোমার মতো করে উপভোগ করতে পারে তারা বার বার বেঁচে থাকাকেই বেছে নেবে। আমার সন্দেহ আছে একটা অর্থহীন মৃত্যু তোমার কাম্য কিনা। তুমি চিঠিটা লিখবে।'

আহসা দ্বিধা বোধ করে। 'আর যদি আমি লিখি?'

'আমরা তোমাকে একটা আরামদায়ক বন্দীশালায় রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি। তুমি বেঁচে থাকবে।'

'বাঁচিয়ে রেখে আপনারই বা লাভ কী?'

'মধ্যস্ততা করার দরকার পড়লে তোমাকে প্রয়োজন হবে আমাদের। কাদেশে তোমাকে নিয়ে ভালোই দর কষাকষি হয়েছিল। কি বলো?'

'আপনি আমাকে রামেসিস এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছেন?'

'একে ঠিক বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। তুমি তো বন্দী অবস্থায় আছ।'

'আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন... বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'হিট্টিদের যাবতীয় দেবতার শপথ, আমি তোমাকে সম্রাটের নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আমাকে কলম দিন, হাট্টুসিলি।'

ষাট

মিদিয়ানের পুরোহিতের সাত কন্যা মিলে কুয়ো থেকে পানি তুলছিল, বাবার ভেড়াগুলোর খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। তাদের মাঝে মোজেসের স্ত্রী-ও আছে। হঠাৎ এমন সময় মরুদ্যানের বুকে একদল বেদুইনকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে গেল। তাদের শ্মশ্রুমন্ডিত কাঠখোট্টা চেহারা আর অস্ত্রসজ্জিত পোশাক দেখে কেমন যেন অশুভ অনুভূতি হয়।

ভেড়ার পাল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল, মেয়েরা আশ্রয় নিল তাবুর ভেতর। বুড়ো লোকটা লাঠিতে ভর দিয়ে আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'আপনি কি এখানকার প্রধান?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে ক'জন সুস্থ সবল পুরুষ মানুষ আছে?'

'পুরুষ বলতে এখানে শুধুমাত্র আমি আর এক রাখাল।'

'হিট্টিদের সহযোগিতায় ফারাও-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে যাচ্ছে কানান। মিশরের বিরুদ্ধে ঘোষিত এই সংগ্রামে প্রত্যেক গোত্রের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।'

'আমরা কোনও গোত্র নই। কয়েক বংশ ধরে আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে।'

'আপনার রাখালকে ডাকুন।'

'সে তো পর্বতের চূড়ায় উঠেছে।'

বেদুইনদের কিছুটা বিভ্রান্ত দেখালো।

'আমরা ফিরে আসব,' দলনেতা এগিয়ে এল। 'পরেরদিন এসে আপনার রাখালকে সাথে করে নিয়ে যাব। সে না যেতে চাইলে আপনাদের কূপ ভরাট করে তাঁবুতে আগুন দেয়া হবে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে মোজেস তাবুতে ফিরে এল। তার স্ত্রী আর শ্বশুর চিন্তিত মুখে পায়চারি করছিল।

'কোথায় ছিলে তুমি?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'পবিত্র পর্বতের চূড়ায়, যেখানে আমাদের সবার পিতার আরাধ্য ঈশ্বর, তার অস্তিত্বের কথা জানান দেন। মিশরে বসবাসকারী হিব্রুদের দুর্ভোগের কথা বলেছেন তিনি, বলেছেন আমার স্বজাতি কীভাবে ফারাও–এর দ্বারা নিপীড়িত, আমার ভাই–এরা স্বাধীনতা পেতে কতোটা ব্যকুল।'

'এর চাইতেও খারাপ খবর আছে,' মিদিয়ানের বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন। 'অশ্বারোহী কিছু বেদুইন এসেছিল আজ। ওরা জানাল, কানান মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। পুরুষ মানুষ দেখা মাত্র ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে নিতে ফিরে আসবে ওরা, সেটাও বলে গিয়েছে।'

'খুবই হাস্যকর কথা! রামেসিস এক মুহূর্তে ওদের দমন করতে সক্ষম।'

'হিট্টিরা ওদের মদদ যোগাচ্ছে কিন্তু।'

'হিট্টিরা কাদেশে পরাজয় বরণ করেছে। ওদেরকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।'

'বেদুইনরা সেটা বলেছে,' বৃদ্ধ সায় দিলেন। 'কিন্তু ওদের কথার বিশ্বাস নেই। তোমাকে লুকাতে হবে, মোজেস।'

'ওরা কি আপনাকে হুমকি দিয়েছে?'

'তুমি কথা না শুনলে, আমাদের জবাই করে ফেলবে ওরা।'

মোজেসকে জড়িয়ে ধরল তার স্ত্রী জিপোরাহ। 'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তাই না?'

'ঈশ্বর আমাকে মিশরে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন।'

'কিন্তু সেখানে তোমার বিচার করার অপেক্ষায় বসে আছে সবাই।' বৃদ্ধ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'আমি তোমার সাথে যাব,' জিপোরাহ দৃঢ় কণ্ঠে বলল। 'আমাদের সন্তানও যাবে।'

'যাত্রাটা বিপদজনক হতে পারে।'

'যা হয় হোক। তুমি আমার স্বামী, আমরা আত্মার বন্ধনে বাঁধা।'

বৃদ্ধ পুরোহিত বসে পড়লেন।

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' মোজেস তাকে আশ্বস্ত করল। 'ঈশ্বর এই মরূদ্যানের খেয়াল রাখবেন। বেদুইনরা আর ফিরবে না।'

'তোমাদের তিনজনকে আর কোনওদিন দেখতে পাব না...

'ভুল বলেননি, পিতা। সত্যটা মেনে নিতে হবে। এখন আমাদের বিদায় দিন, ঈশ্বরের কাছে আমাদের মঙ্গল কামনা করুন।'

পাই-রামেসিসে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে সবাই। আসন্ন শীতকালীন উৎসবের জন্য মন্দিরগুলোতে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। রাজদম্পতি দেবী মা'তের অর্চণা করবেন সেদিন।

কাদেশের বিজয়ের মধ্য দিয়ে মিশরীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। হিট্টিদের নিয়ে প্রচলিত কাহিনীগুলোকে আর ভয় পায় না তারা। সবাই জানে, রামেসিস যেকোনও শত্রুকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। যেকরেই হোক, তিনি শান্তি বজায় রাখবেন।

রাজধানীকে অনেক পরিচ্ছন্ন আর জৌলুসপূর্ণ দেখাচ্ছে। প্রস্তরশিল্পীর দল আমন, টাহ, রা, আর সেট-এর নামে উৎসর্গকৃত চারটি মন্দিরের পাথরের স্তম্ভ অলঙ্করণের কাজে ব্যস্ত।

অবসর সময়ে রামেসিস নৌভ্রমণে বেরিয়েছেন, সাথে আছে তার পুত্র-কন্যা। নৌকায় বসে খা ওর বোনকে সাপের কাহিনীটা ব্যাখ্যা করেছে। বাচ্চাদের সাথে সময় কাটনোর পর রাজা তার স্ত্রী আর ইসেটের সাথে দেখা করবেন। সুন্দরী ইসেটকে আজ রাতে নিমন্ত্রণ করেছেন নেফারতারি।

নৌকা থেকে নামতেই আহমেনিকে দেখতে পেলেন তিনি। লিপিকারের নিজের কার্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানে কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে নিশ্চয়।'

'আহসা চিঠি পাঠিয়েছে।'

'কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?'

'তুমি নিজেই পড়ে দেখ।'

খা আর মেরিটামনকে নেজেমের হাতে তুলে দিলেন ফারাও। তারপর প্যাপিরাসের স্ক্রোল খুলে পড়তে লাগলেন।

প্রাপক-মিশরের ফারাও, প্রেরক-আহসা, রাজ্যসচিব।
মহামান্য ফারাও-এর আদেশ অনুযায়ী আমি আমুরুর রাজপুত্র বেনতেশিনার সাথে সাক্ষাত করেছি। আমাদের গোটা বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তিনি। এখানকার প্রশিক্ষণদাতা কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব প্রদানকারী লিপিকার থিবসের শিক্ষায়তনে আমাদের সাথেই লেখাপড়া করেছে। তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে আমরা একটা লেবানিজ বাহিনী গড়ে তুলতে যাচ্ছি। আর আমাদের চিন্তা অনুযায়ী, কাদেশের বিজয়ের পর হিট্টিরা পশ্চাদপসরণ করেছে। তবে এ বিজয়ের পর আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পরবর্তী কোনও আক্রমণ সামাল দেয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের স্থানীয় বাহিনীর এখনও হয়নি। তাই, আমুরুতে সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি আমি। এর ফলে আমরা

এদিকে সুরক্ষিত ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারব, শান্তি বজায় রাখতে যা সহায়তা করবে।
আশা করছি, সব সময়ের মতো ফারাও বহাল তবিয়তেই আছেন।

রাজা চিঠিটা ভাঁজ করে রাখলেন।

'হাতের লেখাটা আহসার-ই।'

'আমি মানছি, তবে...'

'আহসাকে চিঠিটা লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।'

'আমিও একই কথা ভেবেছিলাম,' আহমেনি সম্মতি জানাল। 'আহসা কোনওদিন লিখবে না যে, সে তোমার সাথে থিবসে পড়াশোনা করেছে।'

'অবশ্যই লিখবে না। আমি আর ও মেমফিসের রাজ-শিক্ষায়তনে লেখাপড়া করেছি। আহসা'র স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, এমন ভুলকরা ওর পক্ষে অসম্ভব।'

'তাহলে এমনটা লিখল কেন?'

'যাতে আমি বুঝতে পারি যে ওকে আমুরুতে কয়েদ করে রাখা হয়েছে।'

'বেনতেশিনা কি উন্মাদ হয়ে গেল?'

'নাহ। আমি নিশ্চিত, তার ওপরেও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।'

'তার মানে...'

'তার মানে হিট্টিরা এক ফোঁটা সময়ও নষ্ট করেনি,' রামেসিস বললেন। 'ওরা আমুরু দখল করে আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। আহসা এই চালাকিটা না করলে মুওয়াত্তালির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে হাসিল হয়ে যেত।'

'তোমার কি মনে হয়, আহসা এখনও জীবিত?'

'জানি না, বন্ধু। সেরামানার সহযোগিতায় আমি একটা আক্রমণকারী বাহিনী গড়ে তুলব। আমাদের বন্ধুকে যদি কয়েদ করে রাখা হয়, ছাড়িয়ে আনব ওকে।'

অস্ত্রাগারের প্রধানকে আবারও অস্ত্র বানাতে ফরমায়েশ করলেন ফারাও। রাজধানীতে কয়েক ঘণ্টার ভেতর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এক দিনের ভেতর জেনে গেল মিশরের সবাই।

সত্য লুকানোর মানে হয় না। হিট্টিদের আত্মবিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরাতে কাদেশের যুদ্ধ যথেষ্ট ছিল না। পাই-রামেসিসের চার সৈন্য ঘাটিকে সতর্ক করে দেয়া হলো। সৈনিকেরা বুঝতে পারল, খুব শীঘ্রই আবার উত্তরের পথে যাত্রা করবে তারা।

একদিনের জন্য সারাদিন রাত নিজের কার্যালয়ে বসে কাটিয়ে দিলেন রামেসিস। দিনের বেলা তিনি প্রাসাদের ছাদে উঠলেন। শয়তানের সাথে মোকাবেলা করে টিকিয়ে রাখা নিজের স্বর্গভূমির দিকে তাকিয়ে রইলেন পুলকিত নয়নে।

ছাদের পূর্বকোণে দাঁড়িয়ে আছেন নেফারতারি। ভোরের সোনালী আলোতে তাকে

অপরূপ দেখাচ্ছে।

রামেসিস তাকে কাছে টেনে নিলেন।

'আমি ভেবেছিলাম, কাদেশ এক নতুন শান্তির অধ্যায়ের সূচনা করবে। অনেক বেশি আশা করে ফেলেছিলাম। কালো ছায়া আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে–মুওয়াত্তালি, শানার, যদি সে এখনও জীবিত থাকে, পালিয়ে যাওয়া সেই লিবিয়ান যাদুকর, আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু মোজেস, আমুরুতে বন্দী আহসা! এই ঝড়ের থেকে পরিত্রান কি সম্ভব, নেফারতারি?'

'সমুদ্রের বুকে জাহাজের দিক ঠিক রাখাটাই তোমার প্রধান দায়িত্ব, রামেসিস। বাতাস যতোই উন্মত্ত হোক না কেন, তোমার কাজ তোমাকে করতেই হবে। সংশয়ে পড়ার মতো সময় তোমার নেই। স্রোত যদি তোমার প্রতিকূলে হয়, আমরা দুজন মিলে হাল ধরব।'

উদীয়মান সূর্যের আলোকরশ্মি দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলো এসে ঠিকরে পড়ল দুজনের শরীরে–রাজবধূ আর রামেসিস, আলোর পুত্র।

নির্ঘন্ট

১. আমুরু - প্রাচীণ মিশরের একটি প্রদেশ

২. কানান - প্রাচীণ মিশরের একটি প্রদেশ

৩. হলিহক - একধরনের ফুল গাছ

৪. সার্ড - ইতালীয় সার্ডেনা দ্বীপের অধিবাসীদের তাচ্ছিল্য ভরে সার্ড সম্বোধন করা হতো

৫. মরমি - ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে যে

৬. সাকী - শরাব পরিবেশনকারী

৭. প্রায়াম - ট্রয়ের রাজা